



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
May 2022

"তপস্যার ফাউন্ডেশন হল অসীম জগতের বৈরাগ্য"

আজ বাপদাদা সকল স্নেহী বাচ্চাদের স্নেহের পুষ্প অর্পিত করতে দেখছেন। দেশ বিদেশের সকল স্নেহী বাচ্চাদের হৃদয়ের স্নেহের পুষ্প বর্ষা বাপদাদা প্রত্যক্ষ করছেন। সকল বাচ্চাদের মনের একটিই সুর বা গীত শুনছেন। একটিই গীত - "আমার বাবা"। চতুর্দিকে মিলিত হওয়ার সকল শুভ আশার দীপ জ্বলজ্বল করছে। এই দিব্য দৃশ্য সমগ্র কল্পে বাপদাদা আর বাচ্চার ছাড়া আর কেউই দেখতে পাবে না। এই অভিনব স্নেহের পুষ্প এখানে এই পুরানো দুনিয়ার কোহিনূর হীরের থেকেও অমূল্য। এই হৃদয়ের সঙ্গীত বাচ্চার ছাড়া আর কেউই গাইতে পারবে না। এইরকম দীপমালা কেউ উদযাপনও করতে পারবে না। বাপদাদার কাছে সকল বাচ্চারা ইমার্জ রয়েছে। এই স্থূল স্থানে সকলে বসতে পারবে না। কিন্তু বাপদাদার হৃদয় সিংহাসন হল অতি বিশাল। সেইজন্য সকলকে ইমার্জ রূপে দেখছেন। সকলকে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর স্নেহ ভরা অধিকারের অনুযোগ শুনছেন আর সাথে সাথে প্রতিটি বাচ্চাকে রিটার্নে পদমণ্ডল বেশি স্মরণের স্নেহ-সুমন প্রদান করছেন। বাচ্চার অধিকারের সাথে বলে - আমরা সবাই সাকার স্বরূপে মিলিত হতে চাই। বাবাও চান, বাচ্চারও চায়। তবুও সময় অনুসারে ব্রহ্মা বাবা অব্যক্ত ফরিস্তা রূপে সাকার স্বরূপে অনেক গুণ তীব্রগতিতে সেবা করে বাচ্চাদেরকে নিজের সমান বানাচ্ছেন। কেবল এক দুই বছর নয়, বরং অনেক বছর ধরে অব্যক্ত মিলন, অব্যক্ত রূপে সেবার অনুভব করিয়েছেন এবং করছেনও। তো ব্রহ্মা বাবা অব্যক্ত হয়েও ব্যক্ত হতে কেন পার্ট প্লে করলেন? সমান বানানোর জন্য। ব্রহ্মা বাবা অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হতে এলেন, তো বাচ্চাদেরকে তার রিটার্নে কী করতে হবে? ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত হতে হবে। সময় অনুসারে অব্যক্ত মিলন, অব্যক্ত রূপের দ্বারা সেবা এখন অত্যন্ত আবশ্যিক। সেইজন্য সময়ে সময়ে বাপদাদা অব্যক্ত মিলনের অনুভূতির ইশারা দিতে থাকেন। তার জন্য 'তপস্যা বর্ষ'ও পালন করছে তোমরা তাই না? বাপদাদাও আনন্দিত যে মেজরিটি বাচ্চাদের উৎসাহ উদ্দীপনা খুব ভালো। মাইনরিটি এইরকম ভাবছে যে প্রোগ্রাম অনুসারেই করছি। এক হল প্রোগ্রাম অনুসারে করা দ্বিতীয় হল হৃদয়ের উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে করা। প্রত্যেকে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো - আমি কোনটায়?

সময়ের পরিস্থিতি অনুসারে, নিজস্ব উন্নতি অনুসারে, তীব্র গতির সেবা অনুসারে, বাপদাদার স্নেহের রিটার্ন প্রদানের অনুসারে - তপস্যা হল অতি আবশ্যিক। ভালবাসা হল অতি সহজ আর সবাই ভালোবাসেও - এও বাবা জানেন। কিন্তু রিটার্ন স্বরূপে 'বাপদাদার সমান হতে হবে।' এই সময় বাপদাদা এটাই চাইছেন। এতে জনা কয়েকের মধ্যেও কতিপয়ই বেরোয়। চায় সকলে। কিন্তু চাওয়া আর করার মধ্যে সংখ্যার অন্তর রয়েছে। কেননা তপস্যার সদা আর সহজ ফাউন্ডেশন হল - 'অসীম জগতের বৈরাগ্য'। অসীম জগতের বৈরাগ্য অর্থাৎ চতুর্দিকের কিনারা বা ধারকে ছেড়ে দেওয়া। কারণ এই ধার গুলিকে অবলম্বন (সাহারা) বানিয়ে ফেলেছে। প্রিয় হওয়ার সময় প্রিয় হলে আবার শ্রীমৎ অনুসারে নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের ইশারা অনুসারে সময় মতো সেকেন্ডে বুদ্ধি প্রিয় থেকে পুনরায় পৃথক হয়ে গেল, সেটা হচ্ছে না তোমাদের। যত তাড়াতাড়ি প্রিয় হয়ে যাচ্ছে, ততখানি পৃথক হচ্ছে না। প্রিয় হতে তোমরা ভালোই পারো কিন্তু পৃথক হওয়ার সময় ভাবতে বসে যাও, সাহসের দরকার হয় তখন। পৃথক হওয়াই ধারকে ছেড়ে দেওয়া আর ধারকে ছাড়তে পারাই হল অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি। ধার গুলিকে আশ্রয় বানিয়ে আঁকড়ে রাখতে অসুবিধা হয় না কিন্তু ছাড়বার সময় তোমরা কী করো? লম্বা কোশ্চেন মার্ক লাগিয়ে দাও। সেবার ইনচার্জ হতে ভালোই পারো কিন্তু ইনচার্জের সাথে সাথে নিজের এবং অন্যদের ব্যাটারি চার্জ করার সময়ই কঠিন মনে হয়। সেইজন্য বর্তমান সময়ে তপস্যার দ্বারা বৈরাগ্য বৃত্তি অত্যন্ত আবশ্যিক।

তপস্যার সফলতার বিশেষ আধার বা সহজ উপায় হল - একটিই শব্দের পার্ট-কে পাক্সা করো। দুই তিন লেখা একটু কঠিন। কিন্তু এক লেখা খুবই সহজ। তপস্যা অর্থাৎ এক এর হওয়া। যাকে বাপদাদা 'একনামী' বলেন। তপস্যা অর্থাৎ মন - বুদ্ধিকে 'একগ্র করা', তপস্যা অর্থাৎ 'একান্ত-প্রিয়' থাকা, তপস্যা অর্থাৎ স্থিতিকে 'একরস রাখা', তপস্যা অর্থাৎ সর্ব প্রাপ্ত ঐশ্বর্যকে (খাজানা) ব্যর্থ থেকে বাঁচানো অর্থাৎ 'ইকোনমি'র সাথে চলা। তো এক এর পার্ট পাক্সা হল তাই না? এক এর পার্ট শক্ত নাকি সহজ হল? 'সহজ তো নিশ্চয়ই, কিন্তু' - এই রকম ভাষা তো বলবে না তাই না?

অনেক অনেক ভাগ্যবান তোমরা। অনেক প্রকারের পরিশ্রম থেকে ছাড়া পেয়ে গেছো। দুনিয়ার মানুষকে সময় তৈরী

করিয়ে নেবে আর তখন সময় এলে বাধ্য হয়েই তাদেরকে করতেই হবে। বাচ্চাদেরকে বাবা সময়ের পূর্বেই তৈরী করে দেন আর তোমরা বাবার প্রতি ভালোবাসা থেকেই করে থাকো। কিন্তু যদি ভালবেসে না করো বা কিয়ৎ পরিমাণে করো, তবে কী হবে ? তখন তবে বাধ্য হয়েই করতে হবে। অসীম জগতের বৈরাগ্যকে ধারণ করতেই হবে কিন্তু বাধ্য হয়ে করলে কোনো ফলই পাওয়া যাবে না। ভালবাসার প্রত্যক্ষ ফল হল ভবিষ্যতের ফল আর যাদেরকে বাধ্য হয়ে করতে হবে তাদেরকে কোথা দিয়ে ক্রস হতে হবে ? ক্রস করাও হল ক্রুশে চড়ারই সমান। তাহলে কোনটা পছন্দ ? ভালবেসে করবে। বাপদাদা পরে কখনো কোন গুলো কিনারা তার লিস্ট বলে দেবেন। এমনিতে তো তোমরা সে'সব ভালোই জানো। রিভাইস করবেন। কেননা বাপদাদা তো বাচ্চাদের প্রতিদিনের দিনচর্যা যখন ইচ্ছা তখনই দেখতে পারেন। এক একজনের দিনচর্যা দেখার কাজ বাপদাদা করেন না। সাকার ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা দেখেছো ওঁনার নজর স্বতঃতই কোথায় গিয়ে পড়ত ? তা সেটা তোমাদের পত্রই হোক, কিম্বা পোতামেল বা কারো আচার-আচরণ অথবা আট পাতার পত্রই হোক না কেন, বাবার নজর কোথায় পড়তো ? যেখানে ডায়রেকশন দিতে হবে, যেখানে দেওয়ার প্রয়োজন। বাপদাদাও সব কিছুই দেখতেন, আবার দেখেও দেখতেন না। জেনেও জানতেন না। যেটার প্রয়োজন নেই - সেটাকে না দেখতেন, না জানতে চাইতেন। ভালোই খেলা দেখতেন, সে'সব পরে বলবো। আচ্ছা।

তপস্যা করা, অসীমের বৈরাগ্য বৃত্তিতে থাকা সহজ, তাই না ? ধার গুলিকে ছেড়ে দেওয়া কী খুব কঠিন ? কিন্তু হতে তো হবে তোমাদেরকেই। কল্প কল্পের প্রাপ্তির অধিকারী হয়েছো তোমরা আর অবশ্যই হবে। আচ্ছা। এই বছর কল্প পূর্বের অনেক অনেক কল্পের পুরানো আর এই কল্পের নতুন বাচ্চারা চান্স পেয়েছে। তো চান্স পাওয়ার খুশীও তো আছে না ? মেজরিটি হল নতুন, টিচার্স পুরানো। তাহলে টিচার, তোমরা কী করবে ? বৈরাগ্য বৃত্তি ধারণ করবে তাই তো ? কিনার ছাড়বে ? নাকি সেই সময় বলবে যে, করতে তো চাই কিন্তু কীভাবে করব ? করে দেখানোর দলে নাকি শোনানোর দলে ? এখান যারা চতুর্দিক থেকে বাচ্চারা এসেছে সব বাচ্চাদেরকে বাপদাদা সাকার রূপে দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। সাহস রেখেছো আর বাবার সহায়তা তো সর্বদাই রয়েছে। সেইজন্য সর্বদা সাহসের দ্বারা সহায়তা প্রাপ্ত করবার অধিকারকে অনুভব করে সহজ ভাবে উড়তে থাকো। বাবা সহায়তা করেন কিন্তু যারা নেবার তারা নেবে। দাতা প্রদান করেন, কিন্তু যারা নেয় তারা যথা শক্তি অনুসারে তৈরি হয়। যথা শক্তি তৈরি হয়ো না। সদা সর্বশক্তিমান হও। তবে যারা পরে এসেছে তারা সামনে নম্বর নিয়ে নেবে। বুঝতে পেরেছো ? সর্ব শক্তি গুলির অধিকারকে সম্পূর্ণ প্রাপ্ত করো। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সর্ব স্নেহী আত্মারা, সদা বাবার ভালবাসার রিটার্ন দিতে পারা, অনন্য আত্মারা, সদা তপস্বী মূর্তি স্থিতিতে স্থিত থাকা, বাবার সমীপ আত্মারা, সদা বাবার সমান হওয়ার লক্ষ্যকে লক্ষণ রূপে নিয়ে আসা, এই রকম দেশ বিদেশের সকল বাচ্চাদেরকে দিলারাম বাবার হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

দাদীদের প্রতি অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার - অষ্ট শক্তিধারী, ইষ্ট আর অষ্ট তোমরা তাই না ! অষ্ট'র চিহ্ন কী হবে ? জানো কী ? প্রতিটি কর্ম সময় অনুসারে, পরিস্থিতি অনুসারে, সকল শক্তিকে যারা কর্মে নিয়ে আসে। অষ্ট শক্তি গুলি ইষ্টও বানিয়ে দেয় আর অষ্টও বানিয়ে দেয়। তোমরা হলে অষ্ট শক্তিধারী, সেই কারণে অষ্ট ভুজ দেখানো হয়। বিশেষ আট শক্তি রয়েছে। এমনিতে আছে তো অনেক, কিন্তু আটে মেজরিটি এসে যায়। বিশেষ শক্তির গুলিকে সময় মতো কার্যে নিয়ে আসতে হবে। যেমন সময়, যেমন পরিস্থিতি সেই রূপ স্থিতি হবে। একেই বলা হয় 'অষ্ট বা ইষ্ট'। তো এই রকম গ্রুপ প্রস্তুত রয়েছে তো ? বিদেশে কত গুলো তৈরি হয়েছে ? অষ্টতে আসতে হবে তো ? আচ্ছা।

(ভোর বেলায় ব্রহ্ম-মুহূর্তের সময় সন্তরী দাদী শরীর ত্যাগ করেছেন ১৩-১২-৯০)

খুব ভালো, যেতে তো সবাইকেই হবে। এভাররেডি তোমরা নাকি মনে আসবে - আমার সেন্টার, এখন জিজ্ঞাসাদের কী হবে ? আমার আমার মনে আসবে না তো ? যেতে সবাইকেই হবে, কিন্তু প্রত্যেকের নিজস্ব আলাদা আলাদা হিসাব। হিসাব-পত্র না চুকিয়ে কেউই যেতে পারবে না। সেইজন্য সকলে খুশী মনে বিদায় দিয়েছে। সকলের ভালো লেগেছে তাই তো ? এই রকম যাওয়াটাই ভালো। তাই না ? তো তোমরাও এভাররেডি হয়ে যেও। আচ্ছা।

পার্টীদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎ -

১) দিল্লি আর পাঞ্জাব উভয়ই হল সেবার আদি স্থান। স্থাপনার স্থান সব সময়ই গুরুত্বের সাথে দেখা হয়ে থাকে, সেই রকম প্রশস্তিও থাকে। যেমন সেবাতে আদি স্থান থাকে, তেমনই স্থিতিতেও তোমরা আদি রত্ন কি ? স্থানের সাথে সাথে স্থিতিরও

মহিমা রয়েছে। আদি রত্ন অর্থাৎ প্রতিটি শ্রীমংকে জীবনে নিয়ে আসার সূচনাকারী। কেবল শুনল আর শোনালো - সেটা নয়, করে দেখায় তারা। কেননা শোনা আর শোনানোর লোক অনেক রয়েছে, কিন্তু করে দেখানোর মতো কোটিতে কেউ কেউই হবে। সুতরাং এই নেশা থাকে কি যে, আমিই কোটির মধ্যে সেই কেউ ? এই রুহানী নেশা, মায়ার নেশাকে ছাড়িয়ে দেয়। সুতরাং রুহানী নেশা হল সেক্ষিত্র সাধন। যে কোনো প্রকারের মায়ার নেশা - পোশাক প্রমুদেদর, খাওয়া দাওয়ার, কোনো কিছু দেখার নেশা তার দিকে আকৃষ্ট করতে পারে না। এই রকম নেশাতে থাকো নাকি মায়া একটু আধটু আকর্ষণ করে ! এখন তোমরা সুবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছো। মায়া কি তাও জেনে গেছো। বুদ্ধিমান কখনোই ধোঁকা খায় না। যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো ধোঁকা খেয়ে যায় তবে তাকে কি বলবে ? বুদ্ধিমান হয়েও ধোঁকা খেয়ে নিল ? ধোঁকা খাওয়া অর্থাৎ দুঃখকে আহ্বান করা। যখন তোমরা ধোঁকা খেয়ে যাও, তার কারণে দুঃখই তো পাও তাই না ! তো দুঃখকে কি কেউ নিতে চায় ? সেইজন্য তোমরা হলে সদা আদি রত্ন অর্থাৎ নিজের জীবনে প্রতিটি শ্রীমতের সূচনাকারী। এই রকম কি তোমরা ? নাকি আগে দেখে নাও যে অন্যরা আগে করুক তারপর আমি করব ? এই রকম করো না তো যে, আমরা কীকরে করব ? করার ব্যাপারে সবার আগে আমি। অন্যরা বদলালে তারপর আমি বদলাব... অমুকেও আগে পাল্টাক তবে আমি বদলাব....। না, যে করবে সেই পাবে। আর কত পাবে ? এক এর পদমণ্ডল। তো করে দেখানোতেই তো তবে মজা তাই না ? এক করো আর পদম পাও। এতে তো প্রাপ্তিই প্রাপ্তি। সেইজন্য প্র্যাকটিক্যাল শ্রীমংকে নিয়ে আসার বিষয়ে "সবার আগে আমি"। মায়ার বশ হওয়ার ব্যাপারে সবার আগে আমি নয়, বরং এই পুরুষার্থে সবার আগে আমি - তখনই সফলতা প্রতিটি কদমে অনুভব করতে পারবে। সফলতা হয়েই রয়েছে। কেবল রাস্তাটা সামান্য একটু বদলে ফেলো তোমরা, বদলে ফেলার ফলে তখন লক্ষ্যও দূর হয়ে যায়, তখন সময় লাগে। কেউ যদি ভুল রাস্তায় চলে যায় তবে লক্ষ্য থেকেও দূর হয়ে যায়, তাই না ? তো এই রকম ক'রো না। লক্ষ্য সামনেই রয়েছে, সফলতাও হয়েই রয়েছে। যদি কখনো পরিশ্রম করতে হয় তখন ভালোবাসার পাল্লাটা হাল্কা হয়ে যায়। আর যদি ভালোবাসা থাকে তবে কখনোই পরিশ্রম করতে হবে না। কেননা বাবা অনেক ভুজ সহকারে তোমাদের সহায়তা করবেন। তিনি নিজের বহুভুজ দিয়ে সেকেন্ডে সব কাজ সফল করে দেবেন। পুরুষার্থে সদা উড়তে থাকবে। পাঞ্জাবের যারা রয়েছে তারা কি ওড়ো নাকি ভয় পাও ? পাঙ্কা অনুভাবী হয়ে গেছো ? কেউ আছে যে ভয় পাও ? কী হবে, কীভাবে হবে...! না। তাদেরকেও তোমরা শান্তির দান দিয়ে থাকো। যে কেউই আসুক তারা যেন শান্তি নিয়ে যায়, খালি হাতে ফিরে না যায়। গুণান যদি নাও দাও কিন্তু শান্তির ভাইব্রেশনও শান্ত করে দেবে। আচ্ছা।

২) চতুর্দিক থেকে আগত শ্রেষ্ঠ আত্মারা তোমরা সকলে হলে ব্রাহ্মণ, না রাজস্থানী, না মহারাষ্ট্রীয়, মধ্যপ্রদেশ... সবাই হলে এক। এই সময় তোমরা সকলে হলে মধুবন নিবাসী। ব্রাহ্মণদের অরিজিনাল স্থান হল মধুবন। সেবার জন্য ভিন্ন-ভিন্ন এরিয়াতে তোমরা গেছো। একটিই স্থানে যদি বসে যাও তবে চতুর্দিকের সেবা কীভাবে হবে ? সেইজন্য সেবার কারণেই ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে তোমরা গেছো। তা যদি লৌকিকে কোনো বিজনেস ম্যান হলে অথবা গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টে কিম্বা ফ্যাক্টরিতে হযত কাজ করে থাকো... কিন্তু তোমাদের অরিজিনাল অক্যুপেশন হল সেবাধারী। মায়েরা গৃহে রয়েছে সেটাও ঈশ্বরীয় সেবাতেই। গুণান যদি শোনে কিম্বা না-ই শোনে, শুভ ভাবনা, শুভ কামনার ভাইব্রেশনের দ্বারাও তারা বদলে যাবে। কেবল বাণীর সেবাই সেবা নয়, শুভ-ভাবনা রাখাও হল সেবা। তাহলে দুটো সেবাই করতে পারো তো তোমরা, তাই না ? কেউ যদি তোমাদেরকে গালিও দেয়, তবুও তোমরা শুভ ভাবনা, শুভ কামনা ছেড়ে না। ব্রাহ্মণদের কাজ হল - কিছু না কিছু দেওয়া। তো এই শুভ ভাবনা, শুভ কামনা রাখাও হল শিক্ষা প্রদান করা। সকলে মুখের কথায় (বাণী দ্বারা সেবায়) বদলায় না। সে যেমনই হোক, তাকে কিছু না কিছু অঞ্জলি অবশ্যই দেবে, সে যদি পাঙ্কা রাবণও হয়। কোনো কোনো মায়েরা বলে থাকে যে - আমার আত্মীয় স্বজন একেবারে পাঙ্কা রাবণ, কিছুতেই বদলাবে না, কিন্তু এইরকম আত্মাদেরকেও নিজের খাজানার দ্বারা শুভ ভাবনা, শুভ কামনার অঞ্জলি অবশ্যই দেবে। কেউ যদি গালিও দেয়, তাও তাদের মুখ থেকে কী বেরিয়ে আসে ? এরা হল ব্রহ্মা কুমারী.... তো ব্রহ্মা বাবাকে স্মরণ করে, যদি গালিও দেয়, কিন্তু ব্রহ্মার নাম তো উচ্চারণ করে! তবুও বাবার নাম তো নেয়। ব্রহ্মাকে তারা জানুক বা না-ই জানুক, তবুও তোমরা তাদেরকে অঞ্জলি দাও। এই রকম অঞ্জলি দাও নাকি যে শোনেনা তাকে ছেড়ে দাও ? ছাড়বে না, নাহলে পরে তোমাদের কান ধরে অভিযোগ করবে যে - আমাদের তো বুদ্ধি ছিল না, কিন্তু আপনি কেন (গুণান-দান) দিলেন না। তো এসে কান ধরবে তো না ? তোমরা দিয়ে যাও, কেউ নিক বা না নিক। বাপদাদা রোজ এত খাজানা বাচ্চাদেরকে কেন দেন ? কেউ পুরোটাই নেয়, কেউ আবার যথা শক্তি নিয়ে থাকে। তাও বাপদাদা কখনো কি বলেন যে - দেবো না ? কেন নাও না ? বাপদাদার কর্তব্যই হল দেওয়া। দাতার বাচ্চা হলে তোমরা, তাই না ? তারা ভালো বললে তবে তোমরা দেবে তবে তো লেবতা হয়ে গেলে। লেবতা কখনো দাতার সন্তান হতে পারে না। দেবতা হতে পারবে না কখনো তারা। তোমরা তো দেবতা হবে, তাই না ? দেবত্বের পোশাক প্রস্তুত তো ? নাকি এখনও সেলাই এর কাজ চলছে, ধোয়াধুয়ি চলছে ? নাকি কেবল ইন্ট্রি করা টুকু বাকি

? দেবত্বের পোশাক সামনে যেন দৃশ্যমান থাকে। আজ ফরিস্তা, কাল দেবতা। কত বার দেবতা হয়েছ ? তো সর্বদা নিজেকে দাতার সন্তান আর দেবতা হতে চলেছি - এটাই স্মরণে রাখো। দাতার সন্তান নিয়ে তারপর দেয় না। মান পেলে, রিগার্ড দিলে তবেই দেবো - এই রকম নয়। সদা দাতার সন্তান, দিতে থাকা। এই রকম নেশা সব সময় থাকে ? নাকি কখনো কম হয়ে যায় কখনো বেশি ? এখনো মায়াকে বিদায় দিয়ে দাওনি ? ধীরে ধীরে দেওয়া নয় - এতটা সময় এখন নেই। এক তো এসেছো দেহে, তারপরও যদি ধীরে ধীরে পুরুষার্থ করো তবে পৌঁছাতে পারবে না। নিশ্চয় হল, নেশা চড়ল আর ওড়ো। এখন হল উড়তি কলার সময়। ওড়া তো সব থেকে দ্রুত হয় তাই না ! তোমরা হলে লাকি - উড়বার সময়ে এসেছো। তো সর্বদা এটাই অনুভব করো যে, আমরা অনেক বড় ভাগ্যবান। এই রকম ভাগ্য এরপর সমগ্র কল্পে আর পাওয়া যাবে না। তো দাতার সন্তান হও। নেওয়ার সংকল্পটুকুও যেন না থাকে - টাকাপয়সা দিক, পোশাক আশাক দিক, খাবার দাবার দিক। তোমরা হলে দাতার সন্তান, সব কিছুই স্বতঃতই প্রাপ্ত হয়ে যায়। যে চাইতে থাকবে সে পাবে না। দাতা হও, আপনিই সব মিলতে থাকবে। আচ্ছা।

বরদান:- যথার্থ স্মরণের দ্বারা সর্ব শক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারা সদা শস্ত্রধারী, কর্মযোগী ভব
যথার্থ স্মরণের অর্থ হল সর্ব শক্তি গুলির দ্বারা সদা সম্পন্ন থাকা। পরিস্থিতি রূপী শত্রু এল আর শস্ত্র কাজে এল না, তবে তো তাকে শস্ত্রধারী বলা যাবে না। সকল কর্মে স্মরণে থাকলে তখনই সফলতা আসবে। যেমন কর্ম না করে এক সেকেন্ডও থাকতে পারা যায় না, তেমনই যে কোনো কর্ম যোগ বিনা করতে পারবে না। সেইজন্য কর্ম-যোগী, শস্ত্রধারী হও আর সময় মতো শক্তি গুলিকে অর্ডার অনুযায়ী ইউজ করো - তখন বলা হবে যথার্থ যোগী।

স্লোগান:- যার সংকল্প আর কর্ম মহান, সে-ই হল মাস্টার সর্বশক্তিমান।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শান্তি তোমাদের গলার মালা, আত্মার স্বধর্ম, সেইজন্য শান্তির জন্য এদিক-ওদিক ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ানোর প্রয়োজন নেই, তোমরা নিজেদের স্বধর্মে স্থির হয়ে যাও"

*প্রশ্ন:- মানুষ কোনো বস্তুকে শুদ্ধ করার জন্য কোন্ যুক্তি রচনা করে আর বাবা কোন্ যুক্তি রচনা করেন ?

*উত্তর:- মানুষ কোনো বস্তুকে শুদ্ধ করার জন্য আগুনে নিষ্ক্ষেপ করে। যন্ত্র রচনা করলেও সেখানে আগুন জ্বালায়। এখানেও বাবা রুদ্র যন্ত্র রচনা করেছেন, কিন্তু এ হলো জ্ঞান যন্ত্র, এতে সবকিছুর আছতি পড়বে। বাচ্চারা, তোমরা দেহ-সহ সবকিছু এতে স্বাহা(অর্পণ) করে দাও। তোমাদের যোগে যুক্ত হতে হবে। যোগকেই রেস(দৌড়) বলা হয়। এতেই তোমরা প্রথমে রুদ্রের গলার মালা হবে, তারপর বিষ্ণুর গলার মালায় গাঁথা হয়ে যাবে।

*গীত:- ওম নমঃ শিবায়ঃ...

ওম শান্তি । এ কার মহিমা শুনেছো ? পারলৌকিক পরমপিতা পরম আত্মার অর্থাৎ পরমাত্মার। সকল ভক্তবৃন্দ বা সাধনাকারীরা (সাধক) ওঁনাকে স্মরণ করে থাকে। আবার ওঁনার নামও হলো পতিত-পাবন। বাচ্চারা জানে যে ভারত পবিত্র ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রভৃতিদের পবিত্র প্রবৃত্তিমাগীয়া ধর্ম ছিল, যাকে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম বলা হয়ে থাকে। ভারতে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি, সম্পত্তি সবকিছু ছিল। পবিত্রতা না থাকলে তখন না থাকে শান্তি, না থাকে সুখ। শান্তির জন্য এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে। জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে থাকে। একজনেরও শান্তি নেই কারণ না বাবাকে জানে, না নিজেকে বোঝে যে আমি হলাম আত্মা, এই হলো আমার শরীর। এর দ্বারা কর্ম করতে হয়। আমার তো স্বধর্মই হলো শান্তি। এ'গুলি হলো শরীরের কর্মেন্দ্রিয়। আত্মার এও জানা নেই যে আমরা আত্মারা নির্বাণ বা পরমধামের বাসিন্দা। এই কর্মক্ষেত্রে আমরা শরীরের আধার(ধারণ করে) নিয়ে ভূমিকা পালন করে থাকি। শান্তির মালা গলায় পড়ে রয়েছে আর ধাক্কা খেয়ে চলেছে বাইরে। জিজ্ঞাসা করতে থাকে, মনের শান্তি কিভাবে পাওয়া যাবে ? ওদের এ'টা জানা নেই যে আত্মা মন-বুদ্ধিসহই থাকে। আত্মা হলো পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। তিনি হলেন শান্তির সাগর, আমরা হলাম ওঁনার সন্তান। এখন অশান্তি তো সমগ্র দুনিয়ারই আছে, তাই না! সকলেই বলে, শান্তি আসুক। এখন সমগ্র দুনিয়ার মালিক হলেন এক যাকে শিবায়ঃ নমঃ বলা হয়। উচ্চ থেকেও উচ্চ(সর্বোচ্চ) ভগবান শিব কে ? সেও কোনো মানুষ জানে না। পূজাও করে, অনেকে আবার নিজেকে শিবোহম' বলে। আরে, শিব হলেন একমাত্র বাবা-ই, তাই না! মানুষ নিজেকে শিব বলে, এ তো হয়ে গেলো মহা পাপ। শিবকেই পতিত-পাবন বলা হয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর অথবা কোনো মানুষকেই পতিত-পাবন বলতে পারবে না। পতিত-পাবন সঙ্গতিদাতা হলেনই একজন। মানুষ মানুষকে পবিত্র বানাতে পারে না কারণ সমগ্র দুনিয়ার প্রশ্ন তো, তাই না! বাবা বোঝান, যখন সত্যযুগ ছিল -- তখন ভারত পবিত্র ছিল, এখন অপবিত্র। তাহলে যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে পবিত্র করেন, তাঁকেই স্মরণ করা উচিত। এছাড়া এ তো হলোই পতিত দুনিয়া। এই যে বলা হয়ে থাকে মহান আত্মা, এ'রকম কেউ নেই। পারলৌকিক পিতাকেই জানে না। ভারতেই শিব জয়ন্তীর গায়ন করা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ভারতেই এসেছিল -- পতিতদের পবিত্র করতে। তিনি বলেন - আমি সঙ্গমেই আসি, যাকে কুন্ড বলা হয়ে থাকে। এ সেই জলের সাগর আর নদীদের কুন্ড (মিলন) নয়। কুন্ড একেই বলা হয়ে থাকে যখন জ্ঞান-সাগর পতিত-পাবন বাবা এসে সমস্ত আত্মাদের পবিত্র বানিয়ে দেন। এও জানো যে ভারত যখন স্বর্গ ছিল তখন একটাই ধর্ম ছিল। সত্যযুগে সূর্যবংশীয় রাজ্য ছিল, তারপর ত্রেতায় চন্দ্রবংশীয়, যার মহিমা হলো - রাম রাজা, রাম প্রজা... (রাম রাজ্যে প্রজারাও ধনবান, তাই সকলেরই দাতা ভাবের সংস্কার থাকে) ত্রেতারই এত মহিমা তাহলে সত্যযুগের এর থেকেও বেশী হবে। ভারতই পবিত্র ছিল, পবিত্র জীবাত্মারা ছিল, বাকি আর সব ধর্মের আত্মারা নির্বাণধামে ছিল। আত্মা কি, পরমাত্মা কি - সেও কোনো মানুষমাত্রেরই জানা নেই। আত্মা এত ছোট বিন্দু, তাতে ৮৪ জন্মের পাঁচ ভরা রয়েছে। ৮৪ লাখ জন্ম তো হতে পারে না। ৮৪ লাখ জন্মে তো কল্প-কল্পান্তর ধরে ঘুরতে থাকবে, এ তো হতে পারে না। হলোই ৮৪ জন্মের চক্র, তাও আবার সকলের নয়। যে প্রথমে ছিল, সে-ই এখন পিছনে পড়ে গিয়েছে, পুনরায় তারা প্রথমে যাবে। পরে আসা সমস্ত আত্মারা নির্বাণধামে থাকে। এ'সকল কথা বাবা বুঝিয়ে থাকেন। ওঁনাকেই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি বলা হয়ে থাকে। বাবা বলেন - আমি এসে সমস্ত বেদ-শাস্ত্রাদি, গীতার সারকথা বোঝাই। এ'সব ভক্তিমার্গের কর্মকান্ডের শাস্ত্র রচনা করা হয়েছে। আমি এসে কিভাবে যন্ত্র রচনা করেছি, এ'কথা তো শাস্ত্রে নেই। এর নামই হলো রাজস্ব অশ্বমেধ রুদ্র জ্ঞান যন্ত্র। রুদ্র হলো শিব, এতে সকলকে স্বাহা হয়ে যেতে হবে। বাবা বলেন - দেহ-সহ যে সমস্ত মিত্র-সম্বন্ধীয় ইত্যাদিরা রয়েছে, তাদেরকে ভুলে যাও। অদ্বিতীয়

বাবাকেই স্মরণ করো। আমি সন্ন্যাসী, উদাসী, খ্রিস্টান... এ হলো দেহের ধর্ম এ'সব ত্যাগ করে মামেকম (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। অবশ্যই নিরাকার তো শরীরেই আসবে, তাই না! তিনি বলেন, আমাকে প্রকৃতির আধার নিতে হয়। আমিই এসে এই শরীর দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপন করি। পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাওয়াও হয় যে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, সূক্ষ্মলোক হলোই ফরিস্তাদের দুনিয়া। ওখানে হাড়-মাংস(শরীর) থাকে না। ওখানে শ্বেতবর্ণের সূক্ষ্ম শরীর হয় যেমন প্রেতাঙ্গাদের হয়, তাই না! আত্মা, যে শরীর পায় না, সে তো এ'দিক-ও'দিক ঘুরে বেড়াতে থাকে। ছায়াৰূপী শরীর দেখা যায়, তাকে ধরতে পারা যায় না। এখন বাবা বলেন - বৎস, স্মরণ করো তবেই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। গাওয়াও হয় যে অনেকেই গেছে..., অল্প আছে...এখন সময় অল্প বাকি রয়েছে। যতখানি সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো তবেই অন্তিম সময়ে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। গীতায় কোনো এক-দু'টি শব্দ সঠিক লেখা রয়েছে। যেমন আটায় নুনের মতন (সামান্য) কোনো-কোনো শব্দ সঠিক। ভগবান নিরাকার প্রথমে এ'টা জানা উচিত। সেই নিরাকার ভগবান আবার কি'করে কথা বলেন? কথিত আছে, সাধারণ ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে রাজযোগ শেখাই। বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো। আমি আসিই এক ধর্মের স্থাপনা করে বাকি সব ধর্মের বিনাশ ঘটাতো। এখন অনেক ধর্ম রয়েছে। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে সত্যযুগে একমাত্র আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই ছিল। সমস্ত আত্মারাই আপন-আপন হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে যায়, একে বিনাশের সময় বলা হয়ে থাকে। সকলের দুঃখের হিসেব-নিকেশ মিটে যায়। দুঃখ পায়ই পাপের কারণে। পাপের হিসেব মিটে যাওয়ার পর আবার পুণ্যের শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেকটি বস্তুকে শুদ্ধ করার জন্য আগুন জ্বালানো হয়। যজ্ঞ রচিত হয়, তাতেও আগুন জ্বালানো হয়। এ তো স্থূল যজ্ঞ নয়। এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এ'রকম বলা হয় না যে কৃষ্ণ জ্ঞান-যজ্ঞ। কৃষ্ণ কোনো যজ্ঞ রচনা করেনি, কৃষ্ণ তো প্রিন্স ছিল। যজ্ঞ রচনা করা হয় বিপদের সময়। এইসময় সবদিকেই বিপদ, তাই না! অনেক মানুষ রুদ্র যজ্ঞও রচনা করে থাকে। বলাও হয়ে থাকে যে এই যে রুদ্র জ্ঞান-যজ্ঞ রয়েছে, এতে সবেই আহুতি হয়ে যাবে। বাবা এসেছেন -- যতক্ষণ পর্যন্ত রাজস্ব স্থাপন হবে আর সকলে পবিত্র হয়ে যাবে ততক্ষণের জন্য যজ্ঞ রচনা করা হয়েছে। হঠাৎ করে তো সকলে পবিত্র হয়ে যায় না। অন্ত পর্যন্ত যোগ যুক্ত হতে থাকে। এ হলোই যোগের রেস(দৌড়)। বাবাকে যত বেশী স্মরণ করতে থাকে ততই দৌড় লাগিয়ে রুদ্রের গলার মালা হয়ে যায়। তারপর বিষ্ণুর গলার মালা হবে। প্রথমে রুদ্রের মালা, তারপর বিষ্ণুর মালা। প্রথমে বাবা সকলকে ঘরে নিয়ে যান, যে যত পুরুষার্থ করবে সে-ই নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হয়ে রাজ্য করে। এখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপিত হচ্ছে। তোমাদের বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ৫ হাজার বছর পূর্বে যেভাবে শিখিয়েছিলেন পুনরায় কল্প পরেও শেখাতে এসেছেন। শিব-জয়ন্তী বা শিবরাত্রিও পালন করা হয়। রাত অর্থাৎ কলিযুগীয় পুরানো দুনিয়ার অন্ত, নতুন দুনিয়ার আদি। সত্যযুগ-ত্রৈতা হলো দিন, দ্বাপর-কলিযুগ হলো রাত। অসীমের দিন হলো ব্রহ্মার, আবার অসীমের রাতও ব্রহ্মার। কৃষ্ণের দিন-রাতের গায়ন করা হয় না। কৃষ্ণের জ্ঞানই থাকে না। ব্রহ্মা জ্ঞান পায় শিববাবার থেকে। বাচ্চারা, তারপর তোমরা পাও এঁনার থেকে। তাহলে শিববাবাই ব্রহ্মা তনের মাধ্যমে তোমাদের জ্ঞান দান করছেন। তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন। মনুষ্য সৃষ্টিতে একজনও কেউ ত্রিকালদর্শী হতে পারে না। যদি হয় তবে নলেজ দিক, তাই না! এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়? কখনো কেউ নলেজ দিতে পারে না। ভগবান তো সকলের একই। কৃষ্ণকে সকলেই ভগবান মানে নাকি! না মানে না। তিনি হলেন রাজকুমার। রাজকুমার কি ভগবান হয়? যদি তিনি রাজস্ব করেন তাহলে তা আবার হারিয়েও ফেলবেন। বাবা বলেন - তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে তারপর আমি নির্বাণধামে গিয়ে থাকি। পুনরায় যখন দুঃখ শুরু হয় তখন আমার পাটও শুরু হয়। আমি রায় দিয়ে থাকি, আমায় বলাও হয়ে থাকে, হে দয়াময়। ভক্তিও প্রথমে অব্যভিচারী হয় অর্থাৎ একমাত্র শিবেরই করে তারপর দেবতাদের করে। এখন তো ভক্তি ব্যভিচারী হয়ে গেছে। পূজারীও জানে না যে কবে থেকে ভক্তি শুরু হয়েছে। শিব বা সোমনাথ একই কথা। শিব হলেন নিরাকার। সোমনাথ কেন বলা হয়? কারণ সোমনাথ বাবা বাচ্চাদের জ্ঞান-অমৃত পান করিয়েছেন। নাম তো অনেক আছে, বাবুলনাথও বলা হয় কারণ বাবুলের যারা কাঁটা ছিল তাদের ফুলে পরিনতকারী, সকলের সঙ্গতিদাতা হলেন বাবা। ওঁনাকে আবার সর্বব্যাপী বলা...এ তো গ্লানি হয়ে গেল, তাই না! বাবা বলেন, যখন সপ্তমের সময় আসে তখন একবারই আমি আসি, যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয় তখনই আমি আসি। এ'টাই হলো নিয়ম। আমি একবারই আসি। বাবাও এক, অবতারও (অবতরিত হবার সময়) এক। আমি একবারই এসে সকলকে পবিত্র রাজযোগী বানাই। তোমাদের হলো রাজযোগ, সন্ন্যাসীদের হলো হঠযোগ, তারা রাজযোগ শেখাতে পারে না। ভারতকে (বিকার থেকে) থামানোর জন্য এই হঠযোগীদেরও এক ধর্ম আছে। পবিত্রতা তো চাই, তাই না! ভারত ১০০ শতাংশ পবিত্র ছিল, এখন হলো পতিত, তবেই তো বলা হয় এসে পবিত্র করো। সত্যযুগ হলো পবিত্র জীবাঙ্গাদের দুনিয়া। এখন গৃহস্থ ধর্মও হলো পতিত। সত্যযুগে গৃহস্থ ধর্ম ছিল পবিত্র। পুনরায় এখন সেই পবিত্র গৃহস্থ ধর্মের স্থাপনা হতে চলেছে। অদ্বিতীয় বাবা-ই হলেন সকলের মুক্তি, জীবনমুক্তিদাতা। মানুষ, মানুষকে মুক্তি, জীবনমুক্তি দিতে পারে না। তোমরা হলে জ্ঞানের সাগর-রূপী পিতার সন্তান। তোমরা ব্রাহ্মণরা সত্যিকারের (সত্যপথের উদ্দেশ্যে)যাত্রা করাবে। আর বাকি সকলেই

অসত্য(পথের) যাত্রা করিয়ে থাকে। তোমরা হলো ডবল অহিংসক। কোনো হিংসা করো না -- না লড়াই করো, না কাম-কাটারী চালাও। কাম-বিকারের উপর বিজয়প্রাপ্ত করতে পরিশ্রম লাগে। বিকারকে জিততে হবে, তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে থাকো, তোমরা পরস্পর ভাই-বোন হয়ে থাকো। এখন আমরা হলাম নিরাকার ঈশ্বরের সন্তান পরস্পর ভাই-ভাই, তারপর হলাম ব্রহ্মাবাবার সন্তান - তাহলে অবশ্যই নির্বিকারী হওয়া উচিত, তাই না! অর্থাৎ তোমাদের বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। এ হলো অনেক জন্মের অন্তের জন্ম। কমল ফুলের মতো পবিত্র হও, তবেই উচ্চপদ পাওয়া যায়। এখন বাবার দ্বারা তোমরা অনেক বুঝদার হয়ে যাও। সৃষ্টির নলেজ তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। তোমরা হয়ে গেলে স্বদর্শন-চক্রধারী। নিজের আত্মার দর্শন হয় অর্থাৎ নলেজ পাওয়া যায় পরমপিতা পরমাত্মার থেকে, যাকে নলেজফুল বলা হয়ে থাকে। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, তিনি হলেন চৈতন্য। এখন এসেছেন জ্ঞান প্রদান করতে। বীজ একটিই, এও জানে যে বীজের থেকে বৃক্ষ কিভাবে বের হয়, এ হলো উল্টো বৃক্ষ। বীজ হলো উপরে। সর্বপ্রথমে নির্গত হয় দৈবী-বৃক্ষ, তারপর ইসলাম, বৌদ্ধ.... বৃদ্ধি হতেই থাকে। এই জ্ঞান এখনই তোমরা পেয়েছো, আর কেউ দিতে পারে না। তোমরা যাকিছু শোনো, তা তোমাদের বুদ্ধিতেই রয়ে গেছে। সত্যযুগ ইত্যাদিতে তো শাস্ত্র থাকে না। ৫ হাজার বছরের কত সহজ কাহিনী, তাই না! আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সময় কম, অনেক চলে গেছে অল্প রয়ে গেছে... সেইজন্যে যেটুকু শ্বাস বেঁচে রয়েছে - বাবার স্মরণে সফল করতে হবে। পুরোনো পাপের হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফেলতে হবে।

২) শান্তি স্বধর্মে স্থির হওয়ার জন্যে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। যেখানে পবিত্রতা বর্তমান, সেখানেই শান্তি বিরাজ করে। আমার স্বধর্মই হলো শান্তি, আমি হলাম শান্তির সাগর-রূপী পিতার সন্তান... এই অনুভব করতে হবে।

বরদানঃ-

নির্মাণতার(সরলতা) বিশেষত্বের দ্বারা সহজেই সফলতা প্রাপ্তকারী সকলের মাননীয় (সম্মানীয়)ভব সকলের থেকে সম্মান প্রাপ্ত করার সহজ সাধন হলো - নির্মাণ হওয়া। যে আত্মারা নিজেকে সর্বদা নির্মাণচিত্তের বিশেষত্বের দ্বারা চালিত করে থাকে, তারা সহজেই সফলতাকে প্রাপ্ত করে। নির্মাণ হওয়াই হলো স্বমানে থাকা। নির্মাণ হওয়ার অর্থ নত হওয়া নয় বরং সকলকে নিজের বিশেষত্ব এবং ভালবাসা দিয়ে (সম্মানবশে) নত করা। বর্তমান সময়ানুসারে সবসময়ের জন্যে এবং সহজেই সফলতা প্রাপ্ত করার মূল আধার হলো এটাই। প্রতিটি কর্ম, সম্বন্ধ এবং সম্পর্কে যারা নির্মাণ হয় তারাই বিজয়ী-রত্ন হয়ে যায়।

স্লোগানঃ-

জ্ঞানের শক্তিকে ধারণ করে নাও, তাহলে বিঘ্ন আঘাত করার বদলে, পরাজয় স্বীকার করে নেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বাবার সমান মিষ্টি হতে হবে, কাউকে দুঃখ দেবে না, কখনোই ক্রোধ করবে না"

*প্রশ্ন:- কর্মের গুহ্য গতিকে জেনে তোমরা বাচ্চারা কোন্ পাপ কর্ম আর করতে পারো না ?

*উত্তর:- আজ পর্যন্ত তোমরা দানকে পুণ্য কর্ম মনে করতে, কিন্তু এখন বুঝতে পারো, দান করলেও কখনো কখনো পাপ হয়ে যায়, কেননা এমন কাউকে যদি অর্থ দাও, যে সেই অর্থ দিয়ে পাপ করলো, তার প্রভাবও অবশ্যই তোমাদের উপর পড়বে, তাই তোমাদের বুঝে দান করতে হবে।

*গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে...

ওম শান্তি। তোমরা বাচ্চারা এখন সামনে বসে আছো বাবা বলেন, হে জীব আত্মারা, শুনছো কি। তিনি আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। আত্মারা জানে যে -- আমাদের অসীম জগতের পিতা আমাদের নিয়ে যান, যেখানে দুঃখের চিহ্নমাত্র থাকে না। গানেও বলে থাকে - এই পাপের দুনিয়া থেকে পাবন দুনিয়াতে নিয়ে চলো। কাকে পতিত দুনিয়া বলা হয়, এই দুনিয়া তা জানে না। দেখো, আজকাল মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ কতো বেশী। ক্রোধের বশীভূত হয়ে মানুষ বলে দেয়, আমি এর দেশকে নাশ করে দেবো। মানুষ বলেও থাকে - হে ভগবান, আমাদের ঘোর অন্ধকার থেকে আলোর উজ্জ্বলতায় নিয়ে চলো, কেননা এ হলো পুরানো দুনিয়া। কলিযুগকে পুরানো যুগ আর সত্যযুগকে নতুন যুগ বলা হয়। বাবা ছাড়া কেউই নতুন যুগ তৈরী করতে পারে না। আমাদের মিষ্টি বাবা এখন আমাদের দুঃখধাম থেকে সুখধামে নিয়ে যাচ্ছেন। বাবা, আপনি ছাড়া কেউই আমাদের স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে না। বাবা কতো ভালোভাবে আমাদের বুঝিয়ে বলেন। তবুও কারোর কারোর বুদ্ধিতে বসে না। এই সময় আমরা বাবার শ্রেষ্ঠ মত পাই এই শ্রেষ্ঠ মতের দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠ হই। এখানে শ্রেষ্ঠ হতে পারলে আমরা শ্রেষ্ঠ দুনিয়াতে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবো। এ তো হলো ব্রহ্মচারী রাবণের দুনিয়া। নিজের মতে চললে তাকে মনমত বলা হয়। বাবা বলেন, তোমরা শ্রীমতে চলো। প্রতি মুহূর্তে এই আসুরী মত তোমাদের নরকের দিকে ধাক্কা দেয়। ক্রোধ করা হলো আসুরী মত। বাবা বলেন, তোমরা একে অপরের প্রতি ক্রোধ করো না। প্রেমের সঙ্গে চলো। প্রত্যেকেরই নিজেদের জন্য রায় গ্রহণ করতে হবে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা পাপ কেন করো, পুণ্য দিয়ে কাজ চালাও। নিজের খরচ কম করে দাও। তীর্থতে ধাক্কা খাওয়া, সন্ন্যাসীদের কাছে ধাক্কা খাওয়া, এই সব কর্মকাণ্ডে তোমরা কতো খরচ করো। তোমাদের এইসব ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। বিয়েতে মানুষ কতো জাঁকজমক করে, ধার করেও বিয়ে করে। এক তো ধার করে, দ্বিতীয়, পতিত হয়ে যায়। তাও যে পতিত হতে চায়, সে গিয়ে হতে পারে কিন্তু যারা শ্রীমতে চলে পবিত্র হয়, তাদের কেন বাধা দেওয়া হয়। মিত্র - সম্বন্ধীরা ঝগড়া করলে সহ্য তো করতেই হবে। মীরাও তো সবকিছু সহন করেছিলেন। অসীম জগতের পিতা এসেছেন তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে ভগবান - ভগবতীর পদ প্রাপ্ত করাতে। লক্ষ্মীকে ভগবতী আর নারায়ণকে ভগবান বলা হয়। কলিযুগের অন্তে তো সবাই পতিত, তাহলে তাদের কে পরিবর্তন করেছেন। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো, বাবা কিভাবে এসে স্বর্গ অথবা রামরাজ্যের স্থাপনা করান। আমরা সূর্যবংশী অথবা চন্দ্রবংশী পদ প্রাপ্ত করার জন্য এখানে এসেছি। যারা সূর্যবংশীর সুপুত্র সন্তান হবে, তারা তো খুব ভালোভাবে এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়বে।

বাবা সবাইকে বোঝান -- তোমরা পুরুষার্থ করে মা - বাবাকে অনুসরণ করো। এমন পুরুষার্থ করো যাতে ঐর উত্তরাধিকারী হয়ে দেখাতে পারো। মাঝ্মা - বাবা বলো, তাহলে ভবিষ্যত সিংহাসনে আসীন হয়ে দেখাও। বাবা তো বলেন, এমনভাবে পড়ো যাতে আমার থেকেও উচ্চে যেতে পারো। এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা বাবার থেকেও উঁচুতে চলে যায়। অসীম জগতের পিতা বলেন, আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক বানাই। আমি তো হই না। বাবা কতো মিষ্টি। তাঁর শ্রীমৎ বিখ্যাত। তোমরা শ্রেষ্ঠ দেবী - দেবতা ছিলে, তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন পতিত হয়ে গেছো। এ হলো হার আর জিতের খেলা। মায়ার কাছে হেরে গেলে হার, মায়াকে জয় করতে পারলে জিৎ। মনের ওপরে বিজয় লাভ করতে চাই একথা বলা ভুল। মন, অ-মন অর্থাৎ চিন্তা রহিত হতে পারে না। মন তো সঙ্কল্প করবে। আমরা যদিও সঙ্কল্প শূন্য হয়ে বসে যাই, তাও তা কতক্ষণ? কর্ম তো করতেই হবে, তাই না। জাগতিক সন্ন্যাসীরা মনে করে, গৃহস্থ ধর্মে থেকে কোনো কর্ম করা হয় না। এই হঠযোগী সন্ন্যাসীদেরও পাট আছে। তাদেরও হলো এই নিবৃত্তি মার্গের ধর্ম, আর অন্য কোনো ধর্মে কেউ গৃহত্যাগ করে জঙ্গলে যায় না। কেউ যদি গৃহত্যাগও করে, তাও এই সন্ন্যাসীদের দেখে। বাবা কখনোই ঘরের প্রতি বৈরাগ্য তৈরী করান না। বাবা বলেন, তোমরা যদিও ঘরে থাকো, কিন্তু পবিত্র থাকো। পুরানো দুনিয়াকে ভুলতে

থাকো । আমি তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া তৈরী করছি । শঙ্করাচার্য ইত্যাদি সন্ন্যাসীদের এমন বলেন না যে, তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া তৈরী করছি, তাদের হলো জাগতিক সন্ন্যাস, যাতে অল্পকালের জন্য সুখ পাওয়া যায় । অপবিত্র মানুষ তাদের সামনে গিয়ে মাথা নত করে । দেখো, পবিত্রতার কতো সম্মান । এখন তো দেখো, মানুষ কতো বড় বড় ক্ল্যাট ইত্যাদি তৈরী করে । মানুষ দান করে, এখন এতে তো তেমন কিছু পুণ্য হয় না । মানুষ মনে করে, আমরা যা কিছুই ঈশ্বরের কারণে করছি, তা পুণ্য । বাবা বলেন, আমার কারণে তোমরা কোন কোন কার্যে দান করো । দান তাকেই করা উচিত - যে কোনো পাপ করবে না । যদি পাপ করে তাহলে তোমাদের উপর তার প্রভাব পড়বে, কেননা তোমরা তাকে অর্থ দিয়েছো । পতিতকে দান করতে করতে তোমরা কাঙ্গাল হয়ে গিয়েছো । তোমাদের অর্থই সব বিফল হয়ে গিয়েছে । কখনো এতে অল্পকালের সুখ প্রাপ্ত হয়, এও ড্রামা । তোমরা এখন বাবার শ্রীমতে চলে পবিত্র তৈরী হচ্ছে, ওখানে তোমাদের কাছে অফুরন্ত অর্থ থাকবে । ওখানে কোনো পতিত থাকে না । এ হলো খুবই বোঝার মতো কথা । তোমরা তো হলে ঈশ্বরীয় সন্তান । তোমাদের মধ্যে অনেক রাজকীয়তা থাকা প্রয়োজন । বলা হয়, গুরু নিন্দাকারী তিষ্ঠতে পারে না । ওদের মধ্যে বাবা, টিচার এবং গুরু আলাদা । এখানে তো বাবা, টিচার আর সদগুরু একজনই । তোমরা যদি কোনো বিপরীত চলন চলা তাহলে এই তিনেরই নিন্দাকারী হয়ে যাবে । সৎ বাবা, সৎ টিচার, সদগুরুর মতে চললেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাও । এই শরীর তো ত্যাগ করতেই হবে, তাহলে কেন না আমরা একে ঈশ্বরীয়, অলৌকিক সেবাতে লাগিয়ে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি । বাবা বলেন, আমি এ নিয়ে কি করবো । আমি তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী প্রদান করি । আমি ওখানেও কোনো মহলে থাকি না, এখানেও আমি কোনো মহলে থাকি না । মানুষ গেয়ে থাকে -- বম বম মহাদেব - আমার ঝুলি ভরে দাও । কিন্তু তিনি কখন আর কিভাবে ঝুলি ভরে দেন, এ কেউই জানে না । ঝুলি যখন ভরেছিলেন, তখন অবশ্যই চৈতন্য ছিলেন । তোমরা ২১ জন্মের জন্য খুবই সুখী আর বিত্তবান হয়ে যাও । এমন বাবার মতে তোমাদের প্রতি পদে চলা উচিত । এ হলো অনেক বড় লক্ষ্য । কেউ যদি বলে, আমি চলতে পারছি না, বাবা বলবেন - তাহলে তোমরা আবার 'বাবা' কেন বলা ! শ্রীমতে না চললে অনেক সাজা ভোগ করবে । পদও ব্রষ্ট হয়ে যাবে । গীতাতেও শুনেছো - বলে এমন দুনিয়াতে নিয়ে চলো যেখানে সুখ আর শান্তি থাকবে । সে তো বাবাই দিতে পারেন । বাবার মতে না চললে নিজেরই ক্ষতি করে ফেলবে । এখানে কোনো খরচ ইত্যাদির কথা নেই । এমন তো বলাই হয় না যে, গুরুর সামনে নারকেল, বাতাসা ইত্যাদি নিয়ে এসো বা স্কুলে ফি ভরে দাও । এখানে কিছুই নয় । অর্থ তোমরা নিজের কাছেই রাখো । তোমরা কেবল এই জ্ঞান ধারণ করো । ভবিষ্যতকে শুধরে নিলে তো কোনো লোকসান হবে না । এখানে মাথা ঠুকতেও শেখানো হয় না । অর্ধেক কল্প তো তোমরা পয়সা রাখতে রাখতে, মাথা ঝোঁকাতে ঝোঁকাতে কাঙ্গাল হয়ে গেছো । এখন বাবা তোমাদের শান্তিধামে নিয়ে যান । ওখান থেকে তোমাদের সুখধামে পাঠিয়ে দেবেন । এখন নব যুগ, নতুন দুনিয়া আগত । সত্যযুগকে নব যুগ বলা হবে, তারপর কলা কম হতে থাকে । বাবা এখন তোমাদের উপযুক্ত তৈরী করছেন । নারদের উদাহরণ আছে যে নারদ লক্ষ্মীকে বর্ণ করতে চেয়েছিল (তাকে আয়না দেখতে বলা হয়েছিল)... । কোনো ভূত বা বিকার যদি থাকে তাহলে তোমরা লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবে না । বাচ্চারা, এখানে তো তোমাদের গৃহস্থালিও সামলাতে হবে আবার সেবাও করতে হবে । প্রথমে তো এরা পালিয়ে এসেছিলো কেননা এদেরকে মারধোর করা হয়েছিলো । অনেক অত্যাচার হয়েছিলো । এরা মারেরও পরোয়া করতে না । ভাঙিতে অনেক বাচ্চা পাকা হয় আবার কেউ কাঁচাও বের হয়েছিলো । ডামার ভবিতব্যও এমনই ছিলো । যা হয়েছে তা আবারও হবে । গালিও দেবে । সবথেকে বেশী গালি খেয়ে থাকেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব । মানুষ বলে দেয় পরমাত্মা সর্বব্যাপী, কুকুর - বিড়াল, কচ্ছপ - মৎস সবকিছুর মধ্যেই আছে । বাবা বলেন, আমি তো পরোপকারী । আমি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাই । শ্রীকৃষ্ণ তো স্বর্গের প্রিন্স । তাঁকে আবার বলে দেয়, সর্প দংশন করেছিলো, কালো হয়ে গিয়েছিলো । এখন ওখানে কিভাবে সর্প দংশন করবে । কৃষ্ণপূরীতে কিভাবে কংস আসবে ? এ সবই হলো চর্চিত কথা । এ হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী, যাতে তোমরা নীচে নেমে এসেছো । বাবা তো তোমাদের ফুলে পরিণত করেন । কেউ কেউ তো আবার খুব বড় কাঁটা আছে । ও গড ফাদার বলে কিন্তু কিছুই জানে না । ফাদার তো হলো কিন্তু বাবার থেকে কিভাবে উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে, সেসব কিছুই জানে না । অসীম জগতের পিতা বলেন, আমি তোমাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছি । তোমাদের এক হলো লৌকিক ফাদার, দ্বিতীয় হলো অলৌকিক প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তৃতীয় হলো পারলৌকিক শিব । তোমাদের তিনজন বাবা হলো । তোমরা জানো যে, আমরা দাদুর কাছ থেকে ব্রহ্মার দ্বারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি, তাই আমাদের শ্রীমতে চলতে হবে, তাহলেই আমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবো । সত্যযুগে তোমরা প্রালম্ব ভোগ করো । ওখানে তোমরা না প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে জানো, আর না শিবকে জানো । ওখানে কেবল তোমরা লৌকিক বাবাকে জানো । সত্যযুগে একজন বাবা থাকেন । ভক্তিতে হলো দুইজন বাবা । লৌকিক আর পারলৌকিক বাবা । আর এই সঙ্গম যুগে তোমাদের তিনজন বাবা । এই কথা আর কেউই বুঝিয়ে বলতে পারে না । তাই তোমাদের নিশ্চিত হওয়া উচিত । এমন নয় যে, এখনই নিশ্চয়, আবার এখনই সংশয় । এখনই জন্মগ্রহণ করা, আবার এখনই মৃত্যু হওয়া । মৃত্যু হলে তো উত্তরাধিকার শেষ হয়ে যাবে । এমন বাবাকে

তালুক দেওয়া উচিতই নয় । তোমরা যতো নিরন্তর স্মরণ করবে, সেবা করবে, ততই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে । বাবা এও বলে দেন যে, তোমরা আমার মতে চললে বেঁচে যাবে । না হলে খুব সাজা ভোগ করতে হবে । তোমাদের সব সাক্ষাৎকার করানো হবে যে, তোমরা এই পাপ করেছিলে । শ্রীমতে চলনি । তোমাদের সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়ে সাজা দেওয়া হয় । গর্ভ জেলেও সাক্ষাৎকার করানো হয় । এই পাপ কর্ম করেছো, এখন সাজা ভোগ করো । এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ বৃদ্ধি পেতে থাকবে । যারা এই ধর্মের ছিলো অথচ অন্য ধর্মে চলে গিয়েছিলো, তারা সবাই আবার চলে আসবে । বাকি সবাই নিজের নিজের সেকশনে চলে যাবে । সবার সেকশন আলাদা - আলাদা । এই ঝাড় দেখো কিভাবে বৃদ্ধি পায় । ছোটো ছোটো শাখাপ্রশাখা বের হতে থাকবে ।

তোমরা জানো যে, মিষ্টি বাবা এসেছেন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, তাই তাঁকে উদ্ধারকর্তা বলা হয় । তিনি হলেন দুঃখহর্তা - সুখকর্তা । তিনি গাইড হয়ে আমাদের সুখধামে নিয়ে যাবেন । তিনি বলেনও - পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তোমাদের সুখের সম্বন্ধে পার্টিয়েছিলাম । তোমরা ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করেছিলে । এখন তোমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো । শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তো সকলেরই প্রীতির সম্বন্ধ । লক্ষ্মী - নারায়ণের সঙ্গে ততটা নয়, যতটা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আছে । মানুষ তো এসব কথা জানেই না । রাধা - কৃষ্ণই লক্ষ্মী - নারায়ণ হয় । কেউই এইসব কথা জানে না । তোমরা এখন জানো যে, রাধা - কৃষ্ণ আলাদা - আলাদা রাজধানীতে ছিলেন, এরপর স্বয়ংবরের পর লক্ষ্মী - নারায়ণ হয়েছিলেন । এরা তো কৃষ্ণকে দ্বাপর যুগে নিয়ে গেছে । কৃষ্ণকে কেউই পতিত পাবন বলবেন না । নিয়মিত পড়াশোনা না করলে কেউই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের আচার-আচরণ খুবই রাজকীয় করতে হবে, খুব কম এবং মিষ্টি কথা বলতে হবে । সাজা থেকে বাঁচার জন্য প্রতি পদে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে ।

২) এই ঈশ্বরীয় পড়া খুবই মনোযোগ সহকারে ভালোভাবে পড়তে হবে । মা - বাবাকে অনুসরণ করে সিংহাসনের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হতে হবে । ক্রোধের বশীভূত হয়ে কাউকেই দুঃখ দেবে না ।

বরদানঃ:- সাধারণ কর্ম করেও শ্রেষ্ঠ স্মৃতি বা স্থিতির ঝলক দেখিয়ে পুরুষোত্তম সেবাধারী ভব প্রকৃত হীরে যেমন যতই ধুলোয় ঢাকা থাকুক না কেন, নিজের উজ্জ্বলতা অবশ্যই দেখাবে, তোমাদের জীবনও তেমনই হীরে তুল্য । তাই যে কোনো পরিবেশে, যে কোনো সংগঠনে তোমাদের চমক অর্থাৎ সেই ঝলক আর ঐশ্বর্য সকলের যেন নজরে আসে । কাজ যদিও বা সাধারণ করো, কিন্তু স্মৃতি আর স্থিতি যেন এমন শ্রেষ্ঠ হয়, যে দেখলেই যেন অনুভব করে, এ কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়, এ সেবাধারী হয়েও পুরুষোত্তম ।

স্লোগানঃ:- সে-ই প্রকৃত রাজাঝমি যার সঙ্কল্প মাত্রেরেও কোনো আকর্ষণ থাকবে না ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমতের আধারে পবিত্র হও, তাহলে ধর্মরাজের শাস্তি থেকে মুক্ত হতে পারবে। হীরে তুল্য হওয়ার জন্য জ্ঞান অমৃত পান করো, বিষকে পরিহার করো"

*প্রশ্নঃ - সত্যযুগী পদের সমস্ত কিছু নির্ভর করে কোন্ কথার আধারে?

*উত্তরঃ - পবিত্রতার আধারে। তোমাদের স্মরণে থেকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। পবিত্র হওয়ার পরেই সদ্ধতি হবে। যারা পবিত্র হয় না তারা শাস্তি লাভ করে নিজের ধর্মে চলে যায়। যদিও তোমরা ঘর-গৃহস্থে বসবাস করে থাকো তবুও কোনো দেহধারীকে স্মরণ করো না, পবিত্র থাকলে উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে।

*গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমি সমগ্র জগৎ পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ আর কাউকেই ভগবান বলা যায় না, এক নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকেই শিববাবা বলা হয়। উনি হলেন সকল আত্মার পিতা। সর্বপ্রথম এটা নিশ্চয় থাকা দরকার - অবশ্যই আমরা হলাম শিববাবার সন্তান । দুঃখের সময় আমরা বলি পরমাত্মা সহায়তা করো, দয়া করো। এটাও জানে না যে আমাদের আত্মা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। অহম্ (আমি) আত্মার পিতা হলেন উনি। এই সময় সমগ্র দুনিয়া হল পতিত আত্মাদের। গায়নও করে আমরা হলাম পাপী নীচ, আপনি হলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী। কিন্তু তাও নিজেদেরকে বুঝতে পারে না। বাবা বোঝান, যখন তোমরা বোঝো যে ভগবান পিতা হলেন এক, তাহলে তোমাদের সকলের মধ্যে সম্বন্ধ হল ভাই ভাইয়ের। শরীরের সম্বন্ধে সকলে হলে ভাইবোন। শিব বাবার সন্তান আবার প্রজাপিতা ব্রহ্মারও হলে বাচ্চা। ইনি হলেন তোমাদের অসীম জগতের পিতা, শিক্ষক, গুরু। উনি বলেন আমি তোমাদেরকে পতিত বানাই না। আমি তো এসেছি পবিত্র বানানোর জন্য। যদি আমার মতানুসারে চলো। এখানে তো সকল মানুষ রাবণ মতানুসারে চলে। সবার মধ্যে পাঁচ বিকার আছে। বাবা বলেন যে বাচ্চারা এখন নির্বিকারী হও, শ্রীমতের আধারে চলো। কিন্তু বিকারকে পরিত্যাগ করতেই পারে না। তাই স্বর্গের মালিক হতে পারে না। সকলে অজামিলের মতো পাপী হয়ে গেছে। রাবণ সম্প্রদায় হয়ে গেছে, এটা হল শোক বাটিকা, কত দুঃখে আছে। বাবা এসে আবার রামরাজ্য বানান। তাই তোমরা বাচ্চারা জানো যে এ হলো প্রকৃত যুদ্ধের ময়দান। গীতাতে ভগবান বলেছেন যে কাম হল মহাশত্রু, তার উপরে জিত প্রাপ্ত করতে হবে। জিত তো প্রাপ্ত করতে পারে না। এখন বাবা বসে বোঝান। তোমাদের আত্মা এই অরগ্যাক্স দ্বারা শোনে তারপর শোনায়, পাট প্লে আত্মা করে। আমরা হলাম আত্মা শরীর ধারণ করে পাট প্লে করি। কিন্তু মানুষ আত্ম-অভিমানীর পরিবর্তে দেহ-অভিমানী হয়ে পড়েছে। এখন বাবা বলেন যে দেহী-অভিমানী হও। সত্যযুগে আত্ম-অভিমানীরা থাকে। পরমাত্মাকে জানে না। এখানে তোমরা দেহ-অভিমানী থাকো আর পরমাত্মাকেও জানো না সেইজন্য তোমাদের এইরকম দুর্গতি হয়ে গেছে। দুর্গতিকেও বুঝতে পারে না। যাদের কাছে ধনসম্পত্তি অধিক পরিমাণে আছে তারা মনে করে আমরা স্বর্গে বসে আছি। বাবা বলেন যে এরা সকলে গরীব হয়ে যাবে কেননা বিনাশ হয়ে যাবে। বিনাশ হয়ে যাওয়া তো ভালো তাই না। আমরা আবার মুক্তিধামে চলে যাবো, এতে তো খুশি হওয়া উচিত। তোমরা মরবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মানুষ তো মরতে ভয় পায়। বাবা তোমাদেরকে বৈকুণ্ঠে যাওয়ার জন্য যোগ্য করে তুলছেন। পতিত তো পতিত দুনিয়াতেই জন্ম নিতে থাকে। তারা কেউই স্বর্গবাসী হয় না। মূল কথা বাবা বলেন পবিত্র হও। পবিত্র না হলে পবিত্র দুনিয়াতে যেতে পারবে না। পবিত্রতার ওপরেই অবলাদের ওপরে খাড়া নেমে আসে। বিষকে অমৃত মনে করে। জ্ঞান অমৃতের দ্বারা তোমাদেরকে হীরে বানিয়ে তুলি। তাহলে তোমরা বিষ খেয়ে কড়ি তুল্য কেন হয়ে যাও ? অর্ধ কল্প তোমরা বিষ খেয়েছ, এখন আমার আঙা মানো। তা নাহলে ধর্মরাজের ঠান্ডা খেতে হবে। লৌকিক বাবাও বলে, বাচ্চা, এমন কাজ করো না যাতে কুলের বদনাম হয়। অসীম জগতের পিতা বলেন, শ্রীমৎ অনুসারে চলো। পবিত্র হও। আর যদি কাম চিতাতে বসো, এমনিতে তো তোমাদের মুখ কালোই, আরোই কালো হয়ে যাবে। এখন তোমাদেরকে জ্ঞান চিতাতে বসিয়ে সুন্দর বানিয়ে তুলি। কাম চিতাতে বসলে স্বর্গের মুখও দেখতে পারবে না। সেইজন্য বাবা বলেন শ্রীমৎ অনুসারে চলো। বাবা তো বাচ্চাদের সাথেই কথা বলবেন তাই না ? বাচ্চারাই জানে যে, বাবা আমাদেরকে স্বর্গের বর্সা দিতে এসেছেন। কলিযুগ এখন শেষ হয়ে যাবে। ভারতবাসী স্বর্গবাসী ছিল। এখন পতিত হয়ে গেছে । স্বর্গের বিষয়ে দানেই না। তো বাবা বলেন তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে না চলে অন্যদের মত অনুসারে চলে বিকারে চলে গেছে বলেই মরেছে। পরে তোমরা স্বর্গে আসবে ঠিকই, কিন্তু খুবই হাল্কা পদ পাবে। এখন যারা অর্থবান তারা গরীব হয়ে যাবে। এখানে যারা গরীব তারা অর্থবান হয়ে যাবে। বাবা হলেন দীননাথ। সমস্ত কিছুই পবিত্রতার উপরেই নির্ভর। বাবার সাথে যোগযুক্ত হলে তোমরা পবিত্র হবে। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান, আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। আমি

তোমাদেরকে ঘর বাড়ি ছাড়াই না। বাড়িতে থাকো কিন্তু বিকারের যেও না। আর কোনো দেহধারীকে স্মরণ ক'রো না। এই সময় সকলে হল পতিত। সত্যযুগে পবিত্র দেবতা ছিল। এই সময় তারাও পতিত হয়ে পড়েছে। পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন অস্তিম জন্ম হয়ে গেল।

তোমরা সবাই হলে পার্বতী, তোমাদের সবাইকে অমরনাথ বাবা অমরকথা শোনাচ্ছেন, অমরপুরীর মালিক বানাতে। তাই এখন অমরনাথ বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বাকি শিব, শংকর বা পার্বতী বলে কেউ কোনো পাহাড়ে বসে নেই। এই সব হল ভক্তি মার্গের ধাক্কাধাক্কি। অর্ধ কল্প অনেক ধাক্কা খেয়েছ। এখন বাবা বলছেন আমি তোমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যাব। সত্যযুগে হল সুখই সুখ। না ধাক্কা খায় না পতন হয়। মুখ্য কথাই হল পবিত্র থাকার। এখানে যখন অত্যাচার তীব্রতায় পৌঁছায়, তখন পাপের ঘড়া ভরে যায় আর তখন বিনাশ হয়। এখন এক জন্ম পবিত্র হও তবে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে, এখন যারা শ্রীমতে চলবে। কল্প পূর্বে যদি শ্রীমতে না চলে তবে তবে তবে এখনও চলবে না। আর না পদ পাবে। এক বাবার তোমরা হলে সন্তান। তোমরা তো একে অপরের ভাই বোন হয়ে গেলে। কিন্তু বাবার হয়ে যদি অধঃপতন হয়, তবে রসাতলে চলে যাবে, আরোই পাপাশ্রয় হয়ে যাবে। এটা হল ঈশ্বরীয় গভর্ণমেন্ট।। যদি আমার মতে না চলো, পবিত্র না হও তবে ধর্মরাজের দ্বারা অনেক কড়া দন্ড ভোগ করতে হবে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে যে পাপ করেছে সে'সব এর শাস্তি ভোগ করে হিসাব-পত্র মিটিয়ে দিতে হবে। হয় যোগবলের দ্বারা বিকর্মকে ভস্ম করতে হবে নাহলে অনেক কড়া শাস্তি ভোগ করতে হবে। কতো কতো সংখ্যায় ব্রহ্মাকুমার আর কুমারীরা রয়েছে, তারা সবাই পবিত্র থাকে, ভারতকে তারা স্বর্গ বানাচ্ছে। তোমরা হলে শিব শক্তি পান্ডব সেনা, এতে গোপ গোপী দুইই এসে যায়। ভগবান তোমাদেরকে পড়াশুনা। লক্ষ্মী-নারায়ণকে ভগবান ভগবতী বলা হয়। তাদেরকে নিশ্চয়ই ভগবানই বর্ষা দিয়ে থাকবেন। ভগবানই এসে তোমাদেরকে দেবতা বানান। সত্যযুগে যথা রাজা রানী তথা প্রজা দাকে। সবাই শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, এখন হল রাবণ রাজ্য। রামরাজ্যে যদি যেতে চাও তবে পবিত্র হও আর রামের মতে চলো। রাবণের মতে চললে তোমাদের দুর্গতি হয়। গাওয়াও হয়েছে যে, কারো সম্পদ ধুলায় মিশে যাবে আর কারোর টাকা রাজা (সরকার) খেয়ে নেবে... সোনাদানা মাটির নীচে, দেওয়ালের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। আকস্মিক মৃত্যু হলে সেখানেই থেকে যাবে। বিনাশ তো হতেই হবে। আর্থ কোয়েক ইত্যাদি যখন হয়, তখন চোরেরাও বেরিয়ে পড়ে (লুণ্ঠ করতে)। এখন ধনী বাবা এসেছেন, তোমাদেরকে নিজের বানিয়ে বিশ্বের মালিক বানাতে। আজকাল বাণপ্রস্থ অবস্থাতেও বিকার ছাড়া থাকতে পারে না, একেবারেই তমোপ্রধান হয়ে পড়েছে। বাবাকে চেনেই না। বাবা বলেন, আমি পবিত্র বানাতে এসেছি। বিকারের যদি চলে যাও তবে অনেক বড় কড়া শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমি পবিত্র বানিয়ে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করতে এসেছি। তোমরা আবার পতিত হয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকলে, স্বর্গ রচনার কাজে বাঁধার সৃষ্টি করতে থাকলে, অনেক বড় কড়া শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমি এসেছি তোমাদেরকে স্বর্গবাসী বানানোর জন্য। বিকার যদি না ছাড়ে তবে ধর্মরাজের অনেক প্রহার এসে পড়বে। তখন ত্রাহী ত্রাহী করতে হবে। এটা হল ইন্দ্রসভা। গল্পে আছে না - সেখানে গুণান - পরীরা কোনো পতিতকে নিয়ে আসে, তো তার ভাইব্রেশন আসে। সেখানে সভাতে কোনো পতিতকে বসানো যায় না। পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা ছাড়া বসানো হয় না। নাহলে যে নিয়ে আসবে তার ওপরেই দোষ চেপে যাবে। বাবা তো জানেন, তা সত্ত্বেও তারা নিয়ে এলে তাকে শিক্ষা প্রদান করা হয়। শিব বাবাকে স্মরণ করলে আত্মা শুদ্ধ হয়ে যায়। বায়ুমণ্ডলে সাইলেন্স হয়ে যায়। বাবাই বসে পরিচয় প্রদান করে বলেন যে, আমি তোমাদের বাবা। ৫ হাজার বছর পূর্বের মতো তোমাদেরকে মানব থেকে দেবতা বানাতে এসেছি। অসীম জগতের পিতার থেকে অসীম সুখের বর্ষা নিতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যোগবলের দ্বারা বিকর্মের সমস্ত হিসাব-পত্র সমাপ্ত করে আত্মাকে শুদ্ধ আর বায়ুমন্ডলকে শান্ত বানাতে হবে।

২) বাবার শ্রীমতের আধারে সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বিকারের বশীভূত হয়ে স্বর্গের রচনায় বিঘ্ন রূপ হবে না।

বরদানঃ:- মন-বুদ্ধির স্বচ্ছতার দ্বারা যথার্থ নির্ণয়কারী সফলতা সম্পন্ন ভব

যে কোনো কার্যে সফলতা তখন প্রাপ্ত হয় যখন সময় অনুসারে বুদ্ধি যথার্থ নির্ণয় প্রদান করে। কিন্তু নির্ণয় শক্তি কার্যকর তখনই হয় যখন মন-বুদ্ধি স্বচ্ছ হয়, কোনো প্রকারের আবর্জনা থাকে না। এইজন্য যোগ

অগ্নির দ্বারা আবর্জনাকে সমাপ্ত করে বুদ্ধিকে স্বচ্ছ বানাও। যে কোনো প্রকারের দুর্বলতাই হল - নোংরা আবর্জনা। বিন্দুমাত্র ব্যর্থ সংকল্পও হল আবর্জনা, যখন এই আবর্জনা সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন বৈফিকর(চিন্তামুক্ত) হয়ে যাবে আর স্বচ্ছ বুদ্ধি হওয়ায় প্রতিটি কার্যে সফলতা প্রাপ্ত করতে পারবে।

স্লোগান:- সর্বদা শ্রেষ্ঠ আর শুদ্ধ সংকল্প ইমার্জ থাকলে ব্যর্থ স্বতঃতই মার্জ হয়ে যাবে।

মাতেশ্বরী জীর মধুর মহাবাক্য -

এই কলিযুগী সংসারকে অসার সংসার কেন বলা হয় ? কারণ এই দুনিয়ায় কোনো সার নেই। সেইজন্য কোনো বস্তুতে সেই শক্তি অথবা সুখ-শান্তি, পবিত্রতা নেই। এই সৃষ্টিতে কোনো এক সময় সুখ-শান্তি, পবিত্রতা ছিল, এখন এগুলি নেই কারণ এখন প্রত্যেকের মধ্যে ৫ ভূতের প্রবেশ রয়েছে, সেইজন্যই এই সৃষ্টিকে ভয়ের সাগর বা কর্মবন্ধনের সাগর বলে থাকে, এতে প্রত্যেকে দুঃখী হয়ে পরমাত্মাকে আহ্বান করছে, পরমাত্মা আমাদের ভব সাগর পারাপার করাও। এর দ্বারা সিদ্ধ হয় যে অবশ্যই কোনো অভয় অর্থাৎ নির্ভয়তারও সংসার আছে যেখানে যেতে চাইছে। সেইজন্যই এই সংসারকে পাপের সাগর বলা হয়, যাকে পার করে পুণ্য আত্মাদের দুনিয়াতে যেতে চাইছে। তাহলে দুনিয়া তো হল দুটি, একটি হল সত্যযুগী সার সম্পন্ন দুনিয়া, অন্যটি হল কলিযুগী অসারের দুনিয়া। দুই দুনিয়ারই অস্তিত্ব এই সৃষ্টিতে থাকে।

মানুষ বলে, হে প্রভু আমাদের এই ভব সাগর থেকে ঐ পারে নিয়ে চলো, ঐ পারের অর্থ কি ? লোকেরা মনে করে ঐ পারের অর্থ হলো জন্ম-মৃত্যুর চক্রে না আসা অর্থাৎ মুক্ত হয়ে যাওয়া। এখন এগুলি তো হল মানুষের কথা। কিন্তু পরমাত্মা বলেন যে বাচ্চারা, যেখানে প্রকৃত সুখ শান্তি আছে, দুঃখ অশান্তি থাকে না, সেই দুনিয়াতে আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাই। যখন তোমরা সুখ প্রাপ্ত করতে চাইছো তখন অবশ্যই সেটি এই জীবনেই হওয়া উচিত। এখন ওটা তো সত্যযুগী বৈকুণ্ঠের দেবতাদের দুনিয়া ছিল, যেখানে সর্বদা সুখী জীবন ছিল, ঐ দেবতাদের অমর বলা হত। এখন অমরেরও কোনো অর্থ নেই, এইরকম তো নয় দেবতাদের আয়ু এতো লম্বা ছিল যে যার জন্য তাদের কখনও মৃত্যুই হতো না। এখন এই কথাটি সঠিক নয় কারণ এটা কখনোই হয় না। তাদের আয়ু কখনোই সত্য ত্রেতাযুগ পর্যন্ত হত না। দেবী দেবতাদের জন্ম সত্যযুগ ত্রেতাতে অনেকবার হয়েছে, ২১ জন্ম তো তারা ভালোভাবে রাজত্ব করেছিলেন আবার ৬৩ জন্ম দ্রাপর থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত তাদের মোট জন্ম হয়েছে উত্তরণ কলা সম্পন্নকারীদের ২১বার আর অবতরণ কলা সম্পন্নকারীদের ৬৩ বার, সর্বমোট মানুষ ৮৪ বার জন্ম নেয়। বাকি এই যে মানুষ মনে করে, মানুষ তো ৮৪ লক্ষ যোনি কর্মফল ভোগ করে এই কথাটি হলো সম্পূর্ণ ভুল। মানব যদি নিজেদের যোনিতে সুখ-দুঃখ উভয়ই পার্ট ভোগ করতে পারে তাহলে জন্তু-জানোয়ারের যোনিতে কর্মফল ভোগ করার প্রয়োজন কি। বাদ বাকি সমগ্র সৃষ্টিতে জীব-জন্তু, পশুপাখি ইত্যাদি ৮৪ লক্ষ যোনি হতে পারে। কারণ অনেক ধরনের প্রজাতি আছে। কিন্তু মানুষ মানব যোনিতেই নিজের পাপ পুণ্য ভোগ করছে আর জন্তু-জানোয়াররা নিজেদের যোনিতে ভোগ করছে। না মানুষ জন্তু-জানোয়ারের যোনিতে জন্ম নেয় আর না জন্তু-জানোয়াররা মানুষের যোনিতে জন্ম নেয়। মানুষের নিজেদের যোনিতেই কর্মফল ভোগ করতে হয়, সেইজন্য ওদের মনুষ্য জীবনেই সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়ে থাকে। এই রকমভাবে জন্তু-জানোয়ারদের নিজেদের যোনিতেই সুখ দুঃখ ভোগ করতে হয়। কিন্তু ওদের মধ্যে এই বুদ্ধি থাকে না যে এই কর্মভোগ কোন কর্ম দ্বারা হয়েছে ? ওদের কর্মফলকেও মানুষ অনুভব করতে পারে কারণ মানুষ হল বুদ্ধিমান, বাকি এইরকম নয় যে মানুষ ৮৪ লক্ষ যোনি কর্মভোগ করে। এগুলি তো মনুষ্যকে ভয় দেখানোর জন্য বলে থাকে, যদি পাপ কর্ম করো তাহলে পশু যোনিতে জন্ম নেবে। আমিও এখন এই সঙ্গমযুগে নিজের জীবনকে পরিবর্তন করে পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মাতে পরিণত হচ্ছি। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার শ্রীমতে চলো, তবে তোমাদেরকে কেউ দুঃখ দিতে পারবে না, দুঃখ কষ্ট দেয় রাবণ, যে তোমাদের রাজ্যে থাকে না”

*প্রশ্নঃ - এই জ্ঞান যশ্চে তোমরা বাচ্চারা কী আহতি দিয়ে থাকো ?

*উত্তরঃ - এই জ্ঞান যশ্চে তোমরা কোনো তিল, জব ইত্যাদির আহতি দাও না, এখানে তোমাদের দেহের সাথে যা কিছু আছে, সেইসব আহতি দিতে হবে অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা সবকিছু ভুলে যেতে হবে। পবিত্র থাকা ব্রাহ্মণই এই যশ্চের দেখাশোনা করতে পারে। যে পবিত্র ব্রাহ্মণ হয়, সে-ই পুনরায় ব্রাহ্মণ তথা দেবতা হয়।

*গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমরা সমগ্র জগৎ পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এসেছে বাবার কাছে। বাচ্চারা অবশ্যই আসবে তখন, যখন বাবাকে চিনে বাবা বলে ডাকবে। না হলে তো আসবেই না। বাচ্চারা জানে যে আমরা যাচ্ছি নিরাকার অসীমের বাবার কাছে, তাঁর নাম হলো শিব বাবা। তাঁর নিজের শরীর নেই, তাঁর কোনও শত্রু হতে পারে না। এখানে শত্রুতা হলে তো রাজাদেরকে মেরে দেয়। গান্ধীকে মেরে দিয়েছে, কেননা তার তো শরীর ছিল। বাবার তো নিজের শরীরই নেই। মারতে চাইলে তো তাকে মারতে হবে, যার মধ্যে প্রবেশ করি। আত্মাকে তো কেউ মারতে বা কাটতে পারে না। তো যে আমাকে যথার্থ ভাবে জানে, তাকেই রাজ্য ভাগ্য প্রদান করি। কোনও পরিস্থিতিতেই তাদের রাজ্য ভাগ্যকে কেউ স্বালিয়ে দিতে পারেনা আর না জলে ডুবিয়ে দিতে পারে।

বাচ্চারা তোমরা বাবার থেকে অবিনাশী রাজধানীর উত্তরাধিকার নিতে এসেছ। যাকে কেউই দুঃখ বা কষ্ট দিতে পারে না। সেখানে দুঃখ দেওয়ার জন্য কেউ থাকেনা। কষ্ট দেয় রাবণ। রাবণের দশটি মাথাও দেখানো হয়। কেবল রাবণকেই দেখানো হয়েছে, মন্দোদরীকে দেখায় না। কেবল নাম রেখে দিয়েছে যে রাবণের স্ত্রী ছিল। তো এখানে রাবণ রাজ্যে তোমাদের কষ্ট হতে পারে। সেখানে তো রাবণ থাকেই না। বাবা তো হলেন নিরাকার, তাঁকে কেউ মারতে বা কাটতে পারে না। তোমাদেরকেও এইরকম বানাচ্ছেন যে তোমরা শরীরে থেকেও তোমাদের কোনও দুঃখ হবে না। তো এইরকম বাবার মতে চলতে হবে। বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর, আর কেউই এই জ্ঞান দিতে পারেনা। ব্রহ্মার দ্বারা সকল শাস্ত্রের সার বোঝাচ্ছেন। ব্রহ্মা হলেন শিব বাবার বাচ্চা। এরকম নয় যে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বেরিয়েছে। যদি নাভি বলা হয় তো শিব বাবার নাভি-কমল থেকে বেরিয়েছে। তোমরাও শিব বাবার নাভি-কমল থেকে বেরিয়েছো। বাকি চিত্রতে তো সব ভুল দেখিয়েছে। এক বাবা হলেন সত্য। রাবণ অসত্য বানিয়ে দেয়। এটাই হলো খেলা। এই খেলাকে তোমরাই জানো। কবে থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে, কীভাবে মানুষ নিচে নামতে নামতে একবারেই পতিত হয়ে গেছে, উপরের দিকে কেউই চড়তে পারেনা। বাবার কাছে যাওয়ার জন্য যে রাস্তা বলে, সেটা আরই জঙ্গলের দিকে নিয়ে যায় কেননা তারা বাবার ঘর আর স্বর্গের রাস্তা জানেই না। যেসব গুরু ইত্যাদিরা আছে তারা সবাই হল হঠযোগী। ঘর বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়। বাবা ঘর বাড়ি ত্যাগ করতে বলেন না। শুধু বলেন পবিত্র থাকো। কুমার আর কুমারী হল পবিত্র। দ্রৌপদী বাবাকে আহ্বান করে বলে যে আমাকে বাঁচাও। আমি পবিত্র হয়ে কৃষ্ণ পুরীতে যেতে চাই। কন্যারাও আহ্বান করে বলে - মা বাবা বিরক্ত করে, প্রহার করে, বিবাহ করতেই হবে। প্রথমে মা-বাবা কন্যার পা স্পর্শ করতেন, কেননা নিজেদেরকে পতিত আর কন্যাকে পবিত্র মনে করতেন। আহ্বানও করে - হে পতিত-পাবন এসো। এখন বাবা বলেন যে কুমারীরা পতিত হয়ো না। না হলে তো পুনরায় আহ্বান করতে হবে। তোমাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে। বাবা এসেইছেন পবিত্র বানাতে। বলেন যে স্বর্গের বাদশাহীর উত্তরাধিকার দিতে এসেছি। এইজন্য পবিত্র হতে হবে। পতিত হলে তো পতিত হয়েই মরবে। স্বর্গের সুখ দেখতে পারবে না। স্বর্গে তো অনেক মজা আছে। হিরে জহরতের মহল আছে। সেই রাধা-কৃষ্ণ পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। তো লক্ষ্মী-নারায়ণকেও এতটাই ভালবাসতে হবে। আচ্ছা কৃষ্ণকে ভালোবাসে কিন্তু রাধাকে কেন গুপ্ত করে দিয়েছে ? কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণকে দোলনায় দোলায়। মায়েরা কৃষ্ণকে খুব ভালোবাসে, রাধাকে নয়। আবার ব্রহ্মা যিনি কৃষ্ণ হবেন তাকেও এতটা পূজা করে না। জগদম্বাকে তো অনেকে পূজা করে, যে সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার কন্যা। আদিদেব ব্রহ্মার কেবল আজমিরে মন্দির আছে। এখন মাম্মা হলেন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী। তোমরা জানো যে তিনি হলেন ব্রাহ্মণী, তিনি কোনও স্বর্গের আদিদেবী নন। না কোনো আট বাছ আছে তার। মন্দিরে আট বাছ বিশিষ্ট দেখানো হয়। বাবা বলেন মায়ার রাজ্যে মিথ্যাই মিথ্যা। এক বাবা-ই হলেন সত্য, যিনি মানুষ থেকে দেবতা বানানোর জন্য সত্য বলছেন। ওই জাগতিক ব্রাহ্মণদের দ্বারা তো তোমরা কথা কাহিনি ইত্যাদি শুনতে শুনতে এই অবস্থাতে পৌঁছে গেছো।

এখন মৃত্যু সামনে অপেক্ষা করছে। বাবা বলেন, যখন ঝাড়ের জর্জরিত অবস্থা হয়ে যায় তখন কলিযুগের অন্তে কল্পের সঙ্গম যুগে আমি আসি। আমি যুগে যুগে আসি না। আমি কচ্ছ মচ্ছ অবতার, বরাহ অবতার গ্রহণ করি না। আমি কণায় কণায় থাকি না। তোমরা আত্মারাও কণায় কণায় যাও না, তো আমি কীভাবে যাবো। মানুষের বিষয়ে বলে, তারা জঙ্ক-জানোয়ার হয়েও জন্ম নেয়। সেক্ষেত্রে তো অনেক যোনি হয়ে যায়, গণনাও করতে পারবে না। বাবা বলেন যে সত্য কথা এখন আমি তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। এখন বিচার করো ৮৪ লক্ষ জন্ম সত্য নাকি মিথ্যা? এই মিথ্যা দুনিয়াতে সত্য কোথা থেকে আসবে? সত্য তো একটাই হয়। বাবা-ই এসে সত্য-অসত্যের নির্ণয় করেন। মায়া সবাইকে অসত্য বানিয়ে দেয়। বাবা এসে সবাইকে সত্য বানান। এখন বিচার করো - সত্য কে? তোমাদের এত গুরু গোঁসাই সত্য নাকি এক বাবা সত্য? এক সত্য বাবা-ই সত্য দুনিয়া স্থাপন করছেন। সেখানে নিয়ম-বিরুদ্ধ কোনো কাজ হয় না। সেখানে কারোর বিষ প্রাপ্ত হয় না।

তোমরা জানো যে আমরা ভারতবাসীরা বরাবর দেবী-দেবতা ছিলাম। এখন পতিত হয়ে গেছি। আহ্বানও করে যে - হে পতিত-পাবন এসো। যথা রাজা-রানী তথা প্রজা সব পতিত হয়ে গেছে তবেই তো লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রমুখকে পূজা করতে থাকে তাই না। ভারতেই পবিত্র রাজারা ছিলেন, এখন অপবিত্র হয়ে গেছে। যারা পবিত্র, তাদেরকে পূজা করে। এখন বাবা এসে তোমাদেরকে মহারাজা মহারানী বানাচ্ছেন। তাই পুরুষার্থ করতে হবে। বাকি আট বাছ বিশিষ্ট তো কেউ হয়না। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও দুটি করে বাছ আছে। চিত্রে আবার নারায়ণকে শ্যাম বর্ণ এবং লক্ষ্মীকে গৌরবর্ণ দেখানো হয়। এখন একজন পবিত্র একজন অপবিত্র কিভাবে হতে পারে, তো চিত্র মিথ্যা হয়ে গেছে তাই না। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে রাধা-কৃষ্ণ দুজনেই গৌরবর্ণ ছিলেন, পুনরায় কাম চিত্রাতে বসে দুজনেই শ্যাম বর্ণ হয়ে গেছেন। একজন গৌরবর্ণ, একজন শ্যাম বর্ণ তো হতে পারে না। কৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর বলা হয়। রাধাকে শ্যামসুন্দর কেন বলা হয় না। এই পার্থক্য কেন রাখা হয়েছে। জোড়া তো একই রকম হওয়া চাই। এখন তোমরা জ্ঞান চিত্রাতে বসে আছো, তোমরা পুনরায় কাম চিত্রাতে কেন বসছো! বাচ্চাদেরকেও এই পুরুষার্থ করতে হবে। আমরা জ্ঞান চিত্রাতে বসে আছি তোমরা পুনরায় কাম চিত্রাতে বসার চেষ্টা কেন করছো। যদি পুরুষ জ্ঞানে আসে, স্ত্রী জ্ঞানে না আসে তাহলে ঝগড়া হয়। যজ্ঞতে বিঘ্ন তো অনেক আসে। এই জ্ঞান কতইনা বিশাল। যখন থেকে বাবা এসেছেন তখন থেকে রুদ্র যজ্ঞ শুরু হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ব্রাহ্মণ না হচ্ছ ততক্ষণ পর্যন্ত দেবতা হতে পারবে না। শূদ্র পতিত থেকে পবিত্র দেবতা হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ হতে হবে। ব্রাহ্মণেরাই যজ্ঞের দেখাশোনা করে, এক্ষেত্রে পবিত্র হতে হবে। এছাড়া তিল, যব ইত্যাদি একত্রিত করে রেখো না, যেরকম অন্যান্য লোকেরা করে। বিপর্যয়ের সময় যজ্ঞ রচনা করে। মনে করে যে ভগবানও এইরকম যজ্ঞ রচনা করেছিলেন। বাবা তো বলেন যে এ হল জ্ঞান যজ্ঞ, যেখানে তোমরা আহুতি দাও। দেহের সাথে সবকিছু আহুতি দিতে হবে। টাকা পয়সা ইত্যাদি আহুতি দেবে না। এখানে সবকিছু স্বাহা করতে হবে। এর উপরে একটি কাহিনী আছে। দক্ষ প্রজাপিতা যজ্ঞ রচনা করেছিলেন। এখন প্রজাপিতা তো হলেন এক। প্রজাপিতা ব্রহ্মা পুনরায় দক্ষ প্রজাপিতা কোথা থেকে আসবে? বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা যজ্ঞ রচনা করেন। তোমরা সবাই হলে ব্রাহ্মণ। তোমাদের প্রাপ্ত হয় ঠাকুর দাদার উত্তরাধিকার। তোমরা বলো যে আমরা শিব বাবার কাছে এসেছি ভায়া ব্রহ্মা। ইনি হলেন শিব বাবার পোস্ট অফিস। যদি চিঠিও লেখ তাহলে শিব বাবা ভায়া ব্রহ্মা। বাবার নিবাস এনার মধ্যে। এইসব ব্রাহ্মণ পবিত্র হওয়ার জন্য জ্ঞান যোগ শিখছে। তোমরা এরকম বলতে পারবে না যে আমরা পতিত নই। আমরা পতিত কিন্তু পতিত-পাবন আমাদেরকে পাবন বানাচ্ছেন। আর কোনও মানুষই পবিত্র নয় তবেই তো গঙ্গা স্নান করতে যায়। এখন তোমরা জানো যে এক সঙ্গুরু বাবা-ই আমাদেরকে পবিত্র বানাচ্ছেন। তাঁর শ্রীমৎ হল বাচ্চারা তোমরা এক আমার সাথে নিজের বুদ্ধি যোগ যুক্ত করো। বিচার করো। যদিও সেই গুরুদের কাছে যাও, বা আমার মতে চলো। তোমাদের তো এক-ই বাবা, তিনি টিচার আবার তিনি হলেন সঙ্গুরুও। অসীমের বাবা সকল মানুষ মাত্রকে বলছেন যে আত্ম-অভিমানী হও। দেবতার আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকেন। এখানে তো এই জ্ঞান কারোর মধ্যে নেই। সন্ন্যাসীরা তো বলে দেয় যে আত্মা তথা পরমাত্মা। আত্মা ব্রহ্মতত্ত্বে লীন হয়ে যায়। এই রকম কথা শুনতে শুনতে তোমরা কতইনা দুঃখী আর পতিত হয়ে পড়েছ। ব্রষ্টাচারী পতিত তাকে বলা যায় যে বিকারের দ্বারা জন্ম নেয়। তারা রাবণ রাজ্যে ব্রষ্টাচারী কাজই করে থাকে। পুনরায় সুন্দর সুন্দর (গুল-গুল) ফুল বানানোর জন্য বাবাকে আসতে হয়। তিনি ভারতেই আসেন। বাবা বলেন যে তোমাদেরকে জ্ঞান আর যোগ শেখাই। ৫ হাজার বছর পূর্বেও তোমাদেরকে এই জ্ঞান শিখিয়ে স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলাম পুনরায় বানাচ্ছি। প্রতি কল্পেই আমি আসি। এর না আদি আছে আর না অন্ত আছে। চক্র চলতেই থাকে। প্রলয়ের তো কথাই নেই। বাচ্চারা তোমরা এই সময় এই অবিদ্যার জ্ঞান রক্তের দ্বারা নিজেদের ঝুলি ভরপুর করছো। শিববাবাকে বলা হয় বম-বম মহাদেব। বম-বম অর্থাৎ শঙ্খধ্বনি করে আমাদের ঝুলি ভরে দাও। জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকে তাই না। আত্মাতেই সংস্কার থাকে। আত্মাই পড়াশোনা করে ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার ইত্যাদি তৈরী হয়। এখন তোমরা আত্মারা কি হবে? বলো যে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে

লক্ষ্মী-নারায়ণ হব। আত্মা পুনর্জন্ম তো অবশ্যই নেয়। এটাই হলো বোঝার বিষয় তাই না। কাউকে কেবল এই দুটি শব্দ কানে শুনিয়ে দাও - তুমি হলে আত্মা, শিব বাবাকে স্মরণ করো তো স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হবে। কতই না সহজ বিষয়। এক বাবা-ই সত্য বলেন, সবাইকে সঙ্গতি প্রদান করেন। বাকি সবাই মিথ্যে বানিয়ে দুর্গতিই করে। এই শাস্ত্র ইত্যাদি সব পরবর্তী সময়ে তৈরি হয়েছে। ভারতের শাস্ত্র হল একটাই - গীতা। বলে যে পরম্পরা অনুসারে এটা চলে আসছে। কিন্তু কবে থেকে ? মনে করে সৃষ্টি লক্ষ বছর হয়েছে। আত্মা।

বাচ্চারা তোমরা বাবার জন্য আগুর নিয়ে এসে থাকো। তোমরাই নিয়ে আসো, তোমরাই খাও, আমি খাই না। আমি তো হলাম অভোক্তা। সত্যযুগেও তোমাদের জন্য মহল বানিয়ে দিই। এখানেও তোমাদেরকে নতুন মহলে রাখি, আমি তো পুরানোতেই থাকি। ইনি হলেন ওয়ান্ডারফুল বাবা। ইনি হলেন বাবাও আবার অতিথিও। বসেতে গেলে তো অতিথি বলবে তাই না। এমনিতেও তো সমগ্র দুনিয়ার অনেক বড় অতিথি। আসা যাওয়াতে দেরী লাগেনা। অতিথিও হলেন ওয়ান্ডারফুল। দূর দেশের বাসিন্দা এসেছেন পরের দেশে। তো অতিথি হলেন তাই না। আসেন তোমাদেরকেই সুন্দর সুন্দর ফুল বানিয়ে উত্তরাধিকার প্রদান করতে। কড়ি থেকে হীরের মত বানাতে। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অবিনাশী জ্ঞান রত্ন গুলিকে ধারণ করে শৃঙ্খলিত করতে হবে। সবাইকে এই জ্ঞান রত্নের দান করতে হবে।

২) সত্য আর অসত্যকে বুঝে সত্য মতে চলতে হবে। কোনও নিয়ম-বিরুদ্ধ কর্ম করবে না।

বরদানঃ:- বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখার বিধির দ্বারা ব্যর্থকে সমাপ্তকারী সদা সমর্থ ভব
সদা সমর্থ অর্থাৎ শক্তিশালী সে-ই হয়ে থাকে, যে বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখার বিধিকে প্রয়োগ করে। ব্যর্থকে সমাপ্ত করে সমর্থ হওয়ার সহজ সাধনই হলো - সদা ব্যস্ত থাকা। এইজন্য প্রতিদিন সকালে যেসকল সারাদিনের কাজকর্মের প্ল্যানিং করো, সেইসকল নিজের বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখার টাইম টেবিল বানাও যে এই সময় বুদ্ধিতে এই সমর্থ সংকল্পের দ্বারা ব্যর্থকে সমাপ্ত করবে। ব্যস্ত থাকবে, তো মায়া দূর থেকেই ফিরে চলে যাবে।

স্লোগানঃ:- দুঃখের দুনিয়াকে ভোলার জন্য পরমাত্মার ভালোবাসাতে সর্বদা হারিয়ে যেতে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ব্রাহ্মণরা ঈশ্বরের কোল পেয়েছ, তোমাদের এই ঈশ্বরীয় নেশা থাকা উচিত যে বাবা এই শরীরের (ব্রহ্মা) দ্বারা আমাদেরকে আপন করেছেন"

*প্রশ্নঃ - বাবা কোন্ দিব্য কর্তব্য সম্পাদন করেছেন ? যার কারণে ওঁনার এতো মহিমা গাওয়া হয়েছে ?

*উত্তরঃ - পতিতকে পবিত্র করে তোলা, সমস্ত মানবকে মায়া রাবণের শিকল থেকে মুক্ত করা— এই দিব্য কর্তব্য একমাত্র বাবাই এসে করেন। অসীম জগতের বাবার কাছ থেকেই সুখের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, যা অর্ধকল্প ধরে চলে। সত্যযুগ গোল্ডেন জুবিলি, ত্রেতায় সিলভার জুবিলি। প্রথমে সতোপ্রধান অবস্থা, তারপর সতো হয়। দুটি যুগকেই সুখধাম বলা হয়। এমন সুখধাম স্থাপনা বাবাই এসে করেন, সেইজন্যই তাঁর এতো মহিমা গাওয়া হয়।

*গীতঃ- ন্যায় বিচারের মন্দির এটা, ভগবানেরই ঘর....

ওম্ শান্তি । বাবা এবং দাদা মিলিতভাবে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। কখনও বাবা বোঝান, কখনও বা দাদা বোঝান, কেননা এই শরীর দাদারও ঘর। পরমপিতা পরমাত্মা পরমধাম নিবাসী। একটা সময় অবশ্যই আসে যখন ওঁনার ঘর এই ভারতেই হয় তবেই তো শিবরাত্রি পালন করা হয়। ভারতে শিবের অনেক মন্দির আছে। সুতরাং এটাই প্রমাণিত হয় যে ভারত খন্ডেই তাঁকে আসতে হয়, পতিতদের পবিত্র করে তোলার জন্য বা সমস্ত মানুষকে রাবণের শিকল থেকে মুক্ত করার জন্য, কেননা এখন রাবণ রাজ্য। ভারতেই রাবণকে দহন করা হয়। শিবরাত্রি ও কৃষ্ণ জয়ন্তী ভারতেই পালন করা হয়। অর্ধকল্প ধরে রাবণ রাজ্য চলে। তারপর বাবা আসেন পতিতদের পবিত্র করে তুলতে। একবারই এসে পবিত্র করে তোলেন তারপর আর আসেন না। ভারতে বাবার নাম প্রসিদ্ধ। নিশ্চয়ই কোনো দিব্য কর্তব্য করেছিলেন তবেই তো ওঁনার এতো মহিমা। মানুষ মানুষকে পবিত্র করে তুলতে পারে না। পতিত-পাবন একমাত্র বাবাকেই বলা হয়। স্বর্গ নরক এই নাম দুটো ভারতের সঙ্গেই যুক্ত। ৫ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল, যাকে পরিস্থান বলা হতো নিশ্চয়ই বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিল। বাবা শব্দটি খুব মিষ্টি। ওঁনার কাছেই অনন্ত সুখের উত্তরাধিকার পাওয়া যায় যে সুখ অর্ধকল্প ধরে চলে। যার গোল্ডেন জুবিলি, সিলভার জুবিলি উদযাপন করা হয়। সত্যযুগ গোল্ডেন জুবিলি, ত্রেতাকে সিলভার জুবিলি বলা হয়। সত্যযুগ সতোপ্রধান, ত্রেতা সতো, এই দুই যুগকে মিলিতভাবে সুখধাম বলা হয়। প্রথম নম্বরে সূর্যবংশী, দ্বিতীয় নম্বরে চন্দ্রবংশী। বাবা এই ভারত খন্ডে এসে ভারতকে পবিত্র করে তোলেন তারপর যখন থেকে ভক্তি শুরু হয় তখন থেকেই কলা হ্রাস পেতে থাকে। সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ জড়াজীর্ণ হয়ে তমোপ্রধান হয়ে যায়। সবাই ভক্ত হয়ে যায়। সাধুও সাধনা করে বাবাকে পাওয়ার জন্য অর্থাৎ মুক্তি জীবনমুক্তিধামে যাওয়ার জন্য। অর্ধকল্প ভক্তি করে বাবাকে পাওয়ার জন্য। যখন সেই সময় সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখনই বাবা আসেন ভক্তদের সুখী করে তুলতে। সত্যযুগে সুখ-শান্তি, সম্পত্তি সবকিছুই আছে। ওখানে কখনও অকালে মৃত্যু হয় না। কেউ কান্নাকাটি, মারামারি করে না। এ'সব কে বোঝান ? অসীম জগতের পিতা, ওঁনার নাম তো থাকা উচিত, তাই না ! কলিযুগে আছে অন্ধকার। ভক্তি মার্গে ঠোঁকর খেতেই থাকে। স্বর্গে দুঃখের লেশ মাত্র নেই, সবাই সুখে থাকে সেইজন্যই ভগবানকে ডাকে না। সত্যযুগকে সুখধাম, কলিযুগকে দুঃখধাম বলা হয়। বল্লভাচারী বৈষ্ণবরা জানে যে সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। যেমন রাজা তেমনই প্রজা সবাই সুখে ছিল, তাকেই গোল্ডেন এজ বলা হয়। সত্যযুগের শুরু থেকে যে চক্রে আসে সে-ই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে কল্প বৃক্ষের ঝাড় সম্পর্কে। সব পাতা (ধর্ম) একসাথে আসবে না। সত্যযুগে একটাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, তাদের হিন্দু বলা হয় না। দেবী-দেবতারাই ছিল সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ গাওয়া হয়...যে, যে ধর্মের উপাসক তাকে তো অবশ্যই সেই ধর্মের হওয়া উচিত। ক্রিস্চানরা ক্রাইস্টকে স্মরণ করে ঐ ধর্মের বলেই তো না ? ভারতবাসীরা নিজেদের দেবী-দেবতা ধর্মের নাম কেন হারিয়েছে?

তোমরা জানো আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম। আমরাই জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আসি। আমরাই দেবতা তারপর ক্ষত্রিয় হই। ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে শেষে গিয়ে শূদ্র হয়ে যাই। শূদ্র থেকে আবার ব্রাহ্মণ হতে হয়। ব্রহ্মার সন্তানরাই ব্রাহ্মণ হয়। বাস্তবে সব আত্মারাই শিবের সন্তান। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা। তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা, গডফাদার বা হেভনলি গডফাদার বলা হয়। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। বাচ্চাদের এখন বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে। বাবা যখন স্বর্গ স্থাপনা করছেন আমরা কেন নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকারী হব না! ঐ নতুন দুনিয়া এখন পুরানো হয়ে গেছে আবার নতুন

কীভাবে হবে ? গান্ধীজিও গাইতেন নতুন রাম-রাজ্য, নতুন ভারত হোক। আমরা জানি এখন নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণরা ঈশ্বরীয় কোল পেয়েছ, অসীম জগতের পিতাকে প্র্যাকটিক্যালী নিজের করেছ। এমনিতে তো সবাই বলে থাকে ও গডফাদার দয়া করো, এই সময় বাবা এই শরীরে এসে তোমাদের নিজের করেছেন। কলিযুগের ব্রাহ্মণরা গর্ভজাত সন্তান, আমরা হল্যাম ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হবেন তবেই তো এতো বাচ্চাদের জন্ম দেবেন তাইনা। সুতরাং এরা হলো মুখ বংশাবলী। পরমপিতা পরমাত্মা অ্যাডপ্ট করেছেন – ব্রহ্মা মুখের দ্বারা, সুতরাং মাতাও হয়ে গেলেন। তুমি মাতা-পিতা....ও বাবা তুমি আমাদের ব্রহ্মার মুখের দ্বারা নিজের করেছ। এটাও হল বোঝার বিষয়। জ্ঞানের সাগর বাবা একজনই। জ্ঞানের দ্বারাই সঙ্গতি অর্থাৎ দিন হয়। অজ্ঞানতা থেকে অন্ধকার আসে। কলিযুগ তো রাত তাইনা, একেই ভক্তি মার্গ বলা হয়। সব শাস্ত্রই ভক্তি মার্গের। শাস্ত্রের দ্বারা বাবার কাছে পৌঁছানোর পথ পাওয়া যায় না। বাবা আসেন কল্পে-কল্পে। শিবরাত্রি পালন করা হয় যখন তবে নিশ্চয়ই তিনি আসেন। ওঁনার নিজের শরীর নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে দেবতা বলা হয়। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ তারপর শিব পরমাত্মায় নমঃ। ব্রহ্মা হলেন এই সাকার কল্প বৃক্ষের প্রধান। এখন প্র্যাকটিক্যালী আছেন। বাবা আসেন সঙ্গম যুগে। এখন যাদব, কৌরবরাও আছে আর পান্ডবরা যোগবলের দ্বারা শক্তি সেনা তৈরি হচ্ছে। সুতরাং তোমরা বাচ্চারা এখন জানো শিববাবা প্র্যাকটিক্যালী ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করেছেন। ঐ নিরাকার শিবের মন্দিরও আছে। শিবরাত্রি পালন করা হয়, গভর্নমেন্ট শিব জয়ন্তীর দিন ছুটিও ঘোষণা করেছে। অন্যান্যদের জয়ন্তীও উদযাপন করে থাকে। ধর্মের শক্তি তো নেই সেইজন্যই ঐনৈতিক, বেআইনি ও দেউলিয়া হয়ে গেছে। না পিউরিটি, না পিস,না প্রসপারিটি কিছুই নেই। এই ভারতেই ৫ হাজার বছর আগে যখন স্বর্ণযুগ ছিল তখন পবিত্রতা, শান্তি, সম্পদ ছিল। কখনও অকালে মৃত্যু হতো না। ভারতের মতো উঁচু সম্পত্তিবান আর কেউ হতে পারে না। ভারত খন্ড হচ্ছে সবচাইতে উচ্চ। তার ইতিহাসও আছে। এই ভারতই পবিত্র হয় এবং পতিতও এই ভারতই হয়। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরাই সম্পূর্ণ চক্র ঘুরে শুদ্ধ বর্ণের হয়ে যায়। পুনরায় শুদ্ধ বর্ণ থেকে এখন ব্রাহ্মণ বর্ণে এসেছে। দেবতাদের থেকেও ব্রাহ্মণ উচ্চ শিখরে বলা হয়। সত্যযুগে দেবতাদের যে মহিমা, সেটা বাবার মহিমা থেকে আলাদা। বাবাকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর, আর দেবতাদের বলা হয় সর্বগুণসম্পন্ন ... ওখানে বিকারের কোনও প্রশ্নই আসে না। শাস্ত্রে তো অনেক কাহিনী তৈরি করে লেখা হয়েছে কৃষ্ণপূরীতে কংস, রাবণ ইত্যাদি ছিল। বাস্তবে এই সময়েই কংসপূরী। সত্যযুগে হবে কৃষ্ণপূরী। এখন সঙ্গম যুগ সেইজন্যই ওরা কংস, জরাসন্ধ, রাবণ এদেরকে সত্যযুগের দেবতাদের সাথে জুড়ে দিয়েছে। এখন হচ্ছে আসুরি রাবণ সম্প্রদায়। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের হয়েছ। ঈশ্বরীয় কোলে এসে তোমরা পবিত্র হয়ে তারপর ২১ জন্মের জন্য দৈবী কূলে যাও। ৮ জন্ম দৈবী কূলে তারপর ১২ জন্ম ঋত্রিয় কূলে যাও। ভারতের জন্যই গায়ন আছে যে - কন্যা হল তারাই যারা ২১ কুলকে উদ্ধার করে। সুতরাং তোমরা হলে সেই কুমারী।

এখন তোমরা ঈশ্বরীয় কূলের হয়েছ। শিববাবা দাদা এবং ব্রহ্মা হলেন বাবা। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার কুমারী। উত্তরাধিকার অসীম জগতের পিতাই দেন। তিনি হলেন নিরাকার। তিনি এসে রাজযোগ কীভাবে শেখাবেন ? নর থেকে নারায়ণ করে তোলার জন্য অবশ্যই সাকার শরীর প্রয়োজন। সুতরাং এই পতিত শরীরে আসেন যিনি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছেন। এ হল একটা বড়সড় ইউনিভার্সিটি। যেখানে গড বসে রাজযোগ শেখান, রাজারও রাজা করে তুলতে। গীতার রচয়িতা কৃষ্ণ নয়। গীতা মাতাই কৃষ্ণের জন্ম দিয়েছেন। যারা দেবতা হয়েছে তাদের জন্ম হয়েছে শিববাবা দ্বারা। ক্রিস্চানদের জন্ম হয়েছে বাইবেলের ক্রাইস্টের দ্বারা। তোমাদেরও ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা কে করেছেন ? শিববাবা করেছেন ব্রহ্মার মুখের দ্বারা। এখন তোমাদের অসীম জগতের সন্ধ্যাস। ওরা হচ্ছে হদের (সীমিত) রজোগুণী সন্ধ্যাস। ওরা নিবৃত্তি মার্গের সন্ধ্যাস। এই পুরানো ছিঃ ছিঃ দুনিয়ার প্রতি তোমাদের বৈরাগ্য এসেছে। তোমরা জানো এই দুনিয়া এখন শেষ হওয়ার মুখে। তবে কেন আমরা স্বর্গের রচয়িতা বাবাকে স্মরণ করব না! বাবা বলেন প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা অনেক জন্মের পরে এসে মিলিত হয়েছ। তোমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছ। এখন তোমাদের আবার দেবতা বর্ণে যেতে হবে। এতে খুব সংযমী হতে হবে, অশুদ্ধ খাবার খাওয়া যাবে না। বাবা বলেন সঙ্গম যুগে আমি আসি পূতিগন্ধময় পোশাক পবিত্র করে তোলার জন্য। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই সময় যাদব, কৌরব, পান্ডবও আছে তবে নিশ্চয়ই পান্ডব-পতিও থাকবেন। পান্ডব-পতি বা পিতা পরমাত্মাকে বলা হয়। তোমরা হলে পান্ডব। তোমরা সবাইকে সুখধাম, শান্তি ধামের পথ বলে দাও, সেইজন্য তোমাদেরকে পান্ডব শিব শক্তি সেনা বলা হয়। ইউরোপবাসী যাদবরা তো নিজেদের কুলকেই ধ্বংস করে ফেলে। ভারতে আছে পান্ডব এবং কৌরব – যাদের জন্য বলা হয় অসুর আর দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। তোমরা এখন তো দেবতা নও, হতে হবে। শ্রীমতের দ্বারা তোমরা স্বর্গের মালিক হও। আর সবাই আসুরিক রাবণ মতে চলে। অর্ধকল্প ধরে রাবণের মত চলে। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়া তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এ হলো রুদ্র জ্ঞান যন্তু, যেখানে বাবা বসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। যখন রাজস্ব স্থাপন হয়ে যায় তখনই বিনাশের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে

যায়। তারপর ড্রামা অনুসারে ভক্তি মার্গে যা কিছু শাস্ত্র আছে, সেগুলো বের হতে থাকবে। সন্ন্যাসীদের অনেক ফলোয়ার্স হবে। সবাই পাপ ধোয়ার জন্য গঙ্গায় যায়। গঙ্গা নদী কাউকে পবিত্র করতে পারে না। গঙ্গা তো সাগর থেকে নির্গত হয়েছে। তোমরা হুঁহ জ্ঞান গঙ্গা, যারা জ্ঞানের সাগর থেকে বেরিয়েছ। গঙ্গা কখনও পতিত-পাবনী হতে পারে না। বাচ্চাদের ভক্তির ফল অনন্ত সুখের উত্তরাধিকার দিতে এসেছি। যারা বাবার কাছে এসে পঠন-পাঠন করবে তারাই স্বর্গে যাবে, বাকি আত্মারা সবাই নিজ-নিজ বিভাগে চলে যাবে। এই ড্রামার চক্রকে বুঝতে হবে। চক্রকে জানলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পার। গভর্নমেন্টেরও চক্র রয়েছে। ৩ টি সিংহ দেখিয়ে নিচে লিখেছে সত্যমেব জয়তে।

এখন শিববাবা তোমাদের অর্থাৎ সমস্ত পার্বতীদের অমরকথা শোনাচ্ছেন – অমরপুরীর মালিক বানানোর জন্য। একেই সত্যনারায়ণ কথা বা অমরকথা বলা হয়। এই কথা একবার শুনেই তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাও তোমরা। বাকি তো সব দত্ত কথা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) দেবতা বর্ণে যাওয়ার জন্য ভোজনের প্রতি সংযমী হতে হবে। কোনোরকম অশুদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত নয়।

২) এই পুরানো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, যা শেষ হতে চলেছে, এর প্রতি অসীম বৈরাগ্য রেখে স্বর্গের রচয়িতা বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের শক্তি বা গুণ গুলির দ্বারা নির্বলকে শক্তিশালী করে তুলতে সমর্থ শ্রেষ্ঠ দানী বা সহযোগী ভব শ্রেষ্ঠ স্থিতি সম্পন্ন সুপুত্র বাচ্চারা সর্ব শক্তি আর সর্ব গুণের দ্বারা সময় অনুযায়ী সদা সহযোগী হয়। তাদের সেবার বিশেষ স্বরূপ হলো -- বাবার দ্বারা প্রাপ্ত গুণ আর শক্তি অজ্ঞানী আত্মাদের দান করা এবং ব্রাহ্মণ আত্মাদের সহযোগ দেওয়া। নির্বলকে শক্তিশালী করে তোলা– এটাই শ্রেষ্ঠ দান বা সহযোগ। যেমন বাণীর দ্বারা বা মনসা দ্বারা সেবা করো তেমনই প্রাপ্ত করা গুণ আর শক্তির সহযোগ অন্য আত্মাদেরও দান করো, ওদেরকেও প্রাপ্তি করাও।

স্লোগানঃ:- দৃঢ় নিশ্চয়ের দ্বারা যে ভাগ্যকে নিশ্চিত করে দেয় সে-ই সবসময় নিশ্চিত থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এখন বাবার সমান দেহী-অভিমानी হও, বাবার এই আশা রাখেন যে বাচ্চারা আমার মতন হয়ে আমার সঙ্গে ঘরে ফিরবে”

*প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা কোন্ আশ্চর্যজনক বিষয়টিকে দেখে বাবার উদ্দেশ্যে ধন্যবাদের গান গাও ?

*উত্তর:- তোমরা ওয়াল্ডার দেখো যে বাবা কীভাবে নিজের কর্তব্য পালন করেন। নিজের সন্তানদের রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করে উপযুক্ত করে তোলেন। তোমরা বাচ্চারা এমন মিষ্টি বাবাকে ধন্যবাদ জানাও। বাবা বলেন এই ধন্যবাদ শব্দটি হল ভক্তিমাগের। সন্তানদের তো অধিকার থাকে, এতে ধন্যবাদের কোনো কথা নেই। ড্রামা অনুযায়ী বাবাকে বর্সা দিতেই হবে।

*গীত:- যার সাথী হল ভগবান...

ওম্ শান্তি । এই গীত হল বাচ্চাদের জন্য। যাদের সাথী হলেন সর্ব শক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মা, তাদের মায়ার ঝড় তুফান কিইবা ক্ষতি করতে পারে। ওই ঝড় নয়, মায়ার ঝড়ে আত্মার জ্যোতি নিভে যায়। এখন জাগ্রত করার সাথী সঙ্গে আছেন তো মায়া কি করতে পারবে ? নামই রাখা হয় মহাবীর, মায়া রাবণকে পরাজিতকারী। কীভাবে বিজয়ী হতে হবে ? সে তো বাচ্চারা সামনে বসে আছে, বাপদাদা বসে আছেন। দাদু এবং বাবাকে, পিতা ও পিতামহ বলা হয়। তাই তাঁরা হয়ে গেলেন বাপদাদা। বাচ্চারা জানে যে, আত্মাদের পিতা (রুহানী পিতা) আমাদের সম্মুখে বসে আছেন। রুহানী পিতা রুহদের (আত্মা) সাথেই কথা বলবেন। আত্মাই নিজের অর্গ্যান্স দ্বারা কথা বলে, শোনে। বাচ্চারা তোমাদের দেহ-অভিমानी হওয়ার অভ্যাস হয়েছে। অর্ধেক কল্প তোমরা দেহ-অভিমাণে থাকো। এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করেছে। শরীরের নাম থাকে, কেউ বলবে আমি পরমানন্দ, কারো নাম অন্য কিছু বাবা বলেন আমি সদা দেহী-অভিমानी। আমি কখনো দেহ ধারণ করি না, আমার কখনও দেহ-অভিমাণ হয় না। এই দেহ হল ব্রহ্মা বাবার। আমি সদাই দেহী-অভিমानी থাকি। বাচ্চারা তোমাদেরকেও নিজ সম পরিণত করে তুলতে চাই, কারণ এখন তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে হবে। দেহ-অভিমাণ ত্যাগ করতে হবে। সময় লাগে। বহু সময় ধরে দেহ-অভিমাণে থাকার অভ্যাসে অভ্যাসী হয়েছে তোমরা। এখন বাবা বলেন এই দেহের বোধ ত্যাগ করো, আমরা মতন হও । কারণ তোমাদেরকে আমার গেস্ট হতে হবে। আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তাই বলি যে প্রথমে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এই কথা আমি আত্মাদেরকে বলি। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো তাহলে ওই দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাবে। এতেই পরিশ্রম আছে । আমরা আত্মাদের সার্ভিস করি। আত্মা শুনছে অর্গ্যান্স দ্বারা, আমি আত্মা তোমাদেরকে বাবার বার্তা প্রদান করছি। আত্মা নিজেকে না মেল বলবে, না ফিমেল। মেল ফিমেল শরীরের দ্বারা নাম রাখা হয়। তিনি তো হলেন পরম আত্মা। বাবা বলেন হে আত্মারা শুনতে পাও ? আত্মা বলে হ্যাঁ শুনছি। তোমরা নিজের পিতার পরিচয় জানো, উনি হলেন সব আত্মাদের পিতা। যেমন তোমরা হলে আত্মা ঠিক তেমন ভাবে আমি তোমাদের পিতা, যাঁকে পরম পিতা পরমাত্মা বলা হয়, তাঁর নিজের শরীর নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের নিজস্ব আকার আছে। আত্মাকে আত্মাই বলবে। আমার নাম হল শিব। শরীরের উপরে অনেক নাম রাখা হয়। আমি শরীর ধারণ করি না, তাই আমার শরীরের কোনো নাম নেই। তোমরা হলে শালগ্রাম। তোমরা আত্মাদের বলি হে আত্মারা শুনতে পাও ? এখন তোমাদের এইটাই প্র্যাক্টিস করতে হবে, দেহী-অভিমानी হয়ে থাকার। আত্মারা শোনে, কথা বলে এই অর্গ্যান্সের দ্বারা, বাবা বসে আত্মাদের বোঝান। আত্মা বোধহীন হয়েছে কারণ পিতাকে ভুলে গেছে। এমন নয় শিবও পরমাত্মা, কৃষ্ণও পরমাত্মা। তারা তো বলে দেয় নুড়ি পাথর সবই পরমাত্মা। সমগ্র সৃষ্টিতে উল্টো জ্ঞান ব্যাপ্তি রয়েছে । অনেকে বুঝতে পারে আমরা ভগবানের সন্তান। কিন্তু মেজরিটি বলে যে ভগবান সর্বব্যাপী । এই পাঁক থেকে সবাইকে উদ্ধার করতে হবে। সমগ্র দুনিয়াটা হল এক দিকে, পিতা হলেন অন্য দিকে। বাবার মহিমা গায়ন করা হয়েছে। অহো প্রভু তোমার লীলা... অহো আমার মত যার দ্বারা গতি অথবা সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়। সঙ্গতি দাতা হলেন একমাত্র শিববাবা। মানুষ গতি সঙ্গতির জন্য কতো মাথা ঠুকতে থাকে । এই একমাত্র সন্ধুর্কই, যিনি মুক্তি, জীবনমুক্তি দুইই প্রদান করেন।

বাবা বলেন এই সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি সকলের সঙ্গতি করার জন্য আমাকেই আসতে হয়। সবার সদগতি করি একমাত্র আমি। আত্মাদের সঙ্গে কথা বলি। আমি তোমাদের পিতা অন্য কেউ এই কথা বলতে পারে না তোমরা সব আত্মারা আমার সন্তান। তারা তো বলে দেয় ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। তাই এমন কথা আর বলতে পারে না। এই কথা তো স্বয়ং

পিতা এসে বলেন যে আমি এসেছি - ভক্তদের ভক্তির ফল প্রদান করতে। গায়নও আছে - ভক্তের রক্ষাকর্তা ভগবান হলেন এক। সবাই ভক্ত অর্থাৎ নিশ্চয়ই ভগবান হলেন এক পৃথক সত্ত্বা। ভক্তই যদি ভগবান হয় তাহলে তাদের ভগবানকে স্মরণ করার দরকার নেই। নিজের নিজের ভাষায় পরমাত্মাকে কেউ এমন বলে, কেউ অমন। কিন্তু যথার্থ নাম হল শিব। কেউ কারো গ্লানি করলে বা অপমান করলে তার ওপরে কেস করা হয়। কিন্তু এ হল ড্রামা, এতে কারো কথা চলবে না। বাবা জানেন যে, তোমরা দুঃখী হয়েছো তবুও এমন হবে। গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি যদিও অবশ্যই তৈরি হবে। কিন্তু শুধুমাত্র গীতা ইত্যাদি পাঠ করলে তো কেউ বুঝবে না। এখানে তো সমর্থ চাই। শাস্ত্র যারা শোনায়ে তারা কার বিষয়ে বলবে আমার সঙ্গে যোগ যুক্ত হলে বাচ্চারা, তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, এই কথা তো বলতে পারে না। তারা তো কেবল গীতা পুস্তক পাঠ করে শোনায়ে।

এখন তোমরা অনুভবী হয়েছো, জানো যে আমরা ৮৪-র চক্রে কীভাবে আসি। ড্রামায় প্রত্যেকটি কথা নির্দিষ্ট সময়ে হয়। পিতা নিজের সন্তানদের সঙ্গে, আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন যে, তোমরাও এমন ভাবে কথা বলতে শেখো যে আমরা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলি, আমাদের আত্মা এই মুখ দিয়ে কথা বলে। তোমাদের আত্মা এই কান দিয়ে শোনে। আমি বাবার বার্তা প্রদান করি, আমি আত্মা। এই কথাটি বোঝানো কত সহজ। তোমাদের আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করে। আত্মা পুরোপুরি ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছে। এখন বাবা বলেন যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হয় তাহলে জীব পরমাত্মা বলো তাইনা। জীব আত্মা কেন বলো ? এইভাবে আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। আমার ভাইরা, আত্মারা বুঝতে পারছে যে আমি পিতার বার্তা শোনাচ্ছি - ৫ হাজার বছর পূর্বের বার্তা। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। এ হল দুঃখ ধাম। সত্যযুগ হল সুখধাম। হে আত্মারা, তোমরা সুখধামে ছিলে, তাইনা। তোমরা ৮৪-র চক্র পরিক্রমণ করেছে। সত্যোপধান থেকে সতঃ, রজঃ, তমঃতে অবশ্যই আসতে হবে। এখন পুনরায় ফিরে চলো শ্রীকৃষ্ণপূরীতে। গিয়ে কি পদ প্রাপ্ত করতে চাও ? মহারাজা মহারানী হবে নাকি দাস দাসী ? এমন ভাবে আত্মাদের সঙ্গে কথা বলা উচিত। আনন্দ উৎসাহ থাকা উচিত। এমন নয় যে, আমি পরমাত্মা। পরমাত্মা তো হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি কখনও অজ্ঞানের সাগর হন না। জ্ঞান ও অজ্ঞানের সাগরে পরিণত হই আমরা। বাবার কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত করে মাস্টার সাগর হই, বাস্তবে সাগর হলেন একমাত্র শিব পিতা। বাকি সবাই হল নদী (জ্ঞানের নদী)। তফাৎ আছে তাইনা। আত্মাকে তখন বোঝানো হয়, যখন আত্মা বোধহীন হয়ে যায়। স্বর্গে কাউকে বোঝানোর দরকার নেই। এখানে সবাই বোধহীন, পতিত এবং দুঃখী। গরিব মানুষ এই জ্ঞান সহজভাবে বসে শুনবে। ধনীদের তো নিজেদের নেশা থাকে। তাদের মধ্যে থেকে বিরলই কেউ জ্ঞানের পথে এগোবে। জনক রাজা সব কিছু দিয়ে দিয়েছিলেন না ? এখানে সবই জনক। জীবনমুক্তির জন্য জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে। অতএব এই কথাটি পাকা করতে হবে যে আমি আত্মা। বাবা তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। ড্রামা অনুসারে বাবা তোমাকে বর্সা তো দিতেই হবে। আমাদেরকে তোমার সন্তান হতেই হবে। এতে ধন্যবাদের কি আছে। আমাদের তো তোমার উত্তরাধিকারী হতেই হবে, এতে ধন্যবাদ এর কি আছে। বাবা স্বয়ং এসে বুঝিয়ে যোগ্য বানান। ভক্তি মার্গে মহিমা গায়ন করে তখন ধন্যবাদ শব্দটি বেরিয়ে আসে। বাবাকে তো নিজের কর্তব্য পালন করতেই হবে। এসে পুনরায় স্বর্গে গমনের পথ বলে দেন। ড্রামা অনুসারে বাবাকে এসে রাজ যোগ শেখাতে হবে, বর্সা প্রদান করতে হবে। তারপরে যে আত্মা যতখানি পুরুষার্থ করবে, সেই অনুসারে স্বর্গে যাবে। এমন নয় যে বাবা পাঠিয়ে দেবেন। অটোমেটিক্যালি যেমন পুরুষার্থ করবে সেই অনুসারে স্বর্গে এসে যাবে। যদিও এতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার কিছু নেই। এখন আমরা আশ্চর্য হই যে, বাবা কেমন খেলা দেখাচ্ছেন। পূর্বে তো আমরা জানতাম না, এখন জানতে পারছি। তাহলে কি বাবা আমরা পুনরায় এই জ্ঞান ভুলে যাব ? বাবা বলেন - হ্যাঁ বাচ্চারা, আমার আর তোমাদের বুদ্ধি থেকে এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। তারপরে পুনরায় সঠিক সময়ে ইমার্জ হবে, যখন জ্ঞান প্রদান করার সময় আসবে। এখন তো আমরা নির্বাণধামে চলে যাব। পরে ভক্তি মার্গে আমি পাট প্লে করব। আত্মার মধ্যে অটোমেটিক্যালি সেই সংস্কার এসে যায়। আমি কল্পের পরেও এই শরীরে আসবো, এই কথা বুদ্ধিতে থাকে। কিন্তু তবুও তো তোমাদেরকে দেহী অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। তা নাহলে আত্মা, দেহ অভিমানী হয়ে যায়। মুখ্য কথা তো হল এটাই। বাবাকে আর বর্সাকে স্মরণ করো। কল্প কল্প তোমরা বর্সা প্রাপ্ত করো, পুরুষার্থ অনুসারে। কতখানি সহজ করে বোঝানো হয়। যদিও এই গল্পবোয়ের পথে চলায় গুপ্ত পরিশ্রম আছে।

আত্মা সর্ব প্রথমে আসে তখন পুণ্য আত্মা সত্যোপধান হয় পরে তাকে পাপ আত্মা, তমোপধান অবশ্যই হতে হয়। এখন পুনরায় তোমাদেরকে তমোপধান থেকে সত্যোপধান অবশ্যই হতে হবে। বাবা এই পয়গাম (বার্তা) দিয়েছেন যে আমাকে স্মরণ করো। সম্পূর্ণ রচনার, বাবার থেকে বর্সা (স্বর্গের অধিকার) প্রাপ্ত হচ্ছে। সকলের সদগতি দাতা হলেন বাবা। সবার উপরে দয়া করেন যিনি অর্থাৎ সর্বজনের উপরে দয়া করেন। সত্য যুগে কোনো দুঃখ থাকবে না। বাকি সব আত্মারা গিয়ে শান্তিধামে থাকে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বর্তমান সময় হল কয়ামতের (বিনাশের) সময়। দুঃখের হিসেব নিকেশ

মিটিয়ে ফেলতে হবে - যোগবলের দ্বারা। তারপরে জ্ঞান ও যোগবলের দ্বারা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য সুখের খাতাও জমা করতে হবে। যত জমা করবে ততই সুখ প্রাপ্ত হবে এবং দুঃখের খাতা শেষ হতে থাকবে। এখন আমরা কল্পের সঙ্গমে এসে দুঃখের বহিখাতা শোধ করি আর অন্য দিকে জমা করি। এ তো ব্যাপার, তাইনা। বাবা জ্ঞানের রত্ন প্রদান করে গুণবান বানিয়ে দেন। তারপরে যে আত্মা যতখানি ধারণ করতে পারে। এক-একটি রত্ন হল লক্ষ টাকার সম্পত্তি, যার দ্বারা তোমরা ভবিষ্যতে সদা সুখী থাকবে। এ হল দুঃখধাম, ওটা হল সুখধাম। সন্ন্যাসীরা এই কথা জানেনা যে, স্বর্গে সদাই সুখ আছে। একমাত্র বাবা'ই গীতার দ্বারা ভারতকে উদ্ধ বানান। তারা অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে। কিন্তু দুনিয়াকে তো পুরানো হতেই হবে। দেবতারা প্রথমে নতুন সৃষ্টিতে রামরাজ্যে ছিলেন। এখন দেবতারা নেই। কোথায় গেছেন ? তাহলে ৮৪ জন্ম কারা ভোগ করেছে ? অন্য কারো ৮৪ জন্মের হিসেব বেরোবে না। ৮৪ জন্ম অবশ্যই দেবতা ধর্মের আত্মারাই নেয়। মানুষ তো ভাবে লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদি ছিলেন ভগবান। যেকোনো দেখি কেবল তোমাকে দেখি। আত্মা, সর্বব্যাপীর নলেজের দ্বারা সুখী হওয়া যায় কি ? এই সর্বব্যাপীর জ্ঞান তো চলেই আসছে, তা সত্ত্বেও ভারত তো কাঙাল, নরকেই পরিণত হয়েছে। ভক্তির ফল তো দিতেই হবে ভগবানকে। সন্ন্যাসীরা নিজেরাই সাধনা করে, তারা ফল দেবে কীভাবে ? মানুষ সদগতি দাতা তো নয়। যারা যারা এই ধর্মের আত্মা হবে তারা বেরিয়ে আসবে। এই রকমই অনেকে সন্ন্যাস ধর্মে কনভার্ট হয়েছে, তারাও আসবে। এই সবই হল বোঝার মতো কথা।

বাবা বোঝান - এই প্র্যাক্টিস রাখতে হবে যে আমি আত্মা। আত্মার আধারে শরীরটি দাঁড়িয়ে আছে। শরীর তো হল বিনাশী, আত্মা হল অবিনাশী। পার্ট পুরোপুরি এই সূক্ষ্ম আত্মায় ভরা আছে। সায়েন্সের লোকজন তা বুঝবে না। এই ইন্সটাল, ইম্প্রিশনাল পার্ট এই সূক্ষ্ম আত্মায় ভরা আছে। আত্মাও হল অবিনাশী, তার পার্টও হল অবিনাশী। আত্মা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কল্পের সঙ্গমে যোগ বলের দ্বারা দুঃখের হিসেব নিকেশ মেটাতে হবে। নতুন জমা করতে হবে। জ্ঞান রত্ন গুলি ধারণ করে গুণবান হতে হবে।

২) আমি আত্মা, আত্মা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছি, শরীর হল বিনাশী। আমি নিজের আত্মা ভাইকে বাবার বার্তা প্রদান করছি, এমন প্র্যাক্টিস করতে হবে।

বরদানঃ:- শুভ ভাবনা এবং শ্রেষ্ঠ ভাবের দ্বারা সর্বজনের প্রিয় হয়ে বিজয়মালায় স্থান অর্জনকারী বিজয়ী ভব যে যেমন ভাবের আধার নিয়ে কথা বলুক বা চলুক না কেন কিন্তু তোমরা সদা এক এর প্রতি শুভ ভাব, শ্রেষ্ঠ ভাব ধারণ করো, এতে বিজয়ী হও তবেই মালায় স্থান অর্জন করার অধিকারী হয়ে যাবে। কারণ সর্বজনের প্রিয় হওয়ার সাধনই হল সম্বন্ধ-সম্পর্কে প্রত্যেকের প্রতি শ্রেষ্ঠ ভাব ধারণ করা। এমন শ্রেষ্ঠ ভাবের আত্মারা সদা সবাইকে সুখ প্রদান করবে, সুখ প্রাপ্ত করবে। এও হল সেবা এবং শুভ ভাবনা হল মক্ষা সেবার শ্রেষ্ঠ সাধন। সুতরাং এমন সেবাধারী আত্মারা বিজয় মালার দানা হয়ে যায়।

স্লোগানঃ:- কর্মে যোগের অনুভূতি করাই হল কর্মযোগী হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"তপস্যাই সর্বাপেক্ষা বড় সমারোহ, তপস্যা অর্থাৎ বাবার সাথে সুখানুভবের উদযাপন"

আজ, বাপদাদা নতুন নলেজের দ্বারা সব সময় নতুন জীবন, নতুন বৃত্তি, নতুন দৃষ্টি, নতুন সৃষ্টি অনুভবকারী চারিদিকের সব বাচ্চাকে প্রীতিপূর্ণ ভালোবাসার অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এই সময় চারিদিকের বাচ্চারা নিজের হৃদয়-রূপী দূরদর্শন দ্বারা বর্তমান সময়ের দিব্য দৃশ্যকে দেখছে। সবার একই সঙ্কল্প - দূরে থেকেও নিকট হওয়ার অনুভব করা। বাপদাদাও সব বাচ্চাকে দেখছেন। সবার নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরা হৃদয়ের অভিনন্দনের সুর শুনছেন। সকলেরই স্নেহ ভরা সুরের ভ্যারাইটি খুব সুন্দর, সেইজন্য বাপদাদা রিটার্নে রেসপন্ড করছেন - সব সময়ের জন্য অভিনন্দন, নতুন বছরের জন্য, নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনার জন্য এবং নিজেদের মধ্যে সদা দিব্যতা নিয়ে আসার জন্য। শুধু আজ নতুন বছর হওয়ার জন্য অভিনন্দন নয়, বরং অবিনাশী বাবার প্রতি অবিনাশী প্রীতি-ভালোবাসার দায়িত্ব পালনকারী বাচ্চারা সঙ্গমযুগের প্রতিটা মুহূর্তে জীবনে নবীনত্ব নিয়ে আসে, সেইজন্য প্রতি মুহূর্তে অবিনাশী বাবার অবিনাশী অভিনন্দন। বাপদাদার বিশেষ খুশি ভরা অভিনন্দনের সাথে সব ব্রাহ্মণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করছে। ব্রাহ্মণ জীবনের পরিপালনের আধার অভিনন্দন। অভিনন্দনের খুশিতেই অগ্রচালিত হয়ে চলেছ। বাবা-স্বরূপ থেকে তোমরা সবসময় অভিনন্দিত হচ্ছ। শিক্ষক-স্বরূপ থেকে সবসময় শাবাশ্! শাবাশ্ - এর বোল তোমাদের পাস উইথ অনার বানাচ্ছে। সঙ্কল্প রূপ থেকে প্রতিটা শ্রেষ্ঠ কর্মের জন্য আশীর্বাদ তোমাদেরকে সহজ আর আনন্দময় জীবন অনুভব করাচ্ছে। এই কারণে তোমরা পদ্মাপদম ভাগ্যবান। ভাগ্যবিধাতা ভগবানের সন্তান হয়ে গেছ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাগ্যের অধিকারী হয়ে গেছ। লোকে তো বিশেষ দিনে বিশেষ অভিনন্দন জানায়। আর তোমরা কি শুধু নতুন বছরের অভিনন্দন পাও ? প্রথম তারিখের পর দ্বিতীয় তারিখ যদি হয়ে যায় তাহলে অভিনন্দনও কি শেষ হয়ে যাবে ? তোমাদের জন্য সবসময়, প্রতিটা মুহূর্ত বিশেষ। সঙ্গমযুগটাই বিশেষ যুগ, অভিনন্দনের যুগ। অমৃতবেলায় প্রতিদিন বাবার থেকে অভিনন্দন নিয়ে থাকো, তাই না ! এটা তো নামে মাত্র নতুন বছরের দিন হিসেবে পালন করো। কিন্তু সদা স্মরণে রাখো যে, প্রতি মুহূর্ত অনাবিল আনন্দের মুহূর্ত। আনন্দই আনন্দ, নয় কি? কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তোমাদের জীবনে কী আছে ? তবে কী উত্তর দেবে ? শুধুই আনন্দ, আনন্দই থাকে তো না ? সমগ্র কল্পের আনন্দ এই জীবনে অনুভব করো, কারণ বাবার সঙ্গে মিলনের সুখ-আনন্দের অনুভব সারা কল্পের রাজ্য অধিকারী আর পূজ্য অধিকারী দুইয়ের অনুভব করায়। পূজ্যবোধের আনন্দ আর রাজত্ব করার আনন্দ - এই দুইয়ের নলেজ এখন এই সময়ে আছে, সেইজন্য এখন তোমাদের সুখানুভব হয়।

এই বছর তোমরা কী করবে ? নবীনত্ব আনবে, তাই না! এই বছরকে 'সমারোহ বছর হিসেবে উদযাপন করতে হবে'। তোমরা ভাবছ তপস্যা করবো নাকি সমারোহ উদযাপন করবো? তপস্যাই সবচাইতে বড় সমারোহ, কারণ তোমাদের তো হঠযোগ করতে হবে না। তপস্যা অর্থাৎ বাবার সঙ্গে আনন্দ উদযাপন করা। মিলনের আনন্দ, সর্বপ্রাপ্তির আনন্দ, সমীপ হওয়ার অনুভবের আনন্দ, সমান স্থিতির আনন্দ, তাহলে এটা সমারোহ হলো তো না ! সেবার জন্য খুব বড় সমারোহ তোমাদের করতে হবে না, কিন্তু তপস্যার বাতাবরণ বাণীর সমারোহ থেকে বেশি আত্মাদের বাবার দিকে আকর্ষণ করবে। তপস্যা রূহানী চুম্বক যার দ্বারা আত্মাদের শান্তি আর শক্তির অনুভূতি দূর থেকে অনুভব হবে। সুতরাং নিজের মধ্যে তুমি কী নবীনত্ব আনবে? নতুনত্বই সবার প্রিয় লাগে, তাই না ! অতএব, সদাসর্বদা নিজেকে চেক করো যে, আজকের এই দিনে মন্সা অর্থাৎ নিজের সঙ্কল্প শক্তিতে বিশেষ কী বিশেষত্ব এনেছি ! আর অন্য আত্মাদের প্রতি মন্সা সেবা অর্থাৎ শুভ ভাবনা, শুভ কামনার বিধি দ্বারা বুদ্ধিকে কতটা প্রাপ্ত করেছি? অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের স্থিতিতে কী নবীনত্ব এনেছি ! সেইসঙ্গে বোলে মধুরতা, সন্তুষ্টতা, সরলতার নবীনত্ব কতটা এনেছি। ব্রাহ্মণ আত্মাদের বোল সাধারণ বোল হয় না। তোমাদের বোলে এই তিন বিষয়ে নিজের এবং অন্য আত্মাদের অনুভূতি যেন হয়। একে বলা যাবে নবীনত্ব। সেইসঙ্গে প্রতিটা কর্মে নবীনত্ব অর্থাৎ প্রতিটা কর্ম নিজের প্রতি এবং অন্যান্য আত্মাদের প্রতি প্রাপ্তির অনুভব করাবে। কর্মের প্রত্যক্ষফল এবং ভবিষ্যতের সঞ্চিত ফলের অনুভব হোক। বর্তমান সময় প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে সদা খুশি আর শক্তির প্রসন্নতার অনুভূতি এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের অনুভব হওয়া দরকার। আর তখনই তোমরা সদাসর্বদা নিজেকে সম্পূর্ণ আর সম্পন্ন অনুভব করবে। কর্মরূপী বীজ প্রাপ্তির বৃক্ষ দ্বারা ভরপুর হতে দাও। খালি যেন না হয়। ভরপুর আত্মার ন্যাচারাল অলৌকিক নেশা থাকে। তোমরা কী এমন নতুনত্বের কর্ম করেছ ? সেইসঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কে কী নবীনত্ব আনতে হবে ?

এই বছর দাতার বাচ্চা মাস্টার দাতা - এই স্মৃতিস্বরূপ হওয়ার অনুভব করো। ব্রাহ্মণ আত্মা হোক বা সাধারণ আত্মা কিন্তু যাদেরই সম্পর্ক-সম্বন্ধে আসো, সেই আত্মাদের মাস্টার দাতা দ্বারা যেন প্রাপ্তির অনুভব

হয়। হতে পারে তারা সাহস পাবে, অথবা উৎসাহ-উদ্দীপনা কিংবা শান্তি আর শক্তি পেতে পারে, সহজ বিধি অথবা খুশি পেতে পারে - তাদের অনুভবের বৃদ্ধি হচ্ছে তার অনুভূতি যেন হয়। প্রত্যেককে কিছু না কিছু দিতে হবে, নেওয়া নয়, দিতে হবে। দেওয়ার মধ্যে নেওয়া সমাহিত হয়ে আছে। কিন্তু আমি আত্মাকে মাস্টার দাতা হতে হবে। সেই অনুসারে নিজের স্বভাব-সংস্কারে বাবা সমান হওয়ার নবীনত্ব আনতে হবে। আমার স্বভাব নয়, যা বাবার স্বভাব তা আমার স্বভাব। যা ব্রাহ্মণ সংস্কার সে সব ব্রাহ্মণের সংস্কার। এইভাবে প্রতিদিন নিজের মধ্যে নবীনত্ব আনতে আনতে নতুন দুনিয়ার স্থাপন আপনা থেকেই হয়ে যাবে। তাহলে বুঝেছ নতুন বছরে কী করবে ? বিগত বছরে

যা ঘটেছে তার সমাপ্তি সমারোহ উদযাপন করো এবং বর্তমান সমতা আর নৈকট্যের সমারোহ উদযাপন করো। আর ভবিষ্যতে সদা সফলতার সমারোহ উদযাপন করো। সমারোহ বছর উদযাপন করতে করতে নিরন্তর উড়ে চলো।

ডবল বিদেশি আনন্দে থাকা পছন্দ করে, তাই না ! সুতরাং আনন্দের জন্য দুটো শব্দ স্মরণে রাখো এক ডট আর দুই নট। কাকে নট করতে হবে, সেটা তো তোমরা জানো, জানো না? মাঝাকো নট অ্যালাউ। কীভাবে নট করতে হয় জানো তোমরা? নাকি একটু একটু অ্যালাউ করবে? যদি ডট লাগিয়ে দাও তো নট হয়েই যাবে। ডবল নেশা আছে তো না !

ভারতবাসী কী করবে ? ভারত মহান দেশ - এটা আজকালকার স্লোগান। আর ভারতের মহান আত্মাই মহাত্মা গান্ধী হয়ে থাকে। সুতরাং ভারত মহান অর্থাৎ ভারতবাসী মহান আত্মা। তাইতো সবসময় আপন মহত্ব দ্বারা সাকার রূপে তোমরা ভারতকে মহান আত্মাদের স্থান, দেব আত্মাদের স্থান বানাও। চিত্র সমাপ্ত হয়ে সবার কাছে চৈতন্য দেব আত্মাদের স্থান প্রত্যক্ষ হবে। সুতরাং তোমরা ডবল বিদেশি আর ভারত নিবাসী নও, বরং উভয়ই এখন মধুবন নিবাসী। আচ্ছা।

চারিদিকের মাস্টার দাতা সব আত্মাকে, যারা বাবা দ্বারা সদা অভিনন্দন প্রাপ্ত করে সেই বিশেষ আত্মাদের, সদা আনন্দে থাকা ভাগ্যবান আত্মাদের, সদা নিজের মধ্যে নবীনত্ব নিয়ে আসা মহান আত্মাদের, ফরিস্তা তথা দেব আত্মা হওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ। প্রতি মূহূর্তের অভিনন্দন আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎ -

১) অনড় - অটল আত্মা তোমরা, এইরকম অনুভব করো ? একদিকে অস্থিরতা আর অন্যদিকে তোমরা সব সদা অনড় ব্রাহ্মণ আত্মা। ওখানে যত অস্থিরতা ততো তোমাদের ভিতরে অনড় - অটল স্থিতির অনুভব বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা কিছুই হয়ে যাক, সবচেয়ে সহজ যুক্তি - নাথিং নিউ। কোনো নতুন বিষয় নয়। কখনো বিস্ময় বোধ হয় যে, এটা কী হচ্ছে, কী হবে? আশ্চর্য তখন লাগে যখন নতুন কিছু হয়। যদি কোনো কিছুর সম্বন্ধে ভাবনি, সেই সম্পর্কে কিছু শোননি, বোঝনি আর তা হঠাৎ করেই হয়ে যায় তাহলে বিস্ময় বোধ হয়। সুতরাং বিস্মিত না হয়ে বরং ফুল স্টপ দাও। দুনিয়া বিভ্রান্ত আর তোমরা মহানন্দে থাকো। দুনিয়ার লোকে তুচ্ছাতুচ্ছ ব্যাপারে বিভ্রান্ত হবে - কী করবো, কীভাবে করবো...! আর তোমরা সদা খুশির আনন্দে আছ, বিভ্রান্তি সমাপ্ত হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সুখানুভব, ক্ষত্রিয় অর্থাৎ বিভ্রান্তি। কখনো আনন্দ, কখনো তালগোল পাকানো। তোমরা সবাই নিজের নামই তো বলো - ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী। ক্ষত্রিয় কুমার আর ক্ষত্রিয় কুমারী নও তো না? সদা আপন ভাগ্যের খুশিতে থাকো। হৃদয়ে সদা, স্বতঃই এক গীত বাজতে থাকে - বাঃ বাবা আর বাঃ আমার ভাগ্য ! এই গীত বাজতেই থাকে, এটা বাজানোর আবশ্যিকতা নেই। এটা অনাদি, বাজতেই থাকে। হায়-হায় শেষ হয়ে গেছে, এখন আছে বাহ বাহ। মেজরিটি হায়-হায় করে, যারা বাঃ বাঃ করে তারা সংখ্যায় অনেক কম। তাহলে, নতুন বছরে কী মনে রাখবে? বাঃ বাঃ। যা সামনে দেখেছ, যা শুনেছ, যা বলেছ - সব বাঃ বাঃ, হায়-হায় নয়। হায়, এ' কী হয়ে গেল ! না, বরং পরিবর্তে বাঃ এটা খুব ভালো হয়েছে। কেউ খারাপ করলেও কিন্তু তোমাদের নিজেদের শক্তি দিয়ে খারাপকে ভালোতে বদলে দাও। এটাই তো পরিবর্তন, তাই না। তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনে খারাপ হয়ই না। এমনকি, যদি কেউ অপমানও করে, তাহলে যে অপমান করছে সেটা তার মহত্ব, কেননা সে তোমাদের সহনশক্তির পাঠ পড়চ্ছে। এটা তার মহাত্ম্য যে সে তোমাদের মাস্টার (শিক্ষক) হয়েছে ! অন্ততঃ জানতে তো পারলে তোমার মধ্যে কতটা সহন শক্তি আছে, সুতরাং ভালো হলো নাকি মন্দ হলো ? ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে মন্দ কিছু হয়ই না। ব্রাহ্মণের কান খারাপ শুনতে পায় না, সেইজন্য তো ব্রাহ্মণ জীবন নির্মল আনন্দের জীবন। এই মূহূর্তে খারাপ, এই মূহূর্তে ভালো তো আনন্দ হতে পারে না। সদা

আনন্দই আনন্দ। সারা কল্পে ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী শ্রেষ্ঠ। দেব আত্মারাও ব্রাহ্মণের সামনে কিছুই না। সদা এই নেশায় থাকো, সদা খুশি থাকো আর অন্যদেরও সদা খুশিতে রাখো। নিজেরাও থাকো, অন্যকেও রাখো। আমি তো খুশিতে থাকি, এটা নয়। আমি সবাইকে খুশি রাখি - এটাও যেন হয়। আমি তো খুশি থাকি - এটাও স্বার্থ। ব্রাহ্মণের সেবা কী? খুশির জন্য জ্ঞান দেওয়া।

২) বিশ্বে শ্রেষ্ঠ আত্মাদের যতই গায়ন হোক, তাদের মধ্যে তোমরা কত শ্রেষ্ঠ ! বাবা তোমাদের হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা কত শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছ ! সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে গেছ ! সদাসর্বদা এটা স্মৃতিতে রাখো - সর্বাধিক সর্বোচ্চ বাবা সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা বানিয়ে দিয়েছেন। দৃষ্টি কত উঁচু হয়ে গেছে, বৃত্তি কত উঁচু হয়ে গেছে ! সব বদলে গেছে। সবার প্রতি কল্যাণের বৃত্তি তৈরি হয়ে গেছে, তাইতো তোমরা এখন কাউকে যদি দেখ তো আত্মিক দৃষ্টিতে দেখ। ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ প্রত্যেক আত্মার প্রতি দৃষ্টি আর বৃত্তি শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছে।

৩) নিজেরা নিজেদেরকে সফলতার নক্ষত্র হিসেবে অনুভব করো ? যেখানে সর্বশক্তি আছে, সেখানে সফলতা জন্মসিদ্ধ অধিকার। কোনও কার্য যখন করছো, তা' শরীর নির্বাহের জন্য হোক বা ঐশ্বরীয় সেবার্থে, সেই কার্য করার আগে এই নিশ্চয় রাখো। নিশ্চয় রাখা ভালো ব্যাপার, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি অনুভাবী আত্মা হয়ে নিশ্চয় আর নেশায় থাকো। সর্বশক্তি এই ব্রাহ্মণ জীবনে সফলতার সহজ সাধন। সর্বশক্তির মালিক তোমরা সেইজন্য যেকোন শক্তিকে যে সময় অর্ডার করবে, সেই সময় যেন হাজির হয়। যেমন কোনো সেবাধারী থাকে, সেবাধারীকে যে সময় অর্ডার করা হবে তৎক্ষণাৎ সেবার জন্য প্রস্তুত থাকবে, ঠিক একই ভাবে সর্বশক্তি তোমার অর্ডারে যেন থাকে। তোমরা যতটা মাস্টার সর্বশক্তিমানের সীটে সেট হবে ততই সর্বশক্তি সদা অর্ডারে থাকবে। সামান্য একটুও যদি স্মৃতির সীট থেকে নিচে এসে যাও তবে শক্তি অর্ডার মানবে না। সার্ভেন্টের ক্ষেত্রেও, কেউ কেউ ওবিডিয়েন্ট হয়, কেউ একটু অসুবিধাজনক হয়। তো তোমাদের সামনে সর্বশক্তি কেমন, ওবিডিয়েন্ট নাকি খানিক দেরিতে পৌঁছায়? যেমন, এই স্কুল কর্মেন্দ্রিয়গুলো, যে সময়ে যেভাবে অর্ডার করো, সেই সময় সেগুলো তোমাদের অর্ডারে চলে, সেইরকমই এই সূক্ষ্ম সব শক্তিকেও তোমাদের অর্ডারে চলতে হবে। চেক করো যে, সারাদিনে সর্বশক্তি অর্ডারে ছিলো? কারণ যখন এই সর্বশক্তি এখন থেকে তোমাদের অর্ডারের অধীন হয় তখন অল্ট্রেও তোমরা সফলতা প্রাপ্ত করতে পারবে। সেইজন্য বহুকালের অভ্যাস চাই। সুতরাং এই নতুন বছরে অর্ডারে চালানোর বিশেষ অভ্যাস করতে হবে, কারণ বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত করতে হবে তো না ! বিশ্ব রাজত্বের অধিকারী হওয়ার আগে স্বরাজ্য অধিকারী হও।

নিশ্চয় আর নেশা প্রত্যেক বাচ্চাকে উড়তি কলার অনুভব করানো। ডবল ফরেনার্স লাকি, তোমরা উড়তি কলার সময়ে এসে গেছ। আরোহণ করার পরিশ্রম তোমাদের করতে হয়নি। বিজয় তিলক সদা ললাটে জ্বলজ্বল করছে। এই বিজয় তিলকই অন্যদের খুশি প্রাপ্ত করতে সমর্থ বানাবে। কারণ বিজয়ী আত্মার মুখ সদাই উৎফুল্ল থাকে। সুতরাং তোমাদের উৎফুল্ল মুখ দেখে সবাই খুশির পিছনে আকৃষ্ট হয়, কারণ দুনিয়ার আত্মারা খুশি খুঁজছে আর তোমাদের মুখে যখন খুশির উজ্জ্বল প্রকাশ দেখে তখন তারা নিজেরাও খুশি হয়। তারা ভাবে এদের কিছু প্রাপ্তি হয়েছে। তোমাদের অগ্রগতির হিসেবে তোমাদের আনন্দমন্ডিত মুখের আকর্ষণ আত্মাদের কাছে নিয়ে আসবে। কারও শোনার সময় যদি বা না থাকে তবে সেকেন্ডে তোমাদের মুখ সেই আত্মাদের সেবা করবে। তোমরাও সবাই স্নেহ-ভালোবাসা দেখে ব্রাহ্মণ হয়েছে তো না। অতএব, তপস্যা-বর্ষে এইভাবে তোমাদের সেবা করতে হবে।

৪) এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয় - তোমরা এ'রকম স্থিতিতে সদা স্থিত সহযোগী আত্মা ? এককে স্মরণ করা সহজ। অনেককে স্মরণ করা কঠিন হয়। অনেক বিস্তারকে ছেড়ে সার স্বরূপ এক বাবা - এই অনুভবে কত খুশি থাকে। খুশি জন্মসিদ্ধ অধিকার; বাবার রত্নভাণ্ডার, তাইতো বাবার রত্নভাণ্ডার বাচ্চাদের জন্য জন্মসিদ্ধ অধিকার হয়। রত্নের ভান্ডার নিজের যদি হয় তাহলে নিজের জন্য গর্ব হয় - নিজের আছে। আর প্রাপ্তি কার থেকে হয়েছে ? অবিনাশী বাবার থেকে। সুতরাং অবিনাশী বাবা যা দেবেন, অবিনাশী দেবেন। অবিনাশী খাজানার নেশাও অবিনাশী। এই নেশা কেউ ছাড়াতে পারে না, কারণ তা' ক্ষতিকারক নেশা নয়। এই নেশা প্রাপ্তি করায়। ওই সব প্রাপ্তি খুঁইয়ে ফেলার নেশা। তো সদা কী স্মরণে থাকে ? এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়। দ্বিতীয় তৃতীয় কেউ এলে দ্বন্দ্ব হবে, আর যদি এক বাবা তো একরস স্থিতি হবে। একের রসে লাভলীন থাকা খুব ভালো লাগে কারণ, আত্মার অরিজিনাল স্বরূপই - একরস।

বিদায়কালে নতুন বছরের শুভারম্ভের অভিনন্দন -

চারিদিকের সব লাভলি আর লাকি বাচ্চাকে বিশেষ উদ্যম, উৎসাহের মুহূর্তের জন্য অভিনন্দন। তোমরা নিজেরাও ডায়মন্ড আর তোমাদের জীবনও ডায়মন্ড এবং সদা ডায়মন্ড মর্নিং, ইভনিং, ডায়মন্ড নাইট হতে দাও। এই বিধির দ্বারা খুব তাড়াতাড়ি আপন রাজ্য স্থাপন করবে আর রাজত্ব করবে। নিজের রাজ্য প্রিয় লাগে তো না ! সুতরাং তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো আর রাজত্ব করো। নিজেদের রাজ্য সামনে দেখা যাচ্ছে তো না ! তাহলে, এখন ফরিস্তা হও এবং দেবতা হও। চারিদিকের বাচ্চাদের বিশেষ পদম্ গুন স্মরণ-স্নেহ স্বীকার হোক। বিদেশের হও বা দেশের, তপস্যার উৎসাহ-উদ্দীপনা তোমাদের ভালো আর যেখানে তপস্যা সেখানে সেবা অবশ্যই আছে। সদা সফলতায় অভিনন্দিত হও। তোমাদের প্রত্যেককে এমন নবীনত্ব দেখাতে হবে যাতে সারা বিশ্ব তোমাদের দিকে দেখে। নবীনত্বের লাইট হাউস হও। আচ্ছা। প্রত্যেকে নিজের জন্য স্মরণ-স্নেহ আর অভিনন্দন স্বীকার করো।

বরদান:- শুদ্ধ সঙ্কল্প আর শ্রেষ্ঠ সঙ্গ দ্বারা হালকা হয়ে খুশির ডাম্প করে অলৌকিক ফরিস্তা ভব
তোমরা সব ব্রাহ্মণ বাচ্চার জন্য প্রতিদিনের মুরলীই শুদ্ধ সঙ্কল্প। কত শুদ্ধ সঙ্কল্প বাবার দ্বারা প্রতিদিন সকালবেলাতেই প্রাপ্তি হয়, এই সব শুদ্ধ সঙ্কল্পে বুদ্ধিকে বিজি রাখো আর সাদা বাবার সঙ্গে থাকো তো হালকা হয়ে খুশিতে ডাম্প করতে থাকবে। খুশি থাকার সহজ সাধন -সদা হালকা থাকো। শুদ্ধ সঙ্কল্প হালকা হয় আর ব্যর্থ সঙ্কল্প ভারী হয়। সেইজন্য সদা শুদ্ধ সঙ্কল্পে বিজি থেকে হালকা হও আর খুশির ডাম্প করতে থাকো, তবেই বলা যাবে অলৌকিক ফরিস্তা।

স্লোগান:- পরমাত্ম-ভালোবাসার পালনার স্বরূপ হলো - সহজযোগী জীবন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যে বাবাকে তোমরা অর্ধেককল্প ধরে স্মরণ করেছো, এখন তাঁর যা আদেশ পাও তা পালন করো এতেই তোমাদের আরোহণ কলা (চড়তি কলা/উল্লতি) হয়ে যাবে"

- *প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের নিজেদের নেচার-কিওর (প্রাকৃতিক নিরাময়) নিজেদেরকেই করতে হবে, কিভাবে ?
- *উত্তরঃ - একমাত্র বাবার স্মরণে থেকে এবং প্রেম-পূর্বক যজ্ঞের সেবা করলে নেচার কিওর হয়ে যায়। কারণ স্মরণের দ্বারাই আত্মা নিরোগী হয়ে যায় আর সেবা করলে অপার খুশী বজায় থাকে। সেইজন্য যারা স্মরণ আর সেবায় ব্যস্ত থাকে তাদের নেচার কিওর হতে থাকে।
- *গীতঃ- তুমি রাত নষ্ট করেছিস শুয়ে, দিন নষ্ট করলে ঘুমিয়ে, অমূল্য সময় নষ্ট হয়ে যায়....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে। মালা জপ করতে-করতে যুগ পেরিয়ে গেছে। কত যুগ ? দুই যুগ। সত্যযুগ ত্রেতায় তো কেউ মালা জপ করে না। কারোর বুদ্ধিতেই এ'টা নেই যে আমরা উঁচুতে যাই, আবার নীচে নেমে আসি। এখন আমাদের হয় আরোহণ-কলা। আমাদের অর্থাৎ ভারতের। যত ভারতবাসীদের আরোহণ-কলা এবং অবরোহণ-কলা হয় তত আর কারোরই হয় না। ভারতই শ্রেষ্ঠাচারী আর ব্রষ্টাচারী হয়ে যায়। ভারতই নির্বিকারী হয়, ভারতই বিকারী হয়ে যায়। আর খন্ডগুলি বা ধর্মগুলির সঙ্গে এত সম্বন্ধ নেই। ও'গুলি হেভেনে আসে না। ভারতবাসীদেরই চিত্র রয়েছে। বরাবর রাজত্ব করেছিল। তাই বাবা বোঝান তোমাদের এখন হল অবরোহণ-কলা। যাঁর হাত ধরেছো তিনি তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাবেন। আমাদের ভারতবাসীদেরই হলো আরোহণ-কলা। মুক্তিতে গিয়ে পুনরায় জীবনমুক্তিতে আসবো। আধাকল্প ধরে দেবী-দেবতাদের রাজ্য চলে। ২১ জন্ম চড়তে থাকো, তারপর অবরোহণ-কলা হয়ে যায়। বলাও হয়ে থাকে -- আরোহণ-কলার সান্নিধ্যেই সকলের ভালো হবে। সকলের ভালো তো এখন হয়, তাই না! কিন্তু আরোহণ-কলা এবং অবরোহণ-কলায় তোমরাই আসো। এইসময় ভারত যত ঋণ নেয় তত আর কেউই নেয় না। বাচ্চারা জানে যে আমাদের ভারত সোনার পাখি ছিল। অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিল। এখন ভারতের অবরোহণ-কলা সম্পূর্ণ হয়। বিদ্বানাদিরা মনে করেন যে কলিযুগের আয়ু এখনও ৪০ হাজার বছর স্থায়ী হবে। সম্পূর্ণ ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। তাদের বোঝাতেও হবে খুব যুক্তি-সহকারে, নাহলে ভক্তরা চমকে যাবে। সর্বপ্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। ভগবানুবাচ হলো - গীতাই হলো সকলের মাতা-পিতা। উত্তরাধিকার গীতার(বাবার জ্ঞান) থেকে পাওয়া যায়, বাকি সকলেই হলো ওঁনার সন্তান। বাচ্চাদের থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। বাচ্চারা, তোমাদের গীতার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে, তাই না! গীতা মাতা, আবার পিতাও আছে। বাইবেল ইত্যাদিদের কেউ মাতা বলবে না। সেইজন্য সর্বপ্রথমে তোমরা এ'টাই জিজ্ঞাসা করো যে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কিসের সম্বন্ধ? সকলেরই পিতা একজনই, তাই না! সমস্ত আত্মারাই হলো ভাই-ভাই, তাই না! এক পিতার সন্তান। বাবা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করেন প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা, তাহলে তোমরা পরম্পরের ভাই-বোন হয়ে যাও। তাহলে অবশ্যই পবিত্র থাকে। পতিত-পাবন বাবা-ই এসে যুক্তির দ্বারা তোমাদের পবিত্র করেন। বাচ্চারা জানে যে পবিত্র থাকলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। আমদানি অনেক বড়। কে এ'রকম হবে - যে ২১ জন্মের বাদশাহী নেওয়ার জন্য পবিত্র হবে না। আবার শ্রীমৎ ও পাওয়া যায়, যে বাবাকে আধাকল্প ধরে স্মরণ করেছো, তাঁর আদেশ তোমরা মান্য করবে না! ওঁনার আদেশানুসারে না চললে তখন তোমরা পাপাত্মা হয়ে যাবে। এই দুনিয়াই হলো পাপাত্মাদের। রাম-রাজ্য পুণ্যাত্মাদের দুনিয়া ছিল। এখন রাবণ-রাজ্য হলো পাপাত্মাদের দুনিয়া। বাচ্চারা, এখন তোমাদের হলো আরোহণ-কলা। তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। কি'রকম গুপ্তভাবে বসে রয়েছে। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মালা ইত্যাদি জপ করার কোনো প্রয়োজন নেই। বাবাকে স্মরণ করতে করতেই তোমরা কাজ করো। বাবা তোমার যজ্ঞের স্থূল, সূক্ষ্ম দুই সেবাই আমরা একসাথে কীভাবে করি। বাবা আদেশ করেন, এ'ভাবে করো। প্রকৃতিগতভাবে নিরাময় করায়, তাই না! তোমাদের আত্মা কিয়োর হলে শরীরও কিয়োর হয়ে যাবে। কেবল বাবার স্মরণেই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাও। পবিত্রও হও আর যজ্ঞের সেবাও করতে থাকো। সার্ভিস করতে অত্যন্ত আনন্দ লাগবে। আমরা এতখানি সময় বাবার স্মরণে থেকে নিজেকে নিরোগী বানিয়েছি বা ভারতকে শান্তির দান দিয়েছি। শ্রীমতানুসারে চলে তোমরা ভারতকে শান্তি এবং সুখের দান করো। দুনিয়ায় আশ্রম তো অসংখ্য আছে। কিন্তু সেখানে কিছু নেই। তাদের এ'টা জানা নেই যে ২১ জন্ম স্বর্গের রাজত্ব কীভাবে প্রাপ্ত হয়। তোমরা এখন রাজযোগের পড়া করছো। ওই সকল লোকেরাও বলে থাকে, গড ফাদার এসে গেছে। অবশ্যই কোথাও আছে। সে তো অবশ্যই থাকবে, তাই না! বিনাশের জন্য বোমাও বেরিয়ে গেছে। অবশ্যই বাবা-ই স্বর্গের স্থাপনা এবং নরকের বিনাশ করিয়ে থাকেন। এ হলো নরক, তাই না! কত

লড়াই, মহামারী ইত্যাদি হয়। অনেক ভয় রয়েছে। বাচ্চাদের কীভাবে ভাগিয়ে নিয়ে যায়। কত উপদ্রব হয়। এখন তোমরা জেনেছো যে এই দুনিয়া বদলে যেতে চলেছে। কলিযুগ বদল হয়ে সত্যযুগ হতে চলেছে। আমরা সত্যযুগের স্থাপনায় বাবার সহায়তাকারী। ব্রাহ্মণরাই সহায়তাকারী হয়ে থাকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার থেকেই ব্রাহ্মণের জন্ম হয়। ওরা হলো গর্ভজাত, তোমরা হলে মুখ-বংশজাত। ওরা তো ব্রহ্মার সন্তান হতে পারে না। তোমাদের দওক নেওয়া হয়ে থাকে। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে ব্রহ্মার সন্তান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো সঙ্গমেই হতে পারে। ব্রাহ্মণই পুনরায় দেবী-দেবতা হয়। তোমরা ওই ব্রাহ্মণদেরকেও বোঝাতে পারো যে তোমরা হলে গর্ভজাত। বলে থাকো, ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতায় নমঃ। ব্রাহ্মণদেরও নমস্কার, দেবতাদেরও নমস্কার করে। কিন্তু ব্রাহ্মণদের নমস্কার তো তখনই করবে, যেমন এখন। মনে করে, এরা হলো ব্রাহ্মণ, যারা তন-মন-ধনে বাবার শ্রীমতানুসারে চলে থাকে। ওই ব্রাহ্মণেরা স্থূল যাত্রায় নিয়ে যায়। এ হলো তোমাদের রুহানী যাত্রা। তোমাদের যাত্রা কত মধুর। ওই শারীরিয় যাত্রা তো অনেকই আছে। গুরুও অনেক আছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে আমরা শিববাবার মতানুসারে চলে ব্রহ্মার মাধ্যমে ঔঁনার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। উত্তরাধিকার শিববাবার থেকে নেয়। তোমরা এখানে এলে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করি -- কার কাছে এসেছো? বুদ্ধিতে রয়েছে যে এ হলো শিববাবার লোন(ধার) নেওয়া রথ। আমরা ঔঁনার কাছে যাই। বাগদান তো ব্রাহ্মণরাই করায়। কিন্তু কানেকশন তৈরী হয় প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের মধ্যে, বাগদান করিয়ে দেওয়া ব্রাহ্মণের সাথে নয়। স্ত্রী স্বামীকে স্মরণ করে নাকি হস্তবন্ধন করায় যে ব্রাহ্মণ তাকে স্মরণ করে? তোমাদেরও প্রিয়তম হলেন শিব। তাহলে কেন তোমরা কোনো দেহধারীকে স্মরণ করো? স্মরণ করতে হবে শিবকে। এই লকেট ইত্যাদিও বাবাই বানিয়েছেন বোঝানোর জন্য। স্বয়ং বাবা দালাল হয়ে বাগদান করান। তাহলে দালালকে স্মরণ করতে হবে না! প্রিয়তমাদের যোগ থাকে প্রিয়তমের সঙ্গে। বাচ্চারা, মাম্মা-বাবা এসে তোমাদের মাধ্যমে মুরলী শুনিয়ে থাকেন, বাবা বলেন, এ'রকম অনেক বাচ্চারা আছে যাদের ভ্রুকুটিতে বসে আমি মুরলী শোনাই -- কল্যাণ করার জন্য। কাউকে সাক্ষাৎকার করানোর জন্য, মুরলী শোনানোর জন্য, কারোর কল্যাণ করার জন্য আসি। ব্রাহ্মণীদের মধ্যে এত শক্তি নেই, জানি যে এদের এই ব্রাহ্মণী উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, তাই আমি এমন তীর নিষ্ক্ষেপ করি, যারফলে এরা সেই ব্রাহ্মণীর থেকেও তীব্রবেগে এগিয়ে যায়। ব্রাহ্মণী মনে করে এদের আমি বুঝিয়েছি। দেহ-অভিমাণে চলে আসে। বাস্তবে এই অহংকারও আসা উচিত নয়। সবকিছুই শিববাবা করে থাকেন। এখানে তোমাদের বলা হয় যে বাবাকে স্মরণ করো। কানেকশন তো শিববাবার সঙ্গে থাকা উচিত। মাঝে ইনি হলেন দালাল, ইনি তার মূল্য পেয়ে যান। তবুও এ হলো বৃদ্ধ অনুভবী শরীর। এর বদল হতে পারে না। ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। এ'রকম নয় যে অন্য কল্পে অন্যের শরীরে আসবেন। না, যিনি লাস্টে আছেন, তাঁকেই পুনরায় প্রথমে যেতে হবে। বৃক্ষে দেখো শেষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাই না! এখন তোমরা সঙ্গমে বসে রয়েছো। বাবা এই প্রজাপিতা ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। জগদম্বা হলেন কামধেনু আর কপিলদেবও বলা হয়। কাপল অর্থাৎ যুগল, বাপদাদা মাতা-পিতা, তাহলে ঔঁনারা কাপল বা যুগল হলেন, তাই না! মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাবে না। উত্তরাধিকার আবার শিববাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়। তাই ঔঁনাকে স্মরণ করতে হবে। আমি এসেছি ঔঁনার (ব্রহ্মার) দ্বারা তোমাদের নিয়ে যেতে। ব্রহ্মাও শিববাবাকে স্মরণ করে। শঙ্করের সামনেও শিবের চিত্র রাখা হয়। এ'সব হলো মহিমা কীর্তনের জন্য। এইসময়ে শিববাবা এসে নিজের বাচ্চা বানান। তারপর তোমরা বসে-বসে বাবাকে পূজা করবে নাকি! বাবা এসে বাচ্চাদের সুন্দর সুন্দর ফুলে (গুলগুল) পরিণত করেন। নর্দমার থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর প্রতিজ্ঞা করে যে আমরা কখনও পতিত হবো না। বাবা বলেন -- কোলে (দওক) এসে পুনরায় মুখ কালো কোরো না। যদি করো তাহলে কুল কলঙ্কিত হয়ে যাবে। পরাজিত হলে ওস্তাদের(বাবা) নাম বদনাম করে দেবে। মায়ার কাছে পরাজিত হলে পদ ব্রষ্ট হয়ে যাবে। আর কোনো সল্ল্যাসী ইত্যাদিরা এই কথা শেখাতে পারে না। কেউ আছে যে বলে, মাসে একবার বিকারে যেতে। কেউ বলে ৬ মাসে এক বার যাও। কেউ কেউ তো আবার সম্পূর্ণ অজামিলের মতন হয়। বাবা তো অনেক গুরু করেছেন। তারা কখনও এইরকম বলবে না যে পবিত্র হও। বোঝে যে, আমরাই হতে পারি না। যে সেক্সীবেল হবে সে তৎক্ষণাৎ বলবে যে তোমরাই হতে পারো না, আমাদের কি'করে বলো? তবুও বলে যে জনকের মতন সেকেন্ডে জীবনমুক্তির রাস্তা বলে দাও। আবার গুরুরা বলে যে, ব্রহ্মকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা নির্বাণধামে চলে যাবে। কেউই তো যায় না, শক্তিই নেই। সর্ব আত্মাদের থাকার জায়গা হলো মূললোক (মূলবতন), যেখানে আমরা আত্মারা তারার মতন থাকি। পূজার জন্য এ'রকম বড় লিঙ্গ নির্মাণ করে। বিন্দুর পূজা কীভাবে হবে? বলাও হয় যে ভ্রুকুটির মধ্যস্থলে জ্বল-জ্বল করে আজব তারা। তাহলে আত্মার বাবাও তেমনই হবে, তাই না! বাবার দেহ নেই। ওই স্টারের(পরমাত্মার) পূজা কিভাবে হতে পারে। বাবাকে পরম আত্মা বলা হয়। তিনি হলেন ফাদার। যেমন আত্মা তেমনই হলো পরমাত্মা। তিনি কোনো বড় (তারা) নন। ঔঁনার মধ্যে এই নলেজ আছে। এই অসীমের বৃক্ষকে আর কেউই জানে না। বাবা-ই হলেন নলেজফুল। জ্ঞানেও পরিপূর্ণ, পবিত্রতাতেও পরিপূর্ণ। তিনি হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা। সকলকে সুখ-শান্তি প্রদানকারী। বাচ্চারা, তোমরা কত বড় মাপের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো, যা আর কেউ পেতে পারে না। মানুষ

তো গুরুদের কত পূজা করে। নিজেদের রাজারও এত পূজা করে না। তাহলে এ'সব হলো অন্ধশ্রদ্ধা, তাই না! কি-কি করতে থাকে। সকলের মধ্যেই গ্লানিই গ্লানি রয়েছে। কৃষ্ণকে লর্ডও বলে আবার গডও বলে থাকে। গড কৃষ্ণ হেভেনের (স্বর্গ) প্রথম প্রিন্স, লক্ষ্মী-নারায়ণের উদ্দেশ্যেও বলে থাকে যে এই দু'জন হলেন গড-গডেজ। অনেক পুরোনো-পুরোনো চিত্র কিনে থাকে। পুরোনো-পুরোনো স্ট্যাম্পসও বিক্রী করা হয়ে থাকে, তাই না! বাস্তবে সবথেকে পুরানো হলেন শিববাবা, তাই না! কিন্তু কারোর জানা নেই। সমস্ত মহিমা তো শিববাবারই। সেই জিনিস তো পাওয়া যাবে না। পুরোনোর থেকেও পুরোনো জিনিস কোনটি? নম্বর ওয়ান হলেন শিববাবা। কেউ বুঝতে পারে না যে আমাদের বাবা কে? ওঁনার নাম-রূপ কি? বলে দেয় যে ওঁনার কোনো নাম-রূপ নেই, তাহলে কার পূজা করো? শিব নাম তো আছে, তাই না! দেশও আছে, কালও আছে। স্বয়ং বলেন, আমি সঙ্গমেই আসি। আত্মা শরীরের দ্বারা বলে থাকে, তাই না! বাচ্চারা, এখন তোমরা বোঝ যে শাস্ত্রে কত গল্প-গাঁথা বলা আছে, যার ফলে অবরোহন-কলা হয়ে গেছে। আরোহন-কলা হলো সত্যযুগ-এতো, অবরোহন কলা হলো দ্বাপর-কলিযুগ। এখন আবার আরোহন-কলা হবে। বাবা ছাড়া আর কেউ আরোহন-কলা বানাতে পারবে না। এ'সমস্ত কথা ধারণ করতে হয়। সেইজন্য কোনো কার্যাদি করতে-করতেও স্মরণে থাকতে হবে। যেমন শ্রীনাথ দ্বারকায় মুখে কাপড় বেঁধে কাজ করে। শ্রীনাথ কৃষ্ণকে বলা হয়ে থাকে। শ্রীনাথের ভোজন তৈরী হয়, তাই না! শিববাবা তো ভোজনাতি খান না। তোমরা শুদ্ধ ভোজন বানাও তাই স্মরণে থেকে তৈরী করা উচিত, তবেই তাতে বল পাওয়া যাবে। কৃষ্ণলোকে যাওয়ার জন্য ব্রত, উপবাসাদি করে। এখন তোমরা জেনেছো যে আমরা কৃষ্ণপূরীতে যেতে চলেছি, তাই তোমাদের সুযোগ্য করে তোলা হয়। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো আর তারপর বাবা গ্যারান্টি করেন যে তোমরা অবশ্যই কৃষ্ণপূরীতে যাবে। তোমরা জানো যে আমরা নিজেদের জন্য কৃষ্ণপূরী স্থাপন করছি তারপর আমরাই রাজ্য করবো। যে শ্রীমতে চলবে সেই কৃষ্ণপূরীতে আসবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের থেকেও কৃষ্ণের নামের মহিমা অধিক। কৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা তাহলে তো মহাত্মার সমান। বাল্য অবস্থা হলো সত্যপ্রধান তাই কৃষ্ণের নাম বেশী। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) নিজের কানেকশন সম্পূর্ণভাবে একমাত্র শিববাবার সঙ্গে রাখতে হবে। কখনো কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবে না। কখনো নিজের ওস্তাদের(বাবা) নামের গ্লানি করবে না।

২) নিজের দ্বারা যদি কারও কল্যাণ হয় তাহলে আমি এর কল্যাণ করেছি, এই অহংকারে আসা উচিত নয়। এও হলো দেহ-অভিমান। করাবনহার বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- অমৃতবেলায় তিন বিন্দুর তিলক ধারণকারী কেন, কি-এর আলোড়ন থেকে মুক্ত অবিচল অটল ভব বাপদাদা সর্বদা বলেন যে, রোজ অমৃতবেলায় তিন বিন্দুর তিলক লাগাও। তুমিও বিন্দু, বাবাও বিন্দু আর যা ঘটে গেছে, যা ঘটছে নাথিং নিউ (নতুন নয়) তাই ফুলস্টপও বিন্দু। এই তিন বিন্দুর তিলক লাগানো অর্থাৎ স্মৃতিতে থাকা। তারপর সারাদিন অবিচল, অটল থাকবে। কেন, কি-এর আলোড়ন সমাপ্ত হয়ে যাবে। যে'সময় কোনো কথা হয়, সেই সময়েই ফুলস্টপ লাগিয়ে দাও। নাথিং নিউ, হওয়ার ছিল, হচ্ছে..... সাক্ষী হয়ে দেখো আর এগিয়ে যেতে থাকো।

স্লোগান:- পরিবর্তন শক্তির দ্বারা ব্যর্থ সঙ্কল্পের গতির বেগকে সমাপ্ত করে দাও তাহলেই সমর্থ হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন - তোমাদের শ্রেষ্ঠ মত দিয়ে সবসময়ের জন্য সুখি, শান্তি করে তুলতে। ঠানার মতে চলো, রুহানী পাঠ পড়ো আর অন্যদেরও পড়াও তবেই এভারহেল্দি আর ওয়েল্দি হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - কোন সেই সুযোগ যা সম্পূর্ণ কল্পের মধ্যে এই সময়েই পাওয়া যায়, যা মিস করা উচিত নয় ?

*উত্তরঃ - রুহানী (আত্মিক) সেবা করার সুযোগ, মানুষকে দেবতা করে তোলার সুযোগ এই সময়েই পাওয়া যায়। এই সুযোগ নষ্ট করা উচিত নয়। রুহানী সার্ভিসে লেগে পড়তে হবে। সার্ভিসেবল হতে হবে। বিশেষ করে কুমারীদের ঈশ্বরীয় গভর্নমেন্টের সেবা করতে হবে। সম্পূর্ণ রূপে মাশ্রাকে ফলো করতে হবে। যদি কুমারীরা বাবার হয়েও জাগতিক সেবাই শুধু করতে থাকে, কাঁটাকে ফুল বানানোর সার্ভিস না করে থাকে, সেটাও বাবাকে ডিসরিগার্ড করা।

*গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো....

ওম্ শান্তি । সজনীদের কে বুঝিয়েছেন ? বলা হয় সাজন (প্রেমিক) এসেছেন সজনীদের জন্য। কতজন সজনী তাঁর ? একজন প্রেমিকের জন্য এতো প্রেমিকা ...কি আশ্চর্য তাইনা! মানুষ তো বলে কৃষ্ণের ১৬১০৮ প্রেমিকা ছিল, কিন্তু না। শিববাবা বলেন আমার তো কোটি সংখ্যক সজনী। সমস্ত সজনীদের আমি সঙ্গে করে সুইট হোমে নিয়ে যাব। সজনীরাও জানে বাবা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন। জীব আত্মারাই তাঁর সজনী। অন্তর্মনে আছে সাজন এসেছেন আমাদের শ্রীমতের দ্বারা অলঙ্কৃত করে তুলতে। মত তো প্রত্যেকেই দিয়ে থাকে। পুরুষ স্ত্রীকে, বাবা বাচ্চাদের, সাধু নিজের শিষ্যদের, কিন্তু ঠানার মত সম্পূর্ণ আলাদা, সেইজন্যই একে শ্রীমত বলা হয়, বাকি সমস্ত মত হচ্ছে মানুষের। ওরা সবাই মত দেয় নিজের শরীর নির্বাহের জন্য। সাধু সন্তরা তো ব্যাকুল থাকে শরীর নির্বাহের জন্য। সবাই এরা একে অপরকে ধনবান হওয়ার জন্য মত দিয়ে থাকে। সবচাইতে ভালো মত সাধু এবং গুরুদের বলেই মান্য করা হয়। কিন্তু ওরা তো নিজের পেটের জন্য ধন সম্পদ একত্রিত করে। আমার তো নিজের শরীর নেই। আমি নিজের পেটের জন্য কিছুই করিনা। তোমরাও নিজেদের পেটের জন্য ব্যস্ত থাকো। তোমাদেরকে মহারাজা মহারানি হতে হবে । পেটের জন্যই সবাই অস্থির হয়। কেউ জোয়ারের তৈরি রুটি খায় কেউ আবার অশোকা হোটেলে খেতে যায়। সাধুরা টাকাপয়সা একত্রিত করে বড়-বড় মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করে থাকে। শিববাবা শরীর নির্বাহার্থে কিছুই করেন না। তোমাদের সবকিছু দিয়ে থাকেন - সদা সুখি করে তোলার জন্য। তোমরা এভারহেল্দি, ওয়েল্দি হয়ে উঠবে। আমি তো এভারহেল্দি হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করিনা। আমি হলাম অশরীরী। আমি আসি বাচ্চারা তোমাদের সুখি করে তোলার জন্য। শিববাবা তো নিরাকার। বাকিরা সবাই পেটের জন্য করে। দ্বাপরে বড়-বড় তন্ত্র স্ত্রানী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্ম স্ত্রানী ছিল। স্মরণে থাকত বলে ঘরে বসেই ওরা সবকিছু পেয়ে যেত। পেট তো সবারই আছে, সবারই ভোজন প্রয়োজন হয়। কিন্তু যোগযুক্ত হয়ে থাকার জন্য তাদের ধাক্কা খেতে হয়নি। এখন বাবা তোমাদের যুক্তি বলে দেন যে তোমরা সবসময় সুখি কীভাবে থাকবে। বাবা নিজের মত দিয়ে তোমাদের বিশ্বের মালিক করে তোলেন। তিনি বলেন চিরঞ্জীবি হও, অমর হও। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মত হল বাবার। মানুষ তো অনেক মত দেয়। কেউ পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করে ব্যারিস্টার হয়, কিন্তু সে সবই হল অল্প সময়ের জন্য। তারা পুরুষার্থ (পরিশ্রম) করে নিজের আর সন্তানদের পেটের জন্য।

এখন বাবা তোমাদের শ্রীমত দিয়ে বলছেন বাচ্চারা শ্রীমতে চলে রুহানী পড়াশোনা করো যাতে মানুষ বিশ্বের মালিক হতে পারে। সবাইকে বাবার পরিচয় দাও, এইভাবে বাবার স্মরণে থাকলে এভারহেল্দি, ওয়েল্দি হতে পারবে। তিনি হলেন অবিনাশী সার্জন। তোমরা বাবার বাচ্চারাও রুহানী সার্জন, এতে কোনো কষ্ট নেই। আত্মাদের শুধু বাবার শ্রীমত শোনাতে হবে। সর্ব শ্রেষ্ঠ সেবা বাচ্চারা তোমাদের করতে হবে। এমন মত তোমাদের কেউ দিতে পারে না। এখন এই বাবার সন্তান হয়েছে সূত্রাং বাবার কাজই করো বা নিজেদের শরীর নির্বাহের জন্য কাজ করো। বাবার কাছ থেকে আমরা অবিনাশী স্ত্রানের রত্ন ঝুলিতে ভর্তি করি। শিবের সামনে গিয়ে বলে আমার ঝুলি ভরপুর করে দাও। ওরা মনে করে এতে - ১০-২০ হাজার টাকা পেয়ে যাবে। যদি পেয়ে গেল তখন তাঁর প্রতি নিজেকে সমর্পণ করে, খুব যত্ন করে। ও'সবই হলো ভক্তি মার্গের জন্য। এখন সবাইকে বাবার পরিচয় দাও আর অসীমের হিষ্টি-জিয়োগ্রাফী শোনাও। এটা খুবই সহজ। পার্থী'ব হিষ্টি-জিয়োগ্রাফীতে অনেক বিষয় আছে। আর এটা হচ্ছে অসীমের হিষ্টি-জিয়োগ্রাফী যেখানে জানা যায় বাবা কোথায় থাকেন, কীভাবে এখানে আসেন। আমরা আত্মাদের মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট কীভাবে সঞ্চিত হয়। বেশি কিছু বোঝাতে যেও

না শুধু অল্ক আর বে সম্পর্কে বোঝাও। আমি আত্মা বাবাকে স্মরণ করে বিশ্বের মালিক হব। এখন পড়তে হবে আর পড়াতেও হবে। অল্ক মানে আল্লাহ (ঈশ্বর, গড), বে মানে বাদশাহী। এখন ভাবো এই কাজ করব নাকি শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করে ২-৪ 'শ'রোজগার করবে।

বাবা বলেন কোনো কন্যা যদি বিচক্ষণ বাচ্চা হয় তবে আমি তার আত্মীয় পরিজনদেরকেও কিছু দিতে পারি যাতে তাদের শরীর নির্বাহের জন্য পরিবার চলতে পারে। কিন্তু বাচ্চাকে ভালো হতে হবে, সার্ভিসেবল হতে হবে, ভিতরে বাইরে যেন স্বচ্ছতা থাকে, কথাবার্তা যেন খুঁবি মিষ্টি মধুর হয়। বাস্তবে কুমারীদের উপার্জনে মা বাবার খাওয়া উচিত নয়। বাবার সন্তান হওয়ার পরেও শরীর নির্বাহের কাজে বেশি মনোযোগী হওয়া-- এটা তো ডিসরিগার্ড (বাবার প্রতি) হয়ে গেল। বাবা বলেন মানুষকে হেভেনের মালিক করে তোলা। বাচ্চার তারপরও শরীর নির্বাহের কাজে মাথা ঠোকে। স্কুল খোলা তো গভর্নমেন্টের কাজ। বাচ্চাদের এখন বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে। কোন্ সার্ভিস করব -- ঈশ্বরীয় গভর্নমেন্ট সার্ভিস নাকি ঐ গভর্নমেন্টের সার্ভিস? যেমন এই বাবা (ব্রহ্মা) হীরের ব্যবসা করতেন তারপর বড় বাবা বললেন এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ব্যবসা করতে হবে, এটা করলে তুমি এই হতে পারবে। চতুর্ভুজেরও সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। এখন তিনি বিশ্বের বাদশাহী নেবেন নাকি এটাই করবেন। সবচেয়ে ভালো ধান্ধা এটাই। যদিও উপার্জন ভালো ছিল কিন্তু বাবা এনার শরীরে প্রবেশ করে মত দিলেন যে অল্ক আর বে স্মরণ করো। কত সহজ ব্যাপার। ছোট বাচ্চারাও পড়তে পারে। শিববাবা তো প্রত্যেক বাচ্চাকেই বুঝতে পারেন। এরাও শিখতে পারে। এরা বহির্য়ামী আর বাবা হলেন অন্তর্য়ামী। এই বাবাও প্রত্যেকের মুখ দেখে, যকথা শুনে, অ্যাক্ট দেখে সবকিছুই বুঝতে পারেন। বাচ্চারা রুহানী সেবা করার সুযোগ একবারই পেয়ে থাকে। এখন অন্তরে আসা উচিত যে আমরা মানুষকে দেবতা করে তুলব নাকি কাঁটাকে কাঁটাই বানাব? ভাবো কি করা উচিত? নিরাকার ভগবানুবাচ - দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ত্যাগ করো। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা বাবা ব্রাহ্মণদের সাথেই কথা বলছেন। ঐ ব্রাহ্মণরাও বলে থাকে - ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতায় নমঃ, ওরা হচ্ছে গর্ভজাত ব্রাহ্মণ বংশের, তোমরা হচ্ছে মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। বাবার অবশ্যই ব্রহ্মা বাচ্চাকেই চাই। কুমারকা (দাদী প্রকাশমণি) বলো বাবার কতজন সন্তান? কেউ বলবে ৬০০ কোটি, কেউ বলবে এক ব্রহ্মা...যদিও তোমরা ত্রিমূর্তি বলো কিন্তু অ্যাকুপেশন তো ভিন্ন-ভিন্ন তাইনা। বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার নাভি থেকে বিষ্ণু সুতরাং একই হয়ে গেল। বিষ্ণু ৮৪ জন্ম নিক বা ব্রহ্মা নিক - একই ব্যাপার। বাকি রইল শঙ্কর। এমন তো নয় যে শঙ্করই শিব। না। ত্রিমূর্তি বলা হয়। কিন্তু রাইটিয়াস (ধর্মপুত্র) সন্তান দুই হয়ে গেল। এ'সবই হলো জ্ঞানের বিষয়।

সুতরাং বাচ্চাদের জন্য সার্ভিস করা ভালো নাকি ম্যাট্রিক ইত্যাদি পড়াশোনা করা ভালো? এতে তো অল্পকালের জন্য সুখ পাওয়া যাবে। মাইনে তো কিছুই পাওয়া যাবে না। এখানে তোমরা ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য ধনবান হতে পার। সুতরাং কি করা উচিত? কন্যা তো নির্বন্ধন হয়। অধর কন্যা থেকে কুমারী কন্যা তীক্ষ্ণতার সাথে এগিয়ে যেতে পারে, কেননা তারা পবিত্র হয়। মাম্মাও কুমারী ছিলেন, তাই না! টাকাপয়সার কথাই নেই। কত তীক্ষ্ণতার সাথে এগিয়েছেন মাম্মা তাঁকে ফলো করা উচিত বিশেষ করে কন্যাদের। কাঁটাকে ফুল তৈরি করো। ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের সুযোগ নেব নাকি সীমিত পড়াশোনা করব? কন্যাদের সেমিনার করা উচিত। মাতাদের তো পতি এবং আরও অন্যান্যদের কথা স্মরণে আসে। সল্ল্যাসীরাও স্মরণ করে। কন্যাদের তো ওই সিঁড়িতে ওঠা উচিত নয়। সপ্তের রঙ অনেক বদল ঘটিয়ে থাকে। কোনো বড়লোকের ছেলেকে দেখে মন আকৃষ্ট হলো, বিবাহ হয়ে গেল। সব খেলা শেষ। সেন্টারে ঈশ্বরীয় জ্ঞান শোনার পর বাইরে বেরোলেই খেলা শেষ হয়ে যায়। এ'হলো মধুবন। এখানেও এমন অনেকেই আসে, তারা বলে আমরা ফিরে গিয়ে সেন্টার খুলব। তারপর ফিরে গিয়েই হারিয়ে যায়। এখানে জ্ঞান গর্ভে ধারণ করে, বাইরে বেরোলেই ঈশ্বরীয় নেশা আর থাকে না। মায়া বিরোধিতা করে তোলে ভীষণ ভাবে। মায়াও বলে বাঃ! এরা বাবাকে জানার পরেও যখন স্মরণ করে না, তখন আমিও ঘুসি মারব। এমন বলো না যে বাবা তুমি মায়াকে বল যেন ঘুসি না মারে। এ'হলো যুদ্ধের ময়দান। একদিকে আছে রাবণের সেনা, অন্যদিকে আছে রামের সেনা। বাহাদুর হয়ে রামের দিকেই যাওয়া উচিত। আসুরি সম্প্রদায়কে দৈবী সম্প্রদায় করে তোলার কাজ করতে হবে। শারীরিক বিদ্যা তোমরা যাকে পড়াবে, যতদিনে সে পড়াশোনা করে বড় হবে ততদিনে বিনাশও সামনে এসে দাঁড়াবে। তোমরা তার নমুনাও দেখতে পাচ্ছ। বাবা বুঝিয়েছেন দুই ক্রিস্চান ভাই-ভাই নিজেদের মধ্যে যদি বোঝাপড়া করে নেয় তবে লড়াই হতেই পারে না। কিন্তু নিয়তি সেটা বলে না। ওরা এই ব্যাপারে বুঝবে না। এখন তোমরা বাচ্চারা যোগবলের দ্বারা রাজধানী স্থাপন করছো। তোমরা হচ্ছে শিব শক্তি সেনা। যারা শিববাবার কাছে ভারতের প্রাচীনতম জ্ঞান আর যোগ শিখে ভারতকে হীরে তুল্য করে তোলা। বাবা কল্পের শেষে এসেই পতিতদের পবিত্র করে তোলেন। তোমরা সবাই এখন রাবণের জেলে আছ। শোকবাটিকায়, সবাই দুঃখী হয়ে পড়েছে। তারপর রাম এসে সবাইকে মুক্ত করে অশোক বাটিকা স্বর্গে নিয়ে যান। শ্রীমত বলে - কাঁটাকে ফুল এবং মানুষকে দেবতা

করে তোলে। তোমরাই মাস্টার দুঃখহতা (দুঃখ হরণকারী) এবং সুখকর্তা (সুখ প্রদানকারী)। এই সেবাই করতে হবে। শ্রীমতে চললে তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে, বাবা তো পরামর্শ দিতেই থাকেন। এখন বাবা বলছেন অনুরোধ আমার আর ইচ্ছা তোমার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। রুহানী পিতা ওঁনার আত্মা রুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সার্ভিসেবল হওয়ার জন্যে ভিতরে বাইরে স্বচ্ছ হতে হবে। মুখ দ্বারা মিষ্টি কথা বলতে হবে। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে ফেলতে হবে। সঙ্গ থেকে নিজেকে সামলে চলতে হবে।

২) বাবার মতো মাস্টার দুঃখ হতা সুখ প্রদানকারী হতে হবে। আত্মিক সেবার দ্বারা প্রকৃত উপার্জন করতে হবে। আত্মিক পিতার মতে চলে আত্মিক সোশাল ওয়ার্কার হতে হবে।

বরদানঃ:- "আমি আর আমার বাবা" এই বিধির দ্বারা জীবনমুক্ত স্থিতির অনুভবকারী সহজযোগী ভব ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ দেহ, সম্বন্ধ এবং সাধনের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। দেহের সম্বন্ধীদের সাথে দেহের সম্পর্কে নয়, আত্মিক সম্বন্ধ। যদি কেউ কারো বশীভূত হয়ে পড়ে তবে বন্ধন তৈরি হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ অর্থাৎ জীবনমুক্ত। যতঃক্ষণ কর্মেন্দ্রিয়ের আধার আছে ততঃক্ষণ পর্যন্ত কর্ম করে যেতেই হবে কিন্তু কর্ম বন্ধন নয়, সেটা হল কর্ম সম্বন্ধ। এমনভাবে যে মুক্ত হয়ে কর্ম করে সে সফলতা মূর্তি হয়ে ওঠে। এর সহজ সাধন হলো - আমি আর আমার বাবা। এই স্মরণই সহজযোগী, সফলতা মূর্তি আর বন্ধনমুক্ত করে তোলে।

স্লোগানঃ:- আমি আর আমিহের অ্যালয়কে (খাদ) সমাপ্ত করাই হলো রিয়েল গোল্ড হওয়া।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য -

এই যে মানুষ গান গায় যে গীতার ভগবান নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে চলে এসো। এখন গীতার ভগবান স্বয়ং কল্প পূর্বের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য এসেছেন এবং বলছেন বাচ্চারা, যখন ভারতে ধর্মের অতি গ্লানি শুরু হয় সেই সময়েই আমি নিজের দেওয়া কথা রাখার জন্যে অবশ্যই আসি। এখন আমার আসার মানে এটা নয় যে আমি যুগে-যুগে আসি। সব যুগে তো আর ধর্মের গ্লানি হয়না, ধর্মের গ্লানি হয় কলিযুগে, সুতরাং পরমাত্মা কলিযুগের অস্তিত্বে আসেন। আর কলিযুগ কল্পে-কল্পেই আসে, সুতরাং তিনিও নিশ্চয়ই কল্পে-কল্পে আসেন। কল্পের মধ্যে চারটি যুগ আছে, তা নিয়েই কল্প বলা হয়। অর্ধকল্প সত্যযুগ এবং ত্রেতা সতোগুণ আর সতোপ্রধান থাকে, সেখানে পরমাত্মার আসার কোনো প্রয়োজন পড়ে না তারপর দ্বাপর থেকে অন্যান্য ধর্ম শুরু হয়, ঐ সময়েও ধর্মের অতি গ্লানি হয়না। এর থেকে প্রমাণ হয় যে পরমাত্মা ঐ তিনটি যুগে আসেন না, বাকি থাকল কলিযুগ, যার শেষে গিয়ে ধর্মের অতি গ্লানি হয়। ঐ সময়েই পরমাত্মা অধর্মের বিনাশ ঘটিয়ে সত্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। যদি তিনি দ্বাপরে আসতেন তবে তো দ্বাপরের পর সত্যযুগ হওয়া উচিত কলিযুগ কেন আসবে ? এমনটা তো বলবে না যে পরমাত্মা ঘোর কলিযুগের স্থাপনা করেছেন, এটা তো হতেই পারে না, সেইজন্যই পরমাত্মা বলেন আমি এক এবং একবারই এসে অধর্ম বা কলিযুগের বিনাশ করে সত্যযুগের স্থাপনা করে থাকি সুতরাং আমার আসার সময় হলো সঙ্গম যুগ। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বহুকাল ধরে তোমরাই পৃথক হয়ে আছ, তোমরাই পুরো ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করেছ, এখন তোমাদের দুঃখের বন্ধন থেকে সুখের সম্বন্ধে যেতে হবে, সুতরাং অপার খুশিতে থাকো"

*প্রশ্নঃ - যাওয়ার খুশি কোন্ বাচ্চাদের মধ্যে সদা থাকতে পারে ?

*উত্তরঃ - যাদের নিশ্চয় আছে যে, ১) বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন। ২) আমাদের সত্য বাবা, তিনিই গীতার সত্যিকারের জ্ঞান শোনাতে এসেছেন। ৩) আমি আত্মা এখন ঈশ্বরীয় কোলে বসে আছি। আমি আত্মা এই শরীর সহ বাবার হয়েছি। ৪) বাবা আমাদের ভক্তির ফল (সঙ্গতি) দিতে এসেছেন। ৫) বাবা আমাদের ত্রিকালদর্শী বানিয়েছেন। ৬) ভগবান মা হয়ে আমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন। আমরা গডলি স্টুডেন্ট। যারা এই স্মৃতিতে বা নিশ্চয়ে থাকে তাদের অপার খুশি থাকে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের এই নিশ্চয় আছে যে, আমরা আত্মা। বাবা ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন। সুতরাং বাচ্চাদের অনেক খুশি থাকা উচিত। সামনে আসায় তোমরা আত্মারা বুঝতে পারো যে, বাবা এসেছেন সকলকে সঙ্গতি প্রদান করতে। সবার সঙ্গতি দাতা জীবনমুক্তি দাতা তিনি। বাচ্চারা জানে - মায়া বারবার ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু এটা বোঝে তো না, আমরা বাবার সামনে বসে আছি। নিরাকার বাবা এই রথের আরোহী। মুসলমানেরা যেমন ঘোড়ার উপরে উত্তরীয় রাখে, বলবে এই ঘোড়ার পিঠে মহম্মদ আরোহী ছিলেন। প্রতীক চিহ্ন রেখে দেয়। এখানে তো নিরাকার বাবার প্রবেশ ! বাচ্চাদের খুব খুশি হওয়া উচিত। স্বর্গের মালিক যিনি বানাবেন অথবা বিশ্বের মালিক যিনি বানাবেন, তিনি এসে গেছেন ! বাবা হলেন গীতার সত্যিকারের ভগবান। আত্মার বুদ্ধি বাবার দিকে চলে যায়। এ' হলো বাবার সঙ্গে আত্মাদের লভ। এই খুশি কাদের মধ্যে তীব্র হয় ? যারা বহুকাল ধরে আলাদা হয়ে আছে। বাবা নিজেও বলেন, আমি তোমাদের সুখের সম্বন্ধে পার্টিয়েছিলাম, এখন দুঃখের বন্ধনে আছ। তোমরা এখন বুঝতে পারো সবাই ৮৪ জন্ম নেয় না। ৮৪ লাখের চক্র তো কারও বুদ্ধিতে বসতে পারে না। বাবা ৮৪-র চক্র একেবারে ঠিক বলেছেন। বাবার বাচ্চারা ৮৪ জন্ম নিতে থাকে। এখন তো তুমি জানো আমি আত্মা এই অর্গ্যান্স দ্বারা শুনি। বাবা এই মুখ দ্বারা শোনাচ্ছেন। বাবা নিজে বলেন, আমাকে এই অর্গ্যান্সের আধার নিতে হয়, এঁর নামকরণ করতে হয় ব্রহ্মা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা, সুতরাং মানুষ প্রয়োজন তো না। সূক্ষ্মবতনে খোড়াই বলবে প্রজাপিতা ব্রহ্মা। স্থূল বতনে এসে তিনি বলেন, আমি এই ব্রহ্মা তনে প্রবেশ করে তোমাদের অ্যাডপ্ট করি। তোমরা জানো আমরা আত্মারা ঈশ্বরের কোলে যাই। শরীর ব্যতীত কোল তো হতে পারে না। আত্মা বলে, আমি শরীরের দ্বারা তাঁর হই। এই শরীর তিনি লোন নিয়েছেন। এই জীব-শরীর তাঁর নয়। পরমাত্মা এর মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তোমরা আত্মারাও শরীরে প্রবেশ করেছ, করেছ না ! এটা বাবাও বলেন - আমিও এর ভিতরে আছি, কখনো বাচ্চা হয়ে যাই, কখনো মা'ও হয়ে যাই। জাদুকর তো না ! কেউ কেউ আবার এই খেলাকে জাদুকরী মনে করে। দুনিয়ায় ঋদ্ধি সিদ্ধির মিথ্যা কাজ খুব চলে। কৃষ্ণও হয়ে যায়, যাদের মধ্যে কৃষ্ণের ভাব থাকবে তারা তো সহজেই কৃষ্ণকেও দেখবে, তাকে মানতে শুরু করে দেবে তারপরে তার ফলোয়ার্সও হয়ে যাবে। এখানে তো সবটাই হল জ্ঞানের বিষয়। প্রথমে এই দৃঢ় নিশ্চয় থাকতে হবে যে আমি হলাম আত্মা। আর বাবা বলেন, আমি তোমাদের বাবা, আমি তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানাই। এ'রকম নলেজ কেউ দিতে পারবে না। ভক্তিমার্গের যখন অন্তের সময় হয় তখন বাবাকে আসতে হয়। যদিও অনেকের শিব লিপ্সের, অশ্লব্ধ জ্যোতি স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়। যার মধ্যে যেমন ভাবনা থাকে তা' আমি পূরণ করে দিই। কিন্তু আমার সাথে কেউ মিলিত হয় না। আমাকে তো তারা চেনেই না। এখন তোমরা বুঝতে পারছ, বাবাও বিন্দু, আমরাও বিন্দু। আমি, এই আত্মার মধ্যে সেই নলেজ আছে। তোমরা সব আত্মার মধ্যেও নলেজ আছে। এটা কেউ জানে না যে, আমি আত্মা পরমধামে নিবাস করি। যখন তোমরা বাবার সামনে এসে বসো তো অঙ্গরোম রোমাঞ্চিত হয়। অহো ! শিববাবা যিনি জ্ঞানের সাগর তিনি এনার মধ্যে বসে আমাদের পড়াচ্ছেন ! আর তো কৃষ্ণ বা গোপীদের বিষয়ই নেই। না এখানে, না সত্যযুগে হবে। ওখানে তো প্রত্যেক প্রিন্স নিজস্ব মহলে থাকে। এই সব বিষয় সেই বুঝবে যে এসে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেবে। সুতরাং এই খুশিও ভিতরে থাকতে হবে। বলেও থাকে - তুমি মাতা-পিতা.... কিন্তু এরও অর্থ বুঝতে পারে না। পিতা তো ঠিক আছে, কিন্তু মাতা তাহলে কা'কে বলা হয় ! মাতা তো অবশ্যই চাই। এই মাতা'র কোনও মাতা হতে পারে না। এই রহস্য খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে এবং বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন, তোমাদের মধ্যেও কোনো অপগুণ থাকা উচিত নয়। গেয়েও থাকে - আমি গুণহীন, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। এখন বাচ্চাদের গুণবান

হতে হবে। কোনো কাম থাকবে না, কোনো ক্রোধ থাকবে না। দেহের অহঙ্কারও নিরর্থক।

এই সময় তোমরা এখানে বসে আছ, জানছ যে আমরা এখানে আছি তবুও ম্লিয়মান হও কেন? যাই হোক, এই পরিপক্ব অবস্থা অল্পেই হবে। গায়নও আছে অতীন্দ্রিয় সুখ সম্বন্ধে জানতে চাও তো গোপ গোপীদের জিজ্ঞাসা করো। এ'রকম কেউ বলতে পারে না যে, শতকরা ৭৫ ভাগ অতীন্দ্রিয় সুখে থাকে, এটা অল্পে হবে। এই সময় পাপের বোঝা অনেক। গুরু কৃপায় বা গঙ্গা স্নানে পাপ কাটতে পারে না। অল্পে এসেই বাবা নলেজ দেন। দেখানো হয়েছে, কুমারী বাণ মেরেছে আর মরে গেছে। তারপরে মৃত্যুকালে গঙ্গাজল পান করিয়েছে। এখানে তোমরা যখন বেহুঁশ হয়ে যাও তখন তোমাদের বাবাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়। মামেকম্, এই অভ্যাস বাচ্চাদের হয়ে যাওয়া উচিত। এ'রকম নয় কেউ স্মরণ করিয়ে দেবে। শরীর ছাড়ার সময় আপনা থেকেই স্মরণে আসবে, কারও সাহায্য ছাড়াই তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। দুনিয়ার লোকে তো মন্ত্র দেয়। সেটা তো কমন বিষয়। সেই সময় খুব মারামারি ইত্যাদি হয়। তোমরা বিভিন্ন স্থানে থাকো। সেই সময় শিব শিব এমন বলতে বলবে না। সেই সময় সম্পূর্ণ স্মরণে থাকতে হবে, তাঁর প্রতি লাভ থাকতে হবে। শুধুমাত্র তখনই নম্বর ওয়ান পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। তোমরা বাচ্চারা জানো আমি তোমাদের বাবা, পূর্ব কল্পেও তোমাদের সুন্দর ফুল (গুল গুল) তৈরি করেছিলাম। সত্যযুগে যোগবলের দ্বারা ফুল বাচ্চারা জন্ম নেবে। দুঃখ দেবে এমন কোনো ব্যাপার ওখানে হয় না। নামই স্বর্গ। কিন্তু সেখানে কা'রা বাস করে তা' ভারতবাসী জানে না। শাস্ত্রে এমন অনেক কথা লিখে দিয়েছে যে ওখানে হিরণ্যকশিপু প্রমুখেরা ছিলো, এই সবই ভক্তির সামগ্রী। ভক্তিও প্রথমে সতোপ্রধান হয়, পরে ধীরে ধীরে তমোপ্রধান হয়ে যায়।

বাবা বলেন, আমি তোমাদের আকাশের উপরে নিয়ে যাই। তোমরা ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসো। কোনও মানুষের মহিমা হয়ই না। সকলের সঙ্গতি দাতা এক বাবাই। আর অন্য গুরুরা অনেক রকমের তীর্থ যাত্রা ইত্যাদি শেখান, তবুও নীচে পড়তে থাকে। ভক্তিমার্গে মীরার যদিও সাক্ষাৎকার হয়েছিল, কিন্তু সে খোড়াই বিশ্বের মালিক হয়েছে ! বাবা তো তোমাদের বলেন জ্বীন (জিন) হও। তোমাদের কাজ দিচ্ছি শুধু মাত্র আল্লাহ আর বাদশাহী (অল্ফ আর বে) স্মরণ করতে থাকো। যদি ক্লান্ত হয়ে যাবে, স্মরণ না করবে তো মায়া কাঁচা খেয়ে নেবে। একটা কাহিনীও আছে জ্বীন খেয়ে গেছে। বাবাও বলেন, তোমরা স্মরণ যদি না করবে তো মায়া কাঁচা খেয়ে যাবে। স্মরণে বসলে খুশি বাড়ে। বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানান। বাবা সামনে বসে আছেন। তোমরা আত্মারা শুনছ। প্রিয় মিষ্টি বাচ্চারা আমি তোমাদের মুক্তিধামে নিয়ে যেতে এসেছি। যদিও ফিরে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু কেউ যেতে পারে না। কলিযুগের পরে সত্যযুগ, রাতের পরে দিন আসতেই হবে। তোমরা জানো সত্যযুগে আমরাই বিদ্যমান থাকবো। বাবা আবারও আমাদের রাজ্যভাগ্য দিচ্ছেন। অল্পে খুশির পারা উঠবে। যখন ফাইনাল হবে, বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকবে। রক্তক্ষয়ী খেলা তো না ! লোকে কী পাপ করেছে যে মারার জন্য বম্বস্ ইত্যাদি বানিয়েছে ! মরবে তো অবশ্যই। তারাও ভাবে, কেউ আমাদের এই কাজে প্রেরণা দিচ্ছে। যা না চাইলেও এই বম্বস্ ইত্যাদি আমরা বানাই। অনেক খরচ হয়। ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে, এতে বিনাশ হতেই হবে। অনেক ধর্মের মাঝে এক ধর্ম রাজত্ব করতে পারে না। এখন অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে এক ধর্মের স্থাপন হওয়ার আছে।

তোমরা জানো, আমরা বাবার শ্রীমতে রাজ্য স্থাপন করছি। তারা তো চলে যায় ময়দানে ড্রিল ইত্যাদি শিখতে। তারা বোঝে, মরতে হবে এবং মারতে হবে। এখানে তো সেই ব্যাপার নেই। খুব খুশি থাকা উচিত যে, বাবা এসেছেন। প্রাচীন ভারতের রাজযোগ নিরাকার ভগবানই শিখিয়েছিলেন। নাম বদলে কৃষ্ণ নামের উল্লেখ করেছে। সন্ন্যাসীরা মনে করে প্রাচীন যোগ তাদেরই। কত স্পষ্টভাবে তোমাদের বোঝানো হয় ! বাচ্চারা, তোমরা আমায় চেনো - আমি তোমাদের বাবা ! আমাকেই তোমরা পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর বলে থাকো। কৃষ্ণ তো পতিত দুনিয়ায় আসতে পারে না। কৃষ্ণকে আবার দ্বাপরে নিয়ে গেছে। কত ভ্রান্ত ধারণা, একেবারে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। আমি তখনই আসি যখন সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যেতে হবে।

তোমরা জানো, আমরা পড়ছি। আমরা গডলি স্টুডেন্ট। এটাই বারবার স্মরণ করতে থাকো তবে রোম রোম রোমাঞ্চিত হবে। বাবা তোমরা সব বাচ্চাকে জ্ঞানের গর্ভ ধারণ করচ্ছেন। তাহলে কেন তোমরা সেটা ভুলে যাচ্ছ? বাচ্চা জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই বাবা বলতে শুরু করে দেয়। বুঝতে পারে আমি উত্তরাধিকারী। সুতরাং নিরন্তর 'দাদেকে (ঠাকুরদা) স্মরণ করো। বাবা উপায় বলেন, বাচ্চারা কাম মহাশত্রু, এটাই আদি-মধ্য-অন্ত তোমাদেরকে দুঃখ দিয়েছে। এটা মৃত্যুলোক, বেশ্যালয়। রাম শিবালয় গঠন করেন, যেখানে দেবী-দেবতা ধর্মের রাজত্ব থাকে। কিন্তু তারা কীভাবে রাজ্য নিয়েছেন, কবে নিয়েছেন, সেটা তোমরা এখন জেনে গেছ। লোকে মনে করে গড গডেজ কখনো পুনর্জন্ম নেন না।

গুরুত্বপূর্ণ কোনো একজনও যদি এই বিষয় বুঝতে পারে তাহলে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়বে। গরিবের তো কোনো কথা কেউ শোনে না। তোমাদের মধ্যেও ধারণার নশ্বর ক্রম আছে। স্কুল একই। টিচার একই। আর পড়ুয়া সকলেই নশ্বর ক্রমানুসারে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুড সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মায়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে স্বীন হয়ে বাবা আর বাদশাহী নিরন্তর স্মরণ করো। মাথার উপর যে পাপের বোঝা আছে তা' যোগবলের দ্বারা সরিয়ে দিতে হবে। অতীন্দ্রিয় সুখে থাকতে হবে।

২) মুখে শুধু শিব শিব করা নয়, বাবার সঙ্গে সত্যিকারের ভালোবাসা থাকতে হবে। কাঁটা থেকে ফুল বানানোর সেবায় তৎপর থাকতে হবে।

বরদানঃ:- নিশ্চিত স্থিতির দ্বারা যথার্থ জাজমেন্ট দিয়ে নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী-রত্ন ভব
সদা বিজয়ী হওয়ার সহজ সাধন হলো - এক বল, এক ভরসা। একের প্রতি ভরসা থাকলে বল প্রাপ্ত হয়। নিশ্চয় সদা নিশ্চিত বানায় আর যাদের নিশ্চিত স্থিতি, তারা সব কাজে সফল হয়, কারণ নিশ্চিত থাকায় বুদ্ধি যথার্থভাবে জাজমেন্ট করে। সুতরাং যথার্থ নির্ণয়ের আধার - নিশ্চয়বুদ্ধি, নিশ্চিত। ভাববারও আবশ্যিকতা নেই, কারণ তোমাদের শুধু ফলো ফাদার করতে হবে, কদমে কদম রাখতে হবে, যে শ্রীমৎ পাও তদনুসারে চলতে হবে। শ্রীমতের কদমে কদম রেখে চলো, তাহলে বিজয়ী রত্ন হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- মনের মধ্যে সবার প্রতি কল্যাণের ভাবনা রাখাই বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়া।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্যঃ -

এই সঙ্গম সময়ে যে ঈশ্বরীয় নলেজ আমাদের প্রাপ্ত হচ্ছে, এই নলেজ আবারও সত্যযুগে কি প্রাপ্ত হবে? এখন এই বিষয়ে বোঝানো হয় যে, সত্যযুগে তো আমরা নিজেরাই জ্ঞান স্বরূপ। দৈবী প্রালব্ধ ভোগ করি, ওখানে জ্ঞানের লেনদেন হয় না, জ্ঞানের প্রয়োজন তো অ-জ্ঞানীদের। সত্যযুগে তো সবাই জ্ঞানস্বরূপ, ওখানে কোনো অ-জ্ঞানী কেউ থাকে না, যেখানে জ্ঞান দেওয়ার প্রয়োজন হবে। এই সময় আমরা সমগ্র অসীম ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জানি। আদিতে আমরা কে ছিলাম, কোথা থেকে এসেছি আর মধ্যে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তারপরে কীভাবে অধঃপতিত হয়েছি, অন্তে আমাদের কর্মবন্ধনের উর্ধ্বে গিয়ে কর্মাতীত দেবতা হতে হবে। এখন যে পুরুষার্থ চলছে, তার থেকে আমরা ভবিষ্যৎ প্রালব্ধ হিসেবে সত্যযুগী দেবতা হই। যদি ওখানে আমাদের এটা জানা থাকে যে আমরা দেবতার অধোগামী হবো, তাহলে সেটা খেয়াল করলেই খুশি গায়েব হয়ে যেতো। তাইতো অধোগামী হওয়ার নলেজ ওখানে থাকে না। এই চেতনা ওখানে থাকে না, এই নলেজ এখন আমরা জানতে পারি যে আমাদের আরোহণ করতে হবে আর সুখের জীবন বানাতে হবে। অর্ধেক কল্প নিজের প্রালব্ধ ভোগ করে তারপরে আবার নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে গিয়ে মায়ার বশ হয়ে অধঃপতিত হই। এই আরোহণ অবরোহণ অনাদি খেলা পূর্ব নির্ধারিত। এই সমগ্র নলেজ এখন বুদ্ধিতে আছে, এটা সত্যযুগে থাকে না। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

নোটঃ - "স্বীন" (জিন্ন) কাল্পনিক রূপে জাদুশক্তিতে পরিপূর্ণ এক মানুষের নাম। এই নাম এক সময় সেই মানুষের (পুরুষ) জন্যে প্রয়োগ হতো যে শুধু নিজের ইচ্ছাতে নিজের জীবনের সব প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারে। সে উধাও হয়ে যেতে পারে, উড়তে পারে, যে কোনও জীব বা বস্তুর রূপ ধারণ করতে পারে, যে কোনো স্থানে ইচ্ছা মাত্র পৌঁছাতে পারে, আর কোনো বস্তু নিজের ইচ্ছামাত্র পেতে পারে। সেই সমস্ত কাজ যা একজন মানুষ কয়েক বছর ধরে পরিশ্রম করার পরে করতে পারে, সে শুধু নিজের ইচ্ছাতে করতে পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই সময় বৃদ্ধ, বাচ্চা, যুবক-যুবতী সকলেরই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা, কেননা সবাইকে বাণীর থেকে উর্ধ্বে মুক্তিধামে যেতে হবে, তোমরা তাদেরকে ঘরে ফেরার রাস্তা বলে দাও”

*প্রশ্ন:- বাবার শ্রীমং প্রত্যেক বাচ্চার জন্য আলাদা-আলাদা, একই রকম নয় - কেন?

*উত্তর:- কেননা বাবা প্রত্যেক বাচ্চার নাড়ি দেখে, পরিস্থিতি দেখে শ্রীমং দেন। মনে করো কেউ হলো নির্বন্ধন, বৃদ্ধ বা কুমারী, সেবার যোগ্য, তো বাবা রায় দেবেন এই সেবাতে সম্পূর্ণভাবে লেগে যাও। এছাড়া সবাইকে তো এখানে স্থায়ী ভাবে থেকে যেতে বলবেন না। যার প্রতি বাবার যে শ্রীমং প্রাপ্ত হয়, তাতেই কল্যাণ আছে। যেরকম মাশ্বা বাবা, শিব বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছেন, এই রকম ফলো করে, তাদের মতো সেবা করে উত্তরাধিকার নিতে হবে।

*গীত:- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এই গান শুনেছে। শিবকে ভোলানাথ বলা হয়। আর এই যে ডুগডুগি বাজায় এতাকে শংকর বলে দিয়েছে। এখানে অনেক আশ্রম আছে, যেখানে বেদ, শাস্ত্র, উপনিষদ ইত্যাদি শোনানো হয়, এটাও একরকম ডুগডুগি বাজানোর মতো। কতো আশ্রম আছে, যেখানে মানুষ এসে থাকে। কিন্তু এইম্-অবজেক্ট কিছুই নেই। মনে করে গুরু আমাদেরকে বাণীর থেকে উর্ধ্বে শান্তিধামে নিয়ে যাবেন। এটা ভেবে তারা সেখানে গিয়ে থাকে যে এখানেই প্রাণ ত্যাগ করবে, কিন্তু বাড়ি (পরমধাম) ফিরে তো কেউই যেতে পারবে না। তারা তো নিজের নিজের মতো করে ভক্তি ইত্যাদি শেখায়। এখানে তো বাচ্চারা জানে যে এটাই হল সত্যিকারের বাণপ্রস্থ অবস্থা। বাচ্চা, বৃদ্ধ, যুবক সবাই হল বাণপ্রস্থী। শুধু মুক্তিধামে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছেন। এইরকম আর কেউ হবেন না যিনি সন্নতি বা বাণীর থেকে উর্ধ্বে যাওয়ার রাস্তা বলে দেবেন। গতি সন্নতি দাতা হলেন এক বাবা-ই। বাবা এইরকম বলবেন না যে গৃহস্থ ব্যবহারকে ত্যাগ করে এখানে এসে বসে যাও। তবে হ্যাঁ, যে সেবার যোগ্য, তাকে রাখা যেতে পারে। অন্যদেরকেও বাণপ্রস্থের রাস্তা বলতে হবে, কেননা এখন হল সকলের বাণীর থেকে উর্ধ্বে যাওয়ার সময়। বাণপ্রস্থ বা মুক্তিধামে নিয়ে যান এক বাবা-ই। সেই বাবার কাছে তোমরা বসে আছো। তারা যদিও বাণপ্রস্থে যায় কিন্তু বাড়ি (পরমধাম) তো ফিরে যেতে পারেনা। বাণপ্রস্থে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক বাবা-ই আছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মত দিচ্ছেন। কেউ বলে বাবা আমি ঘর পরিবার নিয়ে এখানে এসে বসে যাবো। না, দেখতে হবে যে এ সেবার যোগ্য নাকি নয়। কেউ বন্ধনমুক্ত, বৃদ্ধ, সেবাধারী, তো তাকে শ্রীমং (অনুমতি) দেওয়া হয়। যেরকম বাচ্চারা বলে যে সেমিনার করো তো সেবা করার যুক্তিগুলি শিখতে পারবো। কন্যাদের সাথে-সাথে মাতা-রা, পুরুষরাও শিখতে পারবে। সেমিনার তো এটাই তাই না। বাবা প্রতিদিন শিক্ষা দিতে থাকেন - কীভাবে কাউকে বোঝানো যায়। রায় দিতে থাকেন। প্রথমে তো একটাই কথা বোঝাও। পরমপিতা পরমাত্মা যাকে স্মরণ করতে থাকো, তিনি তোমাদের কে হন? যদি বাবা হয়ে থাকেন, তাহলে বাবার থেকে তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া চাই। তোমরা তো বাবাকে জানোই না, বলে দাও যে সকলের মধ্যে ভগবান আছেন। প্রতিটি কণাতে ভগবান আছেন। এখন তোমাদের কি অবস্থা হয়ে গেছে! এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা বাবার সম্মুখে বসে আছি। বাবা আমাদেরকে যোগ্য বানিয়ে, কাঁটা থেকে ফুল বানিয়ে সাথে করে নিয়ে যাবেন আর অন্যরা তো জঙ্গলের রাস্তা বলে দেয়। বাবা তো কত সহজ রাস্তা বলে দিচ্ছেন। সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি গাওয়া হয়ে থাকে। সেটা মিথ্যা খোড়াই হবে। বাবা বলছেন মানে তুমি জীবন মুক্ত হয়ে গেছো। বাবা সবার প্রথমে নিজের ঘরে নিয়ে যান। তোমরা সবাই নিজেদের ঘরকে ভুলে গেছো তাই না। তারা বলে থাকে যে গডফাদার সকল মেসেঞ্জারকে পাঠিয়ে দেন - ধর্ম স্থাপন করার জন্য, পুনরায় সর্বব্যাপী কেন বলে দেয় ? উপর থেকে পাঠিয়ে দেন তাই না। তারা বলে ভগবান এক কিন্তু মানে না। বাবা ধর্ম স্থাপনের জন্য পাঠিয়ে দেন তো তাদের সংস্কার লোকজনও তার পিছনে পিছনে আসতে থাকে। সর্ব প্রথম হল দেবী-দেবতাদের সংস্থা। সর্বপ্রথম আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মা লক্ষ্মী-নারায়ণ আসবেন নিজের প্রজার সাথে, অন্য কোনো ধর্মের আত্মা প্রজার সাথে আসেন না। তারা একজন আসে তারপর দ্বিতীয় তৃতীয় জন আসে। এখানে তোমরা সবাই তৈরি হচ্ছে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। এটা হল স্কুল। ঘরে থেকে একঘন্টা আধঘন্টা... আধা ঘন্টা, পৌনে আধা ঘন্টা হলেও বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা এক সেকেন্ডে বলতে পার যে, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? মুখে বলেও থাকে যে পরমপিতা... তিনি হলেন সকলের বাবা, ক্রিয়েটর তথাপি তাঁকে “বাবা” বলে না স্বীকার করলে তো তাদের কি বলবে! বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা তো অবশ্যই স্বর্গের বাদশাহী প্রদান করবেন। ভারতকে দিয়েছিলেন তাই না। নর থেকে

নারায়ণ হওয়ার জন্য রাজযোগ সর্বজনবিদিত। এটা হল সত্যনারায়ণের কথা আবার অমর কথাও, তিজরী-র কথা অর্থাৎ তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হওয়ার কথাও। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা আমাদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। বাবা শ্রীমৎ দিচ্ছেন। তাঁর মতে চললে অবশ্যই কল্যাণ হবে। বাবা প্রত্যেকের নাড়ি দেখছেন। যার কোনও বন্ধন নেই, সেবাও করতে পারে। বাবা যোগ্য দেখে তারপর নির্দেশ দেন। পরিস্থিতি দেখে বলা যায় - তুমি এখানে থাকতে পারো, সেবাও করতে থাকো। যেখানে-যেখানে প্রয়োজন পড়বে, প্রদর্শনীতে তো অনেকের প্রয়োজন পড়ে। বয়স্ক ব্যক্তিদেরও চাই, কন্যাদেরও চাই। সবারই শিক্ষা প্রাপ্ত হতে থাকে। এটাই হলো পড়া। ভগবানুবাচ। ভগবান বলা হয় নিরাকারকে। তোমরা আত্মারা হলে তার বাচ্চা। তোমরা বলা যে ও গডফাদার! তো তাকে পুনরায় সর্বব্যাপী খোড়াই বলবে। লৌকিক বাবা সর্বব্যাপী হয়ে থাকেন কী ? না, তোমরা ফাদার বলে থাকো আর গাইতে থাকো পতিত-পাবন বাবা তো অবশ্যই তিনি এখানে এসে সকলকে পাবন বানাবেন। বাচ্চারা তোমরা জানো যে তোমরা এখন পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে।

বাবা বলেন - আমার ৫ হাজার বছরের পর পুনরায় এসে মিলিত হওয়া বাচ্চারা, তোমরা পুনরায় উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য এসেছ। জানো যে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যেরকম মাশ্বা বাবা শিব বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছেন, আমরাও তাঁর থেকে নিচ্ছি, ফলো করো। মাশ্বা-বাবা যেরকম সেবা করছেন সেই রকম সেবা করো। মাশ্বা বাবা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কাহিনি শুনিয়ে থাকেন। আমরা তাহলে কম কেন শুনবো! তোমরা জানো যে, তারাই সূর্যবংশী পুনরায় চন্দ্রবংশীও হবেন। প্রথমে তো সূর্যবংশীতে যেতে হবে তাইনা। বোধগম্য তো হয়েছে তাইনা। বোধগম্যতা না হলে তো স্কুলে কেউ বসতে পারবে না। বাবা শ্রীমত দিচ্ছেন। আমরা জানি যে এনার মধ্যে বাবা প্রবেশ করেছেন। না হলে তো প্রজাপিতা কোথা থেকে আসবেন! ব্রহ্মা তো হলেন সূক্ষ্ম বতনবাসী। প্রজাপিতা তো এখানে চাই, তাই না। বাবা বলেন যে ব্রহ্মার দ্বারা আমি স্থাপনা করছি। কাদের ? ব্রাহ্মণদের। এই ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করি। তোমরা আত্মারাও শরীরে প্রবেশ করো তাই না। আমাকে বলা - জ্ঞানের সাগর। তো আমি নিরাকার জ্ঞান কীভাবে শোনাবো ? কৃষ্ণকে তো জ্ঞানের সাগর বলে না। কৃষ্ণের আত্মা অনেক জন্মের অস্তিত্বে জ্ঞান নিয়ে পুনরায় কৃষ্ণ হন, এখন কৃষ্ণ নেই। তোমরা জানো যে ভগবানের দ্বারা রাজযোগ শিখে দেবী-দেবতারা স্বর্গের মালিক হয়েছিলেন। বাবা বলেন যে কল্প-কল্প তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। পড়াশোনার দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। তোমরা রাজাদেরও রাজা হবে। তোমাদের এইম-অবজেক্টই হলো এটা। তোমরা এসেছ পুনরায় সূর্যবংশী দেবী-দেবতা হতে। এক দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। এখন তো অনেক অনেক ধর্ম আছে। অনেক গুরু আছে। সেই সব কিছুই অবসান হয়ে যাবে। এইসব গুরুদের গুরু সন্নতি দাতা হলেন এক বাবা। সাধুদেরও সন্নতি করতে এসেছি। পরবর্তী সময়ে তারাও তোমাদের সামনে নতমস্তক হবে, কল্প পূর্বের মতো।

বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে ডামার সমস্ত রহস্য আছে। তোমরা জানো যে সূক্ষ্ম বতনে আছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর, ইনি হলেন প্রজাপিতা। তিনি বলেন যে - ব্রহ্মার বৃদ্ধ শরীরে প্রবেশ করি। বলেন - হে বাচ্চারা, তোমরা সকলে হলে ব্রাহ্মণ, তোমাদের উপরেই জ্ঞানের কলস রাখি। তোমরা এত জন্ম নিয়েছো। এই সময় হল রৌরব নরক, এছাড়া তো কোনো নদী নেই যাকে নরক বলা যায়। গরুড় পুরাণে তো অনেক কথা লিখে দিয়েছে। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে বসে বোঝাচ্ছেন। এটাও তো পড়াই হল, তাইনা। তো এখন ভোলানাথ বাবা তোমাদের ভোলা বাচ্চাদেরকে বসে বোঝাচ্ছেন। গরীব ভোলা বাচ্চাদেরকে পুনরায় উচ্চ থেকে উচ্চতম ধনবান বানাচ্ছেন। তোমরা জানো যে তোমরা সূর্যবংশী মালিক তৈরি হচ্ছে। পুনরায় আস্তে আস্তে নিচে নামতে নামতে কি হয়ে গেছো! কতইনা ওয়ান্ডারফুল খেলা। স্বর্গে কতই না মালামাল ছিল। এখনও রাজাদের অনেক বড় বড় মহল আছে। জয়পুরেও আছে। এখনই যদি এইরকম মহল হয় তো আগে না জানি কি রকম ছিলো। গভর্নেন্ট হাউসও এই রকম তৈরি হয়না। রাজাদের মহল বানানোর কায়দাই আলাদা। আচ্ছা পুনরায় যদি স্বর্গের মডেল দেখতে চাও তো যাও আজমীর শরীফে। একটা মডেল বানাতেও অনেক পরিশ্রম করেছে। দেখলে তোমাদের অনেক খুশি হবে। এখানে তো বাবা শীঘ্রই সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন। যেটা দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখেছো সেটা পুনরায় তোমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখতে পাবে। ভক্তি মার্গে ভক্তদের যদিও সাক্ষাৎকার হয় কিন্তু তারা কোনো বৈকুণ্ঠের মালিক খোড়াই হয়। তোমরা তো প্র্যাকটিক্যাল মালিক তৈরি হচ্ছে। এখন তো হলোই নরক। একে অপরকে কাটতে, লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। ছেলে বাবাকে, ভাই বোনকে খুন করতেও দেরি করেনা। সত্যযুগে লড়াই ইত্যাদির তো কোনো কথাই নেই। এখনকার উপার্জনের দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের জন্য পদ প্রাপ্ত করছো। তো কতই না খুশি হওয়া চাই। প্রথম কথা হল যদি বাবার পরিচয় আর বাবার বায়োগ্রাফিকে না জানে তো বাবা বলে ডেকে কি লাভ, এত দান পূণ্য করেও তো ভারতের এই অবস্থা হয়ে গেছে। কিন্তু এটা কেউ বুঝতে পারে না। বলে যে ভক্তির পর ভগবান প্রাপ্ত হবে। কিন্তু কবে আর কার প্রাপ্ত হবে! ভক্তি তো সবাই করে কিন্তু সকলের তো রাজত্ব প্রাপ্ত হবে না। কত প্রশ্নই না আছে বোঝার জন্য। তোমরা যে কাউকেই বলতে পারো যে এই শাস্ত্র ইত্যাদি সব ভুলে যাও, বেঁচে থেকেও মরে যাও। ব্রহ্মতত্ত্বের থেকে উত্তরাধিকার তো

কিছুই প্রাপ্ত হয় না। উত্তরাধিকার তো বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়। প্রতি কল্পে আমরা তা প্রাপ্ত করি। এটা কোনও নতুন কথা নয়। এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে। আমাদেরকে এই শরীর ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। যত স্মরণ করবে তো অন্তিম মতি অনুসারে গতি প্রাপ্ত হবে। এই সময়কে বিনাশের সময় বলা যায়। পাপাত্মাদের হিসেব-নিকেশ সমাপ্ত হবে। এখন যোগবলের দ্বারা পুণ্যাত্মা হতে হবে। খড়ের গাদায় আগুন লেগে যাবে। আত্মারা সবাই বাড়ি ফিরে যাবে। এক ধর্মের স্থাপনা হয় তো অনেক ধর্ম অবশ্যই বাড়ি চলে যাবে। শরীর খোঁড়াই সাথে নিয়ে যাবে।

কেউ মোক্ষ প্রাপ্ত করতে চায়। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব, যেখানে সবই হচ্ছে পূর্বনির্ধারিত ড্রামা, যেটা সর্বদা চলতেই থাকে। এর সমাপ্তি কখনো হয়না। অনাদি চক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয় সেটা এখন বাবা বসে তার রহস্য বোঝাচ্ছেন। এইসব কথা বোঝাতে হবে। যখন অনেকে বোঝার জন্য আসবে তখন বুদ্ধি হতে থাকবে। এটা হলো তোমাদের অনেক উচ্চ ধর্ম। এই ধর্মকে পাখিরা খেয়ে ফেলে আর অন্যান্য ধর্মগুলিকে পাখিরা খায় না। বাচ্চারা তোমাদেরকে এই দুনিয়াতে কোনও শখ রাখলে চলবে না - এটা হল কবরস্থান। পুরানো দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কি রাখবে? আমেরিকাতে যারা সেমিবেল আছে, তারা মনে করে যে কেউ প্রেরক অবশ্যই আছে। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বিনাশ তো হবেই। সকলের হৃদয়ে তো এই দুশ্চিন্তা চলতেই থাকে। এটাই ড্রামার ভবিষ্যৎ, এরকমই তৈরি হয়ে আছে। শিব বাবা তো হলেন দাতা, ঐনার তো কোনও আসক্তি নেই। তিনি হলেন নিরাকার। এইসব কিছু হল বাচ্চাদের জন্য। নতুন দুনিয়াও হল বাচ্চাদের জন্য। বিশ্বের বাদশাহী আমরা স্থাপন করছি, আমরাই রাজ্য করব। বাবা হলেন অত্যন্ত নিষ্কামী। তোমরা বাবাকে স্মরণ করবে তবেই তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে যাবে। তোমরা হলে ডবল মহাদানী। তন-মন-ধন দিতে থাকো, অবিনাশী জ্ঞান রত্নও দিয়ে থাকো। শিব বাবাকে তোমরা কি দাও? তারা সবকিছু করণীঘোর (অগ্রদানী) ব্রাহ্মণকে দেয় তাইনা। ঈশ্বর সমর্পনম, ঈশ্বর ক্ষুধার্থ আছে কি? বা কৃষ্ণ অর্পণম করে দেয়। দু'জনকেই ভিকারি বানিয়ে দিয়েছে। তিনি তো হলেন দাতা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পুরানো দুনিয়ার কোনও জিনিসের প্রতি আসক্তি রেখো না। এই দুনিয়াতে কোনও বিষয়ের শখ রেখো না কেননা এটা কবরখানা হয়ে যাবে।

২) এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে, হিসেব-নিকেশ সমাপ্ত করে ঘরে যেতে হবে এই জন্য যোগবলের দ্বারা পাপ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পুণ্যাত্মা হতে হবে। ডবল দানী হতে হবে।

বরদানঃ:- খুশির খোরাকের দ্বারা মন আর বুদ্ধিকে শক্তিশালী বানিয়ে অচল অটল ভব
“বাঃ বাবা বাঃ আর বাঃ আমার ভাগ্য বাঃ!” সর্বদা এই খুশির গীত গাইতে থাকো। “খুশি” হলো সবথেকে বড় খোরাক, খুশির মত আর কোনও খোরাক নেই। যে প্রতিদিন খুশির পুষ্টিকর আহার খায় সে সর্বদা সুস্থ থাকে। কখনও দুর্বল হয় না। এই জন্য খুশির পুষ্টিকর আহার এর দ্বারা মন আর বুদ্ধিকে শক্তিশালী বানাও তাহলে স্থিতি শক্তিশালী থাকবে। এই রকম শক্তিশালী স্থিতিতে থাকা আত্মারাই অচল-অটল থাকতে পারে।

স্নোগানঃ:- মন আর বুদ্ধিকে অনুভবের সিটে সেট করে দাও তাহলে কখনো আফসেট হবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছেন - তোমরা ব্রাহ্মণরা এই যজ্ঞের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, তারজন্য তোমাদের পবিত্র অবশ্যই থাকতে হবে"

- *প্রশ্নঃ - অন্তিম সময়ে বাবা কোন্ বাচ্চাদের সহায়তা প্রদান করেন ?
- *উত্তরঃ - যারা ভালোভাবে সার্ভিস করে তাদের অন্তিমে যখন অনেক বিপর্যয় আসবে সেই সময় সহায়তা প্রাপ্ত হবে। অবশ্যই যারা বাবার সহায়ক হয়েছে, বাবা তাদের সহায়তা করবেন।
- *প্রশ্নঃ - ওয়ান্ডারফুল চেহারা কোনটি ? তার স্মরণিক কোন্ রূপে আছে ?
- *উত্তরঃ - শিববাবা যাঁর নিজস্ব চেহারা (মুখমণ্ডল) নেই, তিনি যখন এই চেহারার আধার নেন তখন সেটি হয়ে যায় ওয়ান্ডারফুল চেহারা সেইজন্য তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে চেহারা দেখবার জন্য আসো। এর স্মরণিক রুন্ড মালায় মুখ (মুন্ড) দেখানো হয়।
- *গীতঃ- কত মিষ্টি কত প্রিয় শিব ভোলা ভগবান.....

ওম্ শান্তি । বেহদের পিতা বলেন, আমি একবারই ৫ হাজার বছর পরে বাচ্চাদের চেহারা (মুখ) দেখি। বাবার তো নিজস্ব কোনো চেহারা নেই। শিববাবাও পুরাতন শরীরের লোন নেন। তাই তোমরা বাপদাদা উভয়েরই চেহারা দেখতে পাও। তখনই তো বলেন বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন স্বীকার হোক। এখন রুন্ড মালা তো বাচ্চারা দেখেছে, তাতে মুন্ড দেখানো হয়। রুন্ড মালা বানানো হলে শিববাবারও এইরকম চেহারা দেখতে পাবে। এটা কেউ জানে না যে, শিববাবাও এসে শরীরের লোন নেন। শিববাবা এই ব্রহ্মার মুখের দ্বারা বার্তালাপ করে থাকেন। তাহলে এটা ঔঁনার মুখ হয়ে গেল তাই না। এই সময় একবারই বাবা এসে বাচ্চাদের চেহারা বা মুখ দেখেন। বাচ্চারা জানে যে শিববাবা এই মুখ ভাড়া দিয়ে লোন নিয়েছেন। এরকম বাবাকে নিজের বাড়ি ভাড়া দেওয়ায় কত লাভ হয়। প্রথমে ঔঁনার কান শোনে। যদিও দ্রুত তোমরা শুনতে পাও কিন্তু তাও সবথেকে কাছাকাছি হল ঔঁনার কান। তোমাদের আত্মা তো দূরে বসে আছে তাই না। আত্মারা যদি কানের সাহায্যে শোনে তাহলে তাতে অল্প বিস্তার পার্থক্য থাকবে। তোমরা বাচ্চারা এখানে আসো সম্মুখে চেহারা দেখার জন্য। এটি হল ওয়ান্ডারফুল চেহারা। শিবরাত্রি পালন করে তাহলে অবশ্যই শিববাবা যিনি নিরাকার তিনি এখানে এসে প্রবেশ করেন তাহলে ঔঁনার হল এটা ভারত দেশ। ভারত হল অবিনাশী পরমপিতা পরমাত্মার জন্মস্থান। কিন্তু ঔঁনার জন্ম অন্য মনুষ্যদের সদৃশ্য হয় না। স্বয়ং বলেন আমি এসে এর শরীরে প্রবেশ করি তারপর বাচ্চাদের জ্ঞান শোনাই। আর অন্য সকল আত্মাদের নিজস্ব শরীর থাকে। আমার কোনো শরীর নেই। শিবের সর্বদা লিঙ্গ রূপ দেখানো হয়। রুদ্র যজ্ঞ যখন রচনা করে তখন মাটির গোল-গোল লিঙ্গ বানায়। শালগ্রাম ছোট-ছোট বানায়, শিবলিঙ্গ বড় বানায়। বাস্তবে ছোট-বড় হয় না। কেবল দেখানোর জন্য যে উনি হলেন পিতা আর ওরা হল বাচ্চা। পূজাও দুজনের আলাদা-আলাদা করে। মনে করে উনি হলেন শিব আর ওরা হল শালগ্রাম। এইরকম তো বলে না যে সকলেই শিবই শিব। না। শিবলিঙ্গ বড় বানায় আর শালগ্রাম ছোট-ছোট বানায়। এই সব বাচ্চারা ঔঁনার সাথেই আছে। বাবা বুঝিয়েছেন এই শালগ্রামের পূজা কেন করো ? তোমরা সকলে হলে আত্মা তাই না। তোমরা এই শরীরের দ্বারা ভারতকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাচ্ছে। শিববাবার শ্রীমত শালগ্রাম নিচ্ছে। এই জ্ঞান যজ্ঞও রচনা করেছেন - রুদ্র শিববাবা। শিববাবা বার্তালাপ করেন, শালগ্রামও বার্তালাপ করে। এ হল অমরকথা, সত্য নারায়ণের কথা। মানবকে নর থেকে নারায়ণ বানায়। সবথেকে উঁচু পূজা হল ঔঁনারই তাই না। আত্মা অনেক বড় নয়। একদমই বিন্দু সদৃশ্য। এর মধ্যে কত নলেজ(জ্ঞান) আছে, কত পার্ট লিপিবদ্ধ করা আছে। এত ছোটো একটা আত্মা বলে আমি শরীরে প্রবেশ করে পার্ট প্লে করি। শরীর হল কত বড়। শরীরে আত্মা প্রবেশ হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই পার্ট প্লে করতে শুরু করে দেয়। অনাদি অবিনাশী পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। শরীর তো হল জড়। তার মধ্যে যখন চৈতন্য আত্মা প্রবেশ করে তারপর গর্ভে শাস্তি ভোগ করতে থাকে। শাস্তিও কীরকম ভোগ করে। ভিন্ন-ভিন্ন শরীর ধারণ করে, যাকে-যাকে যেরকম ভাবে দুঃখ দিয়েছে সেগুলি সে সাক্ষাৎকার করতে থাকে। দন্ড পেতে থাকে। ত্রাহি-ত্রাহি করতে থাকে, সেইজন্য গর্ভ জেল বলা হয়। ড্রামা কি সুন্দর ভাবে তৈরি হয়েছে। কত পার্ট প্লে করে। আত্মা প্রতিজ্ঞা করে আমি কখনোই পাপ করবো না। এত ছোট একটা আত্মা কত অবিনাশী পার্ট প্রাপ্ত করেছে। ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে, আবার পুনরাবৃত্তি করে। আশ্চর্যজনক তাই না। এ'সব বাবা বসে বোঝান। বাচ্চারাও বোঝে - এ হল যথার্থ কথা। এত ছোট বিন্দুর মধ্যে কত পার্ট ভরা থাকে। আত্মার অনেকের সাক্ষাৎকার হয়। গায়নও করে আত্মা হল স্টার, এই ক্রকুটির মধ্যবর্তী স্থলে থাকে। কত পার্ট প্লে করে, একে বলা হয় নেচার (প্রকৃতি)। তোমরা তো জানো আমরা আত্মা এক

শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। কত পাঁট প্লে করে। আমাদের বাবা এসে বোঝান। কত উচ্চ নলেজ এটি। দুনিয়ার কারো কাছে এই নলেজ নেই। ইনিও তো মানুষই ছিলেন তাই না ! এনার মধ্যে এখন বাবা প্রবেশ করেছেন। এইরকম নয় কোনো গুরু গোঁসাইয়ের শিষ্য ইনি। তার থেকে ঋদ্ধি-সিদ্ধি শিখেছেন। কেউ-কেউ মনে করে গুরুর বরদান অথবা গুরুর শক্তি প্রাপ্ত করেছে। এই কথাগুলিই হল সম্পূর্ণ পৃথক। সম্মুখ শোনায়ে তোমরা অনেক আনন্দিত হও। জানো যে আমাদের বাবা সম্মুখে বোঝাচ্ছেন। বাবাও হলেন ততটাই ছোট, যতটা আমরা আত্মারা ছোট। ওঁনাকে বলা হয় - পরমপিতা পরমাত্মা, পরম অর্থাৎ সুপ্রীম। উর্ধ্বের থেকেও উর্ধ্ব পরমধামে থাকেন যিনি। উর্ধ্বের থেকে উর্ধ্ব তোমরা বাচ্চারাও থাকো। বাবা কত সুস্মৃতিসুস্মৃ কথা শোনান। প্রথম দিকে কখনই এরকম বোঝাতে নাকি। দিন দিন তোমরা বাচ্চারা কত গম্ভীর জ্ঞান প্রাপ্ত করতে থাকো। কে প্রদান করেন ? উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান। তিনি এসে বলেন বাচ্চারা.... আত্মা কীভাবে অরগ্যান্সের দ্বারা বার্তালাপ করে। বলেও থাকে সেটি ব্রুকুটির মধ্যবর্তী স্থলে জ্বলজ্বল করে। কিন্তু কেবলমাত্র বলার জন্যই বলে থাকে, কারো বুদ্ধিতে নেই। কারো এই নলেজ নেই যে অন্যজনকে বোঝাবে। তোমাদের মধ্যেও এই কথা অনেক কমজনই বুঝতে পারে। যারা বোঝে তারা আবার ভালোভাবে ধারণ করে আর অন্যদের ধারণ করায় অর্থাৎ বর্ণনা করে। পরমপিতা পরমাত্মা বলে থাকো, তাহলে তো পিতার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত তাই না। স্বর্গের মালিক হওয়া উচিত। ওদের অবশ্যই পিতার থেকেই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল। কোথায় উত্তরাধিকার দিয়েছিল ? সত্যযুগে দিয়েছিলেন ? নিশ্চয়ই তাদের অতীতের কর্ম। এখন তোমরা কর্মের খিওরিকে বুঝছো। তোমাদের বাবা এইরকমই কর্ম শেখাচ্ছে যার ফলে তোমরা এইরকম হতে পারছো। যখন তোমরা ব্রহ্মা মুখাবশাবলী হয়েছো তখন শিববাবা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা তোমাদের এই নলেজ শোনান। কত রাত-দিনের পার্থক্য। কত ঘোর অন্ধকার হয়ে গেছে। কেউ বাবাকে জানেই না, যেখান থেকে আলো প্রাপ্ত করতে পারবে। বলে যে আমরা অভিনেতারা পাঁট প্লে করতে এসেছি, এই কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু আমরা কে, আমাদের পিতা কে - কিছুই জানে না। সৃষ্টি চক্র কীভাবে বিবর্তন হচ্ছে, কিছুই জানে না। গায়নও করে থাকে অহল্যা, কুন্ডা, গণিকারা যারা আছে তাদের এসে পঠন-পাঠন করান। প্রদর্শনীতেও অনেক গন্যমান্য ব্যক্তিত্বরা আসে। কিন্তু তাদের ভাগ্যে নেই। বাবা হলেন গরিবের ভগবান। একশোর মধ্যে অতি কষ্টে কোনো উচ্চবিত্ত এই পথে চলার জন্য আসবে। তাও উচ্চপদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ স্বল্প সংখ্যকই করে থাকে। তোমরা হলে গরীব। মাতাদের কাছে টাকা পয়সা ইত্যাদি বেশি থাকে নাকি! কন্যাদের কাছেই বা কোথা থেকে আসবে। ওরা (মাতা-রা) তো তবুও হাফ পার্টনার। কন্যারা তো কিছুই পায় না। ওরা ওখানে চলে যায় তারপরে হাফ পার্টনার হয়ে যায়, উত্তরাধিকার নিতে পারে না। বাচ্চারা(পুত্র সন্তান) তো হল সম্পূর্ণ মালিক। তাই এমন কন্যাদেরই প্রথমে বাবা নিজের বানান। এক তো হল পঠন-পাঠনের ব্রহ্মচারী জীবন, গরীব তারা, পবিত্র, এদেরই পূজা হয়। এগুলি হলো সব এখনকারই কথা। এইসময় তোমাদের নাটক চলছে তারপর আবার পূজিত হবে। শিব জয়ন্তী ব্যতীত কৃষ্ণ জয়ন্তী হতে পারে না। তোমরা জানো যে শিব জয়ন্তী তারপর কৃষ্ণের, রামের জয়ন্তী হয়। শিব জয়ন্তীর দ্বারা জগত অশ্বা, জগৎ পিতারও জন্ম হয়। তাহলে অবশ্যই জগতেরই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। সমগ্র জগতের মালিক তোমরা হও। জগৎ মাতা হলেন জগতের মালিক। জগৎ অশ্বার অনেক মেলা বসে। ব্রহ্মাকে এত কেউ পূজা করে না। তাই বাবা মাতাদের আগে এগিয়ে রাখেন। শিব শক্তি মাতাদের সকলে ঠোঁকর মেরেছে, বিশেষতঃ স্বামীরা(পতি)। ইনি তো হলেন পতিদেরও পতি। কন্যাদেরকে বোঝানো হয়, এই জগৎ অশ্বার কন্যারা হল মাস্টার জগৎ অশ্বা তাই না। এই কন্যারাও মায়েদের মতোই কাজ করছে।

মাঙ্গার মতো তোমরাও হলে ত্রিকালদর্শী। স্ত্রী-পুরুষ(মেল ফিমেল) উভয়ই আছে। এটি হলো প্রবৃত্তি মার্গ, তাই না। বেশিরভাগ মাতারাই আছে। নামও এদেরই প্রখ্যাত হয়। ব্রহ্মারও এত খ্যাতি হয় না। সারসিদ্ধ ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মাকে পূজা করে। দুই প্রকারের ব্রাহ্মণ হয় - সারসিদ্ধ আর পুষ্করনী। শাস্ত্র শোনান যারা তারা আলাদা হয়। এইসব কথা বাবা বসে বোঝান। কীভাবে এই চক্র আবর্তিত হয়। কীভাবে আমি আসি। প্রতিজ্ঞা তো করা আছে তাই না যে আমি এসে ৫ হাজার বছর পরে আবার জ্ঞান শোনাবো। গানেও তো আছে তাই না। যেটা পাস্ট হয়ে যায়, সেটা আবার ভক্তিমার্গে গায়ন হয়ে যায়। এ হল অনাদি ড্রামা। কখনই সুটে(চিত্র গ্রহণ) হয় না, এর কোন আদি-মধ্য-অন্ত নেই। চলতেই থাকে। বাবা এসে বোঝান - এই ড্রামা কীভাবে চলতে থাকে। ৮৪ জন্ম তোমরাই কর্ম ভোগ করতে থাকো। তোমরাই ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয় ইত্যাদি বর্ণে আসো। শিববাবা আর ব্রাহ্মণ উভয়কেই অদৃশ্য করে দিয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রাহ্মণরাই যন্তোর রক্ষণাবেক্ষণ করে। পতিতরা যন্তোর রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না। যন্তু যখন রচনা করা হয় যখন বিকারে যায় না। যাত্রাতেও বিকারে যায় না। তোমরা এখন রুহানি যাত্রায় আছো, তাই বিকারে যেতে পারবে না। না হলে বিঘ্ন পড়ে যাবে। তোমাদের হল রুহানি যাত্রা। বাবা বলেন যে আমি আসি বাচ্চারা তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। মশাদের মত নিয়ে যাব। ওখানে আমরা আত্মারা থাকি। ওটা হল পরমধাম, যেখানে আত্মারা থাকে। তারপর আমরা এসে দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হই। এখন আবার ব্রাহ্মণ হয়েছি। যারা ব্রাহ্মণ হবে তারাই স্বর্গে যাবে। ওখানেও দোলনায় দোল

থায় তাই না। ওখানে তোমরা রত্ন -জড়িত দোলায় দুলবে। শ্রীকৃষ্ণের দোলাকে কত সুন্দরভাবে শৃঙ্গার করে থাকে। তার সাথে সকলের ভালোবাসা আছে। গায়ন করে না - ভজো রাধা গোবিন্দ চলো বৃন্দাবন... এখন তোমরা বাস্তুবে ওখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। জানো যে আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হচ্ছে। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় পুরীতে যাচ্ছে। জানো যে বাবা সবাইকে কীভাবে নিয়ে যায়। যেভাবে মাখন থেকে চুল বেরিয়ে আসে। বাবা তোমাদেরকে কোনো কষ্ট দেন না। কত সহজে বাদশাহী দেন। বাবা বলেন যেখানে যাবে নিজেদের সেই কৃষ্ণপুরীকে স্মরণ করো। সর্বপ্রথমে অবশ্যই বাবা তোমাদেরকে ঘরে নিয়ে যাবেন। তারপর সেখান থেকে পাঠিয়ে দেবে স্বর্গে। এখন তোমরা শ্রীকৃষ্ণপুরীতে যাচ্ছে ভায়া শান্তিধাম। যেসকল ভায়া দিল্লিতে যাওয়া হয়। এখন বুঝতে পারছো ফিরে যাচ্ছি, আবার আসবো কৃষ্ণপুরীতে। আমরা শ্রীমত অনুসরণ করে চলছি তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে, পবিত্র হতে হবে। যাত্রাতে সর্বদা পবিত্র থাকে। পঠন-পাঠনও রত্নচর্যতে করে থাকে। পবিত্রতা অবশ্যই দরকার। বাবা তবুও বাচ্চাদেরকে পুরুষার্থ করিয়ে থাকেন। এই সময়ের পুরুষার্থ তোমাদের কল্প-কল্পের হয়ে যাবে। পুরুষার্থ করতেই হবে তাই না। এই স্কুল হলো অনেক উচ্চ, তাই অবশ্যই পঠন-পাঠন করতে হবে। স্বয়ং ভগবান পঠন-পাঠন করান। একদিনও মিস্ করলে হবে না। সবথেকে মূল্যবান পঠন-পাঠন হল এটি। এই বাবা কখনোই মিস্ করবে না। এখানে তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে খাজানার দ্বারা ঝুলি ভরপুর করতে পারো। যত যে পঠন-পাঠন করবে তত তার নেশা উর্ধ্বমুখী হবে। বন্ধন না থাকলে তাহলে স্থিরতা থাকবে। কিন্তু মায়া এইসকলই যে বন্ধনে বেঁধে দেয়। অনেকেই আছে যারা ছুটিও পায়। বাবা বলেন পুরো রিফ্রেশ হয়ে যাও। বাইরে বেরোলে আর সেই নেশা থাকে না। অনেকের কেবল মুরলী পঠনের দ্বারাও নেশা উর্ধ্বমুখী হয়ে যায়। অনেক বড় বিপর্যয় আসতে চলেছে। সহায়তা তারাই প্রাপ্ত করতে পারবে যারা সহায়ক হয়েছে, ভালোভাবে সার্ভিস করবে। তাই তারা অন্তিমে সহায়তাও প্রাপ্ত করবে তাই না। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) পঠন-পাঠন হল সবথেকে মূল্যবান। স্বয়ং ভগবান পড়ান, সেইজন্য একদিনও মিস্ করলে চলবে না। জ্ঞান খাজানা দিয়ে প্রতিদিন ঝুলি ভরপুর করতে হবে।

২) এখন হল পঠন-পাঠনের সময়, যাত্রায় চলছো। রুদ্র যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, সেইজন্য পবিত্র অবশ্যই থাকতে হবে। কোনো প্রকার বিকারের বশীভূত হয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করো না।

বরদান:- ভাগ্যবিধাতা বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া ভাগ্যকে বন্টন আর বৃদ্ধিকারী ভাগ্যবান ভব সবথেকে বড় ভাগ্য হল এটা - যে ভাগ্যবিধাতা বাবা আপন করে নিয়েছেন! দুনিয়ার লোক ছটফট করতে থাকে যে ভগবানের এক মুহূর্তের দৃষ্টি পড়ে যাক আর তোমরা সর্বদা নয়নের মধ্যে সমাযিত হয়ে আছো। একেই বলা হয় ভাগ্যবান। ভাগ্য হল তোমাদের উত্তরাধিকার। সমগ্র কল্পে এইসকল ভাগ্য এখনই প্রাপ্ত হয়। তাই ভাগ্যকে বৃদ্ধি করতে থাকো। বৃদ্ধি করার সাধন হল বন্টন করা। যত অন্যদের বন্টন করবে অর্থাৎ ভাগ্যবান বানাবে তত ভাগ্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

স্নোগান:- নির্বিল্ল আর একরস স্মৃতির অনুভব করতে হলে একাগ্রতার অভ্যাস বাড়াও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - শরীরের নির্বাহের জন্য কর্ম করো কিন্তু কমপক্ষে ৮ ঘন্টা বাবাকে স্মরণ করে সমগ্র বিশ্বকে শান্তির দান দাও, নিজ সম বানানোর সেবা করো”

*প্রশ্নঃ - সূর্য বংশী কুলে উঁচু পদ প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ কি ?

*উত্তরঃ - সূর্য বংশী কুলে উঁচু পদ প্রাপ্ত করার জন্য বাবাকে স্মরণ করো আর অন্যদেরও করাও। যত স্বদর্শন চক্রধারী হবে এবং অন্যদেরকে বানাবে ততই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। ২- পুরুষার্থ করে পাস উইথ অনার হও। এমন কোনো কর্ম করবে না যাতে দন্ড ভোগ করতে হয়। দন্ড ভোগ করলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়।

*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে দূরে নিয়ে চলো....

ওম্ শান্তি । এ হল বাচ্চাদের প্রার্থনা। কোন্ বাচ্চাদের ? যারা এখনও জানে না। তোমরা বাচ্চারা জেনেছো যে এই পাপের দুনিয়ার থেকে বাবা আমাদের পুণ্যের দুনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে সদা আরামই আরাম। দুঃখের নাম নেই। এখন নিজেকে প্রশ্ন করো যে আমরা ওই সুখধাম থেকে এই দুঃখ ধামে কীভাবে আসি। এই কথা তো সবাই জানে যে ভারত হল প্রাচীন দেশ। ভারতই সুখ ধাম ছিল। এক ভগবান ভগবতীদের রাজত্ব ছিল। গড কৃষ্ণ, গডেজ রাধে বা গড নারায়ণ, গডেজ লক্ষ্মী রাজত্ব করতেন। সবাই জানে এখন আবার ভারতবাসী কেন নিজেকে পতিত ব্রষ্টাচারী বলে ? জানে যে ভারত সোনার পাখি ছিল, পারসনাথ, পারসনাখিনীদের রাজত্ব ছিল তাহলে এমন ব্রষ্টাচারী অবস্থা হল কীভাবে ? বাবা বসে বোঝান - আমার জন্মও এখানেই। কিন্তু আমার জন্ম হল দিব্য। তোমরা জানো আমরা হলাম শিববংশী এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার কুমারী, তাই বাবা বোঝান সর্বপ্রথমে একটি কথা জিজ্ঞাসা করো যে - গড ফাদারের পরিচয় জানো ? তারা বলবে ফাদার, তাহলে কি সম্বন্ধ কেন জিজ্ঞাসা করছো ? তিনি তো পিতাই। শিব বংশী তো সব আত্মারাই, সবাই হল ব্রাদার্স। সাকার প্রজাপিতা ব্রহ্মার সঙ্গে কি সম্বন্ধ আছে ? তখনও সবাই বলবে পিতা, তাইনা। যাকে আদি দেবও বলা হয়। শিব হলেন নিরাকার পিতা, উনি ইম্-মর্টাল। আত্মারাও হল ইম্-মর্টাল। বাকি সাকার এক শরীর ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করে। নিরাকার হল শিববংশী। তখন কুমার কুমারী বলা হবে না। আত্মাদের কুমার কুমারী ভাব থাকে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হলে তখন কুমার কুমারী হয়। প্রথম থেকেই শিব বংশী তো সবাই। শিববাবা পুনর্জন্মে আসেন না। আমরা আত্মারা পুনর্জন্মে আসি। আচ্ছা, তোমরা যে পুণ্য আত্মা ছিলে তাহলে পাপ আত্মায় পরিণত হলে কীভাবে ? বাবা বলেন তোমরা ভারত বাসীরা নিজেকে নিজেই চড় মেরেছ। একদিকে বল পরমপিতা অন্যদিকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছো। পুণ্য আত্মায় পরিণত করেন এমন পিতাকে তোমরা কুকুর বেড়াল, নুড়ি পাথর সবেতেই আছেন বলেছো। উনি হলেন অসীম জগতের পিতা, যাকে তোমরা স্মরণ করো। তিনিই প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। তাঁকে সবচেয়ে বেশি তোমরা অসম্মান (ডিফেম) করেছো তাই তোমাদের উপরে ধর্মরাজের দ্বারা কেস চলবে। তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হল - ৫ বিকার রূপী রাবণ। তোমাদের হল রাম বুদ্ধি, বাকি সবার হল রাবণের বুদ্ধি। রামরাজ্যে তোমরা অনেক সুখী ছিলে। রাবণের রাজ্যে তোমরা অনেক দুঃখী হয়েছো। সেখানে হল পবিত্র রাজ বংশ। এখানে হল পতিত রাজ বংশ। এবারে কার মতানুযায়ী চলবে ? পতিত-পাবন তো হলেন এক নিরাকার। ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী, ঈশ্বর হলেন হাজিরা-হজুর (ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে), এমন শপথ করানো হয়। এই কথাটি শুধু তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা বর্তমান সময়ে হাজিরা-হজুর আছেন। আমরা চোখে দেখি। আত্মা জ্ঞান অর্জন করেছে পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীরে এসেছেন। আমরা জেনেছি, চিনেছি। শিববাবা পুনরায় ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে আমাদেরকে বেদ শাস্ত্রের সার তত্ত্ব এবং সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের রহস্য বলে ত্রিকালদশী বানাচ্ছেন। স্বদর্শন চক্রধারীকেই ত্রিকালদশী বলা হয়। বিষ্ণুকে এই চক্র প্রদান করা হয়েছে। তোমরা ব্রাহ্মণরাই সেই দেবতা স্বরূপে পরিণত হও। দেবতাদের আত্মা ও শরীর দুইই হল পবিত্র। তোমাদের শরীর তো বিকারের দ্বারা তৈরি, তাইনা। যদিও তোমাদের আত্মা শেষ সময়ে পবিত্র হয়ে যায়, কিন্তু শরীর তো পতিত তাইনা, সেইজন্য তোমাদেরকে স্বদর্শন চক্র প্রদান করা হয় না। তোমরা সম্পূর্ণ হও তারপরে বিষ্ণুর বিজয় মালা হও। রুদ্র মালা এবং বিষ্ণুর মালা। রুদ্র মালা হল নিরাকারী এবং যখন সাকারে রাজত্ব করে তখন মালা তৈরি হয়। সুতরাং তোমরা এই সব কথা গুলি এখন জানো, গায়নও আছে - পতিত-পাবন এসো অর্থাৎ একজনই আছেন তাইনা। সকল পতিতদের পবিত্র করেন তিনি, একমাত্র পিতা, তাই পতিত-পাবন, মোস্ট বিলাভেড ইনকার্পোরিয়াল গড ফাদার হলেন উনি। তিনি হলেন সবচেয়ে বড় পিতা। ছোট পিতাকে সবাই বাবা বাবা বলতে থাকে। যখন দুঃখ হয় তখন পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। এই কথাটা হল বুঝবার মতো। সর্ব প্রথমে এই কথাটি বোঝাতে হবে। পরম পিতা

পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? শিব জয়ন্তী তো পালন কর। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা বিশাল। যত বিশাল পরীক্ষা ততই বিশাল টাইটেল প্রাপ্ত হয় তাইনা। বাবার টাইটেল তো খুব বিশাল। দেবতাদের মহিমা তো কম - সর্ব গুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ....। সবচেয়ে বড় হিংসা হল কাম কাটারী চালিয়ে একে অপরকে আদি মধ্য অন্ত দুঃখ দেওয়া। এ হল সবচেয়ে বড় হিংসা। এখন তোমাদেরকে ডবল অহিংসক হতে হবে।

ভগবানুবাচ - হে বাচ্চারা তোমরা হলে আত্মা, আমি পরমাত্মা। তোমরা ৬৩ জন্ম বিষয় সাগরে থেকেছো। এখন তোমাদেরকে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাই। এই শেষের সময়ে অল্প সময়ের জন্য হলেও তোমরা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো। এতো অত্যন্ত উচ্চ মত, তাইনা। তোমরা তো বলেও থাকো আমাদের পবিত্র বানাও। পবিত্র আত্মারা মুক্তিতে বাস করে। সত্যযুগে হল জীবনমুক্তি। বাবা বলেন যদি সূর্যবংশী হতে হয় তাহলে পুরোপুরি পুরুষার্থ করো। আমাকে স্মরণ করো আর অন্যদেরও স্মরণ করাও। যত যত স্বদর্শনধারী হবে আর অন্যদেরকে বানাতে ততই উঁচু পদের অধিকারী হবে। এখন দেখো প্রেম বাষ্টি (প্রেম নামের কুমারী কন্যা) দেবাদুনে থাকে। এত জন দেবাদুন নিবাসী তো স্বদর্শন চক্রধারী ছিল না। কীভাবে হল ? প্রেম বাষ্টি নিজ সম বানিয়েছে। এমন ভাবে নিজ সম বানাতে বানাতে দৈবী বৃক্ষের বৃদ্ধি হয়। নয়ন হীনদের নেত্র প্রদান করার পুরুষার্থ করতে হবে, তাইনা। ৮ ঘন্টার জন্য তোমরা ক্রী আছো। শরীর নির্বাহের জন্য ব্যবসা ইত্যাদি করতে হবে। যেখানেই যাও চেষ্টা করো আমাকে স্মরণ করার। বাবাকে যত তোমরা স্মরণ করো অর্থাৎ তোমরা শান্তির দান করো সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে। যোগের দ্বারা শান্তির দান করা, কোনো কষ্টের কথা নয়। হ্যাঁ, কখনও কখনও যোগে বসানো হয় কারণ সংগঠনের শক্তি একত্রিত হয়। বাবা বুঝিয়েছেন - শিববাবাকে স্মরণ করে তাঁকে বলো - বাবা এরা আমাদের কুলের আত্মা, এদের বুদ্ধির তালা খোলো। এও স্মরণ করার যুক্তি। নিজের প্র্যাক্টিস তো এমন রাখতে হবে যেন চলতে ফিরতে শিববাবা স্মরণে থাকেন। বাবা এদের উপরে আশীর্বাদ করুন। আশীর্বাদ করেন এমন দয়ালু তো একমাত্র বাবা। হে ভগবান এর উপরে দয়া করুন। ভগবানকেই বলা হয় তাইনা। তিনি হলেন মার্সিফুল, নলেজ ফুল, রিস ফুল। পবিত্রতায় ফুল, ভালোবাসাতেও ফুল। অতএব ব্রাহ্মণ কুলভূষণদের নিজেদের মধ্যেও খুব ভালোবাসা থাকা উচিত। কাউকে দুঃখ দেবে না। সেখানে পশু প্রাণীও কাউকে দুঃখ দেয় না। তোমরা বাচ্চারা ঘরে থেকে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করো ছোট ছোট বিষয়ে। সেখানে তো পশু প্রাণীও লড়াই করে না। তোমাদেরকেও শিখতে হবে। না শিখলে বাবা বলেন তোমরা অনেক দন্ড ভোগ করবে। পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। দন্ড ভোগ করার মতন আমরা হব কেন ! পাস উইথ অনার হওয়া উচিত তাইনা। ভবিষ্যতে বাবা সব সাক্ষাৎকার করাবেন। এখন সময় আর অল্পই আছে তাই শীঘ্র করো। পরিশ্রম করে এগিয়ে যাবে। তোমরা অনেক ওয়ান্ডার্স দেখবে। নাটকের শেষের দিকে ওয়ান্ডারফুল পার্ট থাকে তাইনা। শেষের দিকেই বাঃ বাঃ হয়, সেই সময় তো খুব খুশীতে থাকবে। যাদের জ্ঞান নেই তারা তো সেখানেই অজ্ঞান হয়ে যাবে। অপারেশন ইত্যাদির সময়ে ডাক্তাররা দুর্বলদের দাঁড়াতে দেন না। পার্টিশনের সময়ে কি হয়েছিল, সবাই দেখেছিল তাইনা ! এখন তো খুব ভয়ঙ্কর সময়। একেই বলে রক্তের খেলা। এইসব দেখার জন্য অনেক সাহসের প্রয়োজন আছে। তোমাদের হল ৮৪ জন্মের কাহিনী। আমরা সেই দেবী দেবতা রূপে রাজত্ব করেছিলাম। তারপরে মায়ার বশে বশীভূত হয়ে বাম মার্গে প্রবেশ করি, পুনরায় এখন দেবতা স্বরূপে পরিণত হই। এই কথা স্মরণ করতে থাকো তাহলে ভবসাগর পার হয়ে যাবে। এ হল স্বদর্শন চক্র তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) বাবা সম সর্বগুণে ফুল হতে হবে। নিজেদের মধ্যে খুব ভালোবাসা সহকারে থাকতে হবে। কখনও কাউকে দুঃখ দেবে না।

২) চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করার প্র্যাক্টিস করতে হবে। স্মরণে থেকে সম্পূর্ণ বিশ্বকে শান্তির দান দিতে হবে।

বরদানঃ:-

জ্ঞানের রহস্য গুলিকে বুঝে সদা অচল থাকা নিশ্চয়-বুদ্ধি, বিঘ্ন-বিনাশক ভব
বিঘ্ন-বিনাশক স্থিতিতে স্থিত থাকলে যত বড় বিঘ্নই হোক খেলা বলে মনে হবে। খেলা ভাবার দরুন কখনও ভয় পাবে না, বরং খুশীর অনুভব করে বিজয়ী হবে এবং ডবল লাইট থাকবে। ড্রামার জ্ঞানের স্মৃতির দ্বারা প্রতিটি বিঘ্ন নাথিং নিউ অনুভব হবে। নতুন কথা মনে হবে না, খুব পুরানো কথা বলে মনে হবে। অনেক বার বিজয়ী হয়েছি - এমন নিশ্চয় বুদ্ধি, জ্ঞানের রহস্যকে বুঝে চলতে পারা বাচ্চাদেরই স্মরণিক হল

অচলগড়।

স্লোগান:- দুটতার শক্তি সঙ্গে থাকলে সফলতা গলার হার হয়ে যাবে।

মাতেশ্বরী দেবীর অমূল্য মহাবাক্য -

আমরা যা ভালো বা খারাপ কাজ করি তার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত করি। যেমন কেউ দান, পুণ্য করে, যজ্ঞ হোম ইত্যাদি করে, পূজা পাঠ ইত্যাদি করে তখন তারা ভাবে যে আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যা কিছু দান করেছি সেসব পরমাত্মার দরবারে জমা হয়ে যাচ্ছে। যখন আমাদের মৃত্যু হবে তখন সেই ফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের মুক্তি হয়ে যাবে, কিন্তু এই কথা তো আমরা জেনেছি যে এইসব করলে সদাকালের জন্য কোনো লাভ হয় না। এইসব কর্ম তো যেমন আমরা করবো সেসব অল্পকালের জন্য ক্ষণভঙ্গুর সুখের প্রাপ্তি অবশ্যই হয়। কিন্তু যতক্ষণ এই প্রাক্টিক্যাল জীবন সদা সুখী না হয় ততক্ষণ তার রিটার্ন প্রাপ্ত হয় না। আমরা যদি কাউকে জিজ্ঞাসাও করি যে যা কিছু তোমরা করে এসেছো, সেসব করে তোমরা সম্পূর্ণ লাভ পেয়েছো ? তখন তাদের কাছে এর কোনো উত্তর থাকে না। এবারে পরমাত্মার দরবারে জমা পড়ল কি পড়ল না, তা জানব কীভাবে ? যতক্ষণ নিজের প্রাক্টিক্যাল জীবনে কর্ম শ্রেষ্ঠ হয়নি তত ক্ষণ যতই পরিশ্রম করো তবুও মুক্তি জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হবে না। যদিও এত সাধু মহাত্মারা আছেন, যতক্ষণ তাদের কর্মের নলেজ নেই ততক্ষণ তাদের কর্ম, অকর্ম হবে না, না তারা মুক্তি, জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করবেন। তারাও এই কথা জানেন না যে সত্য ধর্ম কি এবং সত্য কর্ম কি, শুধুমাত্র মুখে রাম নাম বললে কখনও মুক্তি হবে না। যদিও এমন ভেবে চলা যে মৃত্যুর পরে আমাদের মুক্তি হবে। মৃত্যুর পরে এই কথা জানা নেই যে কি লাভ হবে ? কিছুই না। যদিও মানুষ নিজের জীবনে সুকর্ম করুক বা কুকর্ম, সেসব এই জীবনেই ভোগ করতে হয়। এখন এই সম্পূর্ণ নলেজ আমরা পরমাত্মা রূপী টিচারের দ্বারা প্রাপ্ত করছি যে কীভাবে শুদ্ধ কর্ম করে নিজের প্রাক্টিক্যাল জীবন বানাতে হবে। আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;

6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়ার জন্য সর্ব স্মৃতিতে সম্পন্ন হয়ে সকলকে সহযোগিতা প্রদান করো"

আজ সমর্থ বাবা তাঁর স্মৃতি স্বরূপ বাচ্চাদের দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছেন। দেশ-বিদেশের সমস্ত বাচ্চারা স্মৃতি দিবস উদযাপন করছে। আজকের স্মৃতি দিবস বাচ্চাদের তাদের ব্রাহ্মণ জীবনের অর্থাৎ সমর্থ জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কারণ ব্রহ্মা বাবার জীবন কাহিনীর সাথে সাথে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরও জীবন কাহিনী রয়েছে। নিরাকার বাবা সাকার ব্রহ্মার সাথে ব্রাহ্মণদেরও সৃষ্টি করেছেন। তখনই ব্রাহ্মণদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে অবিনাশী যজ্ঞ। তোমরা ব্রাহ্মণদের সাথে ব্রহ্মা বাবাও স্থাপনার কাজে নিমিত্ত হয়েছেন, তাই ব্রহ্মা বাবার সাথে আদি ব্রাহ্মণদেরও জীবন কাহিনী জড়িয়ে আছে। যজ্ঞ স্থাপনায় আদিদেব ব্রহ্মা ও আদি ব্রাহ্মণ উভয়েরই গুরুত্ব ছিল। অনাদি বাবা আদিদেব ব্রহ্মার মাধ্যমে আদি ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছেন। আর আদি ব্রাহ্মণরা বহু ব্রাহ্মণের বৃদ্ধি ঘটালেন। এই স্থাপনার কাহিনী, ব্রহ্মা বাবার কাহিনী, আজকের স্মৃতি দিবসে তোমরা বর্ণনা করে থাকো। স্মৃতি দিবস যখন বলো তখন শুধু ব্রহ্মা বাবাকে মনে করো, নাকি ব্রহ্মা বাবার দ্বারা বাবা যেসব কথা মনে করিয়েছেন সে সমস্ত কিছু স্মৃতিতে আসে? আদি থেকে এখন পর্যন্ত কি কি আর কত স্মৃতি দিয়েছেন - সে সব মনে আছে? অমৃতবেলার থেকে শুরু করে রাত অবধি সমস্ত স্মৃতিগুলি সামনে নিয়ে এসো তবে এক দিনেই তা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। লম্বা লিস্ট, তাই না! স্মৃতি সস্তায় যদি উদযাপন করো, তাও বিস্তার অনেক বেশি, কারণ শুধু রিভাইস করো না, রিয়েলাইজও করো। এইজন্য বলাই হয় - স্মৃতি দিবস। স্বরূপ - অর্থাৎ সর্ব স্মৃতির অনুভূতি। তোমরা স্মৃতি স্বরূপ হয়ে যাও, আর ভক্তরা শুধুই স্মরণ করতে থাকে। তো কি কি স্মৃতি অনুভব করেছে - তার বিস্তার তো অনেক বড়। যেমন বাবার সম্পূর্ণ পরিচয় কত বড়, কিন্তু তোমরা সার রূপে পাঁচটি কথার মধ্য দিয়ে পরিচয় দিয়ে দাও। সেই ভাবে স্মৃতির বিস্তারকেও পাঁচটি কথার মধ্যে সার রূপে নিয়ে এসো যে, আদি থেকে এখনও পর্যন্ত বাপদাদা কত নাম স্মরণ করিয়েছেন। কত নাম হবে, অনেক না! এক একটি নাম মনে করো আর তার স্বরূপ হয়ে অনুভব করো, শুধুমাত্র রিপিট করলে হবে না।

স্মৃতি স্বরূপ হওয়ার আনন্দ অত্যন্ত অনুপম এবং সুন্দর। যেমন বাবা বাচ্চাদের তাদের 'নয়নের মণি' - নামটি মনে করিয়ে দিচ্ছেন। বাবার নয়নের মণি। মণির বিশেষত্ব কি, মণির কর্তব্য কি, মণির শক্তি কি। এইরকম সব অনুভূতি করো আর স্মৃতি স্বরূপ হয়ে ওঠো।

আর এইভাবে প্রতিটি নামের স্মৃতি অনুভব করতে থাকো। শুধু এই একটি দৃষ্টান্ত রূপে শোনালাম। এই রকমই শ্রেষ্ঠ স্বরূপের স্মৃতি কত রয়েছে? তোমাদের - ব্রাহ্মণদের কত রূপ আছে, যা বাবার রূপ, তাই ব্রাহ্মণদেরও রূপ। সেইসব রূপের স্মৃতির অনুভূতি করো। নাম, রূপ, গুণ - অনাদি, আদি আর এখন ব্রাহ্মণ জীবনের সর্ব গুণের স্মৃতি স্বরূপ হয়ে ওঠো।

ঠিক এ রকমই হলো কর্তব্য। কত শ্রেষ্ঠ কর্তব্যের জন্য নিমিত্ত হয়েছে! সেই কর্তব্য গুলির স্মৃতিকে ইমার্জ করো। পঞ্চমতঃ বাপদাদা অনাদি-আদি দেশের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। দেশের স্মৃতি আসায়, ঘরে ফিরে যাওয়ার শক্তি(সামর্থ্য) এসে গেছে, নিজের রাজ্যে রাজ্য অধিকারী হওয়ার সাহস এসে গেছে আর বর্তমান সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ সংসারে খুশিতে জীবন যাপন করার উপায় মনে পড়ে গেছে। জীবনযাপনের কলা ভালোভাবে জেনে গেছো তো? দুনিয়া মৃত্যুর কলার দিকে তীব্র গতিতে এগোচ্ছে আর তোমরা ব্রাহ্মণরা সুখময় জীবন যাপনের কলায় খুশিতে উড়ছো। কতটা পার্থক্য!

তো স্মৃতি দিবস অর্থাৎ - সর্ব স্মৃতির আত্মিক নেশার অনুভব করা। এই স্মৃতি দিবসে দুনিয়ার বাকি লোকেদের মতো তোমরা এইরকম শব্দ উচ্চারণ করবে না যে আমাদের ব্রহ্মা বাবা এরকম 'ছিলেন'। উনি এই কথা বলেছিলেন, এটা করেছিলেন। দুনিয়ার লোকেরা ছিলেন... ছিলেন বলে থাকে আর দুঃখের তরঙ্গ ছড়াতে থাকে, কিন্তু তোমরা-ব্রাহ্মণদের এই বিশেষত্ব হল - তোমরা বলবে এখনো তিনি সঙ্গে আছেন। সাথে থাকার অনুভব করি আমরা। তো তোমাদের মধ্যে এই বিশেষত্ব আছে। তোমরা এইরকম বলো না যে ব্রহ্মা বাবা চলে গেছেন। যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন - সাথে থাকবো, সাথে যাবো। যদি আদি আত্মাই প্রতিজ্ঞা পালন না করেন, তবে আর কে করবে? শুধু রূপ আর সেবার ধরণ পরিবর্তন হয়েছে। তোমাদের সবার লক্ষ্য হলো - 'ফরিস্তা থেকে দেবতা'। ব্রহ্মা বাবা ফরিস্তা রূপের স্যাম্পল হয়েছেন। সমস্ত বাচ্চাদের

লালন-পালন এখনও ব্রহ্মা বাবার দ্বারাই হয়ে চলেছে। এইজন্যই তোমরা নিজেকে ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী বোলো। বুঝেছ ? স্মৃতি দিবসের মহত্ব কি ? এই স্মৃতিতেই সদাই লভলীন থাকো। একেই বলে বাপ-সমান হবার অনুভূতি। তোমরা আত্মারা বাবার সমান অনুভব করেছে। এই 'সমান' শব্দকে লোকেরা 'সমানা' (লীন) হিসেবে ভেবে নিয়েছে। আত্মা পরমাত্মার মধ্যে লীন হয়ে যায় না কিন্তু বাপ সমান হয়ে যায়। সকল বাচ্চারা নিজের নিজের নামে স্মৃতি দিবসের স্মরণ পাঠিয়েছে। কেউ কেউ নিজেই সন্দেশ হয়েই স্মরণের স্নেহ-সুমন নিয়ে এসেছে এবং প্রত্যেকেই বলে যে আমার বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন জানিও। তো, এক একজনকে আলাদা করে ইয়াদ-পত্র লেখার বদলে হৃদয় দিয়ে পত্র লিখছেন। প্রত্যেকের হৃদয়ের স্নেহ বাপদাদার নয়নে, হৃদয়ে সমাহিত হয়ে গেছে আর এখন তো বিশেষভাবে সমাহিত হয়ে আছে। যারা বিশেষভাবে স্মরণ করেছে তাদেরকে বাপদাদা এখনো বিশেষভাবে ইমার্জ করে স্মরণের স্নেহ-সুমন দিচ্ছেন। প্রত্যেকের হৃদয়ের উৎসাহ- উদ্দীপনা, হৃদয়ের বার্তালাপ, হৃদয়ের হালচাল, দিলারাম বাবার কাছে পৌঁছে গেছে।

বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে এই স্মৃতিই প্রদান করছেন যে সর্বদা হৃদয়ের সাথে থেকো, সেবায় সাথে থেকো এবং স্থিতিতে সর্বদা সাক্ষী থেকো।

তাহলে সদা মায়াজিতের পতাকা উডতে থাকবে। সব বাচ্চাদের 'নাথিং নিউ' এর পাঠ প্রতিটি পরিস্থিতিতে সবসময় যেন স্মৃতিতে থাকে। ব্রাহ্মণ জীবন, অর্থাৎ প্রশ্নবোধক ও বিস্ময়ের চিহ্ন থাকতে পারে না। কতবারই তো এই সংবাদ শুনে থাকবে। নতুন খবর কি ? না।

ব্রাহ্মণ জীবন মানে প্রতিটি সংবাদ শুনে পূর্ব কল্পের স্মৃতিতে সমর্থী (শক্তিশালী) থাকবে - যা হওয়ার ছিল তাই হচ্ছে, সেইজন্য কি হবে - এই প্রশ্ন উঠতেই পারে না। ত্রিকালদর্শী হয়ে, ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনেছো তোমরা, তাহলে কি বর্তমানকে জানো না ? ঘাবড়ে যাও না তো! ব্রাহ্মণ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই কল্যাণ নিহিত আছে। ঘাবড়ানোর কোনো কথাই হতে পারে না। তোমাদের সবার কর্তব্য হচ্ছে নিজের শান্তির শক্তির দ্বারা অশান্ত আত্মাদেরকে শান্তির কিরণ প্রদান করা। তারা তোমাদের নিজেদের, তোমাদেরই ভাই-বোন তারা, তাই নিজের ঈশ্বরীয় পরিবারের সম্পর্কের সূত্রে সহযোগী হও। যতই যুদ্ধের গতি তীব্র হোক, তোমাদের যোগী আত্মাদের যোগ তাদেরকে শান্তির সহযোগ দেবে। সেইজন্য আরও বিশেষ সময় বের করে শান্তির সহযোগ দাও - এটা হল তোমাদের ব্রাহ্মণ আত্মাদের কর্তব্য। আচ্ছা।

সর্ব স্মৃতি স্বরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মাদের সদা বাপসমান হবার লক্ষ্য আর লক্ষণ ধারণকারী আত্মাদেরকে, সদা বাবা আমার সাথে আছেন এইরকম অনুভবকারী (বাবার) সমীপ আত্মাদের, সদা 'নাথিং নিউ' এর শিক্ষাকে সহজে ফলিভূত করে - এমন আত্মাদের, সদা বিশ্ব কল্যাণকারী হয়ে বিশ্বের আত্মাদের সহযোগ প্রদানকারী, - এইরূপ সদা বিজয়ী রত্নদের বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

পাঠীদের সাথে অব্যক্ত বাপ-দাদার বার্তালাপ -

দাদীদের প্রতি :- আদি ব্রাহ্মণদের মালায় ব্রহ্মা বাবার সাথে সাথে আদি ব্রাহ্মণরাও নিমিত্ত হয়েছ না! আদি ব্রাহ্মণদের গুরুত্ব অতি সুবিশাল। স্থাপনা লালন-পালন আর পরিবর্তন। বিনাশ শব্দটি থানিকটা অফিশিয়াল মনে হয়, তাই স্থাপনা লালন-পালন আর বিশ্ব পরিবর্তনের কাজে আদি ব্রাহ্মণদের বিশেষ পাঠ রয়েছে। শক্তি পূজা খুব ধুম ধামের সাথেই হয়। নিরাকার বাবা বা ব্রহ্মা বাবার পূজা এত ধুমধাম করে হয় না। ব্রহ্মার মন্দিরও খুবই গুপ্তই। কিন্তু শক্তি সেনার ভক্তিতেও খুব নাম-ডাক আছে। সেইজন্য শেষ অবধি স্টেজের ওপরে বিশেষ বাচ্চাদের পাঠ আছে। ব্রহ্মারও গুপ্ত পাঠ রয়েছে - অব্যক্ত রূপ অর্থাৎ গুপ্ত। ব্রাহ্মণদেরকে তৈরি করেছেন, আর তারপর ব্রহ্মার পাঠ গুপ্ত হয়ে গেছে। সরস্বতীকেও গুপ্ত দেখানো হয়, কারণ ড্রামাতে ওনারও গুপ্ত পাঠ চলছে। আদি ব্রাহ্মণ আত্মারা সবাই একে অপরের কাছে (সমীপ) এবং শক্তিশালী। শরীরও কমজোর নয়, শক্তিশালী। (জানকি দাদীর প্রতি) এ তো মাঝে একটু রেস্ট নেওয়ার সুযোগ হয়ে গেল। বাকি আর কিছুই নয়। এমনিতে তো রেস্ট করোই না। রেস্ট নেওয়ার কোনো কারণ তৈরী হয়ে যায়। প্রত্যেক দাদীদের মধ্যে খুব স্নেহ আছে তাইনা! বাবার সাথে সাথে নিমিত্ত আদি ব্রাহ্মণদের প্রতিও স্নেহ রয়েছে। তোমাদের সকলের ভালোবাসার আশীর্বাদ, শুভ ভাবনা, আদি ব্রাহ্মণ আত্মাদের সুস্থ সবল রাখে। খুব ভালো - সাইলেন্সের সেবার পাঠ ভালোই পাওয়া গেছে। কত অশান্ত আত্মারা আছে, কত প্রার্থনা করছে! তাদেরকে কিছু না কিছু অঞ্জলি তো দেবে না! দেবীদের কাছে গিয়ে শক্তি চায় না ? তো শক্তি দেওয়া তোমাদের - বিশেষ আত্মাদের কর্তব্য, তাই না ? দিন দিন এটা অনুভব করবে যে কোথা থেকে শান্তির কিরণ আসছে। তারপর খুঁজতে থাকবে, আর সবার নজর ভারত ভূমির ওপরে

আসবে। আচ্ছা।

অব্যক্ত মহাবাক্য - পার্টিদের সাথে -

১) নিশ্চয়-বুদ্ধি বিজয়ী আত্মা আমরা - এইরকম অনুভব করো তো ? নিশ্চয় সদা অটল থাকে তো ? নাকি কখনো টিলা-ঢালাও হয়ে যাও ? নিশ্চয়-বুদ্ধির লক্ষণ হল - সে প্রত্যেক কাজে, তা সে ব্যবহারিক হোক কিম্বা পরমার্থিক, প্রতিটি কার্যে বিজয়ের অনুভব করবে। কোনোরকম সাধারণ কাজই হোক না কেন, বিজয়ের অধিকার তার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। কারণ ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ জন্মসিদ্ধ অধিকার হলো - বিজয়। কোনো কাজেই তার মধ্যে হতাশা বা নিরাশা আসবে না। কারণ তার নিশ্চয় আছে যে বিজয় আমার জন্মসিদ্ধ অধিকার। তো এতখানি অধিকারের নেশা থাকে ! যাকে স্বয়ং ভগবান সহায়তা করছেন, তার বিজয় হবে না তো আর কার হবে! কল্প পূর্বের স্মরণিক হিসেবে দেখানো হয়েছে - যেখানে ভগবান আছেন সেখানে বিজয় আছেই। পাল্লব মাত্র পাঁচজন দেখাক না কেন, কিন্তু তারা বিজয়ী কেন হল ? ভগবান সাথে আছেন। যখন কল্প পূর্বের স্মরণিকায় বিজয়ী হয়েছে, তো এখনও বিজয়ী হবে তাইনা ? কখনো কোনো কাজে এই সংকল্প ওঠাই উচিত নয় যে - এটা হবে কি হবে না, বিজয় হবে কি হবেনা - এই কোশ্চেন উঠতেই পারে না। যে বাবার সাথে আছে তার কখনো হার হতেই পারে না। এটা কল্পে কল্পে নিশ্চিত হয়ে আছে এবং তা অটুট। এই ভবিষ্যতকে কেউ পরিবর্তন করতেই পারে না। এত দৃঢ় নিশ্চয় সদা সামনের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সর্বদা বিজয়ের খুশিতে নাচতে গাইতে থাকো।

২) নিজেকে সদা, ভাগ্যবিধাতার ভাগ্যবান বাচ্চা - এরকম অনুভব করো ? পদ্মাপদম ভাগ্যবান নাকি সৌভাগ্যবান ? যার এত শ্রেষ্ঠ ভাগ্য সে সদা আনন্দিত থাকবে। কারণ ভাগ্যবান আত্মার কোনো অপ্রাপ্তিই নেই। যেখানে সর্ব প্রাপ্তি আছে, সেখানে সদা আনন্দিত থাকবে। স্বল্পকালীন লটারিও যদি কেউ জেতে, তাহলেও তার মুখ দেখে বোঝা যায় যে সে কিছু একটা পেয়েছে। তো যে পদ্মাপদম ভাগ্য পেয়েছে সে কীরকম থাকবে ? এমন আনন্দে থাকবে যে, যে কেউ দেখে জিজ্ঞেস করবে - কি পেয়েছো বলতো ? যত পুরুষার্থে এগোতে থাকবে, ততো আর তোমার মুখে বলার প্রয়োজন পড়বে না। তোমার মুখমন্ডলই বুলিয়ে দেবে যে - এ কিছু পেয়েছে, কারণ মুখই তো আয়না। যেমন আয়নাতে যে জিনিস যেরকম, সেটা সেইরকমই দেখা যায়, সেইরকম তোমাদের মুখমণ্ডলই আয়নার কাজ করুক। তো এত এত আত্মারা যে সন্দেশ (বার্তা) পাবে, তোমরা এত সময় কোথায় পাবে যে তাদেরকে বসে শোনাবে। এমন সময় আসবে, যে শোনানোরও সময় পাওয়া যাবে না। তাহলে তখন সেবা কীভাবে করবে ? নিজের মুখমন্ডলের দ্বারা। যেমন মিউজিয়ামে সেবা করো ছবি(চিত্র) দেখিয়ে। চিত্র দেখেও লোকে প্রভাবিত হয়, তাই না! তেমনি, তোমার চৈতন্যরূপ চিত্র সেবার নিমিত্ত হয়ে যাবে - এইরকম চিত্র হিসেবে তৈরি হয়েছে ? এত চৈতন্য চিত্র তৈরি হয়ে গেলে আওয়াজ উর্ধ্বগামী হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। সব সময় চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে এটা মনে রাখো - আমরা হলাম চৈতন্য চিত্র। সারা বিশ্বের আত্মারা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। চৈতন্য চিত্রের মধ্যে কোন্ ব্যাপার সবাইকে আকর্ষণ করবে ? সর্বদা খুশি থাকো নাকি কখনো ঝামেলা চলে আসে ? নাকি ওখানে গিয়ে বলবে - এটা ওটা হয়েছিল তাই খুশি কম হয়ে গেছিল। যাই হয়ে যাক না কেন খুশি যেন চলে না যায়। এইরকম পাচ্চা তো ? বড় পেপার আসেও যদি, পাস হয়ে যাবে তো ? বাপদাদা সবার ফটো তুলছেন যে - কে কে হ্যাঁ বলছে। আবার এইরকম বলো না যে ওই সময় তো বলে ফেলেছি। মাস্টার সর্বশক্তিমানের সামনে কোনো কিছুই বড় ব্যাপার নয়। দ্বিতীয় কথা তোমাদের নিশ্চয় আছে - যে আমাদের বিজয় তো হয়েই পড়ে আছে। তাই, কোনো ব্যাপারই বড় নয়। যার কাছে সর্বশক্তির ঐশ্বর্য-ভান্ডার আছে, সে যে শক্তিকে অর্ডার করবে সেই শক্তিই তার সাহায্য করবে। শুধু অর্ডার-কারীর সাহস থাকা চাই। তো অর্ডার করতে জানো নাকি শুধু অর্ডার অনুযায়ী চলতেই জানো ? কখনো মায়ার অর্ডার অনুযায়ী তো চলোনা ? এইরকম নয় তো যে - কিছু ব্যাপার আসে আবার চলেও হয়ে যায় ? তার পরে ভাবতে থাকো - যদি এইরকম করতাম, তাহলে খুবই ভালো হতো। এমনটা নয় তো ? দরকারের সময় সর্ব-শক্তির কাজ করতে শুরু করে, নাকি একটু পরে আসে ? যদি মাস্টার সর্বশক্তিমানের সিটে সেট থাকো তাহলে কোনো শক্তি অর্ডার মানবে না - এইরকম হতেই পারে না। যদি সিট ছেড়ে নিচে নেমে আসো, তারপরে অর্ডার করো তাহলে তো তারা মানবে না। লোকিকেও, কেউ যদি চেয়ারে না থেকে অর্ডার করে, তাহলে কিন্তু তার কথা কেউ মানে না। যদি কোনো শক্তি অর্ডার না মানে, তার মানে - অবশ্যই পজিশন এর সিট থেকে নিচে নেমে এসেছিলো। তাহলে সদা মাস্টার সর্বশক্তিমানের সিটে সেট হয়ে থাকো, সদা অচল স্থির থেকে, আলোড়নে আলোড়িত হয়ে না। বাপদাদা বলেন - শরীরও যদি চলে যায় তো যাক কিন্তু খুশি যেন না যায়। এর তুলনায় পয়সা তো কিছুই নয়। যার কাছে খুশির ঐশ্বর্য আছে তার কাছে কোনো ব্যাপারই বড় নয় আর বাপদাদা সদা সহযোগী, সেবাধারী বাচ্চাদের সাথে আছেন। বাচ্চা বাবার সাথে আছে, তো, কোনো ব্যাপারই

বড় নয়। তাই ঘাবড়ানোর কোনো ব্যাপার নেই। বাবা আছেন বসে, বাচ্চাদের আর কিসের চিন্তা। বাবা তো হলেন সম্পূর্ণ ভরপুর। যেকোনো উপায়েই বাচ্চাদের লালন পালন করবেন বাবা, তাই নিশ্চিন্তে থাকো। দুঃখধামে সুখধাম স্থাপন করছো, তাইতো দুঃখধামে আলোড়ন তো হবেই। গরমকালে তো গরম লাগবেই, তাই না! কিন্তু বাবার বাচ্চারা সদাই সেফ থাকবে, কারণ সঙ্গে বাবা আছেন।

সমস্ত বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার সন্দেশ -

সব তপস্বী বাচ্চাদেরকে - স্মরণের স্নেহ-সূমন। দেখো বাচ্চারা, সময়ের সমাচার শুনেও, উচ্চ থেকেও উচ্চ সাক্ষীর আসনে আর নিশ্চিন্ত (বেফিকর) বাদশাহের সিংহাসনে বসে সব খেলা দেখছো তো? এই ব্রাহ্মণ জীবনে তো - স্বপ্নেও ঘাবড়ানোর সংকল্প উঠতে পারে না। এই তপস্যা বছরের নিরন্তর একাগ্রতার অগ্নিতে, অসীমের বৈরাগ্য বৃত্তি প্রজ্বলিত করার পাখনা সংযোজিত হচ্ছে। তোমরা বাবার সমান সম্পন্ন হওয়ার সংকল্প করছ, অর্থাৎ বিজয় পতাকা ওড়ানোর প্ল্যান বানিয়েছ, তো অন্যদিকে সমাপ্তির আলোড়নও এর সাথে সাথে নির্ধারিত, তাই না? ড্রামার রিল শেষ করার উপায়ই হচ্ছে রিহার্সাল, তাই নাথিং নিউ।

সময়ের পরিস্থিতিকে বিবেচনা করে এখানে আসা যাওয়াতে, কিন্তা কোনো জিনিস পাওয়াতে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু মনের সংকল্পে দোটানা যেন না হয়। যখন যে পরিস্থিতিতেই থাকো না কেন, দিলখুশ মিঠাই খেতে থাকো। খুশিতে থাকো আর ফরিস্তার মতো উড়তে থাকো। সাথে সাথে এই সময় প্রত্যেক সেন্টারে বিশেষ তপস্যার প্রোগ্রাম যেন চলতে থাকে। যে যত বেশি সময় বের করতে পারবে, তত সাইলেন্সের সহযোগ দাও। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

বরদান:- সর্ব ঐশ্বর্যে (খাজানা) সম্পন্ন হয়ে সকল সময় সেবা কার্যে বিজি থাকা বিশ্ব কল্যাণকারী ভব বিশ্ব কল্যাণের নিমিত্ত হওয়া আত্মা সর্ব প্রথম নিজে সর্ব ঐশ্বর্যে সম্পন্ন হবে। যদি জ্ঞানের সম্পদ হয়, পূর্ণ জ্ঞান থাকবে, এতটুকুও কম থাকবে না, তবেই বলা হবে ভরপুর। কারো কারো কাছে সম্পদে পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও সময় মতো তাকে কাজে লাগাতে পারে না। সময় চলে যাওয়ার পরে ভাবতে বসে, তবে তাকেও ফুল (full) বলা যাবে না। বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মার মনসা, বাচা, কর্মণা, সম্বন্ধ - সম্পর্কে সকল সময় সেবাতে বিজি থাকে।

স্লোগান:- জ্ঞান আর যোগের নেচার বানিয়ে নাও তবে সকল কর্ম ন্যাচারাল শ্রেষ্ঠ আর যুক্তিযুক্ত হবে।

সূচনা: আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সকল রাজযোগী তপস্বী ভাই-বোনেরা সন্ধ্যা ৬. ৩০ মিনিট থেকে ৭. ৩০ মিনিট পর্যন্ত, বিশেষ যোগের অভ্যাসের সময় নিজেদের পূর্বজ ভাবের স্বমানে স্থিত থেকে, কল্প বৃক্ষের জড়ে (মূল) বসে সম্পূর্ণ বৃক্ষকে শক্তিশালী যোগের দান দিয়ে, নিজেদের বংশাবলীর দিব্য পালনা করুন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2

Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ঈশ্বরীয় পরিবারভুক্ত, ঈশ্বরীয় পরিবারের নিয়ম হলো - ভাই-ভাই হয়ে থাকা, ব্রাহ্মণকুলের নিয়ম হলো ভাই-বোন হয়ে থাকা, সেইজন্য বিকারের দৃষ্টি থাকতে পারে না"

*প্রশ্নঃ - এই সঙ্গমযুগ হলো কল্যাণকারী যুগ - কীভাবে ?

*উত্তরঃ - এইসময়েই বাবা নিজের আদরের সন্তানদের সম্মুখে আসেন আর তাঁর - বাবা, শিক্ষক, সঙ্গুরু রূপের ভূমিকা চলতে থাকে। বাচ্চারা, এ'টাই হলো কল্যাণকারী সময় যখন তোমরা বাবার পৃথক মত, যা নরককে স্বর্গে পরিণত করে বা সকলকে সঙ্গতি প্রদান করে, সেই শ্রীমৎ-কে জানো এবং সেই অনুসারে চলো।

*প্রশ্নঃ - তোমাদের সন্ন্যাস হলো সতোপ্রধান সন্ন্যাস - কীভাবে ?

*উত্তরঃ - বুদ্ধির দ্বারা এই সময় তোমরা সমগ্র পুরোনো দুনিয়াকে ভুলে যাও। তোমরা এই সন্ন্যাসের দ্বারা কেবল বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো, পবিত্র হও আর সংযম রাখো, যারফলে দেবতা হয়ে যাও। ওদের সন্ন্যাস হলো সসীমের (হদের), অসীমের নয়।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকে অনুপম....

ওম্ শান্তি । সর্বপ্রথমে বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। ৫ হাজার বছর পূর্বেও বাবা বলেছিলেন যে মন্মানাভব । দেহের সমস্ত সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করে নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করো। সকলে নিজেদের আত্মা মনে করো কি ? নিজেকে কেউ পরমাত্মা মনে করো না তো ? গায়নও করে পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা, মহান আত্মা। মহান পরমাত্মা বলা হয় না। আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র পাওয়া যায়। খাদ আত্মাতেই পড়ে। বাবা বসে বাচ্চাদের যুক্তি সহকারে বোঝান। এ তো অবশ্যই যে আত্মা রূপে আমরা সকলেই হলাম ভাই-ভাই আর শরীরের সম্বন্ধে এলে তখন হলো ভাই-বোন। এখন কোনো যুগল বসে রয়েছে তাদেরকে যদি বলা নিজেদের ভাই-বোন মনে করো তাহলে রুষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এই নিয়ম বোঝানো হয় যে আমাদের অর্থাৎ সমস্ত আত্মাদের বাবা এক তাই ভাই-ভাই হয়ে গেছে। তারপর মানুষের শরীরে আসেন তখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করে থাকেন। তাহলে অবশ্যই ওঁনার মুখ-বংশজাতরা পরস্পর ভাই-বোন হয়ে যায়। সকলে বলেও যে পরমপিতা পরমাত্মা। বাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। আমরা ওঁনার সন্তান তাহলে আমরা কেন স্বর্গের মালিক হবো না! কিন্তু স্বর্গ তো থাকেই সত্যযুগে। এমন নয় যে বাবা এসে কোনো নতুন সৃষ্টি রচনা করেন। বাবা এসে পুরোনোকে নতুন করেন অর্থাৎ এই বিশ্বকে পরিবর্তন করেন। তাহলে অবশ্যই বাবা এখানে এসেছেন। ভারতকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দিয়েছেন। তারই স্মারকচিহ্ন হলো সোমনাথের মন্দির যা সবচেয়ে বড় বানানো হয়েছে। বরাবর ভারতে এক দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, আর কোনো ধর্ম ছিল না, আর সব পরে বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। তাহলে অবশ্যই বাকি সমস্ত আত্মারা নির্বাণধামে বাবার কাছে থাকবে। ভারত জীবন্মুক্ত ছিল। সূর্যবংশীয় ঘরানায় ছিল। এখন জীবনবন্ধতে আছে। জনকের উদাহরণও আছে যে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। সমগ্র স্বর্গকেই বলা হয়ে থাকে জীবনমুক্তি। আবার তাতেও যারা যেমন পরিশ্রম করেছে তেমনই পদ প্রাপ্ত করেছে। সকলকেই জীবনমুক্ত বলবে। তাই অবশ্যই মুক্তি-জীবনমুক্তি দাতা একমাত্র সঙ্গুরু হওয়া উচিত। কিন্তু এ'কথা কারোর জানা নেই। এখন সকলেই মায়ার বাঁধনে রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে ঈশ্বরের মতি-গতি সম্পূর্ণ আলাদা..., ওঁনার হলো শ্রীমৎ। তিনি আসেন অবশ্যই। ভবিষ্যতে সকলেই বলবে যে ও, প্রভু। তোমরা এখন বলছো যে -- ও, প্রভু, এই নরককে স্বর্গে পরিণত করার পরিকল্পনা একদম আলাদা। তোমরা জানো যে পুনরায় আমরা সহজ রাজযোগ শিখছি। কল্প-পূর্বেও সঙ্গমেই শিখিয়েছিলেন, তাই না! বাবা স্বয়ং বলেন - "আদরের বাচ্চারা", আমি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সম্মুখেই আসি। তিনি হলেন সুপ্রীম বাবাও, আবার সুপ্রীম টিচারও। নলেজ দেন আর কেউই এই সৃষ্টি চক্রের নলেজ দিতে পারে না। এই সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্ত বা ওয়ার্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফীকে কেউ জানে না। পরমপিতা পরমাত্মা স্থাপনা এবং বিনাশের কার্য কিভাবে সম্পন্ন করান, তা কেউই জানেনা। বাচ্চারা, তোমরা এখন জেনে গেছো। মানুষ থেকে দেবতা হতে(বেশী সময় লাগে না)... এই মহিমা হলো ওঁনার। পূতিগন্ধময় কাপড় ধোয়..... এখন প্রত্যেকেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমরা পূতিগন্ধময় (পতিত) আছি নাকি পবিত্র হয়েছি ? এ হলো অকাল সিংহাসন, তাই না! অকালমূর্তি ওঁনার আসন কোথায় ? সে তো অবশ্যই হলো পরমধাম বা ব্রহ্ম মহাত্ম। আমরা আত্মারাও ওখানেই থাকি। ওঁনাকেও অকাল-তখত বলা হয়ে থাকে। ওখানে কেউ আসতে পারে না। সেই সুইট হোমে আমরা থাকি, বাবাও ওখানে থাকেন। এছাড়া ওখানে থাকার জন্য কোনো আসন বা সিংহাসন ইত্যাদি নেই। ওখানে তো অশরীরীরা থাকে, তাই না! সেইজন্য বোঝানো উচিত যে সেকেন্ডে

জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ, সুযোগ্য হয়ে ওঠে। বাবা বলেন যে শিববাবাকে স্মরণ করো, বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো। এখন তোমরা ব্রহ্মপুরীতে বসে রয়েছে। তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান আর শিববাবার বাচ্চাও। যদি নিজেদের ভাই-বোন মনে না করো তাহলে কাম-বিকারে পতিত হবে। এ হলো ঈশ্বরীয় পরিবার। প্রথমে তোমরা বসে রয়েছে, তারপর দাদাও আছেন, বাবাও আছেন আর তোমরা হলে ঊনার সন্তান, তাহলে তোমরা হলে ব্রহ্মার দ্বারা প্রাপ্ত শিববাবার সন্তান। তাই তোমরা হলে শিবের পৌত্র। পুনরায় মানুষের শরীরে এলে তখন ভাই-বোন হয়। এইসময় তোমরা ভাই-বোন প্র্যাকটিক্যালি রয়েছে। এ হলো ব্রাহ্মণদের কুল। এ হলো বুদ্ধির দ্বারা বোঝার মতন বিষয়। জীবনমুক্তিও সেকেন্ডে পাওয়া যায়। এছাড়া পদ তো অনেক আছে। ওখানে দুঃখ প্রদানকারী মায়া তো থাকে না। এ'রকম নয় যে সত্যযুগ থেকে নিয়ে কলিযুগ পর্যন্ত রাবণকে জ্বালাতে থাকবে। মানুষ বলে যে পরম্পরাগতভাবে জ্বালিয়ে আসছে, এটা অসম্ভব। স্বর্গে অসুর আসবে কোথা থেকে ? বাবা বলেছেন, এ হলো আসুরীয় সম্প্রদায়। আবার ওদের নাম রেখে দিয়েছে অকাসুর-বকাসুর। বলে যে, কৃষ্ণ গরু চড়িয়েছিল, এই পাটও প্লে হয়েছে, শিববাবার গরু হলো তোমরা, তাই না! শিববাবা সকলকে জ্ঞান ঘাস খাওয়ান। (জ্ঞান) ঘাস খাওয়ান, প্রতিপালন করে থাকেন তিনিই। মানুষ মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের মহিমা কীর্তন করে যে তোমরা সর্বগুণসম্পন্ন আর আমরা হলাম নীচ, পাপী...। নিজেদের দেবতা বলতে পারে না, হিন্দু বলে থাকে। আসল নাম হলো ভারত। গীতাতেও রয়েছে -- যদা যদাহি ধর্মস্য.... গীতায় হিন্দুস্তান তো বলা হয়নি। এ হলো ভগবানবাচ। ভগবান হলেন অদ্বিতীয়, নিরাকার যাঁকে সকলেই জানে। স্বর্গে থাকে সমস্ত দেবী-গুণসম্পন্ন মানুষ। তাদেরকেই ৮৪ জন্ম নিতে হবে। তাহলে অবশ্যই স্বর্গ থেকে নরকে আসবে। নিজেই পূজ্য নিজেই পূজারী। তারও অর্থ আছে, তাই না! নাস্তার ওয়ান পূজ্য হলেন শ্রীকৃষ্ণ। কৈশোর অবস্থাকে সতাপ্রধান বলা হয়ে থাকে। বাল্য অবস্থাকে সতো, যুবা হলো রজো, বৃদ্ধ হলো তমো। সৃষ্টিও সত্য:-রজ:-তমঃ হয়। কলিযুগের পরে পুনরায় সত্যযুগ আসা উচিত। বাবা আসেনই সঙ্গমে। এ হলো অতি কল্যাণকারী যুগ। এ'রকম কোনও যুগ হতে পারে না। সত্যযুগ থেকে ত্রেতায় এলে, তাকে কল্যাণকারী বলা যাবে না কারণ দুই কলা কম হলে তাকে কল্যাণকারী যুগ কিভাবে বলবে ? তারপর দ্বাপরে এলে আরও কলা কমে যাবে। তখন এ আর কল্যাণকারী যুগ রইলো না। কল্যাণকারী হলো এই সঙ্গমযুগ, যখন বাবা বিশেষভাবে ভারতকে আর সাধারণভাবে সকলকেই সঙ্গতি দেন। এখন তোমরা স্বর্গের জন্য পুরুষার্থ করছো। বাবা বলেন যে এই দেবী-দেবতা ধর্মই সুখ দেবে। তোমরা নিজের ধর্মকে ভুলে গেছো তবেই অন্যান্য আরো ধর্মে প্রবেশ করেছে। বাস্তবে তোমাদের ধর্ম হলো সবথেকে উঁচু। এখন পুনরায় তোমরা সেই রাজযোগ শিখছো, সেইজন্য শ্রীমতে চলতে হবে। বাকি সকলেই চলে আসুরীয় রাবণ মতানুসারে। সকলের মধ্যেই ৫ বিকার আছে, তারমধ্যেও প্রথম নশ্বরে হলো অশুদ্ধ অহংকার। বাবা বলেন দেহ-অহংকার ত্যাগ করে দেহী-অভিমানী হও, অশরীরী ভব। তোমরা আমায় অর্থাৎ বাবাকে ভুলে গেছো। এও হলো গোলকধাঁধার খেলা। অনেকে আবার বলে নীচে যখন পড়তেই হবে তখন পুরুষার্থ কেন করবো? আরে, পুরুষার্থ না করলে স্বর্গের রাজত্ব কিভাবে পাবে ? ড্রামাকেও বুঝতে হবে। এ হলো একই সৃষ্টি, যা আবর্তিত হতেই থাকে। সত্যযুগের আদি(শুরুও) হলো সত্য, থাকেও সৎ, হবেও সত্য.....বলাও হয়ে থাকে যে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী রিপিট হয়। তাহলে কবে শুরু হবে? কিভাবে শুরু হবে? তারজন্য তোমরা পুরুষার্থ করো। বাবা বলেন -- পুনরায় তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি। তোমরাও শেখো। রাজত্ব স্থাপন হবে। যাদব, কৌরব শেষ হয়ে যায় আর জয়-জয়কার হয়। তারপর মুক্তি-জীবনমুক্তির দ্বার খুলে যায়। নাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ থাকে। যখন লড়াই লাগে তখনই গেট খোলে। বাবা এসে গাইড হয়ে নিয়ে যান। মুক্তিদাতাও তিনি। মায়ার ফাঁদ থেকে মুক্ত করে। গুরুদের শৃঙ্খলে সম্পূর্ণ আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অত্যন্ত ভয় পায় যে কখনো গুরুর আঙ্গা না মানলে, কিছু অভিশাপ না দিয়ে দেয়। আরে, আঙ্গা তো তোমরা কোথায় মানো! ওরা হলো নির্বিকারী পবিত্র আর তোমরা হলে বিকারী অপবিত্র। গুরুদের জন্য মানুষের কত ভাবনা থাকে। কি করে, কিছুই জানা নেই। ভক্তিমার্গের প্রভাব রয়েছে। এখন তোমরা সমঝদার চালাক(শেয়ানা) হয়েছে, তোমরা জানো যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর হলেন সৃষ্টালোক-নিবাসী। তারমধ্যেও ব্রহ্মা তথা বিষ্ণুর ভূমিকা এখানেই পালন করা হয়। শঙ্করের এখানে আসার প্রয়োজনই নেই। এখানে থাকে জগদম্বা, জগৎ-পিতা আর তোমরা বাচ্চারা। তারপর এত-এত ভূজবিশিষ্ট দেবী ইত্যাদিদের বসে-বসে বানিয়ে থাকে, প্রচুর চিত্র রয়েছে। এইসমস্ত চিত্র হলো ভক্তিমাগীয়েদের জন্য। মানুষ তো মানুষই। রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতিদেরকেও চার ভূজ দিয়ে দেয়। দীপাবলীতে মহালক্ষ্মীর পূজা করে, সে'টা হলো দুই ভূজ লক্ষ্মীর আর দুইভূজ নারায়ণের সেইজন্য দুইজনেরই পূজা হয়, যুগলরূপে। এ হলো প্রবৃত্তিমার্গ, আর কিছুই নয়। কালীর জিব কিরকম দেখানো হয়। কৃষ্ণকেও কালো করে দিয়েছে। বাম-মার্গে যাওয়ার কারণে কালো হয়ে যায়। তারপর জ্ঞান চিতায় বসে গৌরবর্ণের(ফর্সা) হয়ে যায়। জগদম্বা হলেন এমন মিষ্টি মাছা যিনি সকলের মনোকামনা পূর্ণ করেন, তাঁর মূর্তিকেও কালো করে দিয়েছে। কত দেবী(মূর্তি) তৈরী করে। পূজা করে সমুদ্রে(জলে) ডুবিয়ে দেয়। তাহলে এ'সব হলো পুতুল-পূজা, তাই না! বাবা বলেন -- এইসব ড্রামায় নির্ধারিত, আবারও হবে। ভক্তিমার্গে বিস্তার অনেক। কত মন্দির, কত চিত্র, শাস্ত্র ইত্যাদি রয়েছে। সে'কথা আর জিজ্ঞাসা করো না। ওয়েস্ট অফ টাইম(সময় নষ্ট)..... ওয়েস্ট অফ মানি(অর্থ

নাশ).....মানুষ এইসময় একদমই তুচ্ছ বুদ্ধিসম্পন্ন। কড়ি-তুল্য হয়ে যায়। বাবা বলেন, ভক্তিমাগে এখন অনেক ধাক্কা খেয়েছো। এখন বাবা তোমাদের এই ঝগড়া থেকে মুক্ত করে দেন। কেবল বাবাকে আর উত্তরাধিকার-কে স্মরণ করো আর অতি পবিত্রও হতে হবে। সংযমও রাখতে হবে। নাহলে যেমন অল্প তেমনই মন হয়ে যায়। সন্ন্যাসীদেরকেও গৃহস্থীদের কাছে জন্ম নিতে হয়। ওটা হলো রজোপ্রধান সন্ন্যাস। এটা হলো সতোপ্রধান সন্ন্যাস। তোমরা পুরোনো দুনিয়ার থেকে সন্ন্যাস নাও। সেই সন্ন্যাসেও কত শক্তি আছে। প্রেসিডেন্টও গুরুর সম্মুখে মাথা নত করে। ভারত পবিত্র ছিল। তার মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে। ভারতবাসী সর্বগুণসম্পন্ন ছিল। এখন তো সম্পূর্ণ বিকারী। দেবতাদের মন্দিরে যায় তাহলে অবশ্যই সেই ধর্মের হবে। গুরুনানকের মন্দিরে গেলে তখন অবশ্যই শিখ ধর্মের হবে, তাই না! কিন্তু এরা সকলেই নিজেদের দেবতা ধর্মের বলতে পারে না কারণ পবিত্র নয়। এখন বাবা বলেন -- পুনরায় আমি শিবালয় তৈরী করতে এসেছি। স্বর্গে কেবল দেবী-দেবতারাই থাকেন। পুনরায় এই জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। গীতা, রামায়ণ ইত্যাদি সব শেষ হয়ে যাবে। ড্রামানুসারে পুনরায় আপন সময়ে আসবে। কত বুঝবার মতন বিষয়। এই পাঠশালাই হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। মানুষ কিন্তু মানুষের সঙ্গতি কখনোই করতে পারে না। অল্পকালের সুখ তো সকলেই একে-অপরকে দিতে থাকে। এখানে হলো অল্পকালের সুখ, বাকি হলো দুঃখই দুঃখ। সত্যযুগে দুঃখের নামই নেই, নামই হলো স্বর্গ, সুখধাম। স্বর্গের নামের কত মহিমা। বাবা বলেন -- অবশ্যই গৃহস্থী জীবনে থাকো, কিন্তু এই অস্তিম জন্মে বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আমরা হলো তোমার সন্তান। এই অস্তিম জন্মে অবশ্যই পবিত্র হয়ে, পবিত্র দুনিয়ার উত্তরাধিকার নেব। বাবাকে স্মরণ করা অত্যন্ত সহজ। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহ-অহংকার ত্যাগ করে দেহী-অভিমানী হতে হবে। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

২) ড্রামাকে যথাযথভাবে বুঝে পুরুষার্থ করতে হবে। ড্রামায় থাকলে করবো, এরকম ভেবে পুরুষার্থহীন হওয়া উচিত নয়।

বরদানঃ:- সঙ্গমযুগের মাহাত্ম্যকে জেনে শ্রেষ্ঠ প্রালঙ্কার রচনাকার তীর পুরুষার্থী ভব
সঙ্গমযুগ হলো ছোট যুগ, এই যুগেই বাবার সাথে অনুভব হয়। সঙ্গমের সময় এবং এই জীবন দুই-ই হীরেতুল্য। সেইজন্য এত মাহাত্ম্য জানার ফলে, এক সেকেন্ডও সঙ্গ ছাড়বে না। সেকেন্ড চলে গেলে তখন সেকেন্ড নয় বরং অনেককিছু চলে যায়। এই যুগ হলো সমগ্র কল্পের শ্রেষ্ঠ প্রালঙ্ক জমা করার, যদি এই যুগের মাহাত্ম্যকেও স্মরণে রাখো তবে তীর পুরুষার্থের দ্বারা রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত করে নেবে।

স্নোগানঃ:- সকলকে স্নেহ এবং সহযোগ দেওয়াই হলো বিশ্ব সেবানারী হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অর্ধেক কল্প তোমরা দেহের যাত্রা করেছে, এখন আত্মিক যাত্রা করো, ঘরে বসে বাবার স্মরণে থাকা, এ হলো আশ্চর্যজনক যাত্রা"

*প্রশ্নঃ - বাবা বাচ্চাদের কোন্ একটি বিষয়ে খুবই আশ্চর্য হন ?

*উত্তরঃ - যেই সম্পদের জন্য বাচ্চারা অর্ধেক কল্প ধাক্কা খেয়েছে, ডাকতে থেকেছে, সেই সম্পদ প্রদানকারী যখন এসেছেন, তখন তাঁর হয়েও তালুক দিয়ে দেয়, বাবা তখন আশ্চর্য হন, বাচ্চারা চলতে - চলতে উচ্ছে যাওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নীচে পড়ে যায়, এও কেমন আশ্চর্যের ।

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চারা বাবার কাছে খুব ভালো দক্ষিণা পায় ?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা বাবার রচিত এই রুদ্র যন্ত্রের খুব ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে, আর সদা শ্রীমতে চলে, তারা বাবার কাছে খুব ভালো দক্ষিণা পায় ।

*গীতঃ- আমাদের তীর্থ হল অনুপম....

ওম্ শান্তি । আধ্যাত্মিক যাত্রীরা এই গীত শুনেছে । তোমরা বাচ্চারা হলে আত্মা রূপী যাত্রী । ওরা, যারা তীর্থযাত্রা করে, তাদের বলা হয় দেহের যাত্রী । ওই দেহের যাত্রাও অর্ধেক কল্প ধরে চলে । জন্মের পর জন্ম তোমরা এই যাত্রাই করে এসেছো । ওরা দেহের যাত্রা করে তারপর আবার ঘরে ফিরে আসে । তোমাদের এ হলো আধ্যাত্মিক বা আত্মিক যাত্রা । ওরা হলো দেহের পাণ্ডা । তোমরা হলে আত্মা রূপী পাণ্ডা । তোমাদের মতো পাণ্ডাদের মালিক কে ? নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা । তাঁকে বলা হয় পাণ্ডব সেনার আদি পিতা । তোমরা জানো যে, আমরা দেহ বোধে ছিলাম, এখন বাবা এসে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের আবার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেহী - অভিমাত্রী তৈরী করছেন । তোমরা এখন আত্মিক যাত্রায় রয়েছো, এখানে কোনো কর্মেন্দ্রিয়ের কথা থাকে না । তীর্থ যাত্রাতে মানুষ সর্বদা পবিত্র থাকে তারপর ফিরে এসে বিকারী হয়ে যায় । এই তীর্থ যাত্রায় গৃহস্থরাই যায় । নিবৃত্তি মার্গ বাস্তবে হলো গৃহস্থ ধর্ম থেকে পৃথক । তীর্থ যাত্রাতে যে পাণ্ডা নিয়ে যায় তারা সবসময় ব্রাহ্মণই হয় । গীতও আছে - চার ধাম প্রদক্ষিণ করলাম, তবুও বাবার থেকে দূরে রইলাম । বাবা এখন তোমাদের যাত্রাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পবিত্র বানান । তিনি মুক্তিধাম, জীবনমুক্তিধামে নিয়ে যাবেন, তারপর এই পতিত দুনিয়াতে আসতেই হবে না । ওরা তো দেহের তীর্থ যাত্রা করে আবার ফিরে আসে, এসে মন্দ কাজ করে । তীর্থ যাত্রাতে ক্রোধ করাও মানা করা হয় । বিশেষ করে সেই সময়ে মানুষ পতিত হয় না । চার ধামের যাত্রা করতে তিন - চার মাস লেগে যায় । তোমরা আত্মারা এখন জানো যে, আমরা ফিরে যাচ্ছি । বাবার নির্দেশ হলো, যতটা সম্ভব আমার স্মরণে থাকো । এ হলো মুক্তিধামের যাত্রা । তোমরা ওখানে ফিরে যাচ্ছে । তোমরা ওখানকার অধিবাসী । বাবা প্রত্যেকদিনই বলেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, আর তোমরা এগিয়ে যেতে থাকবে, ঘরে বসে তোমরা যদি এই যাত্রা করো, তাহলে এ তো আশ্চর্যের যাত্রা হলো, তাই না । যোগ অগ্নির দ্বারা সব পাপ নাশ হয় । অর্ধেক কল্প তোমরা এই দেহের যাত্রা করেছে । প্রথমে অব্যভিচারী যাত্রা ছিলো, তারপর ব্যভিচারী যাত্রা হয়েছে । পূজাও প্রথমে তোমরা এক শিবেরই করো, তারপর ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করের পূজা হয়, তারপর লক্ষ্মী - নারায়ণ ইত্যাদির পূজা হয় । শিব বাবা আর অন্য দেবী - দেবতার কর্তব্য সম্বন্ধে জানেই না । পুতুলের তো কোনো কর্তব্য হয় না । শিব বাবার কর্তব্য না জানা, সে তো যেন পাথরের পূজা হয়ে গেলো । তবুও তোমাদের কিছু না কিছু মনোকামনা পূরণ হয় । সত্যযুগে কোনো দেহের যাত্রা হয় না । ওখানে মন্দির ইত্যাদি কোথা থেকে আসবে । এ তো হলো ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া । মানুষ নিজেকে পতিত মনে করে, তাই তো পবিত্র হওয়ার জন্য গঙ্গা স্নান করে । কুস্ত্র মেলার রহস্যও তোমাদের বুঝিয়ে বলা হয়েছে । এই হলো প্রকৃত সঙ্গম । গায়নও আছে যে, আত্মা - পরমাত্মা পৃথক আছে বহুকাল, সুন্দর মেলা করা হয়েছে.... সঙ্গুরু, পতিত পাবন দালাল রূপে এসে মিলিত হন । তাঁর তো নিজের শরীর নেই । এই দালালের দ্বারা আত্মাদের নিজের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করান, অথবা বাচ্চাদের নিজের পরিচয় প্রদান করেন । বাচ্চারা, আমি এসেছি তোমাদের শান্তিধামের যাত্রাতে নিয়ে যেতে, পাবন দুনিয়াতে নিয়ে যেতে । বাচ্চারা জানে যে, ভারত পবিত্র ছিলো । এখানে একই আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো । আর্য ধর্ম ছিলো না । আর্য আর অনার্য । দেবতাদের যদি আর্য বলা হয়, তাহলে আর্য ধর্মে কারা রাজত্ব করতো ? আর্য বলা হয় শিক্ষিতদের । এই সময় সব অনার্য, অশিক্ষিত । বাপদাদাকে জানেই না । উঁচুর থেকে উঁচু হলেনই শিব বাবা, তারপর ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর, তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মা, তাহলে জগদম্বাও প্রজামাতা হলেন । এনার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা হয় । ইনি হলেন দত্তক সন্তান । কে দত্তক নেন ? পরমপিতা পরমাত্মা । তোমরা জানো যে, আমরা তাঁর

সন্তান, কিন্তু বাবাকে ভুলে অনাথ হয়ে গেছে। কেউই গড ফাদারের কর্তব্য সম্বন্ধে জানে না। বাবা এসে এমন সন্তানদেরই পাবন বানান। বাবাই তোমাদের মতো বাচ্চাদের পবিত্রতার শিক্ষা দান করেন। তোমরা যখনই যেখানে যাবে, তাঁকে স্মরণ করতে হবে। মায়া তোমাদের প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়। এ তো যুদ্ধের ময়দান, তাই না। তোমরা বাবার হয়ে যাও, মায়া আবার তোমাদের নিজের করে নেয়। এ হলো প্রভু আর মায়ার নাটক। বাবার হয়ে আবার আশ্চর্যবৎ শুনলি - ভাগলি হয়ে যায়। এই মায়াও অতি বলবান। এই বুদ্ধি যোগ বলের যুদ্ধ বাবা ব্যতীত আর কেউই শেখাতে পারে না। সর্ব শক্তিমান বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হলেই শক্তি পাওয়া যায়। তোমরা জানো যে, এখন পবিত্র হয়ে আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে এখানে অভিনয় করার জন্য এই শরীর ধারণ করেছি। আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি। এ হলো শেষের দিকে ছোটো এবং মহান কল্যাণকারী যুগ। তোমরা সমস্ত জ্ঞান গঙ্গারা জ্ঞান সাগর থেকে নির্গত হয়েছে।

বাবা বলেন, তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে তোমাদের আয়ুও বৃদ্ধি পাবে আর ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য তোমরা অমর হয়ে যাবে। তোমাদের অকালে মৃত্যু কখনোই হবে না। সময় মতো তোমরা নিজেরাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করো। চলতে - ফিরতে তোমাদের বাবার স্মরণে থাকতে হবে। এই স্মরণের দ্বারাই তোমরা সৃষ্টিকে পবিত্র বানাও। বাবা এসেছেনই তোমাদের পবিত্র বানাতে। চারাও তাদেরই লাগবে যারা দেবতা ছিলেন। এখন যারা শূদ্র হয়ে গেছে, বা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে, তারা সবাই বেরিয়ে আসবে। সকলেরই নিজের - নিজের সেকশন আছে। এখানেও সকলের নিজের নিজের নিয়ম আছে। এ আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের চারা লাগানো হচ্ছে। যারা প্রথমে ব্রাহ্মণ হয়েছিলো, তারাই আবার আসবে। ব্রাহ্মণ হওয়া ব্যতীত দেবতা হতে পারবে না। ব্রহ্মার না হলে শিব বাবার সম্পদের অধিকারী হতে পারবে না। যারা দেবতা ধর্মের, তারা অবশ্যই ব্রাহ্মণ ধর্মে আসবে। তোমরা এখন কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছে। কাউকেই দুঃখ দাও না। তোমাদের সবথেকে বড় শত্রু হলো রাবণ। এই পাঁচ বিকার রূপী শত্রু গুপ্ত। অর্ধেক কল্প ধরে সবাইকে লড়াই করে ফেলে দিয়ে পতিত বানিয়ে দিয়েছে। বাবা এখন এই যজ্ঞ রচনা করেছেন। অসীম জগতের বাবা এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছেন, যাতে সবকিছুই স্বাধা করতে হবে। যেই ঘোড়ার উপর আত্মা বিরাজিত আছে, সেই সবকিছুই। নামই হলো - রাজস্ব, রাজস্বের জন্য এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। স্বর্গ স্থাপনার জন্য বাবা কতো বড় যজ্ঞ রচনা করেছেন। তোমরা জানো যে, এখন এই দুনিয়ার পরিবর্তন হয়ে যাবে। তোমাদের হৃদয়ে এই নেশা থাকে। বাবা এই যজ্ঞ রচনা করেছেন - একে খুব ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। যারা শ্রীমতে চলবে তারা খুব ভালো দক্ষিণা পাবে। যজ্ঞের খুব ভালো দেখভাল করলে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হতে পারবে। যেই সম্পদের জন্য তোমরা অর্ধেক কল্প ধাক্কা খেয়ে এসেছো, বাবা এসেছেন সেই সম্পদ দান করতে, এমন বাবাকে আবার তালুক দিয়ে দেয় দেখে বাবা আশ্চর্য হয়ে যান। সজনীরা এমন গান গাইতো যে - তোমার প্রতি বলিহারি যাবো। এখন যখন এসেছি, তখন তোমরা আমার হয়েও আবার তালুক দিয়ে দাও। তারা তখন উষ্ণে যাওয়ার পরিবর্তে নীচে পড়ে যায়। উঁচুতে চড়লে বৈকুণ্ঠের রস চাখতে পারবে.... তফাৎ তো আছেই, তাই না। কোথায় প্রাইম মিনিষ্টার ইত্যাদি আর কোথায় ভীল জাতীয় সম্প্রদায়। তাই তোমাদের এখন পুরুষার্থ করে বাবার কাছ থেকে রাজস্ব নেওয়া উচিত। এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এই যজ্ঞে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। ভক্তিমার্গের জন্য শাস্ত্র ইত্যাদি এইসব জিনিস তৈরী হয়েছে। ভগবান তো একজনই, যাঁকে পতিত পাবন বলা হয়। শান্তিধাম আর সুখধামে কেউই ডাকে না। তাই বাচ্চাদের সম্পূর্ণ নেশা চড়ে যাওয়া উচিত। এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। এরপরে কোনো যজ্ঞের রচনা করা হয় না। ওরা তো জাগতিক যজ্ঞের রচনা করে বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। বাবা অর্ধেক কল্পের জন্য কতো বড় বিপর্যয় দূর করেন। একথা কোনো সাধুসন্তই জানে না। মুখ্য হলো গীতা মাতা, যা ভগবানের মহিমা, তাতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। তাই এখন মানুষকে সাবধান করতে হবে কারণ তাদের বুদ্ধি যোগ কৃষ্ণের সঙ্গে জুড়ে গেছে। কৃষ্ণ তো এমন বলেন না যে - আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমি তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। বাবা এখানে বসে তোমাদের উপযুক্ত করেন। তিনি তোমাদের শ্যাম থেকে গোরা তৈরী করেন। তোমরা শ্যাম হয়ে গিয়েছিলে, বাবা আবার তোমাদের সুন্দর করে স্বর্গের উপযুক্ত তৈরী করেন। চলতে - ফিরতে বুদ্ধিতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ব্যস্, এই অবস্থা দূত হয়ে গেলে তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে। হেল্থ - ওয়েলথ আর হ্যাপিনেস। বাবার থেকে তোমরা এতখানি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো তাহলে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর শিক্ষায় চলা উচিত। কাঁটাকে ফুলে পরিণত করতে হবে। তোমরা এখন ফুলে পরিণত হচ্ছে, এ হলো বাগান। এখন হলো কাঁটার জঙ্গল। অকাসুর, বকাসুর, এ হলো সঙ্গমের নাম। উদ্ধার তো সবাইকেই হতে হবে। যে যতটা পড়বে, পড়াবে, শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবে, সে ততটাই ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। তোমরা সদা সুখী হয়ে যাবে। তোমাদের এখন ১০০% চড়তি কলা। এরপর কলা কম হতে থাকে। এইসময় কলা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। এমন গেয়েও থাকে -- আমি গুণহীন, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। বাবাকে তো দয়ালু বলা হয়, তাই না। তিনি প্রতি কল্পের এই সঙ্গম যুগে আসেন। ভারত যখন স্বর্গ হবে তখন সবাই সুখী হয়ে যাবে। বাচ্চাদের এখন শ্রীমতে চলতে হবে, আসুরী মতে নয়। বাবা বলেন, আমার

তো সবথেকে বেশী গ্লানি করা হয়, বলে দেয় - আমি নাম - রূপ থেকে পৃথক, নয়তো কোণে - কোণে বিরাজিত । এ সবই ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়েছো আর বাবাকে জেনে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো । এখন তো রক্তের নাটকের খেলা হবে । এই নাটকে কতো বিপর্যয় আসবে, কতো মানুষের মৃত্যু হবে । ভক্তিমার্গে তো কতো দেবীর চিত্র বানানো হয় । কতো খরচ করে । দেবী মূর্তি তৈরী করে, পূজো করে আবার ডুবিয়ে দেয় । তাহলে তো পুতুল খেলা হলো, তাই না । কালীর কেমন চিত্র বানানো হয়, এমন কোনো মানুষ তো হয়ই না । তোমরা এখানে বসে আছো, তো আত্মিক যাত্রাতেই আছো । ট্রেনে বসে থাকলেও আত্মিক যাত্রাতেই থাকে, কেননা বুদ্ধি যাত্রাতেই লেগে থাকে । বুদ্ধির যোগ যদি লেগে না থাকে তাহলে সেই সময় নষ্ট হয়ে যায় । বাবা বলেন, তোমরা সময় নষ্ট করো না । তোমাদের সময় খুবই মূল্যবান । এক সেকেণ্ডও উপার্জন করতে ছেড়ো না । বাবা তো তোমাদের সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করান । বাবা বিশ্বে স্বর্গ রচনা করার জন্য এই যন্ত্রের রচনা করেছেন । তোমাদের বাবা - বাবা করতে হবে, তাহলেই তরী পার হয়ে যাবে । আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, আমাদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আত্ম - অভিমানী হও । মন - বাণী এবং কর্মে কাউকেই দুঃখ দিও না, তোমাদের অতি মিষ্টি হতে হবে । ক্রোধ করলে তোমরা অনেক বড় ডিসসার্ভিস করে ফেলো । সম্পূর্ণ তো এখনো কেউই হয়নি । ভূত হলো খুবই খারাপ । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই সময় খুবই মূল্যবান, তাই এক সেকেণ্ডও এর উপার্জন না করে ছেড়ো না । তোমাদের আত্ম - অভিমানী হয়ে থাকার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে ।

২) চলতে - ফিরতে বাবাকে স্মরণ করে নিজের স্থিতি সুন্দর করতে হবে । তোমাদের অতি মধুর হতে হবে কাউকেও দুঃখ দেবে না ।

বরদানঃ:- যথার্থ বিধির দ্বারা ব্যর্থকে সমাপ্ত করে এক নম্বরে এসে পরমাত্ম সিদ্ধি স্বরূপ ভব আলোর প্রকাশের দ্বারা যেমন অন্ধকার শীঘ্রই শেষ হয়ে যায়, তেমনই সময়, সঙ্কল্প, শ্বাসকে সফল করলে ব্যর্থ শীঘ্রই সমাপ্ত হয়ে যায়, কেননা সফল করার অর্থই হলো সময় শ্রেষ্ঠর প্রতি লাগানো । তাই যারা শ্রেষ্ঠর প্রতি সময় দেয়, তারা ব্যর্থকে জয় করে এক নম্বরে এসে যায় । তারা ব্যর্থকে স্টপ করার সিদ্ধি প্রাপ্ত করে । এই হলো পরমাত্ম সিদ্ধি । ওই ঋদ্ধি - সিদ্ধি যারা করে, তারা অল্পকালের চমৎকার দেখায়, আর তোমরা যথার্থ বিধির দ্বারা পরমাত্ম সিদ্ধিকে প্রাপ্ত করো ।

স্লোগানঃ:- অপকারীর উপরও যে উপকার করতে জানে, সে-ই 'জ্ঞানী আত্মা ।'

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা প্রকৃত সত্য আশিক হয়ে আমি একমাত্র মাশুককে স্মরণ করলে তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি হবে, যোগ আর ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করে তোমরা উচ্চ পদ পেতে পারবে"

*প্রশ্ন:- ভারতকে স্বর্গ করে তোলার জন্য বাবা বাচ্চাদের কাছে কি সাহায্য চান ?

*উত্তর:- বাচ্চারা, আমার পবিত্রতার সাহায্য চাই। তোমরা প্রতিজ্ঞা কর - আমরা কাম বিকারকে পদাঘাত করে অবশ্যই পবিত্র হব। অমৃতবেলায় উঠে নিজের সাথে কথা বলো - মিষ্টি বাবা আমরা তোমাকে সাহায্য করার জন্য তৈরি। আমরা পবিত্র হয়ে ভারতকে অবশ্যই পবিত্র করে তুলব। আমরা তোমার শিক্ষার আধারে অবশ্যই চলব। কোনো পাপ কর্ম করব না। বাবা তোমার চমৎকার এটাই, স্বপ্নেও ছিল না যে আমরা কখনো বিশ্বের মালিক হব। তুমি আমাদের কি থেকে কি তৈরি করছ।

*গীত:- তোমাকে ডাকতে মন বড় চায়...

ওম্ শান্তি । প্রিয় বাচ্চারা জানে যে, আমরা আত্মারা সবাই সেই প্রিয়তম (মাশুক) পিতার প্রিয়তমা (আশিক) । বাচ্চারা জানে আশিক আর মাশুকের সম্বন্ধ কত গভীর হয়। যারা শরীরধারী আশিক হয় তারা শরীরের প্রতি আশিক হয়, কিন্তু বিকারের জন্য নয়। বাচ্চারা জানে যখন কারো বিবাহ হয় যদিও তাদের স্ত্রী-পুরুষ বলা হয় কিন্তু ওরা পরস্পরের আশিক এবং মাশুক হয় একে অপরকে পতিত করে তোলার জন্য। প্রথম থেকেই তারা জানে যে, বিকারগ্রস্ত হয়ে যাব। এখন তোমরা বাচ্চারা আশিক হয়েছ এক মাশুকের প্রতি, যিনি সকল আত্মাদের মাশুক। সবাই ঐ একজনের আশিক। সমস্ত ভক্তরাই এক ভগবানের আশিক। কিন্তু ভক্তরা ভগবান সম্পর্কে জানে না। ভগবানকে না জানার কারণে কোনও শক্তি ইত্যাদি তারা প্রাপ্ত করতে পারে না। সাধু-সন্তরা পবিত্র থাকার কারণে কিছু না কিছু অল্প সময়ের জন্য পেয়ে থাকে। তোমরা স্মরণ কর একমাত্র মাশুককে। তাঁর সাথে বুদ্ধিযোগ জুড়তে হয়। যিনি বাবা, শিক্ষক, পতিত-পাবন সর্বশক্তিমান। ঐ বাবার সাথে তোমরা যোগযুক্ত হয়ে শক্তি গ্রহণ করে থাকো। তোমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ আলাদা, তোমরা শক্তি নাও মায়াকে জয় করার জন্য। এমনই যিনি বিশ্বের মালিক প্রদানকারী মাশুক, তিনি কত মিষ্টি। যারাই বাবাকে নিজের করেছে তারাই জানে তিনি কত মিষ্টি মাশুক, যাঁকে সবাই অর্ধকল্প ধরে স্মরণ করে আসছে। ঐ শরীরধারী আশিক আর মাশুক তো এক জন্মের জন্য হয়। তোমরা তো অর্ধকল্প ধরে স্মরণ করেছ। এখন তোমরা বাবাকে জেনেছ সুতরাং তোমরা কত শক্তি প্রাপ্ত করছ। তোমরা শ্রীমত অনুসারে চলে স্বর্গের শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মালিক হচ্ছে। আশিক হলো আত্মা, আত্মাই কর্তব্য পালন করে থাকে - কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা।

এখন বাচ্চারা তোমাদের একটাই ধুন (সূর) চলছে যে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। বিষ লেন-দেনের জন্য যে গাঁটছড়া বাঁধা ছিল বাবা এসে সেটা ক্যানসেল করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন এ'সব বিষয় ছেড়ে এখন আমাকে স্মরণ করো। শরীরধারী আশিকেরও প্রতিটি সময় খেতে, উঠতে-বসতে মাশুকের স্মরণ থাকে, তাই না! তাদের মধ্যে মন্দ ভাবনা থাকে না। এটা বিকারের বিষয় নয়। এখন তোমরা স্মরণ করছ একজনকেই। স্মরণের পুরুষার্থ অনুসারে তোমরা নিজের আয়ু বৃদ্ধি করতে পার। মনে করো কোনো ব্রাহ্মণ বলছে তোমার আয়ু ৫০ বছর, এখন বাবা বলছেন তুমি এখন যোগবলের দ্বারা নিজের আয়ু বৃদ্ধি করতে পারো। যোগে যত বেশি সময় থাকবে ততই আয়ু বৃদ্ধি পাবে। তারপর ভবিষ্যতেও জন্ম-জন্মান্তর ধরে দীর্ঘায়ু হতে পারবে। যোগ না থাকলে সাজা ভোগ করতে হবে, তারপর পদও কম হয়ে যাবে। যদিও সুখি সবাই হবে কিন্তু যোগ আর ঈশ্বরীয় পড়াশোনার মাধ্যমে। পদের পার্থক্য তো থাকবেই, তাই না! যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চ পদ পাবে। ধন(সম্পদ) তো নশ্বরানুসারেই হবে ! একইরকম ধনী তো সবাই হবে না। সেইজন্যই বাবা বোঝান বাচ্চারা যতটা সম্ভব আমার মতে চলো। কেউ আজ জন্ম নিল, আগামী কাল মরে গেল। দান-পুণ্য করলে বড় ঘরে জন্ম নেয় তাইনা। এখন বাবা তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দান করে ঝুলি ভরপুর করে দিচ্ছেন। তোমরা কত বিত্তবান হয়ে যাও। এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দান বলা অথবা বর্ষা বলা বাবার কাছ থেকে পাচ্ছ। তোমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছ সুতরাং অন্যদেরও পথ বলে দিতে হবে। আমরা ভগবানের সন্তান সুতরাং অবশ্যই আমাদের ভগবান ভগবতী পদ পাওয়া উচিত। ভারতে মহিমা করা হয় ভগবতী লক্ষ্মী, ভগবান নারায়ণ। নতুন দুনিয়াতে ভগবান ভগবতীরাই রাজত্ব করে থাকে কেননা ভগবান দ্বারাই ঐ পদ তারা প্রাপ্ত করেছে। কিন্তু বাবা বোঝান যদি তাদের গড গডেজ বলা হয় তবে তো যথা রাজা রানী তথা প্রজাদেরও গড গডেজ বলতে হবে, সেইজন্যই

দেবী-দেবতা বলা হয়।

তোমরা জানো আমরা ভারতকে স্বর্গ করে তুলছি। পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমতের দ্বারা আমরা রাজযোগ শিখি। তারপর রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী হই। পরমাত্মাই স্বর্গের স্থাপনা করেন তবে তো অবশ্যই তিনি নরকে আসবেন তারপরেই তো নরককে স্বর্গ করে তুলবেন। কল্প পূর্বেও যা তৈরি হয়েছিল তারই নির্মাণ হবে। সবারই তো একরস স্থিতি হয়না, নশ্বরানুসারে পুরুষার্থ করে থাকে। আজকাল তো বাচ্চারা সাহস করে কাউকে সাহায্য করার দায়িত্বও নিয়ে থাকে - বলে বাবা অমুক বাচ্চা খুব মারধোর খায়, তাকে বাঁচানোর জন্য বিবাহ করে নিই। বাবা বলেন আচ্ছা এতো ঠিকই আছে কিন্তু তোমার যোগের শক্তির প্রয়োজন এবং জ্ঞানও ভালোভাবে আত্মস্থ করতে হবে। যত বেশি উত্তরাধিকারী এবং প্রজা তৈরি করবে, কাঁটাকে ফুলে পরিণত করার সেবা করবে ততই উচ্চ পদ পাবে। কত পরিশ্রম করতে হয়। বিলেতেও এমন অনেক দম্পতি আছে, একসাথে থাকে কিন্তু পবিত্র থাকে তারপর সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রী অথবা কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করে দেয়। এখন তোমরা বাচ্চারা পরমপিতা পরমাত্মা মাশুককে পেয়েছ, যিনি তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক করে তোলেন সুতরাং তাঁকে কতখানি স্মরণ করা উচিত। এমন বাবাকে তো খুব স্মরণ করা উচিত। তোমরাই বাবাকে জানো আর কোনো সাধু-সন্তরা বাবাকে জানেই না। এখানে বাবা বাচ্চাদের সামনে বসে আছেন। এই সময় যদি কেউ পবিত্র থাকেও কিন্তু পবিত্রতার শক্তি তারা পায় না। তোমরা যতটা পতিত-পাবন বাবার কাছ থেকে পেয়ে থাকো, ওরা তো বাবাকে জানেই না। আত্মাই পরমাত্মা অথবা ব্রহ্মই পরমাত্মা - এমনটাই বলে থাকে। অনেক মত-মতান্তর আছে। এখানে তোমাদের সবারই এক অদ্বৈত মত। এখানে তোমরা বাবার কাছ থেকে মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার শ্রীমত পেয়ে থাকো। পূর্বের মতোই মানুষ থেকে দেবতা তৈরি করতে দেরি হয়না। বাবা পুণ্ড্রগন্ধময় মানুষদের এসে পবিত্র করে তোলেন। তাঁর মহিমা তো আছে না ! শান্ত্র তো অনেক শুনেছে, পড়ে আসছে কিন্তু ওতে কোনো ফল পাওয়া যায় না। এখন বাবা এসেছেন সুতরাং প্রকৃতপক্ষেই ওঁনার আশিক হতে হবে। বুদ্ধিযোগ অন্য কোথাও যেন দৌড়ে না বেড়ায়। গৃহস্থ পরিবারে থাকো কিন্তু কমল ফুলের মতো পবিত্র থাকো। ভক্তি মার্গে তো কেউ হনুমানকে, কেউ গনেশকে আঁকড়ে ধরে চলে। কিন্তু ওরা তো কেউ ভগবান নয়। যদিও শিববাবার নাম স্মরণে আছে, কিন্তু কিছুই বোঝেনা। পরমাত্মাকে পাথর, নুড়ির মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। সবকিছুই জট পাকিয়ে গেছে, বাবা ছাড়া কেউ এই জট খুলতে পারবে না। কারো ভগবান প্রাপ্তি হয়না। স্বয়ং ভগবান বলেন ভক্তি সম্পূর্ণ হলে তবেই আমি আসি। অর্ধকল্প ধরে ভক্তি মার্গ চলে, দিন আর রাত। শুরুতে যখন প্রবেশ (ব্রহ্মা তনে) হয় তখন দেওয়ালের মধ্যে নানান সব চক্র আঁকতেন, ঠিক যেমন ছোট বাচ্চারা করে। কিছুই বোধগম্য হতো না। আমি এবং তোমরা সবাই বেবি'স ছিলাম, তারপর ধীরে-ধীরে বুদ্ধিতে এসেছে। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করে বিচক্ষণ হয়ে গেছ সুতরাং খুব সহজ রীতিতেই বোঝাতে পার। এমন মনে করবে না যে এই বাচ্চা অনেক পুরানো, সেইজন্যই আমার থেকেও হুশিয়ার। আমি তো এতো পড়াশোনা করতে পারব না। বাবা বলেন -- শেষে যারা আসবে তারাও এগিয়ে যেতে পারে। দেরিতে আসবে যারা তারা আরও বেশি করে দিন-রাত উৎসাহের সাথে যোগযুক্ত হবে। প্রতিদিনই খুব ভালো-ভালো পয়েন্টস পাওয়া যায়। পরমপিতা পরমাত্মা স্বর্গের রচয়িতা সুতরাং তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত তাইনা। সত্যযুগে ছিল। এখন নেই, তবেই তো বাবা আবার এসেছেন বর্ষা দিতে। কত রকম ভাবে উপায় বের করা হয় যাতে বাচ্চারা কিছু সময়ের জন্য এসে যোগে বসে। কেউ বলে আমার সময় নেই। বাবার স্মরণেই তোমরা সবসময়ের জন্য নিরোগী হতে পারবে। সুতরাং ঐ কাজে লেগে পড়া উচিত। এতে স্থূল রূপে কিছুই করতে হবে না। লৌকিক বাবাকে তো মনে থাকে, পারলৌকিক বাবাকে কেন ভুলে যাও। বাবা বলেন তোমরা ভারতবাসীদের ৫ হাজার বছর আগেও বর্ষা দিয়েছিলাম তাইনা। তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে - এটা কি ভুলে গেছ ? তোমরাই সূর্যবংশীয় ছিলে, তারপর চন্দ্রবংশীয়, বৈশ্যবংশীয় হলে। এখন আবার তোমাদের ব্রাহ্মণ বংশীয় করতে এসেছি। ব্রাহ্মণ হলে তবেই তো যজ্ঞের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে। ব্রাহ্মণ কখনও বিকারগ্রস্ত হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত পবিত্র থাকতে হবে তবেই নতুন দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। কত বড় এই প্রাপ্তি। তাও তোমরা বাবাকে স্মরণ কর না। বাচ্চা হয়ে বাবাকে স্মরণ করবেনা এ তো হতেই পারে না। বাবাকে ভুলে গেলে উত্তরাধিকার কিভাবে পাবে ? এটা তো আমদানি তাইনা। সাধু-সন্তদের কাছে প্রাপ্তি তো কিছুই হয়না। শুধুমাত্র পবিত্রতার শক্তি আছে, ঈশ্বরীয় শক্তি ওদের নেই। ঈশ্বরকে জানেই না সুতরাং শক্তি কোথা থেকে পাবে ? শক্তি তোমরা পেয়েছ। বাবা স্বয়ং বলছেন আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছি। তোমরা অল্প সময়ের জন্য পবিত্র থাকতে পারছ না? ক্রোধ হল দ্বিতীয় নশ্বরের ভূত। সবচেয়ে বড় ভূত হচ্ছে কাম বাসনা। সত্যযুগে ভারত নির্বিকারী ছিল, কত সুখি ছিল। এখন বিকারগ্রস্ত হয়ে ভারতের অবস্থা দেখ কি হয়েছে। বাবা পুনরায় ভারতকে নির্বিকারী করার জন্য এসেছেন, এমন বাবাকে স্মরণ করতে তোমরা ভুলে যাও ? মায়া চট করে তোমাদের বিকর্ম করিয়ে দেয়। অনেক উচ্চ লক্ষ্য। তোমরা এমন বাবার শ্রীমতে চলতে পার না! এমন বাবার প্রতি তোমাদের ভালবাসা নেই ! বলে থাকো ভুলে যাই, আচ্ছা এক ঘন্টা, আধা ঘন্টা....কম করে এটুকু চেষ্টা তো কর যাতে

অন্তিম সময় শুধু বাবাই স্মরণে থাকে। এটা শেষ সময় তাইনা। শেষ মুহূর্তে যারা নারায়ণকে স্মরণ করে ...আমি নারায়ণ হতে চলেছি। তোমরাও তাই হচ্ছে। বাবা বলেন সম্পূর্ণ আশিক হয়ে যাও। বাবা তো দাতা। বাবাকে নিজের করলে বাবাও পরামর্শ বা মত দেবেন। সৎ সন্তান, (এখানে অব্যাহতির কথা বলা হয়েছে) বাবা মত দেবেন না। বাবা তো দাতা। তোমাদের কাছ থেকে তিনি কিছু নেন ? তোমরা যা কিছু করছ নিজের জন্য করছ। আমি তো বিশ্বের মালিক হইনা। এমনটা কখনোই ভাববে না যে আমরা শিববাবাকে দান দিই। না, শিববাবার থেকে আমরা বর্ষা নিই। মৃত্যুর সময় দান করে না! ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে সবকিছু দিয়ে থাকে। তোমাদের কাছে কি আছে ? তোমরা পরমাত্মাকে নুড়ি, পাথর দান কর। তোমাদের এ'সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। তোমরা মৃত্যুকে ভয় পাওনা তো ! বাবা বলেন এই ছিঃছিঃ দুনিয়াতে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। ৫ হাজার বছর আগেও মশার ঝাঁকের মতো সবাইকে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি তোমাদের কালেরও কাল পিতা। তোমাদের অর্ধকল্পের জন্য খাঁচা থেকে মুক্ত করে থাকি। ওখানে আত্মারা স্বতন্ত্র রূপে থাকে। যখন শরীর পুরানো হয়ে যায় তখনই শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে। এখনও যদি মনে কর বাবার কাছে যাব তবে ভোরবেলায় উঠে বাবার সাথে কথা বল। বাবা তুমি তো অবাক করে দিয়েছ, স্বপ্নেও ছিল না যে তুমি এসে আমাদের স্বর্গের মালিক করে তুলবে। আমরা তো সম্পূর্ণ রূপে অন্ধকারে ছিলাম। বাবা সব তোমার চমৎকার। তোমার শিক্ষা অনুযায়ী নিশ্চয়ই চলবে। কোনো পাপ কর্ম করব না। কামবাসনার ভূতকে প্রথমে তাড়াব। পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো। বাবা, মিষ্টি বাবা, আমরা তোমাকে সাহায্য করার জন্য হাজির.... এমনই সব বার্তালাপ করতে হবে। যেমন বাবা পুরুষার্থ করেন, বাচ্চাদের শোনান। বাবা আমরা অশরীরী এসেছিলাম, এখন মনে পড়েছে...এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। শিববাবার এতো অসংখ্য বাচ্চা। ভাববেন তো তাইনা। ব্রহ্মাও ভাববেন। কত অসংখ্য বাচ্চা, তাদের খুব ভালোভাবে দেখাশোনা করতে হয়, যাতে বাচ্চারা আরামে থাকে। এখানে তোমরা ঈশ্বরের ঘরে আছ তাইনা। এখানে কোনো খারাপ সঙ্গ নেই। বাবা তোমাদের সামনে বসে আছেন। তোমার সাথে থাই, তোমার সাথে বসি। তোমরা জানো শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে বাচ্চারা-বাচ্চারা বলতে থাকেন। তিনি বলেন আমার প্রিয় বাচ্চারা তোমরা প্রতিজ্ঞা করো যে কখনোই বিকারে যাবে না। পবিত্রতার দ্বারা আমাকে সাহায্য করলে আমি ভারতকে পবিত্র করে তুলব। বাচ্চারা সাহস রাখলে বাবা সহায়তা করবেন (হিস্মিতে বম্বে মদদে বাপ) এ'কথা স্মরণে আসে না। কল্পে-কল্পে আমি এসে এই কর্তব্যই করি, ভারতকে স্বর্গ করে তুলি। যে পরিশ্রম করবে সে-ই স্বর্গের মালিক হবে। কংগ্রেসিরা বাপুকে কত সাহায্য করেছে। এখন দেখ রাজ্য পেয়েছে ...কিন্তু রাম রাজ্য তো হয়নি। প্রতিদিন আরও তমোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে। বাবা এসে সুখধামের মালিক বানাচ্ছেন। অর্ধকল্প তোমরা সুখে থাকো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) প্রকৃতপক্ষে সত্যিকারের আশিক হতে হবে। বুদ্ধিযোগ এক প্রিয়তমের (মাশুকের) সাথেই জুড়তে হবে। বুদ্ধি যেন এদিক-ওদিক না ছুটে বেড়ায় এর প্রতি অ্যাটেনশন দিতে হবে।

২) প্রাপ্তিকে সামনে রেখে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে হবে। অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। ভারতকে স্বর্গ করে তোলার জন্য কাজ করতে হবে।

বরদান:- মহাবীর হয়ে প্রতিটি সমস্যার সমাধানকারী সদা নির্ভর আর বিজয়ী ভব
যে মহাবীর হবে সে কখনোই বাহানা দেখিয়ে বলবে না যে সারকামটেন্স (পরিস্থিতি)এমনই ছিল, সমস্যা এমনই ছিল সেইজন্যই হেরে গেছি। সমস্যার কাজ হচ্ছে আসা আর মহাবীরের কাজ হচ্ছে সমস্যার সমাধান করা নাকি হেরে যাওয়া। মহাবীর সে-ই যে সবসময় নির্ভর হয়ে বিজয়ী হয়, ছোট-ছোট ব্যাপারে দুর্বল হয়ে পড়ে না। মহাবীর বিজয়ী আত্মারা প্রতি পদক্ষেপে শরীরে, মনে খুশি অনুভব করে কখনোই উদাস হয়ে পড়ে না, তাদের কাছে দুঃখের ডেউ স্বপ্নেও আসতে পারে না।

স্নোগান:- সবার প্রতি সবসময়ই কল্যাণের ভাবনা রাখা - এটাই জ্ঞানী, যোগী আত্মার লক্ষণ।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই ভারতের এই সময় শ্রীমতের প্রয়োজন, শ্রীমতের দ্বারাই কড়ি তুল্য ভারত হিরের মতো হবে, সকলের গতি-সদগতি হবে”

*প্রশ্নঃ - সর্বশক্তিমান বাবার মধ্যে কি এমন শক্তি আছে, যা কোনও মানুষের মধ্যে নেই ?

*উত্তরঃ - রাবণকে মারার শক্তি এক সর্বশক্তিমান বাবার মধ্যেই আছে, যা কোনও মানুষের মধ্যে নেই। রামের শক্তি ব্যতীত এই রাবণ মরতে পারেনা। বাবা যখন আসেন তখন বাচ্চারা তোমাদেরকে এমন শক্তি প্রদান করেন যার দ্বারা তোমরাও রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে পারো।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে এটা হল হোলি হংসদের সভা, এখানে সকল ব্রাহ্মণ বসে আছে। পবিত্রকে ব্রাহ্মণ বলা যায়, অপবিত্রকে শূদ্র বর্ণ বলা হয়। যে পুরুষাধী, তাকে হাফ কাষ্ট বলা হবে, না এদিকের না ওই দিকের। এক পা এপারে যাওয়া নৌকাতে আর এক পা ওই পাড়ে যাওয়ার নৌকাতে থাকলে তো মাঝখান থেকে দু-ভাগ হয়ে যাবে। এইজন্য নির্ণয় করতে হবে যে - কোন্ দিকে যাবে ? যদি কোনও অসুর বসে থাকে তো বিপ্লব দেবে। এসব কে বোঝাচ্ছেন ? শিব বাবা। শিবের জন্যই বাবা শব্দটি মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। শিব বাবা-ই বুলি ভরপুর করে দেন। বাবার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। শিবের অনেক মন্দির আছে, তিনি হলেন নিরাকার, বিশ্বের রচয়িতা। বিশ্বে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, তো অবশ্যই বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো, শূদ্র হল পাথর বুদ্ধি, লক্ষ্মী-নারায়ণ তো পরশ বুদ্ধি ছিলেন তাই না। মায়ার থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নিতে হয়। মায়ার নাম ভারতেই প্রখ্যাত আছে। এই সময় মায়া রাবণের রাজ্য চলছে অর্থাৎ সবাই রাবণ সম্প্রদায়, এইজন্য রাবণকে মারতে থাকে, কিন্তু রাবণ মরেনা। রামের শক্তি ছাড়া রাবণের উপর জয় প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়। সর্বশক্তিমানের থেকেই শক্তি প্রাপ্ত হয়। তিনি তো হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁর না আছে সূক্ষ্ম শরীর, আর না আছে স্থূল - এটাও কারো বুদ্ধিতে আসেনা যে তিনি তো হলেন নিরাকার তাহলে ভারতে কিভাবে এসেছেন! আত্মা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়া তো কর্ম করতে পারে না। কিছুই বোঝে না, এজন্য পাথর বুদ্ধি বলা যায়। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে ভগবান হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম। তাঁর মত হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। না হলে তো ভগবানকে বারে বারে মনে কেন করবে! তাঁর শ্রীমতকেও বারে-বারে মনে করতে থাকে। অবশ্যই ভগবানের আসাও ড্রামার মধ্যে পাট আছে। মানুষ বুঝতে পারে না। অনেক লোক বলে যে যীশু খ্রীষ্টের থেকে ৩০০০ বছর পূর্বে গীতা শোনানো হয়েছিল। কিন্তু এটা তো বলা যে সেই গীতা কোন্ জাতিকে, কোন্ যুগে শোনানো হয়েছে আর কে শুনিয়েছেন ? একটাই শাস্ত্রে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লেখা হয়েছে পুনরায় রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞও বলা হয়। রুদ্র তো শিব বাবাকে বলা যায়। কৃষ্ণকে কখনো বাবা বলা হয় না। শিবকে বাবা বলা হয়। শিব বাবা-ই হলেন নলেজ ফুল, ব্লিসফুল, তবেই তো ভক্তরা তাঁকে আহ্বান করে। মনে করে যে ভক্তি করার পর ভগবান প্রাপ্ত হবে। আচ্ছা ভক্তি কবে থেকে শুরু হয়েছে, ভগবান কবে প্রাপ্ত হয় ? পাপাত্মাদের দুনিয়া থেকে পূণ্য আত্মাদের দুনিয়াতে কখন যেতে হবে, এটা কেউই জানেনা। তোমরাও শূদ্র বর্ণের ছিলে। এখন তোমরা নিজেদেরকে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দাও। ব্রাহ্মণ কে রচনা করেছেন ? শিব বাবা। ইনি হলেন রচয়িতা। ব্রাহ্মণ বর্ণ হল সবথেকে উচ্চ। ব্রাহ্মণদের চটিও (টিকি) দেখানো হয়, কেননা সাকারে আছে তাইনা। কিন্তু তাদের রচয়িতা হলেন নিরাকার। তিনি পরমপিতা পরম আত্মা মানে পরমাত্মা, এই শব্দ পাক্কা স্মরণ করে নাও। ড্রামা অনুসারে যখন সৃষ্টি তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন আমাকে আসতে হয়। আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছি। তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার এসে প্রদান করি। এছাড়া সকলেরই শান্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যায়। বরাবর সত্য যুগ এতো নতুন দুনিয়া ছিল, যেটা রাম স্থাপন করেছেন। রামের থেকেও শিব বাবা অক্ষরটি ঠিক আছে। শিব বাবা অক্ষর সকলের মুখে আছে। তাই বাবা হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা, তিনি এসে উত্তরাধিকার প্রদান করেন। গীতা ব্রাহ্মণদেরকেই শোনাতে হবে। যখন শূদ্র থেকে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলি ব্রাহ্মণ হয় তখন তাদেরকে গীতা শোনানো হয়। ব্রাহ্মণদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র খুলে যায় এইজন্য বলা হয়েছে জ্ঞান অঞ্জন সঙ্গুরু দিয়েছেন, অঞ্জন অন্ধকারের বিনাশ হয়েছে। বাচ্চারা বলে যে বাবা নরকের মত দুনিয়া থেকে এখন স্বর্গে নিয়ে চলো। এই হল শিব ভগবানুবাচ, শিবাচার্য উবাচ। শিবাচার্য (শিব বাবা) অসীমের সন্ধ্যাস শেখান। শঙ্করাচার্যের হলো লৌকিকের সন্ধ্যাস। অসীমের বাবা বলেন যে পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাও। এখন তোমাদের সর্বদা সুখের দুনিয়াতে যেতে হবে। কৃষ্ণপূরী আর কংস পূরী বলা হয় তাই না। কৃষ্ণ পূরী সত্যযুগকে, কংস পূরী কলিযুগকে বলা হয়। এই দুই পূরী একসাথে হতে পারেনা। সত্যযুগে পুনরায় কংস কোথা থেকে আসবে ? বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে তাই না। এখন বাবা নিজে এসেছেন

স্বর্গের অপরিমিত সুখ প্রদান করতে।

বাবা বলেন এই অন্তিম জন্মে যে পড়ার সে পড়বে, পুনরায় তো রাজস্ব স্থাপন হয়ে যাবে। বাবা-ই এসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ তথা দেবতা তৈরি করেন। তারা তো হিন্দুদেরকে খ্রিস্টান বা বৌদ্ধি বানিয়ে দেয়। কিন্তু এটা কখনো শুনেছো কি শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বর্ণ বানিয়েছে! এটা তো শিববাবারই কাজ। তিনি-ই ব্রাহ্মণদেরকে পুনরায় দেবতা তৈরি করেন। প্রত্যেকে নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি প্রথমে কোন ধর্মের আর কোন বর্ণের ছিলাম ? আমাদের গুরু কে ছিলেন ? কোন শাস্ত্র পড়তাম? গুরুর থেকে কোন মন্ত্র প্রাপ্ত হয়েছিল ? পুনরায় কবে শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ বর্ণে নিয়ে এসেছেন ? এটা প্রত্যেককে লিখতে হবে। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে তো বাবা বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো। মায়া রাবণ তোমাদের কি দুর্দশা করে দিয়েছে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হয়েছো, পুনরায় দৈবী সম্প্রদায় হতে হবে। তোমাদেরকে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা কনভার্ট করেছেন। বাচ্চাদের প্রত্যেককে লেখাতে হবে যে কোন ধর্মের ছিলে, কাকে পূজা করতে ? গুরু করেছিলে না কি করোনি ? পুনরায় ব্রাহ্মণ বর্ণে কে নিয়ে এসেছে ? এই বাবাও লিখবেন যে আমিও নিজেকে হিন্দু ধর্মের বলে পরিচয় দিতাম। অনেক গুরু করেছি। শাস্ত্র অনেক পড়েছি। শিখ ধর্মাবলম্বীরা বলবে যে আমরা শিখ ধর্মের ছিলাম। কেবল ভারতবাসীদের নিজেদের দেবী-দেবতা ধর্মের সম্বন্ধে জানা নেই। এইরকম নয় যে শিখ ধর্মের আত্মারা নিজেদেরকে দেবতা বলবে। প্রত্যেকে নিজেদেরকে নিজের ধর্মেরই বলে পরিচয় দেবে। এখন বাবা বলছেন যারা শিবের ভক্ত বা শিবের রচনা দেবী-দেবতাদের ভক্ত হবে, তাদেরকে এই জ্ঞান শোনাতে হবে। তারা ভালোভাবে শুনবে। সত্য যুগ ত্রেতাতে বরাবর সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী ছিল, যাদের চিত্রও আছে। ইংরেজিতে ডিটিস্ম বলা হয়। এখন বাবা দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন করছেন। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ বর্ণ থেকে দেবতা বর্ণের হচ্ছে। ভারতবাসীরা নিজেরাই পূজ্য, নিজেরাই পূজারী হয়। সত্যযুগে পূজ্য ছিলে... বাবা বলেন আমি তো হলাম চিরপূজ্য। এখন তোমরা এখানে এসেছো রাজযোগ শিখতে। ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য শিব বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে। তাই ফলো করতে হবে। যতক্ষণ তোমরা ব্রহ্মা বংশী না হবে তো নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ বলে কিভাবে পরিচয় দেবে? আচ্ছা।

আজ ভোগ আছে। ব্রাহ্মণদের খাওয়ানোর রীতিও প্রচলিত আছে। কিন্তু এর সাথে জ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নেই। এখানে তো হল জ্ঞান সাগর আর জ্ঞান গঙ্গাদের মিলন। সেখানে আবার দেবতাদের সাথে তোমাদের ব্রাহ্মণদের মিলন মেলা হয়, এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনও কথা নেই। বাবা বলেন যে দেহের সাথে দেহের সকল সম্বন্ধের থেকে মমতা সমাপ্ত করো। এক আমাকে স্মরণ করো তো অন্তিম মতি তথা গতি প্রাপ্ত হয়ে যাবে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে তোমাদেরকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো। প্রতিদিন ক্লাসে জিজ্ঞাসা করো - শিব বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো! শিব বাবা বলেন যে, আমার মত অনুসারে চলো। বাবার শ্রীমৎ হল নামীগ্রামী। শ্রীমৎ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত। ব্রহ্মার মতও গাওয়া হয়ে থাকে। ব্রহ্মার থেকেও ব্রহ্মার বাবা শিব বাবা হলেন উচ্চ তাই না। যখন ভোজন করতে বসো তখনও শিব বাবাকে স্মরণ করো। বাবা হলেন অতিপ্রিয়। যেন তাঁর সাথেই আমরা ভোজন প্রাপ্ত করছি। এই স্মরণের দ্বারা অনেক শক্তি আসবে। কিন্তু বাচ্চারা প্রতিমুহূর্তে ভুলে যায়। ভারতের এখন শিব বাবার শ্রীমতের দরকার আছে, কেননা বাবা-ই হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা, পতিত-পাবন তাই না। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। মায়া বিঘ্নও অনেক প্রকারের নিয়ে আসবে, তার থেকে ভয় পেয়োনা। জ্ঞান তো হল অনেক সহজ। এছাড়া যোগে থাকা, একের সাথে বুদ্ধির যোগ জুড়ে রাখা, এতেই পরিশ্রম আছে। প্রত্যেক জায়গায় উদ্ভাসিত হওয়ার থেকে তো এক শিব বাবাকে স্মরণ করাই ভালো তাই না। গীতা পড়ারও কথা নেই। যখন বাবা নিজে এসেছেন। এছাড়া সকল শাস্ত্রের উৎসই হল গীতা। , তাই শাস্ত্র পড়ে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। অসীমের উত্তরাধিকার অসীমের বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অতিপ্রিয় বাবাকে সাথে রেখে ভোজন খেতে হবে। এক বাবার সাথেই বুদ্ধি জুড়তে হবে। একের শ্রীমতেই চলতে হবে।

২) বুদ্ধির দ্বারা অসীমের পুরানো দুনিয়াকে ভুলতে হবে, এর-ই সন্ধ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ:- দেহ, দেহের সম্বন্ধ আর পদার্থের বন্ধন থেকে মুক্ত থেকে জীবন্মুক্ত ফরিস্তা ভব
ফরিস্তা অর্থাৎ পুরানো দুনিয়া আর পুরানো দেহের সাথে কোনও আসক্তিপূর্ণ সম্বন্ধ নেই। দেহের সাথে

আত্মার সম্বন্ধ তো আছে, কিন্তু আসক্তিপূর্ণ সম্বন্ধ নেই। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মের সম্বন্ধে আসা আলাদা কথা কিন্তু কর্ম বন্ধনে এসো না। ফরিস্তা অর্থাৎ কর্ম করতেও কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত। না দেহের বন্ধন, না দেহের সম্বন্ধের বন্ধন, না দেহের পদার্থের বন্ধন - এইরকম বন্ধন মুক্ত যারা থাকে, তারাই হল বন্ধনমুক্ত ফরিস্তা।

স্লোগান:- স্কুল সম্পত্তির থেকেও অধিক মূল্যবান হল - আত্মিক স্নেহের সম্পত্তি।

মাতেশ্বরীজির অমূল্য মহাবাক্য :-

দুর্ভাগ্য আর সৌভাগ্য এই দুটি শব্দ কিসের আধারে চলে ? এটা তো আমরা জানি যে সৌভাগ্য তৈরি করে দেন পরমাত্মা, আর দুর্ভাগ্য বানায় মানুষ নিজেই। যখন মানুষ সর্বদা সুখী থাকে তখন তাদের ভাগ্য খুব ভাল বলা হয় আর যখন মানুষ নিজেকে দুঃখী মনে করে তখন তারা নিজেকে দুর্ভাগ্যবান মনে করে। আমরা এরকম বলতে পারি না যে দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য কোনও পরমাত্মার দ্বারা প্রাপ্ত হয়, না। ভাগ্যকে বিগড়ে দেওয়া বা তৈরী করা, এইসব কর্মের উপর আধারিত। এই সব মানুষের সংস্কারের উপরেই আছে। পুনরায় যেভাবে পাপ আর পুণ্যের সংস্কার ধারণ করে সেইরকমই ভাগ্য তৈরি হয় কিন্তু মানুষ এই রহস্যকে না জানার কারণে পরমাত্মার উপর দোষারোপ করে দেয়। এখন দেখো মানুষ নিজেকে সুখী রাখার জন্য কত মায়ার প্রকার বের করে পুনরায় সেই মায়ার দ্বারাই কেউ নিজেকে সুখী মনে করে আবার কেউ পুনরায় সেই মায়ার-ই সন্নিহিত করে মায়াকে ত্যাগ করে নিজেকে সুখী মনে করে। বিভিন্ন প্রকারের প্রযত্ন করতে থাকে কিন্তু এত প্রকারের প্রযত্ন করেও রেজাল্ট দুঃখের দিকেই যায়। যখন সৃষ্টির উপর অতি দুঃখ হয় তখন সেই সময় স্বয়ং পরমাত্মা এসে গুপ্ত রূপে নিজের ঈশ্বরীয় যোগ শক্তির দ্বারা দৈবী সৃষ্টির স্থাপন করিয়ে সকল মনুষ্য আত্মাদেরকে সৌভাগ্যবান তৈরি করেন।

২) মানুষ গাইতে থাকে - তুমি মাতা-পিতা আমি বালক তোমার, তোমার কৃপাতে সুখ অপার... এখন এই মহিমা কার জন্য গাওয়া হয়ে থাকে ? অবশ্যই পরমাত্মার জন্যই গায়ন আছে কেননা পরমাত্মা স্বয়ং মাতা-পিতা রূপে এসে এই সৃষ্টিকে অপার সুখ প্রদান করছেন। পরমাত্মা অবশ্যই কোনও একদিন সুখের সৃষ্টি বানিয়েছিলেন তবেই তো তাঁকে মাতা পিতা বলে আহ্বান করে। কিন্তু মানুষ এটা জানে না যে সুখ কি জিনিস ? যখন এই সৃষ্টির উপর অপার সুখ ছিল, তখন শান্তিও ছিল কিন্তু সেই সুখ এখন আর নেই। এখন মানুষের ভিতরে এই চাহিদা উৎপন্ন হয় যে সেই সুখ আমার চাই, আবার কেউ ধন-পদার্থ প্রার্থনা করে, কেউ বাচ্চা প্রার্থনা করে, কেউ তো পুনরায় এমনই প্রার্থনা করে যে আমি পতিব্রতা নারী হব, যতক্ষণ আমার পতি জীবিত থাকবে, আমি যেন বিধবা না হই। তো চাহিদা তো সুখেরই থাকে তাই না। তো পরমাত্মাও কোনও সময় তাদের এই আশা অবশ্যই পূর্ণ করেন। সত্যযুগের সময় যখন সৃষ্টির উপর স্বর্গ ছিল তখন সেখানে সর্বদা সুখ ছিল, যেখানে স্ত্রী কখনো বিধবা হতো না। তো তাদের এই আশা সত্যযুগে পূর্ণ হয়, যেখানে অপার সুখ থাকে। বাকি তো এই সময় হলই কলিযুগ। এই সময় তো মানুষ দুঃখই ভোগ করতে থাকে। দুঃখী মানুষ বলে ভগবানের দেওয়া দুঃখ আমরা ভালোবেসে ভোগ করি। কিন্তু পরমাত্মা পিতা তো কাউকে দুঃখ দেন না। তিনি আমাদের সমস্ত কর্মের খাতা সমাপ্ত করে দেন তবেই তো আমরা বলে থাকি তুমি মাতা পিতা আমি বালক তোমার...। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের এই জীবনকে কড়ি থেকে হীরে তুল্য বানাতে হ'লে সময়কে সফল করো, অবগুণ গুলিকে বিতাড়িত করো, আহাৰ, নিদ্রায় সময় নষ্ট ক'রো না"

- *প্রশ্নঃ - মানুষ কোন্ একটি শব্দের দ্বারা সকলকে ভগবানের রূপ ভেবে নিয়েছে?
- *উত্তরঃ - বাবা বলেন এই সময় আমি হলাম বহুরূপী, এইরকম নয় যে, এখানে যখন মুরলী চলছে তখন পরমধাম খালি হয়ে যায়, আমায় তো এখন অনেক কাজ করতে হয়, অনেক সার্ভিস চলতে থাকে। বাচ্চাদেরকে, ভক্তদেরকে সাক্ষাৎকার করাতে হয়। এই সময় আমি হলাম বহুরূপী, এই একটি শব্দের জন্যই মানুষ বলে থাকে এ সবই হল ভগবানের রূপ।
- *প্রশ্নঃ - বাবার কোন্ শ্রীমৎ পালনকারী বাচ্চারা হল সুসন্তান?
- *উত্তরঃ - বাবা বলেন বাচ্চারা কখনোই ডিস্ সার্ভিস ক'রো না, সময় হল খুবই মূল্যবান, একে নিদ্রাতে অতিবাহিত ক'রো না, কমপক্ষে ৮ ঘন্টা আমার জন্য দাও। এই শ্রীমৎ পালনকারীরাই হল সুসন্তান।
- *গীতঃ- তোমরা রাত নষ্ট করলে ঘুমিয়ে, দিন নষ্ট করলে খেয়ে, অমূল্য এ'জীবন বৃথা চলে যায়....

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা জানে যে - আমরা হলাম সকলে বাবার সন্তান । আমাদের শরীরের পিতা তো হলই শারীরিক কিন্তু আত্মা যেটি হল অশরীরী সেটির পিতাও হলেন অশরীরী। বাবা বুঝিয়েছেন বেহদের পিতার থেকে বেহদের সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখন যেটার শুরু হয় সেটা ত্রেতার শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে। তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো, ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের প্রালঙ্কার জন্য। আবার পরবর্তী সময়ে হদের শুরু হবে, বেহদের সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এ হলো গূহ্য কথা তাই না। জানেও অর্ধকল্প আমরা হদের পিতার থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছি আর বেহদের পিতাকে স্মরণ করে এসেছি। আত্মার সম্বন্ধে সকলেই হল ভাই। উনি হলেন পিতা। বলেও থাকে আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই আবার যখন মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করা হয় তখন ভাই বোন হয়ে যায়। এটি হলো নতুন রচনা তাই না। পরবর্তী সময়ে পরিবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাকা, জ্যাঠা, মামা সব পরবর্তী সময়ে হয়। এই সময় বাবা রচনা সৃষ্টি করছেন। পুত্র আর কন্যারা আছে, অন্য কোনো সম্বন্ধ নেই। এখন তোমরা জীবিত অবস্থায় ভাই বোন হয়ে যাও। অন্য কোনো সম্বন্ধের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এখন তোমরা নতুন জন্ম প্রাপ্ত করেছো। জানো যে আমরা হলাম এখন ঐশ্বরীয় সন্তান, শিববংশী ব্রহ্মাকুমার কুমারী। ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীদের অন্য কোনো সম্বন্ধ নেই। এই সময় সমগ্র দুনিয়া হল পতিত, এদেরকে পবিত্র বানাতে হবে। বলে বাবা আমরা হলাম আপনার। বাবা বলেন বাচ্চারা, ভবিষ্যতের জন্য পুরুষার্থ করে নিজের জীবন হীরে তুল্য বানাতে হবে। সারাদিন কেবল খাওয়া-দাওয়া, রাতে নিদ্রা আর বাবাকে স্মরণ না করা..... এর দ্বারা কেউই হীরে তুল্য জন্ম প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা বলেন - শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম করে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমল পুষ্প সমান হতে হবে। বোঝেও যে আমরা কড়ি থেকে হীরে তুল্য অর্থাৎ মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি। মানুষের মধ্যে তো অনেক অবগুণ থাকে। দেবতাদের মধ্যে গুণ থাকে তাই তো মানুষ দেবতাদের সামনে গিয়ে নিজেদের অবগুণের কথা বলে তাই না। আপনারা হলেন সর্বগুণ সম্পন্ন..... আমরা হলাম পাপী নীচ। এখন বাবা বলেন নিজেদের ভিতরের আসুরী গুণ গুলিকে বিতাড়িত করে ঐশ্বরীয় দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। বাবা তো হলেন নিরাকার, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। উনি হলেন সত্য, চৈতন্য, জ্ঞানের সাগর। এই জ্ঞান তো বুদ্ধিতে আছে তাই না। এটা হলো নতুন জ্ঞান। কোনো বেদ শাস্ত্রে এই জ্ঞান নেই। এখন তোমরা যা শুনছো সেটি আবার প্রায়ঃ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এখন তোমরা জানো যে আমরা আসুরী গুণ সম্পন্ন মানুষ থেকে দৈবীগুণ ধারণ করে বাবার দ্বারা দেবতায় পরিণত হচ্ছি। পাপের বোঝা যেটা মাথার উপরে আছে তা বাবার স্মরণের দ্বারা আমরা ভস্ম করছি। ভক্তি মার্গে তো এটাই শুনিয়ে এসেছে যে জলে স্নান করায় পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। কিন্তু জলেতে তো পবিত্র হওয়া যায় না। যদি এইরকম হতো তাহলে আবার পতিত-পাবন পিতাকে কেন স্মরণ করে। কিছুই বোঝে না। বুঝদার আর অবুঝ এটাও একটা নাটক হয়ে রয়েছে। এখন তোমরা কত বুঝদার হচ্ছে। সমগ্র সৃষ্টি চক্রকে জানো। হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিকে জানা এটার জন্যও বুদ্ধির দরকার তাই না। যদি না জানে না তাহলে তাকে অবুঝ বলা হবে তাই না।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো। বাবার নিজের পরিচয় নিজের বাচ্চাদেরকে দিয়েছেন যে আমি এসেছি তোমাদেরকে হীরে তুল্য বানানোর জন্য। এইরকম নয় যে এখানে শুনলে গিয়ে আহাৰ পানীয় পান করে যেরকম আগে চলছিল... সেটি তো

ছিল কড়ি তুল্য জীবন। দেবতাদের হল হীরে তুল্য জীবন। তারা তো স্বর্গে সুখ ভোগ করে। চিত্রও তো আছে তাই না। আগে তোমরা জানতে না যে আমরাই সুখী ছিলাম, এখন আমরা দুঃখী হয়েছি। আমরা ৮৪ জন্ম কীভাবে নিয়েছি - এটা জানতে না। এখন আমি এগুলি বলি। এখন তোমরা অন্যদেরকেও বোঝানোর যোগ্য হয়েছে। বাবা বুঝদার বানিয়েছেন তাহলে অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। এইরকম নয় যে ঘরে ফিরে আবারও সেই পুরাতন আচার আচরণে থেকে যাবে। শিক্ষা প্রাপ্ত করে আবার অন্যদেরকেও শিক্ষা দাও। বাবার পরিচয় দেওয়ার জন্য বাইরে যেতে হয়। বেহদের পিতা সকলেরই হল এক। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীরা ওঁনাকেই আহ্বান করে, হে পরমপিতা পরমাত্মা বা হে প্রভু। এইরকম কেউই নেই যে পরমাত্মাকে স্মরণ করে না। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের পিতা হলেন এক। এক-কেই সকলে স্মরণ করে। বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য অধিকার সকলেরই আছে। উত্তরাধিকারের বিষয়েও বোঝাতে হবে। বাবা কোন্ উত্তরাধিকার দেন? মুক্তি আর জীবনমুক্তি। এখানে তো সকলেই জীবনবন্ধে রয়েছে। বাবা এসে সকলকে রাবণের বন্ধন থেকে ছাড়ান। এই সময় কেউই জীবনমুক্ত নেই কেন না এটি হলো রাবণ রাজ্য। সকলেই হল দেহ-অভিমানী। দেবতারা দেহী-অভিমানী হওয়ায় জানেন যে আমরা আত্মারা এক শরীর পরিত্যাগ করে অন্য ধারণ করি। কেবল পরমাত্মাকে জানে না। পরমাত্মাকে জানলে তাহলে সমগ্র সৃষ্টি চক্রকে জেনে যাবে। ত্রিকালদর্শী কেবল তোমরাই হও। ব্রাহ্মণদেরই বাবা বসে ত্রিকালদর্শী বানান। দেবতারাও যখন ত্রিকালদর্শী নন তাহলে তাদের বংশাবলীর মধ্যেও এই জ্ঞান থাকে না, তাহলে অন্যদের মধ্যে এটি কোথা থেকে আসবে। যিনি দেন তিনিও হলেন এক। এই সহজ রাজযোগের জ্ঞান আর অন্য কারোর থাকতে পারে না। দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্রও থাকা উচিত। তাই ড্রামা অনুসারে তাদেরকেও শাস্ত্র বানাতে হয়। গীতা ভগবত ইত্যাদি সব এইরকমভাবেই আবারও তৈরী হবে। গ্রন্থও এইভাবেই তৈরী হবে। এখন গ্রন্থ কত বড় হয়ে গেছে। না হলে কত ছোট ছিল - হাতে লেখা হয়েছিল। তারপর বৃদ্ধিতে নিয়ে এসেছে। এটিও হল এইরকম। এটিরও যদি গ্রন্থ বসে বানানো হয় তাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে। কিন্তু পরে সেটিকে ছোট বানানো হয়। পরবর্তী সময়ে বাবা দুটি শব্দ বলেছেন - 'মন্মনা ভব'। আমি তোমাদেরকে সব শাস্ত্রের সার বোঝাই। তাহলে তো অবশ্যই নাম নিতেই হবে তাই না। অমুক শাস্ত্রে এটা-এটা আছে। সেগুলি কোনো ধর্ম শাস্ত্র নয়। ভারতের শাস্ত্র হলই একটাই। বাকি সেগুলি কোন ধর্মের শাস্ত্র, সেটি কখনোই প্রমাণ করতে পারবে না। ভারতের শাস্ত্র হল একটি গীতা। গীতাও সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি গায়ন আছে। গীতার মহিমা তোমরা যথাযথভাবে জানো। যে গীতার আধারে বাবা এসে ভারতকে স্বর্গ বানান। ভারতের শাস্ত্র অনেক সম্মান পায়। কিন্তু গীতার ভগবান কে ছিলেন, ওঁনাকে না জানার কারণে মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে। এখন সেগুলোকে সঠিক করো। ভগবান তো এইরকম বলেননি যে - আমি সর্বব্যাপী।

বাচ্চারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল - শিববাবা যখন এখানে আসেন, মুরলী চালান তখন কি পরমধামেও থাকেন? বাবা বলেন, এই সময়ে তো আমাকে অনেক কাজ করতে হয়। অনেক সার্ভিস চলতে থাকে। কত বাচ্চাদেরকে, ভক্তদের ইত্যাদির অনেককেই সাক্ষাৎকার করাই। এই সময় আমি হলাম বহুরূপী। বহুরূপী শব্দ থেকেই মানুষ বুঝেছে - সব রূপ হল ওঁনার। মায়া উল্টো পথে চালনা করে দেয়, আবার বাবা সঠিক বানিয়ে দেন। তোমরা বাচ্চারা এখন মুক্তিধামে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। তোমাদের বুদ্ধি রয়েছে মুক্তিধামের দিকে। এইরকম কোনো মানুষ পুরুষার্থ করতে পারবে না যা তোমাদের বাবা করাচ্ছেন। এখন নিজের বুদ্ধিযোগ ওখানে স্থির করো। জীবিত অবস্থাতেই এই শরীরকে ভুলতে থাকো। মানুষ যখন মারা যায় তখন বলে স্বর্গে গেছেন তারপরও কাল্লাকাটি করতে থাকে। বাবার যারা সুসন্তান হবে তারাই বাবার সহায়ক হয়ে সার্ভিস করবে। তারা কখনোই ডিসসার্ভিস করবে না। যদি কেউ ডিসসার্ভিস করে তাহলে সে নিজেরই করবে। বাবা বলেন যে মিষ্টি বাচ্চারা এই সময় হল খুবই মূল্যবান। ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য তোমরা উপার্জন করো। তোমরা জানো যে আমরা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করি, কত ভালো উপার্জন হয় তাহলে তাতে রত থাকা উচিত। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যেরকম গভর্নেন্ট সার্ভিসে ৮ ঘন্টা হয়। বাবাও বলেন আমার জন্য ৮ ঘন্টা দাও। রাত্রে ঘুমিয়ে নিজের সময় অতিবাহিত করো না। দিন রাত উপার্জন করতে হবে। এ তো হল খুবই সহজ কেবল বুদ্ধির প্রয়োজন। মানুষ যখন ব্যবসা ইত্যাদিতে যায় তখন প্রথমে মন্দিরের সামনে হাতজোড় করে তারপরে দোকানে যায়। ফেরার সময় আবার ভুলে যায়, ঘরের কথা স্মরণে চলে আসে। সেটাও ভালো। কিন্তু তারা অর্থ কিছুই জানে না।

বাচ্চারা তোমাদের কলকাতাতে গিয়ে অনেক ভালভাবে বোঝাতে হবে - কালী মায়ের ওখানে অনেক সম্মান। বাঙালিদের নিজস্ব রীতি-নীতি রয়েছে। ব্রাহ্মণদেরও মাছ অবশ্যই খাওয়ায়। নামীগ্রামী ব্যক্তিবরা নিজস্ব পুকুর বানিয়ে তারপর তাতে মাছ প্রতিপালন করে এবং তা ব্রাহ্মণদেরও অবশ্যই খাওয়াবে। এখন তোমরা প্রকৃত বৈষ্ণব হও। বাস্তবে তোমরা বিষ্ণুপূরীতে যাও। এইরকম নয় যে ওখানে চার ভূজযুক্ত মানুষজন থাকবে। লক্ষী-নারায়ণকে বিষ্ণু বলা হয়। দুই ভূজ ওনার আর দুই ভূজ ওনার। তোমরা মহালক্ষ্মীর পূজা করো, বাস্তবে বিষ্ণুরই পূজা করে থাকো। উভয়ই আছেন তাই না।

কিন্তু এই সময় মহিমা মাতাদের বেশি হয়। জগৎ অম্বার গায়ন আছে। লক্ষ্মীরও নামের গায়ন আছে। বাবা এসে মাতাদের দ্বারা সকলকে সঙ্গতি দেন। জগৎ অম্বাই আবার রাজ রাজেশ্বরী হন। মায়েদের পূজা হয়। বাস্তবে জগৎ অম্বা হলেন একজন। যেরকম শিবের একটি লিঙ্গ বানায় সেইরকম আবার ছোট ছোট শালগ্রাম বানায়। সেইরকমই কালীরও ছোট ছোট মন্দির অনেক আছে। তারা হল যেন মায়েদেরই সন্তান। এখন বাবা তোমাদেরকে নিজের বানায়, একেই বলা হয় বলি দেওয়া। তোমরা বলিহার হও ওঁনার উপরে, এই ব্রহ্মার উপরে নয়।

তাই বাবা বোঝান যে - এখন সময় অতিবাহিত ক'রো না। চাকরি বাকরি যা করার করো। যদি টাকা পয়সা ঠিকঠাক থাকে, তবে থাওয়া পড়ার জন্য এত বেশী মাথা কেন ঘামাচ্ছে। হ্যাঁ শিববাবার যজ্ঞেও তোমরা দিয়ে থাকো অর্থাৎ বিশ্বের সেবাতেই লাগাও। বাবা বলেন সেন্টার বানাও, যেখানে এই কন্যারা মানুষকে দেবতা বানানোর রাস্তা বলবে। এই পঠন-পাঠন কত সুন্দর। অনেকের কল্যাণ হয়ে যাবে। বাবা বলেন লক্ষ-কোটি উপার্জন করো, কিন্তু কর্ম এমনই করো যাতে ভারত পবিত্র হয়, এভার হেল্খী হয়। তোমরা ভবিষ্যতের জন্য এখন সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। ওখানে গরিব তো কেউই হয় না। ওখানেও এখনকার প্রলব্ধ ভোগ করো তাহলে এতটুকু ধারণা তো অবশ্যই করা উচিত। তোমাদের এক-এক পয়সা হল হীরে তুল্য, এর দ্বারাই ভারত স্বর্গ হয়। বাকি যা বাঁচবে সেগুলি সবই শেষ হয়ে যাবে। যা কিছু পয়সা বাঁচবে এই সার্ভিসে লাগাও। এ হল বড়'র থেকেও বড় হসপিটাল। কোনো গরীব বাচ্চা বলে আমি আট আনা দিচ্ছি ঘরের ইঁট লাগিয়ে দাও। আমি জানি এখান থেকে মানুষ এভারহেল্খী হয়। এখানে তো অনেকেই আসবে। ক্যু (লাইন) এমন লাগবে যে আগে কেউ এমন দেখেনি। তাহলে কতো খুশী থাকা উচিত, আমরা কি ছিলাম কিসে পরিণত হচ্ছি। আমরা শিববাবার থেকে বেহদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। বাবা হলেন নিরাকার জ্ঞানের সাগর। তিনি এই রথে প্রবেশ করেন। তাহলে বাচ্চাদের অনেক দয়াশীল হতে হবে। নিজের উপরে আর অন্যদেরও উপরেও দয়া করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ভারতকে পবিত্র বানানোর সেবাতে নিজের তন-মন-ধন সফল করতে হবে। টাকা-পয়সাকে হীরে মনে করে স্বর্গ বানানোর সেবাতে লাগাতে হবে, ব্যর্থ নষ্ট করলে চলবে না।

২) ভবিষ্য ২১ জন্মের প্রলব্ধ বানানোর জন্য দিন-রাত উপার্জন জমা করতে হবে, সময় নষ্ট করলে চলবে না। শরীরকে ভুলবার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- অকাল সিংহাসন (অকালতখত) তথা হৃদয় সিংহাসনে (দিলতখত) আসীন হয়ে স্বরাজ্যের নেশাতে থাকা প্রকৃতিজীত, মায়াজীত ভব
অকালতখতে আসীন আত্মা সর্বদা আত্মিক নেশায় থাকে। যেমন রাজা রাজত্বের নেশা বিনা রাজ্য চালাতে পারে না, সেইরকম আত্মাও যদি স্বরাজ্যের নেশাতে না থাকে তাহলে কর্মেন্দ্রীয় রূপী প্রজার উপরে রাজত্ব করতে পারবে না। সেইজন্য অকালতখতনশীন এবং হৃদয়তখতনশীন হও আর যদি এই রূহানী নেশায় থাকো তাহলে কোনো রকম বিঘ্ন অথবা সমস্যা তোমাদের সামনে আসতে পারবে না। প্রকৃতি আর মায়াও আঘাত হানতে পারবে না। তাই তখতনশীন হওয়া অর্থাৎ সহজেই প্রকৃতিজীত আর মায়াজীত হওয়া।

স্নোগান:- সংকল্পের সিদ্ধি প্রাপ্ত করতে চাইলে আত্ম শক্তির দ্বারা উড়তে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমতে কখনও মনমত মিক্স করবে না, মনমত অনুসারে চলা অর্থাৎ নিজের ভাগ্যে দাগ টেনে দেওয়া”

*প্রশ্নঃ - বাবার কাছে কোন্ আশা বাচ্চাদেরকে করা উচিত নয় ?

*উত্তরঃ - অনেক বাচ্চারা বলে বাবা আমাদের শরীরের অসুখ ঠিক করে দাও, একটু কৃপা করো। বাবা বলেন এই শরীর তো তোমাদের পুরানো অর্গ্যান্স। একটু আধটু কষ্ট তো থাকবেই, তাতে বাবা কি করবেন। কেউ মারা গেলে, কেউ দেউলিয়া হলে বাবার কাছে কৃপা প্রার্থনা করে, এইসব তো তোমাদের হিসেব-নিকেশ। হ্যাঁ, যোগবলের দ্বারা তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি পাবে, যতটা সম্ভব যোগবলের দ্বারা কাজ করো।

*গীতঃ- তোমরা রাত্রি কাটিয়েছ ঘুমিয়ে

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদেরকে ওম্ শব্দের অর্থ তো বলা হয়েছে। এমন নয় যে ওম্ অর্থাৎ ভগবান। ওম্ অর্থাৎ অহম্ অর্থাৎ আমি। আমি কে ? এই অর্গ্যান্স গুলি হল আমার । বাবাও বলেন অহম্ আত্মা, কিন্তু আমি পরম আত্মা অর্থাৎ আমি পরমাত্মা। উনি হলেন পরম ধাম নিবাসী পরম পিতা পরমাত্মা। বলেন আমি এই শরীরের মালিক নই। আমি ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, অ্যাক্টর কীভাবে হই - সেই কথা গুলি বুঝতে হবে। আমি অবশ্যই স্বর্গের রচয়িতা । সত্য যুগের রচনা করে কলিযুগের বিনাশ অবশ্যই করতেই হবে। আমি করনকরাবনহার (কর্ম করান যিনি) হওয়ার দরুন আমি করাই। এই কথাটি কে বলেন ? পরমপিতা পরমাত্মা। তারপরে বলেন আমি ব্রহ্মান্ডের মালিক। ব্রহ্মান্ডের মালিক তোমরা বাচ্চারাও, যখন বাবার সঙ্গে থাকো। তাকে সুইট হোমও বলা হয়। পুনরায় যখন সৃষ্টির রচনা করা হয় তখন সর্ব প্রথমে ব্রাহ্মণদের রচনা করা হয় পরে তারা দেবতায় পরিণত হয়। তারা পুরোপুরি ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। শিববাবা হলেন এভার পূজ্য। আত্মাকে তো পুনর্জন্ম নিতেই হবে। যদিও ৮৪ লক্ষ তো হতে পারে না। বাবা বলেন তোমরা নিজেদের জন্ম গুলির বিষয়ে জানো না, আমি এসে বলি। ৮৪-র চক্র বলা হয়। ৮৪ লক্ষ নয়। এই চক্রে স্মরণ করলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হও। এখন বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ গুলি ভুলে যাও। এখন তোমাদের হল অন্তিম জন্ম। যতক্ষণ এই কথা বুদ্ধিতে আসছে ততক্ষণ বুঝবে না। এ হল পুরানো শরীর, পুরানো দুনিয়া। এই শরীর তো শেষ হয়ে যাবে। কথায় আছে না আমি মরলে আমার কাছে এই দুনিয়াও মৃত হয়ে যায় । এই ছোট সঙ্গমের সময় হল পুরুষার্থ করার সময়। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে বাবা এই জ্ঞান কত দিন পর্যন্ত চলবে ? যতক্ষণ দৈব রাজধানী স্থাপন হয়ে যায় ততক্ষণ জ্ঞান শোনাবেন। পরীক্ষা সম্পূর্ণ হলে তারপরে ট্রান্সফার হবে নতুন দুনিয়ায়। ততক্ষণ শরীরে কিছু না কিছু হতেই থাকবে। এই শারীরিক অসুস্থতা হল কর্মভোগ। বাবার এই শরীরটি কত প্রিয়। তবুও কাশি ইত্যাদি হলে বাবা বলেন তোমার এই অর্গ্যান্স গুলি পুরানো হয়েছে তাই কষ্ট হচ্ছে। এই বিষয়ে বাবা সাহায্য করবেন এমন আশা রাখা উচিত নয়। দেউলিয়া হওয়া, অসুস্থ হওয়া বাবা বলেন এইসব তো তোমাদের কর্মের হিসেব-নিকেশ। হ্যাঁ, তবুও যোগের দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি পায়, তোমাদেরই লাভ আছে। নিজের পরিশ্রম করো, কৃপা প্রার্থনা করবে না। বাবার স্মরণেই কল্যাণ আছে। যতখানি সম্ভব যোগবলের দ্বারা কার্য উদ্ধার করো। গায়ন আছে না - আমায় চোখের পলকের মধ্যে লুকিয়ে রাখো.... প্রিয় বস্তুকে নূরে রত্ন, প্রাণ প্রিয় বলা হয়। বাবা তো হলেন অতি প্রিয়, কিন্তু উনি হলেন গুপ্ত তাই বাবার প্রতি ভালোবাসা স্থির থাকে না। তা নাহলে বাবার প্রতি ভালোবাসা এমন হওয়া দরকার যে বলে বোঝানো যাবে না। বাচ্চাদেরকে বাবা চোখের পাতায় লুকিয়ে রাখেন। চোখের পাতার অর্থ এই চোখ নয়, বুদ্ধিতে স্মরণ রাখতে হবে আমাদের জ্ঞান কে প্রদান করছেন ? মোস্ট বিলাভেড নিরাকার পিতা, যাঁর মহিমাই হল - পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। তাঁকে মানুষ আবার সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। তবে তো প্রত্যেকটি মানুষই জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর হওয়া উচিত। কিন্তু নয়, প্রত্যেকটি আত্মার নিজস্ব অবিনাশী পার্ট প্রাপ্ত হয়ে আছে। এই গুলি হল খুবই গুপ্ত কথা। প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে। পারলৌকিক পিতা স্বর্গের রচনা করেন। সত্যযুগ সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজস্ব থাকে, যে নতুন দুনিয়া বাবা রচনা করেন, কীভাবে রচনা করেন তা তো তোমরা বাচ্চারা জানো। উনি বলেন আমি আসি পতিতদের পবিত্র করতে। অতএব পতিত সৃষ্টিতে এসে পবিত্র তো বানাতে হবে তাইনা। গায়নও আছে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। তাই ব্রহ্মার মুখের দ্বারা জ্ঞান প্রদান করি এবং শ্রেষ্ঠ কর্ম করার শিক্ষা দিয়ে থাকি। বাচ্চাদেরকে বলেন আমি তোমাদের এমন কর্ম শেখাই যে সেখানে (স্বর্গে) তোমাদের কর্ম গুলি বিকর্মে পরিণত হবে না কারণ সেখানে মায়াই নেই, তাই তোমাদের কর্ম হয় অকর্ম । এখানে মায়া আছে তাই তোমাদের কর্ম বিকর্মে পরিণত হয়ে যায়। মায়ার রাজ্যে যা করবে সবই উল্টো করবে।

এখন বাবা বলেন আমার দ্বারা তোমরা সব কিছু জেনেছো। সাধু সন্ন্যাসীরা সাধনা ইত্যাদি করে - পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য, অনেক রকমের হঠযোগ ইত্যাদি শেখায়। এখানে তো শুধুমাত্র এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মুখে শিব-শিব বলতেও হবে না। এ হল বুদ্ধির যাত্রা। যত যত স্মরণ করবে ততই রুদ্র মালার দানা হবে, বাবার সমীপে আসবে। শিববাবার গলার হার হওয়া বা রুদ্র মালায় কাছে আসা, তারই হল রেস। চার্ট রাখলে তো অস্তিম সময়ে যেমন মতই সেই অনুসারে গতি প্রাপ্ত হয়ে যাবে। দেহটিও যেন স্মরণে না আসে, এমন অবস্থা চাই।

বাবা বলেন এখন তোমাদের হীরে সম জন্ম প্রাপ্ত হয়েছে। অতএব আমার প্রিয় বাচ্চারা, নিদ্রাজিত বাচ্চারা, মিনিমাম ৮ ঘন্টা আমার স্মরণে থাকো। এখনও সেই অবস্থা বা স্থিতি আসেনি। চার্ট রাখো যে আমরা সারাদিন কতক্ষণ সময় স্মরণের যাত্রায় ছিলাম। কোথাও থেমে যাও না তো। বাবাকে স্মরণ করলে বর্ষাও বৃদ্ধিতে থাকবে। প্রবৃত্তি মার্গ তাইনা। এক নম্বরে হল বাবার দ্বারা স্থাপন করা - স্বর্গের দেবী-দেবতা ধর্ম। বাবা রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করে স্বর্গের মালিক করেন, পরে এই জ্ঞান লুপ্ত প্রায় হয়ে যায়। তাহলে এই জ্ঞান শাস্ত্রে আসে কোথা থেকে? রামায়ণ ইত্যাদি তো পরে বসে তৈরি করেছে। সম্পূর্ণ দুনিয়াই তো হল রাবণের লক্ষা। রাবণের রাজত্ব তাইনা। বানর সম মানুষকে পবিত্র মন্দিরের মতন উপযুক্ত বানিয়ে রাবণের রাজত্ব শেষ করে দেন। সঙ্গতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা জ্ঞান প্রদান করেন সদগতির জন্য। তাকে সঙ্গতি করতে হবে শেষ সময়ে।

এখন বাবা বলেন বাচ্চারা অন্য সব কিছু ত্যাগ করে একমাত্র আমার কাছে শোনো। আমি কে, প্রথমে এই নিশ্চয় থাকা উচিত। আমি তোমাদের সেই পিতা। আমি তোমাদের পুনরায় সকল বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি সার অর্থ বোঝাই। এই জ্ঞান তো বাবা সম্মুখে প্রদান করেন। পরে তো বিনাশ হয়ে যায়। তারপরে যখন দ্বাপরে খোঁজে তখন সেই গীতা শাস্ত্র ইত্যাদি বেরিয়ে আসে। ভক্তি মার্গের জন্য সামগ্রী তো অবশ্যই চাই। তোমরা যা এখন দেখছো, অন্যদের জ্ঞান তো পরম্পরা অনুসারে হয়ে এসেছে। এই জ্ঞান তো এখানেই শেষ হয়ে যায়। পরে যখন খোঁজা হয় তখন এই শাস্ত্র ইত্যাদি হাতে উঠে আসে, তাই একে অনাদি বলে দেয়। দ্বাপরে সব ওই শাস্ত্র গুলি বেরোয়। তাই তো আমি এসে পুনরায় সব শাস্ত্র গুলির সার অর্থ বুঝিয়ে বলি, সেসব আবার রিপিট হবে। কেউ রিপিটিশনকে স্বীকার করে, কেউ আবার অন্য কিছু বলে। অনেক মতামত আছে। বিশ্বের ইতিহাস - ভূগোল তো তোমরা বাচ্চারা ই জানো, অন্য কেউ জানেনা। তারা তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছরের বলে দিয়েছে। এমনও অনেক লোকেরা বলে যে মহাভারতের যে যুদ্ধ হয়েছিল, তার ৫ হাজার বছর হয়েছে। এ হল সেই লড়াই। সুতরাং নিশ্চয়ই গীতার ভগবানও থাকবেন! যদি কৃষ্ণ হয় তবে ময়ূর মুকুটধারী হওয়া উচিত। কৃষ্ণ তো সত্যযুগেই থাকেন। সেই কৃষ্ণ তো এখন থাকতে পারে না। তার দ্বিতীয় জন্মে সেই কলা বা কোয়ালিটি তো থাকতে পারে না। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা হতেই হবে সুতরাং জন্ম জন্ম একটু একটু তফাৎ হয়েই যাবে তাইনা। যদিও ময়ূর মুকুটধারী তো অনেকেই আছে। কৃষ্ণ যে প্রথম নম্বরের, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, কৃষ্ণের তো পুনর্জন্ম হওয়ায় একটু একটু কলা কম হতে থাকে। এ হল খুবই গূহ্য রহস্য।

বাবা বলেন এমন নয় চলতে ফিরতে, ঘুরতে বেড়াতে সময় নষ্ট করবে। এটা হল উপার্জনের সময়। যাদের কাছে অনেক ধন আছে তারা তো ভাবে তাদের জন্য এখানেই স্বর্গ, বাবা বলেন তাদের এই স্বর্গ তাদের জন্য অভিনন্দন। বাবা তো হলেন দীনের নাথ। গরিবদের দান দিতে হবে। গরিব মানুষের স্যারেন্ডার হওয়া সহজ। হ্যাঁ, কেউ কেউ বিরল ধনবান মানুষও জ্ঞানের পথে আসে। এই সব কথা বুঝতে হবে। দেহ বোধের ভাব ত্যাগ করতে হবে। এই দুনিয়া তো শেষ হবেই, তখন আমরা বাবার কাছে চলে যাব। সৃষ্টি নতুন হয়ে যাবে। কেউ তো অ্যাডভান্সেও যাবে। শ্রীকৃষ্ণের মাতা পিতারও অ্যাডভান্সে যাওয়া উচিত, যারা সেখানে কৃষ্ণকে কোলে নেবে। কৃষ্ণ থেকেই সত্যযুগ আরম্ভ হয়। এ'গুলি খুবই গূহ্য কথা। এই কথা তো বুঝতে হবে যে - কে হবেন মাতা পিতা? কে সেকেন্ড নম্বরে আসার উপযুক্ত। সার্ভিসের দ্বারাও তোমরা বুঝতে পারো। ভাগ্যের দ্বারাও কেউ গ্যালপ করে আগে এসে যাবে। এমন তো হচ্ছে, শেষের দিকে যারা এসেছে তারা ফার্স্টক্লাস সার্ভিস করছে। রূপ বসন্ত হলে তোমরা বাচ্চারা। বাবাকেও বসন্ত বলা হয়। তিনি হলেন স্টার। এমন বিশাল তো নয় তাঁর রূপ। পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। আত্মার রূপ বিশাল নয়। কিন্তু মানুষ যাতে সংশয়গ্রস্ত না হয় তার জন্য বিশাল রূপ দেখানো হয়েছে। উঁচু থেকে উঁচুতে হলেন শিববাবা। তারপরে হলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর। ব্রহ্মাও ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত হন, এর কোনো চিত্র নেই। বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ। শঙ্করের পাট সূক্ষ্মবতন পর্যন্ত থাকে। এখানে স্থূল সৃষ্টিতে এসে পাট প্লে করার পাট নেই, আর না পার্বতীকে অমরকথা শোনান। এইসবই হল ভক্তিমার্গের কাহিনী। এই সব শাস্ত্র ইত্যাদি তবুও তৈরি হবে। তাতে সত্য আছে আটায় লবণ সম। যেমন শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা শব্দটি রাইট। তারপরে বলে দেয় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান.... তা একেবারেই ভুল। দেবতাদের মহিমা আলাদা, উঁচু থেকে উঁচু হলেন পরম পিতা পরমাত্মা।

যাঁকে সবাই স্মরণ করে, তাঁর মহিমা আলাদা। সবাই একরকম কীভাবে হতে পারে। সর্বব্যাপীর কোনো অর্থ নেই।

তোমরা হলে রুহানী স্যালভেশন আর্মি, কিন্তু গুপ্ত। স্থূল অস্ত্র ইত্যাদি তো থাকতে পারে না। এই সব হল জ্ঞানের বাণ, জ্ঞানের কাটারী সম কথা। পরিশ্রম আছে, পবিত্রতায়। বাবার কাছে সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বাবা আমরা পবিত্র হয়ে স্বর্গের অধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত করব। বর্ষা বাচ্চাদেরই প্রাপ্ত হয়। বাবা এসে আশীর্বাদ করেন, মায়া রাবণ তো অভিশপ্ত করে। সুতরাং এমন মোস্ট বিলাভেড পিতার সঙ্গে কত ভালোবাসা থাকা উচিত। বাচ্চাদের নিঃস্বার্থে সেবা করেন। পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে আসেন বাচ্চারা তোমাদের হীরে সম গড়ে তোলেন এবং নিজে নির্বাণধামে গিয়ে বসেন। এই সময় তোমাদের সবার হল বাণপ্রস্থ অবস্থা তাই বাবা এসেছেন, সবার জ্যোতি প্রজ্বলিত হয় তখন সবাই মিষ্টি হয়ে যায়। বাবার মতন মিষ্টি হতে হবে। গায়নও আছে না - কত মিষ্টি কত প্রিয় ... কিন্তু বাবা কতখানি নিরহঙ্কারিতার সাথে বাচ্চারা তোমাদের সেবা করেন। বাচ্চারা তোমাদেরও এতখানি রিটার্ন সার্ভিস করা উচিত। এ হল হাসপিটাল কাম ইউনিভার্সিটি তাই ঘরে ঘরে থাকা উচিত। যেমন ঘরে ঘরে মন্দির থাকে। তোমরা কন্যারা ২১ জন্মের জন্য হেলথ ওয়েলথ প্রদান করো শ্রীমৎ অনুসারে। বাচ্চারা তোমাদেরও চলতে হবে শ্রীমৎ অনুসারে। কোথাও নিজের মতানুসারে চললে ভাগ্যে দাগ পড়ে যাবে। কাউকে দুঃখ দেবে না। যেমন মহারথী বাচ্চারা সার্ভিস করছে তেমনই ফলো করতে হবে। সিংহাসনাসীন হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার মতন নিরহংকারী হয়ে সেবা করতে হবে। বাবার সেবা যা প্রাপ্ত হচ্ছে সে'সব সত্য হৃদয়ের সঙ্গে রিটার্ন দিতে হবে, খুব মিষ্টি হতে হবে।

২) চলতে ফিরতে নিজের সময় নষ্ট করবে না.... শিববাবার গলার হার হওয়ার জন্য রেস করতে হবে। দেহের কথাও যেন স্মরণে না আসে... এমন অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ:- ড্রামার প্রতিটি রহস্যকে জেনে সর্বদা খুশী ও ভরপুর (রাজি) থাকা নলেজফুল, ত্রিকালদর্শী ভব যে বাচ্চারা নলেজফুল, ত্রিকালদর্শী হয় তারা কখনও নারাজ অর্থাৎ বিরক্ত হয় না। যতই কেউ গালাগালি করুক অপশব্দ বলুক, অপমান করুক তা সত্বেও সে খুশীতে থাকে। কারণ ড্রামার সকল রহস্যকে যে জানে সে কখনও রাগ অভিমান করে না। রাগ সে করে, যে রহস্যকে জানেনা। তাই সর্বদা এই স্মৃতি রাখো যে ভগবান পিতার সন্তান হয়েও যদি রাজি না হবে তবে কবে হবে। সুতরাং যে এখন খুশীও আছে ভরপুরো আছে, সে-ই বাবার সমীপ এবং সমান।

স্নোগানঃ:- যে ব্যর্থ বিষয়ের প্রতি ইনোসেন্ট থাকে সে-ই প্রকৃত সেন্ট (মহাত্মা) হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"বিশ্ব পরিবর্তনে তীব্রতা আনার সাধন একাগ্রতার শক্তি এবং একরস স্থিতি"

আজ দূরদেশী বাবা তাঁর আপন দূরদেশী আর দেশী বাচ্চাদের মিলনের অভিনন্দন জানাতে এসেছেন। তোমরাও সবাই দূরদেশ থেকে এসেছ। বাবাও দূরদেশ থেকে এসেছেন। বাচ্চারা বাবাকে অভিবন্দনা জানাতে এসেছে আর বাবা বাচ্চাদের পদম্ গুন অভিনন্দিত করেন। উদযাপন করা অর্থাৎ সমান বানানো। দুনিয়ার মানুষ শুধু উদযাপন করে কিন্তু বাবা পালন করেন অর্থাৎ তোমাদের তাঁর সমান বানান। সব বাচ্চারা, হয় তোমরা সাকার রূপে সামনে আছ অথবা কেউ আকার রূপে সামনে আছে, বাচ্চারা সকলে বিশ্বের কোণে কোণে বাবার হীরে সম জয়ন্তী উদযাপন করছে। বাপদাদাও আকার রূপে সমুখ বাচ্চাদের হিরেতুল্য পদ্মাপদম্ অভিনন্দন জানাচ্ছেন। অবতরিত হওয়ার এই মহান জয়ন্তী উদযাপন করে তোমরা বাচ্চারা সবাই নিজেরাও হিরেসম হয়ে গেছ। একে বলা হয়ে থাকে উদযাপন অর্থাৎ সমান হয়ে যাওয়া। প্রত্যেক বাচ্চার কপালে পদ্মাপদম্ ভাগ্যবান হওয়ার নক্ষত্র ঝলক দিচ্ছে। তো উদযাপন করতে করতে সদাসর্বদার জন্য ভাগ্যবান হয়ে গেছে। এমন অলৌকিক জয়ন্তী সারা কল্পে কেউই উদযাপন করে না। যদিও তারা মহান আত্মাদের জন্মজয়ন্তী পালন করে, তবুও সেই মহান আত্মারা তাদের জয়ন্তী পালনকারীদের মহান বানায় না। এই সঙ্গমেই তোমরা সব বাচ্চা পরমাত্মার জয়ন্তী উদযাপন করে মহান হয়ে যাও। শ্রেষ্ঠ থেকে আরও শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়ে যাও। তোমরা এমন হীরে সম জীবন বানাও যাতে জন্ম- জন্মান্তর হীরে আর রত্নরাজি দিয়ে খেলতে থাকো। আজকের স্মারক দিবস শুধু বাবার নয়, বরং বাচ্চাদেরও বার্থ ডে, কারণ যখন বাবা অবতরিত হন তখন বাবার সঙ্গে ব্রহ্মা দাদা, রূপান্তরিত আত্মাও অবতরিত হন। বাবা আর দাদা উভয়ের একসাথে অবতরণ হয়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত বাপদাদা স্থাপন-যজ্ঞ রচনা করতে পারেন না, সেইজন্য বাপদাদা আর ব্রাহ্মণ বাচ্চারা সাথে সাথে অবতরিত হন। তাহলে কার জন্ম দিন বলবে - তোমাদের নাকি বাবার ? তোমাদেরও তো না ! তাইতো তোমরা বাবাকে অভিবাদন করো আর বাবা তোমাদের অভিনন্দিত করেন।

শিব জয়ন্তী অর্থাৎ পরমাত্ম- জয়ন্তীকে মহাশিবরাত্রি কেন বলা হয় ? শুধু শিবরাত্রি বলে না, কারণ এই অবতরিত দিবসে শিববাবা ব্রহ্মা দাদা আর ব্রাহ্মণেরা মহান সঙ্কল্পের ব্রত নিয়েছেন যে পবিত্রতার ব্রত দ্বারা বিশ্বকে মহান ও শ্রেষ্ঠ বানাবেন। বিশেষভাবে আদি দেব ব্রহ্মা, তাঁর আদি ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সাথে এই মহান ব্রত নেওয়ার নিমিত্ত হয়েছেন, সুতরাং মহান বানানোর ব্রত নেওয়ার দিব্য দিবস, সেইজন্য মহা শিবরাত্রি বলা হয়ে থাকে। আর তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এই মহান ব্রত নিয়েছ, তার স্মারকচিহ্ন রূপে আজও ভক্তগণ ব্রত রাখা। এই মহান জয়ন্তী প্রতিষ্ঠা নেওয়ার জয়ন্তী। একদিকে প্রত্যক্ষ হওয়ার জয়ন্তী, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠা নেওয়ার জন্মদিন। আদি সময়ে যারা নিমিত্ত হয়েছেন, আদি দেবের সাথে আদি রত্নরূপে তারাই বের হয়েছেন, তাদের প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ ফল রূপে তোমরা সবাই প্রত্যক্ষ হয়েছ। দেখো, কোথায় কোথায় কোণে কোণে তোমরা চলে গিয়েছিলে, কিন্তু বাবা মাটিতে লুকিয়ে থাকা হীরেতুল্য আপন বাচ্চাদের খুঁজে নিয়েছেন, নিয়েছেন না ? এখন তো বিশ্বের কোণে কোণে তোমরা হোলিয়েস্ট আর হাইয়েস্ট হীরা ঝিলমিল করছে। এ' হ'লো পরমাত্ম-জয়ন্তীর ব্রত আর প্রতিষ্ঠার ফল। তোমরা সবাই এখনও চারিদিকে শিববাবার ধ্বজার সামনে প্রতিষ্ঠা করো, তাই না ! তো এই আদি প্রথার বিধি তোমরা এখনও করে চলেছ। এই পরমাত্ম-জয়ন্তী যাকে শিবরাত্রিও বলা হয়। রাত্রি অর্থাৎ অন্ধকার। যে ব্যক্তি বা যে বস্তু ঠিক যেমন হয় অন্ধকারে তেমন ভাবে তাকে দেখা যায় না। বিদ্যমান হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায় না। যখন বাবা অবতরিত হন, প্রকৃতপক্ষে তোমরাও যেমন, না নিজেরা নিজেদের দেখতে পেতে, না বাবাকে দেখতে বা জানতে, এমনকি, 'আমি আত্মা' হয়েও তা' জ্ঞান ও অনুভবের নেত্র দ্বারা দেখতে অপারগ ছিলে। নেত্র থাকা সত্ত্বেও অন্ধকারে ছিলে। নেত্র যথার্থ কার্য করছিল না। স্পষ্ট দেখা যেত না। তাহলে তোমরাও অন্ধকারে ছিলে তো না ! নিজেকেই দেখতে পেতে না, সেইজন্য তখন বাবা প্রথমে এই অন্ধকার সরিয়ে দেন। সুতরাং শিবরাত্রি অর্থাৎ অন্ধকার সরিয়ে প্রকৃত সত্যের প্রকাশ প্রজ্জ্বলিত হওয়া। এই কারণে শিবরাত্রি নামে উদযাপিত হয়। ভক্তিমার্গের সব বিধিও তোমাদের যথার্থ বিধির স্মরণিক। একদিকে ভক্তের বিধি আরেকদিকে বাচ্চাদের সম্পূর্ণ বিধি। উভয়ই দেখে বাবা উৎফুল্ল হন। তোমরাও উৎফুল্ল হও তো না যে আমাদের ভক্ত ফলো করতে কত সতর্ক ! লাস্ট জন্ম পর্যন্তও নিজের ভক্তির বিধি পালন করে আসছেন। এই সবই বাবা আর তোমরা সব বিন্দুরূপের চমৎকারিত্ব ! শিববাবার সাথে শালগ্রামেরও পূজন হয়ে থাকে। তোমরা সবাই বিন্দু স্বরূপের মাহাত্ম্য জানো, সেইজন্য আজ পর্যন্ত ভক্তদের মধ্যে শিব অর্থাৎ বিন্দু স্বরূপের মহত্ব বিদ্যমান। তারা শুধু বিন্দু রূপকে জানে, যথার্থ ভাবে জানে না, তারা নিজেদের মতো করে জানে। কিন্তু তোমরা বাবাকে শুধুমাত্র বিন্দুরূপে জানো না, বরং বিন্দুর সাথে যে সমুদয় ভাণ্ডারের সিন্ধু আছে, বিন্দুর সাথে সেই সিন্ধু রূপকেও

তোমরা জানো। দুই রূপেই তাঁকে জেনেছ, জেনেছ না? সিন্ধু স্বরূপকে জেনে তোমরাও মাস্টার সিন্ধু হয়ে গেছ। তোমাদের মধ্যে কত খাজানা পরিপূর্ণ হয়ে আছে - হিসেব করতে পারবে ! অগণিত, অনন্ত আর অবিনাশী ধনভাণ্ডার। সবাই তোমরা মাস্টার সিন্ধু হয়েছ তো না ? নাকি এখন হতে হবে ?

তপস্যার বছরে কী করবে ? তপস্যা অর্থাৎ যে সঙ্কল্পই করবে তা' দূততার সাথে। তপস্যা অর্থাৎ একাগ্রতা আর দূততা। যোগী জীবনে তো এখনো আছে। তোমাদের সকলের যোগী জীবন, তাই না ? নাকি ৮ ঘন্টা, ৬ ঘন্টা অথবা কিছু ঘন্টার যোগে থাকো ? যোগী জীবন তো অবশ্যই, তবুও কেন বিশেষভাবে তপস্যা-বর্ষ রাখা হয়েছে? যোগী জীবন যুক্ত সব বাম্বাকে বাপদাদা যোগী আত্মরূপে দেখেন আর তোমরা আছও যোগী জীবনে। অন্য জীবন তো সমাপ্ত হয়ে গেছে। লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো ভোগী জীবনে ক্লান্ত হয়ে নিরাশ হয়ে বিচার বিবেচনা করে বুঝে যোগী হয়েছে। বিচার বিবেচনা করে হয়েছে নাকি কারও বলায় হয়ে গেছে? অনুভব করে হয়েছে নাকি শুধু অনুভব শুনে হয়ে গেছে? অনুভাবী হয়ে যোগী হয়েছে নাকি শুধু শুনলে আর দেখলে তো ভালো লেগে গেছে? শুধু দেখে সওদা করেছ, নাকি শুনে সওদা করেছ? কোথাও কারও দ্বারা ভুলপথে চালিত হয়ে তবে আসনি তো? ভালো করে দেখে বুঝে নিয়েছ? এখনও দেখে নাও। কোনো জাদু মন্ত্র তোমাদের উপরে লাগেনি তো? তিন নেত্র খুলে সওদা করেছ? কেননা, বুদ্ধিও তোমাদের একটা চোখ। এই দুই নেত্র আর বুদ্ধি-নেত্র, তিন নেত্র খুলেই সওদা করেছ। সবাই দূত প্রতিজ্ঞ ?

সব বাম্বা মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বার্তালাপ করে। বলে - বাবা আমি তো তোমারই, আর কোথাও তো যাবই না। জ্ঞানী-যোগী জীবন তোমাদের খুব ভালো লাগে, কিন্তু অল্পস্বল্প কোনো না কোনো বিষয়ে সহন করতে হয়। সেই সময় তোমাদের মন আর বুদ্ধি চঞ্চল হয়ে যায়, এই জিনিস কতদূর পর্যন্ত চলবে, কীভাবে হবে...? মাঝে মাঝে যে অস্থিরতা হয় তা' কখনো কখনো নিজের প্রতি, কখনো সেবাতে অথবা কখনো সাথীদের ক্ষেত্রে - এই অস্থিরতা নিরন্তর হওয়ায় বিভেদ তৈরি করে। তাইতো সহন শক্তির পার্সেন্টেজ সামান্য কম হয়ে যায়। স্থির নিশ্চয় তোমরা, কিন্তু স্থির নিশ্চয় যাদের, তাদেরকেও এইসব বিষয় মাঝে মাঝে নাড়িয়ে দেয়। সুতরাং তপস্যা-বর্ষ অর্থাৎ সর্ব গুণে, সর্ব শক্তিতে, সর্ব সম্বন্ধে, সকল স্বভাব-সংস্কারে শতকরা ১০০ ভাগ পাস হওয়া। এখন তোমরা পাস করেছ, কিন্তু ফুল পাস নয়। এক হয় পাস, আরেক হয় ফুল পাস, আর তৃতীয়তঃ পাস উইথ অনার। সুতরাং তপস্যা-বর্ষে যদি অল্প মাত্রই পাস উইথ অনার হয় তাহলে ফুল পাস তো সবাই হতে পারে। আর যেকোন পেপার আসাই হ'লো ফুল পাস হওয়ার জন্য সবথেকে সহজ সাধন এবং এই তপস্যা-বর্ষেও পেপার আসবে। এমন নয় যে আসবে না, কিন্তু পেপার মনে করে পাস করো। পরিস্থিতিতে পরিস্থিতি মনে ক'রো না, পেপার মনে করো। স্টুডেন্ট পেপারের কোর্সের বিস্তারে যায় না, বলে না - এটা কেন এলো, কীভাবে এলো, কে করেছে ? পাস হওয়ার পেপার মনে করে পাস করে। সুতরাং পেপার মনে করে পাস করো। এ' কী হয়ে গেল, কীভাবে এ'রকম হয়ে গেল, তোমাদের দুর্বলতাতেও এটা ভেবো না যে, এতো হয়েই থাকে। নিজের জন্য ভাবছ - এতো হয়েই, এতটুকু তো হবেই আর অন্যদের ক্ষেত্রে ভাবছ এটা কেন করেছে, কী করেছে ! এই সব বিষয়কে পেপার মনে করে ফুল পাস হওয়ার লক্ষ্য রেখে পাস করো। পাস হতে হবে, পাস করতে হবে আর বাবার পাশে থাকতে হবে তবেই ফুল পাস হয়ে যাবে। বুঝেছ !

এখন মেজরিটি রেজাল্ট দেখা যায় অনেক বিষয়ে তো ভালো করে পাস হয়ে গেছে। শুধু নিজের পুরানো স্বভাব আর সংস্কার, যা কখনো কখনো নতুন জীবনে ইমার্জ হয়ে যায়। নিজের দুর্বল সংস্কার অন্যদের সংস্কারের সঙ্গে সংঘাত হয়। এই দুর্বলতা এখন বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিঘ্ন উৎপন্ন করে। ফুল পাসের বদলে পাস মার্ক দেওয়ায়। না নিজের স্বভাব-সংস্কারকে সঙ্কল্প বা কর্মে আনো, না অন্যদের স্বভাব-সংস্কারের সাথে সংঘর্ষে যাও। দুইয়ের মধ্যে সহন শক্তি আর অন্তর্লীন করার শক্তির আবশ্যিকতা আছে। এ'সবের খামতি ফুল পাস হওয়ার সমীপ আসতে দেয় না। আর এটাই কারণ কখনো অসতর্কতা কখনো অলসতা উপস্থিত হয়। তপস্যা-বর্ষে মন-বুদ্ধিকে একাগ্র করতে হবে অর্থাৎ একই সঙ্কল্পে থাকা যে, আমাকে ফুল পাস হতেই হবে। যদি মন-বুদ্ধি একটুও বিচলিত হয় তাহলে দূততা দ্বারা আবার তা' একাগ্র করো। আমাকে করতেই হবে, হতেই হবে। এই সব যা কিছু দুর্বলতা আছে, তা' তপস্যার যোগ অগ্নিতে ভস্ম করো। যোগ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে? একাগ্রতার অগ্নিতে তোমরা এখনো থাকো কিন্তু কখনো কখনো অগ্নি অল্প একটু পার্সেন্টেজে কম হয়ে যায়। নিভে যায় না, কম হয়। গনগনে আগুনে যে কোনো জিনিস যদি দাও তবে হয় তা' পরিবর্তন হবে অথবা ভস্ম হবে। পরিবর্তন করতে আর ভস্ম করতে, দুইয়ের ক্ষেত্রেই তেজালো আগুন প্রয়োজন। যোগ হলো অগ্নি। একাগ্রতার অগ্নিও জ্বলে আছে, কিন্তু সদাই যেন তেজোময় থাকে। কখনো তেজ, কখনো কম, এমন নয়। যেমন এখানে স্থূল অগ্নিতেও যদি কোনো ভালো জিনিস বানাতে চাও আর টাইমে বানাতে চাও তবে অগ্নিকে সেই অনুযায়ী রাখবে যাতে জিনিস সময়ে ভালোভাবে

তৈরি হয়ে যায়। যদি মধ্যখানে আগুন নিভে যায় তবে সময়মতো জিনিস তৈরি হতে পারবে? যদিও তৈরি হবে তবে সময়ে নয়। তো তোমাদের যোগ অগ্নিও মাঝে মাঝে শিথিল হয়ে যায়, তোমরা সম্পন্ন তো হবে কিন্তু লাস্টে হবে। লাস্টে যারা সম্পন্ন হবে তাদের ফাস্ট আর ফাস্ট রাজ্য ভাগ্যের অধিকার প্রাপ্ত হতে পারে না। তোমাদের সবার লক্ষ্য থাকে ফাস্ট জন্মে রাজত্বের ভাগ্যপ্রাপ্ত করার, নাকি দ্বিতীয়-তৃতীয় জন্মে আসবে? প্রথম জন্মে আসতে চাও তো, চাও না?

তপস্যা-বর্ষ অর্থাৎ ফাস্ট পুরুষার্থ করে ফাস্ট জন্মে ফাস্ট নম্বর আত্মাদের সাথে রাজত্ব আসা। ঘরে বাবার সাথে ফিরে যেতে চাও তো না? তারপরে ব্রহ্মা বাবার সাথে রাজত্বও তো আসতে হবে। তাহলে বুঝেছ তপস্যা-বর্ষ কেন রাখা হয়েছে? একাগ্রতার শক্তি বাড়ানো। এখনও না চাইলেও ব্যর্থ চলে। ব্যর্থের দিক কখনো কখনো শুদ্ধ শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প থেকে অধিক ভারী হয়ে যায়। সুতরাং তপস্যা অর্থাৎ ব্যর্থ সঙ্কল্পের সমাপ্তি কারণ এই সমাপ্তিই সম্পূর্ণতা নিয়ে আসবে। সমাপ্তি ব্যতীত সম্পূর্ণতা আসবে না। সুতরাং আজ তোমরা তপস্যা-বর্ষ শুরু করছ। উৎসাহ-উদ্দীপনার জন্য বাপদাদা অভিনন্দন জানান। চারটে সাবজেক্টে ফুল পাস হওয়ার মার্কস নিতে হবে। এ'রকম মনে করো না তিন সাবজেক্টে আমার ঠিক আছে, শুধু একটাতে কম আছে। ফুল পাস হবে তখন? না, তখন শুধু পাসের লিস্টে আসবে। ফুল পাস হওয়া অর্থাৎ চার সাবজেক্টে ফুল মার্কস হওয়া। সদা সব আত্মার প্রতি কল্যাণের ভাবনা, কল্যাণের দৃষ্টি, কল্যাণের বৃত্তি, কল্যাণময় কৃতি। একে বলা হয়ে থাকে কল্যাণকারী আত্মা। শিবের অর্থও কল্যাণকারী, তাই না? সুতরাং শিব জয়ন্তী অর্থাৎ কল্যাণকারী ভাবনা। যাদের কল্যাণের ভাবনা থাকে তাদের জন্য কল্যাণ করা - সে তো অঙ্গুষ্ঠানীও করে। ভালোর সাথে কীভাবে ভালো করে চলতে হয় এ তো সবাই জানে। কিন্তু যাদের বৃত্তি অকল্যাণের তাদেরকে নিজের কল্যাণের বৃত্তির দ্বারা পরিবর্তন করো বা ক্ষমা করো। যদি পরিবর্তন নাও করতে পারো, ক্ষমা তো করতে পারো, পারো না? তোমরা মাস্টার ক্ষমার সাগর তো না? তোমার ক্ষমা ওই আত্মার জন্য শিক্ষা হয়ে যাবে। আজকাল, শিক্ষা দিলে কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। এটা (ক্ষমা) করো তো এটাই শিক্ষা হয়ে যাবে। ক্ষমা অর্থাৎ শুভ ভাবনার শুভাশিস দেওয়া, সহযোগ দেওয়া। শিক্ষা দেওয়ার সময় এখন চলে গেছে। এখন স্নেহ দাও, সম্মান দাও, ক্ষমা করো। শুভ ভাবনা রাখো, শুভ কামনা রাখো — এটাই শিক্ষার বিধি। ওই বিধি এখন পুরানো হয়ে গেছে। তাহলে, নতুন বিধি তোমরা জানো তো না? তপস্যা-বর্ষে এই নতুন বিধিতে সবাইকে আরও সমীপে নিয়ে এসো। তোমাদের বলেছিলাম তো না, কিছু দানা তৈরিও হয়ে গেছে, কিন্তু মালা এখনো তৈরি হয়নি। সুতোও আছে, দানাও আছে কিন্তু সব দানা পরস্পরের কাছাকাছি নেই, সেইজন্য মালা তৈরি হয়নি। আপন রীতিতে দানা তৈরি হয়ে আছে, কিন্তু সংগঠিত রূপে তারা পরস্পর পরস্পরের সমীপ হিসেবে তৈরি হয়নি। সুতরাং তপস্যা-বর্ষে বাবা সমান তো হতেই হবে, কিন্তু দানাকে তো দানার কাছেও আসতে হবে। বুঝেছ? আর তো তোমরা যোগী ছিলে, যোগী আছ, সদা যোগী জীবনেই থাকতে হবে। স্বতন্ত্র অথচ প্রিয় হয়ে ড্রামার সব সিনকে দেখে এগিয়ে চলো। ড্রামার সব সিন প্রিয়। দুনিয়ার লোকের কাছে যা অপ্রিয় সিন, তা' তোমাদের কাছে প্রিয়। যেটাই ঘটে তার মধ্যে কিছু রহস্য অবশ্যই ভরা আছে। রহস্যকে জানলে কোনোকিছুতে কোনো দৃশ্য মর্মান্বিত হবে না। যারা রহস্যকে জানে তারা রুপ্ত হয় না। যারা রহস্যকে জানে না তারা অখুশি হয়।

ডবল বিদেশিও এইবারে শিব জয়ন্তী উদযাপন করতে টাইমে পৌঁছে গেছে। দৃঢ় নিশ্চয় রেখেছ তোমরা 'যেতেই হবে' আর এখানে তোমরা পৌঁছে গেছ, তাই না? যাব কী যাব না - এ'রকম যারা ভেবেছে তারা রয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত কিছুই হয়নি, হবে তো এখন। প্রকৃতি তো এখনও ফুল ফোর্সে অস্থিরতা সৃষ্টি করেনি। শুরু করতে যায়, কিন্তু তোমাদের দেখে খানিকটা ঠান্ডা হয়ে যায়। সেও ভয় পেয়ে যায় যে, আমার মালিক তৈরি হয়নি, কা'র দাসী হবে? তোমরা নির্ভীক তো না? তোমরা তো ভয় পাও না, তাই না? লোকে ভয় পায় মরতে আর তোমরা তো মরেই আছ। পুরানো দুনিয়া থেকে তোমরা মরে গেছ তো না? নতুন দুনিয়ায় তোমরা জীবিত, পুরানো দুনিয়াতে মৃত তোমরা, তাহলে যে মৃত তার কি মরণে ভয় লাগবে? তাছাড়া, তোমরা তো ট্রাস্টি, তাই না? যদি কোনরকম আশঙ্ক্যবোধ থাকবে তবে মায়া মার্জার (বিপ্লি) মিঁয়াউ, মিঁয়াউ করবে। আমি আসি, আমি আসি... (হিন্দি শব্দ উচ্চারণে ম্যায় আউ, ম্যায় আউ)। যতই হোক, তোমরা তো ট্রাস্টি। এমনকি, শরীরও তোমাদের নয়। মৃত্যুকালের জন্য মানুষের চিন্তা হয়, তাদের জিনিসপত্র বা পরিবারের চিন্তা হয়। তোমরা তো হলে ট্রাস্টি। তোমরা তো স্বতন্ত্রলৌপ্ঠা, নাকি একটু একটু মোহ-আকর্ষণ আছে? যদি বড়ি কম্বিয়াসনেস (দেহবোধ) থাকে তো তার মানে একটু একটু আকর্ষণের বোধ আছে। অতএব, তপস্যা অর্থাৎ স্বালা স্বরূপ, নির্ভীক। আচ্ছা।

অগ্রগণ্য দুই দাদি শুনছেন এবং দেখছেন (দাদিজী এবং দাদি জানকীজী তাঁদের ঘরে মুরলী শুনছেন)। কিছু নবীনস্ব দেখা দরকার তো না! বাপদাদা আগেও বলেছেন, এক হলো বাণীর দ্বারা সেবা, আরেক হলো ফরিস্তা মূর্তি ও শক্তিশালী স্নেহময়ী

দৃষ্টির সেবা। কিছু সময়ের জন্য এঁদের এই পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। আদি থেকে বাণী আর কর্মের সেবা তো করেই চলেছে। এই বিধিতে সেবা করাও ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে, অন্তে এই সেবাই থেকে যাবে। এই পার্ট অল্প সময়ের জন্য এঁদের প্রাপ্ত হয়েছে, তবুও এরা হলেন অগ্রণী বাম্বা, তাই না ! তাঁদের হিসেব-নিকেশ চুকানোতেও সেবা রয়েছে। হিসেব হল নিমিত্ত, আসল রহস্য হলো সেবা। অসীম খেলায় এটাও এক ওয়ান্ডারফুল খেলা। তাদের উভয়ের পার্ট নবীনত্বের। এরা খুব তাড়াতাড়ি হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে সম্পন্নতা আর সম্পূর্ণতার স্থিতির সমীপে যাচ্ছেন। তিনি একলা যাবেন না - এটা তোমরা কেউ ভেবো না। প্রত্যেককে চুকিয়ে দিতেই হবে, কিন্তু কেউ কেউ শুধু চুকিয়ে দেয়, কেউ কেউ চুকিয়ে দেওয়ার কালেও সেবা করে। সবাই তোমরা বিজয়ী হয়ে গেছ, হয়ে গেছ না ? সবার শুভাশিস রূপী ওষুধ শূল থেকে কাঁটায় পরিণত করে দেয়। হিসেব-নিকেশের প্রভাবে তোমরা আসনি। উভয়েই ঠিক হয়ে গেছে। শুধু সংযমে আছেন। রেস্টও সংযম। যেমন, ভোজনে সংযম থাকে। এই সংযম চলা-ফেরার, বলার সংযম। স্নেহ কী না করতে পারে ! কথিত আছে - স্নেহ পাথরকে জল করতে পারে, তাহলে এই অসুখ বদলে যেতে পারে না? বদলে গেছে তো না ! হার্টের অসুখ বদলে গেছে। পাথর থেকে জল হয়ে গেছে, তাই না ! এতো তোমাদের সবার ভালোবাসা। আর এখন শুধু জল থেকে গেছে, পাথর শেষ হয়ে গেছে। রেস্টে থাকায় উভয়ের মুখ ঝলমল করতে শুরু করেছে। পরিবারের প্রীতি-শুভেচ্ছা অনেক সহায়তা করে। আচ্ছা।

চারিদিকের সকল আত্মাদের যারা বিশ্ব কল্যাণের ভাবনা রাখে, চারিদিকের যারা এমন দৃঢ় সঙ্কল্প রাখে, যারা তপস্যা দ্বারা নিজেদের এবং বিশ্বকে পরিবর্তন করে, একাগ্রতার শক্তি দ্বারা তেজোময় ও একরস স্থিতিতে থাকে, এ'রকম তপস্বী আত্মাদের, স্নেহী আত্মাদের, সদা বাবার সাথে থাকা আত্মাদের, সদা ভিন্ন ভিন্ন বিধিতে সেবায় সাথী হওয়া বাম্বাদের পরমাত্মার মহা-জয়ন্তীর অভিনন্দন আর স্মরণ-স্নেহ গ্রহণ করো আর সেইসঙ্গে নমস্কার।

বরদান:- সময় আর পরিস্থিতি অনুসারে নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতি বানিয়ে অষ্ট শক্তিসম্পন্ন ভব
যে বাম্বারা অষ্ট শক্তিতে সম্পন্ন তারা সব কদমে সময় অনুসারে, পরিস্থিতি অনুসারে সব শক্তিকে কার্যে প্রয়োগ করে। তাদের অষ্ট শক্তি ইষ্ট আর অষ্ট রত্ন বানিয়ে দেয়। এইভাবে অষ্ট শক্তিসম্পন্ন আত্মারা যেমন সময়, যেমন পরিস্থিতি সেরকম স্থিতি সহজে বানিয়ে নেয়। তাদের প্রতি কদমে সফলতা সমাহিত হয়ে থাকে। কোনও পরিস্থিতি তাদেরকে শ্রেষ্ঠ স্থিতি থেকে নিচে নামিয়ে আনতে পারে না।

স্লোগান:- "যা আমরা করবো, আমাদের দেখে অন্যেরা করবে" - এই স্লোগান সদা স্মৃতিতে থাকলে কর্ম শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful

Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ঈশ্বরীয় জন্মগত অধিকার (বার্থ রাইট) প্রাপ্তকারী উত্তরাধিকারী (ওয়ারিশ) বাচ্চাদের লক্ষণ শোনাও?
*গীতঃ- মাতা ও মাতা, তুমি সকলের ভাগ্যবিধাতা...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এই গান শুনেছে। জগদম্বা কামধেনুর বর্ণন তো রয়েছেই। এই মহিমা হলো জগদম্বার। বাস্তবে গুপ্তরূপে তো এই ব্রহ্মাপুত্র নদীও রয়েছে। গাওয়াও হয় যে তুমি মাতা-পিতা....শিববাবা ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা সন্তানের জন্ম দেন। তাহলে ইনি হলেন মাতা, তাই না! এ হলো গুপ্ত কথা। এ'কথা শাস্ত্রে নেই। বাবা বুঝিয়েছেন যে শাস্ত্র হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। বাবা বসে সর্ব শাস্ত্রের সারকথা বুঝিয়ে থাকেন। এমন নয় যে গীতার উপর বোঝান। না, বাবা স্বয়ং-ই হলেন জ্ঞানের সাগর। যদিও এঁনার গীতা, ভাগবত ইত্যাদি পড়া আছে। শিববাবার উদ্দেশ্যে এ'রকম বলা হবে না যে ওঁনার সব পড়া আছে। না, তিনি হলেন নলেজফুল। তিনি বলেন - আমি হলাম এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজ। আমার মধ্যেই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান রয়েছে। বাবা বলেন, আমি এর বর্ণনা করে থাকি - এই ব্রহ্মার মাধ্যমে। তারপর এই বর্ণনা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রকৃত এই গীতা যা এখন তোমরা রচনা করো, তাও হাতে আসবে না। গীতা ইত্যাদি হলো ভক্তিমার্গের শাস্ত্র, সে'সবই পুনরায় বেরিয়ে আসবে। এই শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে কেউই সঙ্গতি পায় না। বাচ্চারা, তোমরা জানো এই (সৃষ্টি নাটকের) যে'সব অ্যাক্টররা রয়েছে, প্রথমে সকলেই শরীর বিহীন মুক্তিধামে ছিল, তারপর এখানে এসে শরীর ধারণ করে (নিজ-নিজ) ভূমিকা পালন করে। সেই আত্মায়ও তো অবিনাশী পার্ট ভরা রয়েছে। এই সৃষ্টির চক্রও এক, এর রচয়িতাও এক। একটি সৃষ্টির চক্রই আবর্তিত হতে থাকে। এ হলো অবিনাশী পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা। সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এখন তোমরা পুনরায় গড়ে উঠছো। পরমপিতা পরমাত্মা সর্বপ্রথমে ব্রহ্মার মুখের দ্বারা ব্রাহ্মণ সৃষ্টি রচনা করেন। সর্বপ্রথমে নতুন সৃষ্টি হয় সঙ্গমের। পুরোনো আর নতুন। ব্রাহ্মণ হলো কেশ-শিখা। পা আর কেশ-শিখা, একেই সঙ্গম বলে। তোমরা ব্রাহ্মণরা বাবার সাথে বিশ্বের রুহানী(আত্মিক) সেবা করো। বাবাও আত্মাদের সেবা করে থাকেন। তোমরাও আত্মাদের সেবা করো অর্থাৎ যারা তমোপ্রধান হয়ে গেছে তাদের সতোপ্রধান করে তোলো। সেইজন্য বাবার শ্রীমতে যারা চলবে তারাই উচ্চপদ লাভ করবে। শ্রীমতের দ্বারাই বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ হতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরাই দেবী-দেবতা, সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় ছিলাম, তারপর মায়া আমাদের মান-সম্বন্ধ নিয়ে নিয়েছে। পূজ্য থেকে পূজারী, পতিত করে দিয়েছে। শ্রীমতের দ্বারা মানুষ শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়, তারপর রাবণের মতে সমস্ত ইচ্ছত মাটিতে মিশে যায়। পুনরায় এখন শিববাবার মতানুসারে চলে নতুন দুনিয়ায় দেবতা হবে। প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রীমতানুসারে চলতে হবে। গান্ধীজীও নতুন ভারত, নতুন রাজ্য চাইতেন। কিন্তু নতুন দুনিয়া তো সত্যযুগকে বলা হয়ে থাকে। এখানে তো দিনে-দিনে দুঃখ বাড়তেই থাকে। বাবা বলেন - দুঃখ তো বাড়বেই, তবেই তো আমি আসি। আমি আমার প্রতিজ্ঞানুসারে পুনরায় এসে সহজ রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। শাস্ত্র তো পড়ে তৈরী হয়। এই গীতা ইত্যাদিও সেখানেই তৈরী হবে। এখন এই বিনাশ অগ্নিতে সবকিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা এই চক্রকে জানো। বাচ্চারা, তোমাদের স্কুলে গিয়ে বোঝাতে হবে। তোমাদের হলো পার্থিব জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী, একে কেউ ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী বলবে না। বাচ্চাদের তো অসীমের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী শেখানো উচিত। তবেই তারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। পার্থিব জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী দ্বারা পার্থিব জগতের পদ পাওয়া যায়, এ হলো অসীমের। এরমধ্যেই তিন লোকের জ্ঞান চলে আসে। আদিতে নিরাকারী দুনিয়ায় অনেক আত্মারা থাকতো। আবার অন্তে সমস্ত আত্মারা নীচে চলে আসে। সূক্ষ্মলোক নিবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের ভূমিকাও এখনই থাকে। তাহলে তোমরা ওদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারো যে তোমরা কি জানো যে সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। তারপর কি হলো? ত্রেতার অন্ত পর্যন্ত কি একজন লক্ষ্মী-নারায়ণেরই রাজ্য ছিল। কত সময় পর্যন্ত রাজত্ব করেছে আর কতখানি এরিয়া জুড়ে ছিল। এখন তো আকাশ-মাটিও ভাগাভাগি হয়ে গেছে। ওখানে এ'রকম ব্যাপার থাকে না। ওখানে ভারতে অসীম জগতের রাজ্যপাট চলতে থাকে। এখন তো কত টুকরো হয়ে গেছে। এইসব মিলিত হয়ে এক হোক, সে তো হতে পারে না। এখন বাবা অসীমের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী শুনিয়ে থাকেন। ৮৪-র চক্রে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী চলে আসে। আর সাথে পবিত্রতাও অবশ্যই থাকা উচিত। এখন না আছে পবিত্রতা, না আছে শান্তি, না আছে সমৃদ্ধি। মানুষ মনে করে সন্ন্যাসীদের কাছে গেলে শান্তি পাওয়া যায়। বাবা বলেন, শান্তি তোমাদের গলার হার। বাস্তবে অহম্ (আমি) আত্মার স্বধর্মই হলো শান্ত। আত্মা কোথাকার অধিবাসী? তখন বলবে নির্বাণধামের। যখন আত্মার স্বধর্মই শান্ত তখন গুরু ইত্যাদিদের কাছ থেকে কী শান্তি পাওয়া যাবে? অশান্ত করে দেয় মায়া। যখন শ্রীমতে এই মায়ার উপর বিজয়প্রাপ্ত করবে তখন সত্যযুগে পবিত্রতা, সুখ, শান্তির উত্তরাধিকার পাবে। ওখানে কখনো কেউ বলবে না

যে আমি অশান্ত, আমার শান্তি চাই। ভারতেই পবিত্রতা, সুখ, শান্তি ছিল। এখন তোমরা শূদ্র থেকে পরিবর্তিত হয়ে ব্রাহ্মণ হয়েছে। এইসময় ভারতবাসীদের এও জানা নেই যে আমরা কোন্ ধর্মের। আমাদের ধর্ম কে এবং কখন রচনা করেছিল? আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম সম্পর্কে কেউই জ্ঞাত নয়। আর্য আর অনার্য। দেবতাদের ভগবান-ভগবতী বলা হয়ে থাকে, কারণ ভগবান স্বয়ং স্বর্গের স্থাপনা করেন। কিন্তু ওনাদের নাম আবার দেবী-দেবতাও। ভারতের হলো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম, হিন্দু নয়। বাবা এই সমস্ত কথা বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা, এও তোমাদের বুদ্ধিতে নশ্বরের অনুক্রমেই বসে। অনেক বাচ্চা আছে যারা মুশকিলই সপ্তাহে একবারও শিববাবাকে স্মরণ করে থাকে। সঙ্গ বাবার সাথে না হওয়ার কারণে স্মরণ করতে ভুলে যায়। এতে ব্রাহ্মণদের সঙ্গ চাই। যারা একে-অপরকে সতর্ক করতে থাকে। শূদ্রের সঙ্গ হলে কিছু প্রভাব অবশ্যই পড়বে। বাবার থেকে পুরোপুরি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য ফলো করা উচিত। কাজে-কর্মে থেকেও বাবাকে সত্য (কথা) লেখে যে বাবা আমরা গৃহস্থ জীবনে থেকে, ফ্যাক্টরী ইত্যাদিতে থেকেও কতখানি সময় স্মরণে থেকেছি। নিজের নিজের স্মরণের চার্ট পাঠানো উচিত, তাহলে বাবাও বুঝতে পারবে যে এ হলো ভাল পুরুষার্থী। এখানে তো অনেকেই বাপদাদাকে পত্রও লেখে না। বাবা বোঝেন যে কেউ সত্যপ্রধান পুরুষার্থ করে, কেউ রজো, কেউ তমো। যে তমো পুরুষার্থী হবে সে সূর্যবংশীয়দের কাছে এসে কাজ-কর্ম (চাকরি) করবে। ধনবান প্রজার (দরিদ্রের) কাছে গিয়ে চাকরি করবে। এর থেকেও কম পদ তাদের হবে যারা বাবার হয়ে গিয়ে আশ্চর্যবৎ শোনে, অন্যদেরকে শোনায়, তারপর ছেড়ে চলে যায়..... তাদের দুর্গতি সবচেয়ে খারাপ হয়। পুরোপুরি বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হলে পোতামেল পাঠাও তবেই বাবা রেজাল্ট দেবেন। সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ না করলে তখন মায়া একদম গ্রাস করে নেয়। সেইজন্য বাবা বলেন, সঙ্গ অত্যন্ত জরুরী। সঙ্গ হলে তখন মনে করবে আমরা ঈশ্বরীয় কুলের। বাবা বোঝান, স্ত্রী-পুরুষ হয়ে অবশ্যই সাথে থাকো, কিন্তু যদি আগুন (কামাগ্নি) লেগে যায় তাহলে শেষ হয়ে যাবে। বাবার তো অগণিত সন্তান। আসবেও আর মরবেও। ঈশ্বরীয় জন্ম আসুরীয় জন্মের থেকে উচ্চ। আজকাল অনেক আসুরীয় বার্থ-ডে পালন করা হয়। সেইসব ক্যাম্পেল করে ঈশ্বরীয় বার্থ ডে পালন করা উচিত তাহলে পাক্ষা হয়ে যাবে। বাবা রায় দেন যে পুরোনো জন্মদিন পালন ক্যাম্পেল করে নতুন পালন করো। আজকাল বিবাহের দিনও পালন করা হয়। সে'টাও ক্যাম্পেল করে দেওয়া উচিত। পরিবর্তন আসা উচিত। বাবা বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া আদরের বাচ্চাদের (সিকিলধে) বলেন যে এ কোনো নতুন কথা নয়। তোমরা অনেকবার রাজ্য-ভাগ্য হারিয়েছো আর প্রাপ্তও করেছো। প্রতি কল্পে বাবার কাছে এক জন্ম সমর্পণ (স্যাক্রিফাই) করে ২১ জন্মের সুখ পেয়েছি তাহলে আমরা কেন পবিত্র হবো না। বাবা তোমার শ্রীমতে চলবো। অর্ধকল্প ধরে আসুরীয় মতে চলেছি, তাই এখানে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। উত্তরাধিকার অনেক বড় মাপের, সে'কথা আর জিজ্ঞাসা কোরো না। স্কুলে পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হলে তখন মুখ হলুদ-বর্ণ হয়ে যায়। এখানে অনেক সাজা ভোগ করতে হয়। বাবা সাক্ষাৎকার করান। আমি স্বয়ং তোমাদের পড়াতাম আর বলতাম শ্রীমতে চলো তবুও মানো নি। কত অপরাধ করেছো, শতগুণ দণ্ড দেয় কারণ বাবার সার্ভিসে বিঘ্ন ঘটায়। বাবার নিন্দা করায়। শ্রীমৎ অনুসরণকারীরা সর্বদা মিষ্টি হবে। কারোর উপর ক্রোধ করা তবে তা হলো আসুরীয় মৎ। কেউ মনে করে যে বাবা সভায় আমার সম্মানহানী করেছে, সকলের সামনে শুনিয়েছে। আরো! অসীম জগতের পিতা তো সকলের মান-সম্মান বাড়ায়। বাবার এত অসংখ্য বাচ্চা রয়েছে। এক-একজনকে আড়ালে বোঝাবেন কি? বাবা তো সকলের সামনে বলে দেন। বাবার শ্রীমতেই শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হতে হবে। আপন মতে চললে পড়ে যাবে। পড়তে-পড়তে মরে যাবে। এখানে হলো চিন্তার চিতা। বাবা তো সেখানে নিয়ে যান যেখানে চিন্তার নাম নেই। সেইজন্য শ্রীমতে চলতে হবে। তারপর যা চাও তাই-ই হয়ে যাও। শ্রীলক্ষ্মীকে বরণ করার জন্য শক্তি চাই। নিজেদের মুখ আয়নায় দেখা উচিত -- আমরা কতখানি উপযুক্ত হয়েছি। যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত নলেজ নিয়ে যেতে হবে। তোমরা হলে জগদম্বার সন্তান। বাচ্চারা, যে মহিমা মাঙ্গ্মার সেই মহিমাই তোমাদের। সেইজন্য জগদম্বা হয়ে যান মুখ্য। ১৬ হাজার, ১০৮-এরও মালা হয়। রুদ্র যজ্ঞ যখন রচিত হয় তখন লক্ষ শালগ্রাম আর একটি শিবের চিত্র তৈরী করা হয়। তাহলে তারাও সহযোগী হবে, তাই না!

তোমরা সকলেই হলে রুহানী যাত্রী, ব্রহ্মা মুখ-বংশজাত, সঙ্গমযুগীয় ব্রাহ্মণ। পরমপিতা পরমাঙ্গা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন রচনা রচে থাকেন। ধর্ম-সন্তান রচনা করেন। তোমরা শূদ্র ধর্ম থেকে বদল হয়ে এসে ব্রহ্মা মুখ-বংশজাত হয়ে যাও। মায়া হলো বড় শত্রু। যোগ-যুক্ত হতে দেয় না। বাবা বলেন, এ'রকম কখনও বলবে না যে আমাকে যোগে বসাও। এক জায়গায় বসে যোগ করার অভ্যাস হয়ে যাবে, তখন আবার চলতে-ফিরতে যোগ লাগবে না। বলবে যে আমি দিদির কাছে গিয়ে যোগে বসবো। বাবা বলেন, চলতে-ফিরতে বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। ব্যসা। গীতা যারা শোনায় তারা এ'রকমভাবে বলতে পারে না। এই বাবাও বলেন -- মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। তোমরা স্বর্গের সাক্ষাৎকারও করেছো। এখন বাবা বেশীকিছু করান না, নাহলে নতুন লোকেরা মনে করবে যে এ হলো জাদু। গানটি ছিল মাঙ্গ্মার মহিমা কীর্তনের। মাঙ্গ্মা তো ইনিও(ব্রহ্মা)। কিন্তু মাতাদের দেখভালের জন্য জগদম্বাকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ড্রামায় নির্ধারিত করা রয়েছে। সকলের থেকে নিপুণও। ঔনার মুরলী অতি আকর্ষণীয় (রসালো)। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে এই শ্রীকৃষ্ণ এখন প্রিন্স থেকে বেগার হয়ে গেছে। (শ্রীকৃষ্ণের চিত্র দেখে) বলো তুমি কি কর্ম করেছো যে স্বর্গের প্রিন্স হয়ে গেছো? অবশ্যই পূর্বজন্মে রাজযোগ শিখেছিলে। অবশ্যই স্বর্গের রচয়িতা বাবা, তিনিই হয়তো শিখিয়েছিলেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সেবায় বিঘ্ন-রূপ হয়ে দাঁড়াবে না। শ্রীমতানুসারে চলে অনেক-অনেক মিষ্টি হতে হবে, কারোর উপরেই ক্রোধ করা উচিত নয়।

২) মায়ার থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য সঙতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, শূদ্রের সঙ্গ করা উচিত নয়। বাবাকে নিজের পোতামেল দিতে হবে। ঈশ্বরীয় বার্থ ডে পালন করা উচিত, আসুরীয় নয়।

বরদানঃ:- বাপদাদার স্নেহের রিটার্নে অনুরূপ(সমান) হওয়া তপস্যা-মূর্তি ভব সময়ের পরিস্থিতি অনুসারে, স্ব-উন্নতি বা তীর গতিতে সেবা করা তথা বাপদাদার স্নেহের রিটার্ন দেওয়ার জন্য বর্তমান সময়ে তপস্যার অত্যন্ত আবশ্যিকতা রয়েছে। বাবার প্রতি বাচ্চাদের ভালবাসা আছে কিন্তু বাপদাদা স্নেহের রিটার্ন স্বরূপ বাচ্চাদেরকে নিজের সমান দেখতে চান। সমান হওয়ার জন্য তপস্বী-মূর্তি হও। এরজন্য চারিদিকের কিনারা (পার) ছেড়ে অসীমের বৈরাগী হও। কিনারাকে সাহারা ক'রো না।

স্নোগানঃ:- শীতল হয়ে অপরকে শীতল দৃষ্টির দ্বারা তুষ্ট করা শীতল যোগী হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent

6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা-ই সঙ্গুরু রূপে তোমাদের মতো বাচ্চাদের কাছে গ্যারেন্টি করেন, বাচ্চারা আমি তোমাদের নিজের সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, এই গ্যারেন্টি কোনো দেহধারীই করতে পারে না"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা এই যে কথা শুনছো, তা কখন সমাপ্ত হবে ?

*উত্তরঃ - তোমরা যখন ফরিস্তা হয়ে যাবে। কথা পতিতদের শোনানো হয়। যখন পবিত্র হয়ে যাবে, তখন আর এই কথার দরকার নেই, তাই সূক্ষ্মবতনে শঙ্কর পার্বতীকে কথা বা কাহিনী শুনিয়েছিলো - এই কথা বলাও ভুল।

*প্রশ্নঃ - শিববাবার মহিমায় কোন্ শব্দ সঠিক আর কোন্ শব্দ ভুল ?

*উত্তরঃ - শিববাবাকে অভোক্তা, অচিন্তক (অশোচতা), করনকরাবনহার (তিনিই করাচ্ছেন) বলা সঠিক। বাকি অকর্তা বলা সঠিক নয়, কেননা তিনি পতিতদের পাবন করেন।

*গীতঃ- ঐ আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এই ধরিত্রীতে নেমে এসো....

ওম্ শান্তি। এ হলো বাচ্চাদের ডাক যে, বাবা এখনই এসো, কেননা আমরা আবার এই রাবণ রাজ্যে দুঃখী। আবার আমাদের উপর মায়া ছায়া পড়েছে, অর্থাৎ পাঁচ বিকার রূপী রাবণ আমাদের খুবই দুঃখী করেছে। বাবা উত্তরে বলেন - হ্যাঁ বাচ্চারা, এ তো আমার নিয়ম। এ তো অবশ্যই আমি এসে বলবো, তাই না। হ্যাঁ বাচ্চারা, যখনই এই ধরনীতে ভারতবাসী সম্পূর্ণ ব্রহ্মাচারী আর দুঃখী হয়েছে, তারা কতো গুরু করে সঙ্গতির জন্য, কিন্তু তারা তো কারোরই সঙ্গতি করতে পারেন না। সকল অঙ্কের লাঠি তো এক প্রভুই। সবার প্রথমে বাবা জন্ম দেন, অর্থাৎ দত্তক নেন, গুরু সঙ্গতি করেন। এখন তো না কেউ সদগতি করে, আর না কোনো বাবা আছে। তোমরা এখন বলো যে, পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের বাবাও, গুরুও। ওই এককেই সঙ্গুরু, সং বাবা বলা যেতে পারে। তিনি হলেন প্রকৃত বাবা, তাঁকেই সুপ্রীম বলা হয়। তিনি সঙ্গুরুও। তিনিই আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যান। তিনি গ্যারেন্টি দেন আর কোনো গুরু কখনোই গ্যারেন্টি করবেন না যে, আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। তারা তো জানেনই না। এ সবই হলো নতুন কথা। তোমরা যখন এনাকে দেখো, তখন বুদ্ধিতে শিবকেই স্মরণ করতে হবে। তিনিই তোমাদের বাবা, টিচার এবং সদগুরু। মানুষ যখন কোনো গুরু করে বা টিচার করে তখন তাদের শরীরকেই দেখে। আত্মাই ভিন্ন শরীর ধারণ করে ভিন্ন - ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কালে যায়। আত্মা, বাবা তো একজনই, আর তিনি একবারই আসেন। তিনি তো পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না। সংস্কার তো আত্মার মধ্যেই থাকে। সে যখন শরীর ধারণ করবে তখনই তো তার বর্ণনা হবে, তাই না। বাচ্চারা, তোমরা বাবার মহিমা গাও - তিনি নিরাকার, কখনও সাকার শরীর ধারণ করেন না। শিবের তো নিজের শরীর হয় না, কিন্তু তিনি জ্ঞানের সাগর, পতিত - পাবন, সদগুরু। তিনি আমাদের বাবাও, আবার তিনি রাজযোগও শেখান। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের, সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক, সেই তো স্বর্গের মালিক বানাবে, তাই না। শরীরধারী তো এমন তৈরী করতে পারবে না। বাচ্চারা ব্যতীত বাবাকে কেউ জানে না। তোমরা বলবে, পরমাত্মা আমাদের পড়ান। ওরা তখন বলবে, এ তো কোনো শাস্ত্রে নেই যে, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শরীরে আসেন। আরে, শিব জয়ন্তীর তো গায়ন আছে। গীতেও বলা হয়েছে, রূপ পরিবর্তন করে এসো। তাহলে তিনি কোন শরীর, কোন রূপে এসেছেন? তোমাদের তো এ হলো কর্ম বন্ধনের শরীর। ভালো কর্মের দ্বারা ভালো পদ আর মন্দ কর্মের দ্বারা মন্দ পদ প্রাপ্ত হয়, এনার জন্য তো আর এমন বলা হবে না। মানুষ তো অবশ্যই পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। বাবা পুনর্জন্মে আসেন না। তিনি এই শরীরে প্রবেশ করেছেন। এমন বলাও হয়, শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন। শিব তো হলেন নিরাকার, ব্রহ্মার দ্বারা তিনি কিভাবে স্থাপন করেন? উপর থেকে প্রেরণা দেন কি? তিনি পতিত দুনিয়াতে আসেন, তাহলে কোন শরীরে আসবেন যাতে রাজযোগ শেখাতে পারবেন। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন, আমরা তাঁর কাছ থেকে শুনছি। তিনি এই ব্রহ্মা মুখের দ্বারা শোনান, আর সবাই দেহধারী গুরুর নাম বলবে। তোমরা জানো যে, নিরাকার শিব আমাদের বাবা। প্রথমে তো জন্মদাতা বাবার প্রয়োজন। শিববাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের দত্তক নেন। শারীরিকভাবে তো প্রজাপিতার এতো সন্তান হতে পারে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার তো অনেক সন্তান। ব্রাহ্মণ কুল অনেক বড়, যেই ব্রাহ্মণরা আবার দেবতা হবে। যখন দেবতা হবে, তখন আর দত্তক সন্তান হবে না। দত্তক সন্তান তো এখন। কতো ব্রাহ্মণ।

বাচ্চারা জানে যে, আমরা শিব বাবার কাছে এসেছি। তিনি হলেন নলেজফুল। তিনি বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদেরই

এই জ্ঞান শোনাই । আমার তো নিজের কোনো শরীর নেই । মানুষ শিব জয়ন্তী পালন করে, কিন্তু কিভাবে শিব বাবা এসেছেন, এ কেউই জানে না । মানুষ বলেও থাকে শিব রাত্রি । রাত্রিতে কৃষ্ণের জন্মও দেখানো হয় । শিব জয়ন্তীর পর চট করে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় । শিবের জন্ম তো হয় সঙ্গম যুগে । ব্রহ্মার রাত সম্পূর্ণ হয়ে আবার দিন শুরু হয় । সেই সঙ্গমেই বাবা আসেন । এ হলো অসীম জগতের রাত্রি, আর ওটা হলো জাগতিক । অর্ধেক কল্প দিন আর অর্ধেক কল্প রাত্রি । ভক্তিমার্গে মানুষ ধাক্কাই খেতে থাকে, ভগবানকে পায় না, তাই অন্ধকারই তো হলো, তাই না । মানুষ সম্পূর্ণ বুদ্ধিহীন । গাইতেও থাকে যে - পরম পিতা পরমাত্মা উপরে আছেন.... আবার বলে দেয় যে, তীর্থযাত্রাতেই ভগবানকে পাওয়া যাবে । দান - পুণ্য করলেও পাওয়া যাবে । তোমরা কতো সময় ধরে ধাক্কা খেয়েছো । ভক্তিমার্গে অনেক মত আছে, তাই বলা হয় এ হলো ব্রহ্মার রাত । এখানে ধাক্কা খেতে খেতে দুর্গতি হয়ে মানুষ পাপাত্মা হয়ে যায় । বিকারের দ্বারা জন্ম হলে তাকে পাপাত্মা বলা হয় । তোমরা এমন তো বলবে না যে, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিকারের দ্বারা হয়েছে । এই সব কথা তোমরা ভারতবাসীরা যারা গৃহস্থ ধর্মের, তারাই জানো । সন্ন্যাসীরা এ কথা জানেও না, আর মানেও না ।

বাবা বলেন - আমার অতি প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা সত্যযুগে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গে ছিলে, এরপর পুনর্জন্ম গ্রহণ করে পতিত হয়ে যাও । ভারত পবিত্র ছিলো, দেবতাদের রাজ্য ছিলো । সেখানেও শান্তি ছিলো, প্রকৃতপক্ষে শান্তিধাম হলো নির্বাণধাম, কিন্তু সত্যযুগে তোমরা যেহেতু শান্তির উত্তরাধিকার পেয়েছো, তাই ওখানে কোনো অশান্তি থাকে না । একে অপরকে দুঃখ দিয়ে কখনোই অশান্ত করে না । কেউই ওখানে কাউকে দুঃখ দেয় না । এখানে তো বাচ্চারাও মা - বাবাকে দুঃখ দিয়ে অশান্ত করে দেয় । তোমরা এখন শান্তির সাগরের কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো । ওখানে কোনো লড়াই - বগড়া হয় না । এখানেও তোমাদের সেই অবস্থার প্রয়োজন । নিজেদের মধ্যে কখনোই নুনজল হওয়া উচিত নয় । প্রথম - প্রথম তো এই নিশ্চয় হওয়া চাই যে, অসীম জগতের পিতা এসেছেন, আমাদের দুঃখের দুনিয়া থেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । সত্যযুগে তো আর বাবা আসেন না । এখানে এসে তিনি এই নয়ন রূপী দ্বার থেকে তোমাদের দেখেন । এর আত্মাও দেখে, আবার শিব বাবাও দেখেন । এক শরীরে দুই আত্মা কিভাবে থাকতে পারে, মানুষ তা মানবে না । আরে, তোমরা ব্রাহ্মণদের খাওয়াও, মৃত্যুর পর পতির বা বাবার আত্মাকে ডাকো, ওরা এসে বলে । তাদের জিজ্ঞেস করো, তাহলে তো দুই আত্মাই হলো, তাই না । বাবা বলেন, ওই আত্মারা এসে বসতে পারে না । এ হতে পারে না । বাবার তো নিজের কোনো শরীর নেই । তিনি তো আসতেই পারেন । পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও আমি এমনই বলেছিলাম যে, সাধারণ বৃদ্ধ শরীরে, ভাগীরথ অর্থাৎ ভাগ্যশালী রথে আমি আসি । অবশ্যই তাহলে মানুষের তনেই আসবেন, নাকি ষাঁড়ের মধ্যে আসবেন ? সূক্ষ্মবতনে শঙ্করের সামনে ষাঁড় কোথা থেকে এলো ? যদি কেউ শঙ্কর অথবা শঙ্কর - পার্বতীর পূজো করে, তাহলে আমি সাক্ষাৎকার করিয়ে দিই । বাকি এমন দেখানো হয়েছে, শঙ্কর পার্বতীকে কথা শুনিয়েছিলো, এ সবই মিথ্যা । শঙ্কর কেন কথা শোনাবেন ? সূক্ষ্মবতনে তো প্রয়োজনই নেই । তোমরা ফরিস্তা হয়ে গেলে এই কথা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । পতিতকে পাবন বানানোর জন্যই এই কথা শোনানো হয় । বাবা অমরকথা শোনান অমরলোকের উপযুক্ত করে নিয়ে যাওয়ার জন্য । অমরলোক সত্যযুগকে বলা হয় । এ হলো মৃত্যুলোক ।

আজ বাবা জিজ্ঞেস করেছেন, শিব বাবা স্নান করেন ? বলেন, বাপদাদা করেন । আমি বললাম, স্নান তো দাদা করেন । শিব কেন করবেন ! তাঁকে তো আর শৌচাগারে যেতে হয় না যে তিনি স্নান করবেন । শিব তো হলেন অভোক্তা । এ তো বোঝার মতো কথা, তাই না । তিনি তো অপবিত্রই হন না, যে স্নান করবেন । তিনি তো আসেনই পতিতকে পবিত্র বানাতে । তিনি করনকরাবনহার, অভোক্তা এবং অচিন্তক, কিন্তু অকর্তা বলা ভুল হয়ে যাবে । তিনি পতিতকে পবিত্র করেন । করনকরাবনহার । (বাবার কাশি হলো) এই আত্মার শরীর রূপী বাজনা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে শিব বাবা কি করবেন ? তোমরা এমন বলবে না যে, শিব বাবার বাজনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তা নয়, এই শরীর ওনার নয়, উনি লোন নিয়েছেন । লোন নেওয়া জিনিস যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে সেই জিনিসের মালিকেরই তো ক্ষতি হবে, তাই না । শিব বাবা এই শরীরের মালিক নন । মালিক হলেন এই ব্রহ্মা । উনি এই শরীর ধার নিয়েছেন । এ হলো ভাগ্যশালী রথ । ষাঁড় হলো এক । আবার গোমুখও বলা হয় । বাবা বলেন, বরাবর কোনো কোনো বাচ্চা এতো সচেতন হয় না । কাউকে ওঠাতে হলে আমি বাচ্চার মধ্যে গিয়ে ওঠাই । পতিত দুনিয়াতে, পতিত শরীরে তো আসতেই হয় । তাই কারোর কল্যাণ করার জন্যও আমি বাচ্চাদের মধ্যে প্রবেশ করি । বাচ্চারা বুঝতে পারবে না । তার থেকেও যারা শোনে তারা খুব তীক্ষ্ণ হয়ে যায় । এই বাবার সাহায্যও পাওয়া যায় এক তো নিশ্চয়বুদ্ধি, দ্বিতীয় হলো, দৃষ্টি পাওয়া যায় । বাবা বলেন, আমি প্রবেশ করতে পারি, কিন্তু এমন নয় যে, আমি সর্বব্যাপী । আমাকে বহুরূপী কেন বলে ? যে যাঁর পূজো করে, আমি তাকে তাঁর সাক্ষাৎকার করাই । সাক্ষাৎকারে এমন দেখে যে, সামনে আসছে । বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার হয়, তখন বিষ্ণু চৈতন্য হয়ে যায় । মাথার উপর হাত রাখে । তখন বলে, আমার চতুর্ভুজের সাক্ষাৎকার হয়েছে, কিন্তু তাতে কি লাভ ? কিছুই নয় । কেবল

মন খুশী হয়ে গেলো -- আমার ভগবানের দর্শন হয়েছে । ভক্তিতে অনেক দর্শন হয়, কিন্তু তাতে সঙ্গতি লাভ হয় না । যেখানে মানুষ গেয়ে থাকে - সঙ্গতি দাতা, পতিত পাবন এক । বিষ্ণু তা হতে পারেন না । তিনি তো বাবা হবেনই না । বাবা হলেন এক, আর তাঁর বাচ্চাও এক, প্রজাপিতা ব্রহ্মা । এমন কখনো বলা হবে না যে, প্রজাপিতা বিষ্ণু বা শঙ্কর । প্রজাপিতা এক, তারপর তিনি ব্রাহ্মণদের দত্তক নেন । বাচ্চারা জানে যে, আমরা প্রথমে ব্রাহ্মণ হই, তারপর দেবতা হই । ব্রাহ্মণদের মালা সঠিক তৈরী হয় না, কেননা অদলবদল হতেই থাকে । কেউ নেমে যায়, কারোর পতন হয় । তাহলে কি করবে ! তাদের বের করে দেবে ? অগ্নিম সময়ই রুদ্র মালা সঠিক তৈরী হবে । এই মিষ্টি - মিষ্টি কথা বাবাই শোনান আর কেউই জানে না । অনেকেই আছে যারা বলে - হে রাম জী, এই সংসার তৈরীই হয়নি.... এখন রামচন্দ্র তো এখান থেকে প্রালঙ্ক নিয়ে যান, তিনি ত্রেতা যুগে গিয়ে রাজা হন, তাঁর এই অস্ত্রানতা কোথা থেকে আসবে যে, বশিষ্ঠ তাঁকে স্ত্রান দেবেন যে, এই সংসার তৈরীই হয়নি । এ হলো সৃষ্টিচক্র । সবাই নানা বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আছে । কেউই জানে না বা বুঝতেও পারে না । শিব বাবাকেই লুকিয়ে দিয়েছে । মানুষ শিব জয়ন্তী পালনও করে কিন্তু বুঝতেই পারে না । শ্রীকৃষ্ণও কালো বা পতিত হয়ে যায় । বাবা তখনই আসেন, যখন এনাকে কালো থেকে সুন্দর বানাতে হবে । শিব জয়ন্তীর পরে চট করে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় । শিব বাবা এসে রাজযোগ শেখান, কাকে ? ব্রাহ্মণদের । প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলীদের । তারাই আবার রাজা - রানী হয় । শিব বাবা যখন চলে যাবেন, তখনই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য হবে, তাই বাবা কৃষ্ণকে এমন বানান । ওরা আবার বাবার পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে । কৃষ্ণকে ওরা দ্বাপর যুগে নিয়ে গেছে । শিব বাবা এখন রাজযোগ শেখান । তোমরা জানো যে, আমরা এখন স্বর্গের রাজধানী স্থাপন করছি, আরো অনেকেই প্রিন্স - প্রিন্সেস হয় । সঙ্গম আর সত্যযুগের খবর কেউই জানে না । আমি আসি কল্পের এই সঙ্গমে । ওরা আবার তা যুগে - যুগে বলে দিয়েছে । সেও চার যুগ হয় । দ্বাপরের পরে কলিযুগ হয় । তাহলে এই দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ এসে কি করবেন ! অবতরণের কলায় সবাইকে যেতেই হবে । আমার তো তখনই পার্ট, যখন চড়তি কলা হয়, একে তো নীচে নামতেই হবে । বাচ্চারা, তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করতে হবে । উঁচুর থেকে উঁচু হলো ব্রাহ্মণ বর্ণ । ব্রাহ্মণ, তারপরে দেবতা, ঋত্রিয়... এই বর্ণের গায়নও ভারতেই আছে । বিরাট রূপের চিত্র বানানো হয়েছে, তাতে ব্রাহ্মণ আর শিবকে লুকিয়ে দিয়েছে । এই কথা কোনো শাস্ত্রে নেই । শিব বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নেন । তিনি শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ তৈরী করেন । বাকি সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা, তিনি কিভাবে প্রজাপিতা হতে পারেন । প্রথমে এই নিশ্চয়তা চাই যে, বরাবর তিনি বাবাও, টিচারও, আবার সঙ্করও । মানুষ বলেও থাকে, সঙ্গতি দাতা একজনই, কিন্তু তাঁর নাম - রূপ - দেশ - কাল সম্বন্ধে জানে না । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শান্তির সাগর বাবার কাছ থেকে শান্তি - সুখের উত্তরাধিকার নিয়ে শান্ত চিত্ত থাকতে হবে । কখনোই কাউকে দুঃখ দিয়ে অশান্ত করবে না । নুনজল হবে না ।

২) বাবার সমান অঙ্কের পার্টি হতে হবে । বাবার সাহায্য প্রাপ্ত করার জন্য নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে সেবা করতে হবে ।

বরদানঃ:- একের পার্টকে স্মৃতিতে রেখে তপস্যায় সফলতা প্রাপ্ত করে নিরন্তর যোগী ভব
তপস্যায় সফলতার বিশেষ আধার বা সহজ সাধন হলো -- এক শব্দের পার্ট পাকা করো । তপস্যা অর্থাৎ এক এর হওয়া, তপস্যা অর্থাৎ মন - বুদ্ধিকে একাগ্র করা, তপস্যা অর্থাৎ একান্তপ্রিয় থাকা, তপস্যা অর্থাৎ স্থিতিকে একরস রাখা, তপস্যা অর্থাৎ সর্ব প্রাপ্ত সম্পদকে ব্যর্থ হওয়া থেকে রক্ষা করা অর্থাৎ ইকোনমি করা । এই একের পার্টকে স্মৃতিতে রাখো তাহলে নিরন্তর যোগী, সহজ যোগী হয়ে যাবে । পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ।

স্নোগানঃ:- সে-ই আঙুকারী, যে মন এবং বুদ্ধিকে সদা মনমত থেকে দূরে রাখে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

মিষ্টি বাচ্চারা - নিদ্রাজীত হও, রাতে জেগে জ্ঞান চিন্তন করো, বাবার স্মরণে থাকলে খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।

*প্রশ্ন:- ভারতে অনেক ছুটি থাকে কিন্তু সঙ্গম যুগে তোমাদের এক সেকেন্ডের জন্যও ছুটি দেওয়া হয় না কেন ?

*উত্তর:- - কেননা এই সঙ্গমের এক-এক সেকেন্ড অত্যন্ত মূল্যবান, এই সময় প্রতিটি শ্বাসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, রাত-দিন সার্ভিস করতে হবে। আগুতাকারী, বিশ্বস্ত হয়ে স্মরণের দ্বারা বিকর্মে বিনাশ করে সম্মানের সাথে সরাসরি ঘরে ফিরতে হবে, সাজা ভোগ করা থেকে মুক্তি পেতে হবে, আত্মা আর শরীর দুই-ই কাঙ্ক্ষন করে তুলতে হবে। সেইজন্যই তোমাদের এক সেকেন্ডের জন্যও ছুটি নেই।

*গীত:- আমাদের তীর্থ অনুপম...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে তীর্থযাত্রা দুই প্রকারের হয়ে থাকে - এক হল আত্মিক (রুহানী), দুই হল শারীরিক যাত্রা। ঘাটও দুই প্রকারের হয়ে গেছে। প্রথম তো নদীর ঘাট। দ্বিতীয় তোমরা বাচ্চাদের নতুন-নতুন সেন্টার অর্থাৎ যা ঘাট হতে চলেছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে কানপুরে জ্ঞান অমৃত পান করার বা জ্ঞান স্নান করার জন্য কতগুলো ঘাট আছে ? উত্তরে বলবে ৪-৫ টা ঘাট আছে। সব ঘাটের ঠিকানাও লেখা রয়েছে। এটা অমুক ঘাট, সেখানে গিয়ে যারা জ্ঞান স্নান করবে সে-ই জীবনমুক্তি পাবে। বাচ্চারা জানে যে মুক্তি আর জীবনমুক্তি কাকে বলে। প্রকৃতপক্ষেই ভারত জীবনমুক্ত ছিল, তাকেই স্বর্গ বলা হতো তারপর আবার যখন জীবনবন্ধ অবস্থায় আসে তখন তাকে নরক বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা তীর্থে যাই, জ্ঞান স্নান করলেই সঙ্গতি হয়। সঙ্গতির সাক্ষাত্কারও বাচ্চারা তোমাদের হয়েছে। সঙ্গতি বলা হয় স্বর্গকে আর দুর্গতি বলা হয় নরককে। সঙ্গতি নিশ্চয়ই সত্যযুগে হবে আর দুর্গতি হয় নরক রূপী কলিযুগে। তোমরা বাচ্চারা সবাইকে নিমন্ত্রণ দাও যে এই কলিযুগের নরক থেকে সত্যযুগের স্বর্গে যাবে ? স্বর্গের সাথে সত্যযুগ শব্দটি অবশ্যই বলতে হবে তবেই স্বর্গ আর নরক আলাদা-আলাদা হয়ে যাবে। তা না হলে মানুষ বলবে স্বর্গ, নরক এখানেই আছে। স্বর্গ আর নরককে ভারতবাসীরাই জানে। ওখানে যাবে দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বী, সে'কথা কেউ-ই জানে না। প্রত্যেকের নিজ-নিজ ধর্ম আর নিজেদের ধর্ম শাস্ত্র আছে। সুতরাং প্রত্যেকের নিজেদের ধর্ম শাস্ত্র পড়া উচিত। নিজেদের ধর্মশাস্ত্রই কল্যাণকারী হবে।

তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা পূর্বের মতোই উচ্চ কুলের ছিলাম। যতক্ষণ তোমরা বাচ্চারা মানুষকে ডামার রহস্য না বোঝাবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ঘোর অন্ধকারে থাকবে, সেইজন্যই চিত্রের দ্বারা বোঝান উচিত। তোমরা বাচ্চারা সব যুগ সম্পর্কেই জেনেছ, চিত্র ছাড়া মানুষ বুঝতে পারবে না। বুদ্ধিতেই বসবে না। তোমরা স্কুলেও ম্যাপ ছাড়া কাউকে বোঝাও যে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড অমুক স্থানে আছে ওরা কিছুই বুঝতে পারবে না। সুতরাং এই বিষয়েও চিত্র ছাড়া কিছুই বুঝতে পারবে না। চিত্র সামনে এনে বোঝানো উচিত যে এটা ডামা। এখন বল যে তুমি কোন্ ধর্মের ? তোমার ধর্ম কবে এসেছে? সত্যযুগে কোন্ ধর্ম ছিল ? চিত্রে সম্পূর্ণ পরিষ্কারভাবে লেখা আছে। সত্যযুগ ত্রেতায় যখন সূর্যবংশী চন্দ্রবংশীরা ছিল তখন অন্যান্য ধর্ম ছিল না। এখন সেই দেবতা ধর্ম নেই, সেইজন্যই পুনরায় স্থাপন হওয়া উচিত। এখন দুনিয়া পুরানো হয়ে গেছে সুতরাং পুনরায় নতুন দুনিয়া স্থাপন হওয়া উচিত। নতুন দুনিয়াতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রই হলো মুখ্য। লক্ষ্মী-নারায়ণের নাম প্রসিদ্ধ, তাদের জন্য বড়-বড় মন্দির তৈরি হয়। শিবেরও অনেক নামকরণ করে, অনেক মন্দির নির্মাণ করেছে। ওঁনার নামও প্রসিদ্ধ। তিনি সোমরস পান করান সেইজন্য সোমনাথ নাম রাখা হয়েছে। মানুষ তো অনেক নাম রেখেছে সুতরাং বোঝাতে হবে। রুদ্র, শিব, সোমনাথ এ'সব নাম কেন রাখা হয়েছে ? বদ্রীনাথের অর্থ কি ? না বুঝেই অনেক নাম রাখা হয়েছে সেইজন্যই মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। ওঁনার যথার্থ নাম হলো রুদ্র গীতা জ্ঞান যজ্ঞ। বাবা বলেন আমার এই জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারাই বিনাশের জ্বালা প্রজ্বলিত হয়। এ হলো ভগবানুবাচ। সুতরাং যখন কেউ প্রথমে আসবে তাকে গীতার আধারে অবশ্যই বোঝাও। গীতায় লেখা আছে ভগবানুবাচ মামেকম্ স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে আর তুমি আমার কাছে চলে আসবে। উনি হলেন অসীমের পিতা, যিনি স্বর্গের রচয়িতা, জীবনমুক্তির রচয়িতা। তাঁর নাম-ই হলো হেভনলি গডফাদার, যিনি হেভন স্থাপনা করেন। হেভনে তিনি থাকেন না। হেভন স্থাপনকারী হচ্ছেন ভগবান। স্থাপনা, বিনাশ, পালনার কার্য করেন না! সুতরাং বাবা বলেন আমি পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ কর আর নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে কর, তা না হলে আমার কাছে কিভাবে আসবে। বাবা বলেন এটা তোমাদের অন্তিম জন্ম সেইজন্যই আমার সাথে যোগযুক্ত হলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। একে বলা হয় যোগ অগ্নি। মানুষ তো

শারীরিক সুস্থতার জন্য অনেক রকম যোগ শিখিয়ে থাকে। এখন পারলৌকিক বাবা বলছেন আমার সাথে যোগযুক্ত হও আর এই জ্ঞান ধারণ কর তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর আমি তোমাদের সত্যযুগে, বৈকুণ্ঠের বাদশাহী দেবো। সুতরাং মানা উচিত তাইনা। বাবা বলেন হে আমার নিদ্রাজীত বাচ্চারা, নিদ্রাকে জয় করে বাবাকে স্মরণ করো কেননা তোমাদের আমার কাছে আমার নিরাকার দুনিয়াতে আসতে হবে। যদি কৃষ্ণ হতো তবে বলত আমার বৈকুণ্ঠ আসতে হবে। যে যেখানকার নিবাসী হবে সে তো সেই স্থানের লক্ষ্যকে নির্দেশ করবে তাইনা। নিরাকার বাবা বলেন তোমরা আমাকে স্মরণ করলে নিরাকার দুনিয়াতে আসবে, আমার কাছে আসার এটাই একমাত্র পথ। তোমরা বাচ্চারা হলে মুখ বংশাবলী। কুখ বংশাবলী আর মুখ বংশাবলী শব্দ অতি সহজ। এখন তোমরা বলে থাকো বাবা আমি তোমার, আমিও বলি হ্যাঁ বাচ্চারা তোমরা আমার, সুতরাং এখন তোমরা আমার মতে চলো।

তোমরা জানো ভারত যখন স্বর্গ ছিল তখন, বাকি আত্মারা কোথায় ছিল ? মুক্তিধামে ছিল। ওখানে একটাই ধর্ম, সেইজন্য তালি বাজে না, লড়াই-ঝগড়ার প্রশ্নই নেই। যদিও মানুষ বলে থাকে হিন্দু চিন ভাই-ভাই, কিন্তু কোথায়। এরা তো লড়াই করতেই থাকে। গান গায় পতিত-পাবন সীতারাম নিশ্চয়ই নিজেরাই পতিত তবেই তো গেয়ে থাকে। সত্যযুগ তো পবিত্র দুনিয়া ওখানে এমন গান গাওয়া হয় না। এটা পতিত দুনিয়া তাই এমন গান গায়। পবিত্র দুনিয়া বলা হয় সত্যযুগকে, পতিত দুনিয়া বলা হয় কলিযুগকে। মানুষ এটাও বুঝতে পারে না। বুদ্ধি কত মলিন হয়ে গেছে। আমরাও বুঝতাম না। তমোপ্রধান বুদ্ধি হওয়ার কারণে সব ভুলে যেতে হয়। বাবা বলেন তোমরা সম্পূর্ণ রূপে অবুঝ হয়ে গেছ। তোমরা কত বিচক্ষণ ছিলে। তোমরাই দেবতারা সতোপ্রধান ছিলে। এখন অবুঝ শুদ্র, তমোপ্রধান হয়ে গেছ। তোমরা স্বর্গে কত সুখ পেয়েছ। তোমরা ভারতবাসীদের উচ্চ থেকে উচ্চ কুল ছিল – দেবী-দেবতাদের। এখন তোমরা তুচ্ছ নরকবাসী হয়ে গেছ। এইসব বিষয় বাবাই এসে নিজের বাচ্চাদের বলেন। বাচ্চারাও অনুভব করে প্রকৃতপক্ষে আমরাই পূজ্য দেবতা ছিলাম তারপর পূজারি হয়ে গেছি। বাবা কত বিচক্ষণ বানিয়েছিলেন, আবারও বিচক্ষণ করে তুলছেন। এ'সব বিষয়ে রাতে চিন্তন করে অতিব খুশি হওয়া উচিত। অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ কর আর চিন্তন কর তবেই খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। কিছু বাচ্চারা তো সারাদিনে এক সেকেন্ডও স্মরণ করে না। যদিও এখানে শোনে কিন্তু বুদ্ধিযোগ থাকে অন্যদিকে। নিরাকার পরমাত্মা কাকে বলে, সেটাও বুঝতে পারে না। স্কুলে কেউ-কেউ দুই তিনবার পাশ না করেও পড়ে। তারপর পড়াশোনা করতে না পারার কারণে স্কুল ছেড়ে দেয়। এখানেও পড়াশোনা বুঝতে না পারলে ছেড়ে চলে যায়। মায়া সজোরে থাপ্পড় কষিয়ে দেয়। বিকারের ব্যাধি ঢুকে সর্বনাশ করিয়ে দেয়। মায়া এমনই প্রবল, বড়ই কঠিন। তোমাদের বক্সিং কোনো মানুষের সাথে হয়না, কিন্তু মায়ার সাথে হয়। মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা বাচ্চাদের তীব্র পুরুষার্থ করতে হবে। যতটা সম্ভব রাতে জেগে বিচার সাগর মন্ডন করা উচিত। অভ্যাস হয়ে যাবে। ভগবানুবাচ সব বাচ্চাদের প্রতি, শুধুমাত্র এক অর্জুনের জন্য নয়। সবাই যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা সব বাচ্চাদের বলছেন বাচ্চারা রাতে জেগে মোস্ট বিলভেড বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর জ্ঞানের ধারণা হবে। তা না হলে বিন্দুমাত্র ধারণা হবে না। যদি আমার আঙা উল্ক্ষণ করো, আমাকে স্মরণ না করলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে। ঈশ্বরীয় ডায়রেকশন পেয়ে থাকো না ? আমি তোমাদের অতি মিষ্টি বাবা, আমাকে স্মরণ করলে আমার কাছে আসতে পারবে। সাজা ভোগ করে আসা – এটা তো ঠিক নয়। সোজাসুজি (সাজা ভোগ না করে) আসলে সম্মান পাবে, সেইজন্য আমার আঙা উল্ক্ষণ করো না। যারা আঙা পালন করে না তাদের বিন্দুক বলা হয়। ইনি হলেন সত্য বাবা, সত্য সঙ্কর। সুতরাং ওঁনার আঙা পালন করা উচিত তাইনা। শিববাবা কত মিষ্টি। আত্মা আর শরীর দুই-ই কাঞ্চন করে তোলেন। কাঞ্চন কায়া শুধুমাত্র সুস্থতাকে বলা হয় না। আত্মাও পবিত্র এবং শরীরও পবিত্র, তাকেই বলা হয় কাঞ্চন কায়া। দেবতাদের কাঞ্চন কায়া ছিল। এখন তো সবার আবর্জনার কায়া হয়ে গেছে। ৫ তন্ত্র তমোপ্রধান হয়ে গেছে সুতরাং শরীর দেখা কেমন তৈরি হচ্ছে, চেহারা দেখ কেমন। কৃষ্ণের অনেক মহিমা আছে। এমন শরীর তো তোমরা স্বর্গেই পেতে পারো। এখন তোমরা এমন দেবতা তৈরি হচ্ছে। সুতরাং প্রধান বিষয় হলো রাতে জেগে স্মরণ করলে অভ্যাস তৈরি হবে। নিদ্রাকে জয় করতে হবে। অভ্যাস করলে সবকিছুই হয়। কাজ কারবার, রুটি বেলা, রান্না করা ইত্যাদি সবকিছুই অভ্যাস দ্বারাই শিখতে হয় তাইনা। বাবাকে স্মরণ করাও শিখতে হবে। যাকে সম্পূর্ণ কল্প ভুলে গেছ, এখন ঐ বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তবেই বাবা খুশি হবেন। তা না হলে বলবেন বিশ্বস্ত, আঙাকারী বাচ্চা নয়। তারপর অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে। তার ভাগ্যে মার আছে। এখানে সামান্য কিছু হলেও কেউ রেগে গিয়ে বিগড়ে যায়, আর ওখানে ধর্মরাজ সাজা দেবেন তখন কেউ কি কিছু করতে পারবে। যেমন জেলে গভর্নমেন্ট ফ্রি'তে কত কাজ করিয়ে নেয়, কেউ কোনো পরিশ্রম ছাড়াই জেল ভোগ করে, কাউকে পরিশ্রম করতে হয়। সুতরাং ধর্মরাজ পুরীতেও যখন ধর্মরাজ সাজা দেবেন তখন কেউ কিছু করতে পারবে না। অন্তর্মর্ন বুঝবে যে আমার দোষেই তো সাজা ভোগ করতে হচ্ছে। এটাও অনুভব করবে যে আমি বাবার

আঞ্জা পালন করিনি সেইজন্যই সাজা ভোগ করছি আর তাই বাবা বলেন যতটা সম্ভব আমাকে স্মরণ করো। আচ্ছা।

দেখ ভারতে সবাই যত ছুটি পেয়ে থাকে এমনটা কিন্তু আর কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে আমাদের এক সেকেন্ডও ছুটি নেই। কেননা বাবা বলেন প্রতিটি শ্বাস-শ্বাসে স্মরণে থাকো। এক-একটি শ্বাস ভীষণ মূল্যবান। বাচ্চাদের রাত-দিন বাবার সার্ভিস করা উচিত।

তোমরা অলমাইটি বাবার প্রতি আশিক নাকি তাঁর রথের প্রতি ? নাকি দুইয়ের প্রতিই ? নিশ্চয়ই দুইয়ের প্রতিই আশিক হতে হয়। বুদ্ধিতে এটাই থাকবে যে উনি এই রথে আছেন। সেইজন্যই তোমরা এর প্রতি আশিক হয়েছ। শিবের মন্দিরে ষাঁড় রাখা হয়। তাকেও পূজা করা হয়। কত গুহ্য বিষয় ! যে রোজ শুনবে না, কিছু না কিছু বিষয় মিস হয়ে যাবে। যারা রোজ শুনবে তারা কখনোই অসফল হবে না। ম্যার্সও সুন্দর হবে। বাবাকে স্মরণ করলে অনেক প্রফিট হয়। তারপর তার থেকেও বড় প্রফিট হলো নলেজকে মনন করা। যোগেও প্রফিট হয়, জ্ঞানেও প্রফিট। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয় আর উচ্চ পদ পাওয়া যায়। বাবা যেখানে থাকেন সেটা হলো মুক্তিধাম, ব্রহ্ম লোক। কিন্তু সবচেয়ে ভালো হল এই ব্রাহ্মণদের লোক। ব্রাহ্মণ পৈতা অবশ্যই ধারণ করে, টিকিও রাখে কেননা বাবা আমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের চটি ধরে নিয়ে যান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শরীর এবং আত্মা দুই-ই কাশ্চন করে তোলার জন্য বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কখনও বাবার আঞ্জা উলঙ্ঘন করবে না।

২) ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করার সময় চেক করবে বুদ্ধি এদিক-ওদিক দৌড়ছে না তো ! কখনও পড়াশোনা মিস করবে না। মায়ার বক্সিং-এ হার মানবে না।

বরদানঃ:- সকল আত্মাদেরকে শুভ ভাবনা, শুভ কামনার অঞ্জলি প্রদানকারী প্রকৃত সেবাধারী ভব শুধুমাত্র বাণীর সেবাই সেবা নয়, শুভ ভাবনা, শুভ কামনা রাখাও সেবা। ব্রাহ্মণদের অক্যুপেশনই হল ঈশ্বরীয় সেবা। যেখানেই থাকো সেবা করে যাও। যে যেমনই হোক না কেন, পাক্ষা রাবণই হোক না কেন, কেউ তোমাদের গালিগালাজ করলেও তোমরা তাদের নিজের খাজানা থেকে শুভ ভাবনা, শুভ কামনার অঞ্জলি অবশ্যই দেবে, তবেই বলা হবে প্রকৃত সেবাধারী।

স্নোগানঃ:- পবিত্রতাই ব্রাহ্মণ জীবনের মূল ফাউন্ডেশন (ভীত), দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলেও তোমরা তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বিজয় মালাতে আসতে হলে নিশ্চয় বুদ্ধি হও, নিরাকার বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, তিনি সাথে করে নিয়েও যাবেন, এই নিশ্চয়ের মধ্যে যেন কখনো সংশয় না আসে”

*প্রশ্ন:- যারা বিজয়ী রত্ন হবে তাদের মুখ্য লক্ষণ গুলি কেমন হবে ?

*উত্তর:- তাদের কখনো কোনো কথাতে সংশয় আসবে না। তারা নিশ্চয় বুদ্ধি হবে। তাদের এই নিশ্চয় থাকবে যে - এটা হল সঙ্গমের সময়। এখন দুঃখধাম সম্পূর্ণ হয়ে সুখধাম আসছে। ২) বাবা-ই রাজযোগ শেখাচ্ছেন, তিনি দেহী-অভিমানী বানিয়ে সাথে নিয়ে যাবেন। তিনি এখন আমাদের আত্মাদের সাথে কথা বলছেন। আমরা তাঁর সম্মুখে বসে আছি। ৩) পরমাত্মা হলেন আমাদের বাবা, রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন, এইজন্য শিক্ষকও আবার শান্তিধামে নিয়ে যাবেন এই জন্য সন্মুখও। এইরকম নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চা প্রত্যেক কথাতে বিজয়ী হবে।

*গীত:- তোমাকে পেয়ে মোরা...

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদেরকে ওম্ শান্তি-র অর্থ তো বুঝিয়েছেন। প্রত্যেক কথা সেকেন্ডে বোঝার বিষয়। যেরকম বাচ্চারা বলে যে ওম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মা মম শরীর। সেইরকম বাবাও বলেন অহম্ আত্মা পরমধাম বাসী। তাই তিনি হয়ে গেলেন পরমাত্মা। ওম্... এটা বাবাও বলতে পারেন তো বাচ্চারাও বলতে পারে। অহম্ আত্মা বা পরমাত্মা, দুজনেরই স্বধর্ম হলো শান্ত। তোমরা জানো যে আত্মা শান্তিধাম নিবাসী। সেখান থেকে এই কর্মক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে আসেন। এটাও জানো যে আমি আত্মার রূপ কিরকম আর বাবার রূপ কি রকম ? যেটা সৃষ্টিতে কোনও মনুষ্যমাত্র জানেনা। বাবা-ই এসে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারাও বোঝায় যে - আমাদের বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তিনি হলেন শিক্ষকও তো আমাদের সং সুপ্রিয় গুরুও, যিনি আমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাবেন। গুরু তো অনেক করে থাকে। এখন বাচ্চারা নিশ্চিত করে যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন বাবাও, সহজ রাজযোগ আর জ্ঞানের শিক্ষা দেন আর সাথে করে নিয়েও যাবেন। বাচ্চারা, এই নিশ্চয়েই হল তোমাদের বিজয়। বিজয়মালাতে এসে যাবে। রুদ্র মালা বা বিষ্ণুর মালা। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি। তো আমি তোমাদের শিক্ষকও হয়ে গেলাম। মত তো চাই, তাই না। বাবার হলো আলাদা মত, টিচারের আলাদা, গুরুর আলাদা মত হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন মত প্রাপ্ত হয়। অথচ সকলের মত একই, এতে সংশয় ইত্যাদির কোনো কথা নেই। জানো যে আমরা হলাম ঈশ্বরের ফ্যামিলি অথবা বংশাবলী। গডফাদার হলেন ক্রিয়েটর। গাইতেও থাকে - তুমি মাতা-পিতা আমি বালক তোমার... তো অবশ্যই ফ্যামিলি হয়ে গেছো। ভারতেই গাইতে থাকে। সেটা হল অতীতের কথা। এখন বর্তমানে তোমরা তাঁর বাচ্চা হয়েছো। তার জন্যই তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করছো। বাবা, তোমার শ্রীমত অনুসারে আমরা চলি। তাই যা কিছু পাপ করেছো সেটা যোগবলের দ্বারা কেটে যায়। বাবাকেই পতিত-পাবন সর্বশক্তিমান বলা হয়। বাবা তো হলেন একটাই। বরাবর মাঝা-বাবা বলে থাকো, তাদের থেকে রাজযোগ শিখছো। অর্ধেক কল্প তোমরা এমন উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো, যে সেখানে দুঃখের নামই থাকেনা। সেটা হল সুখধাম। যখন দুঃখ ধামের অন্ত হবে তখনই তো বাবা আসবেন তাইনা। সেটা হল সঙ্গমের সময়। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে রাজযোগও শেখাচ্ছেন। দেহী-অভিমানী বানিয়ে সাথেও নিয়ে যাবেন। তোমাদেরকে কোনও দেহধারী মানুষ পড়াচ্ছে না। ইনি তো নিরাকার বাবা পড়াচ্ছেন। তোমাদের সাথে অর্থাৎ আত্মাদের সাথে কথা বলছেন। এতে সংশয়ের বা বিমর্ষ হয়ে যাওয়ার কোনো কথা নেই। সামনে বসে আছেন। এটাও তোমরা জানো যে আমরাই দেবতা ছিলাম তো পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের ছিলাম। ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ করেছি। তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছো। গাইতেও থাকে - আত্মা আর পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল... সত্যযুগের আদিতে প্রথম-প্রথম দেবী-দেবতারা থাকেন, যাঁরা পুনরায় কলিযুগের অন্তে পতিত হয়ে যায়। সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয়। বাবা হিসাবও বলে দেন। সন্ন্যাসীদের ধর্ম আলাদা। ঋগ্বেদে অনেক প্রকারের ধর্ম আছে। সর্বপ্রথম ফাউন্ডেশন হল দেবী-দেবতা ধর্ম। কোনো মানুষ সেই দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে পারেনা। দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায়ঃলোপ হয়ে গেছে, পুনরায় এখন স্থাপন হচ্ছে। পুনরায় সত্যযুগে তোমরা নিজেদের প্রালব্ধ ভোগ করবে। অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ এই উপার্জন।

বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবার থেকে সত্যিকারের উপার্জন করছো, যার দ্বারা তোমরা সত্য খন্ডে সর্বদা সুখী থাকবে। তাই অ্যাটেনশন দিতে হবে। বাবা এইরকম বলেন না যে ঘর-বাড়ি ত্যাগ করো। সেখানে তো সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য আসে।

বাবা বলেন সেটা হল ভুল, এর দ্বারা সৃষ্টির কোনো কল্যাণ হয়না। তথাপি ভারতে এই সন্ন্যাসীদের ধর্ম ভালো। ভারতকে থামানোর জন্য সন্ন্যাস ধর্মের স্থাপনা হয়, কেননা দেবতার বাম মার্গে চলে যায়। মহল তৈরীর অর্ধেক সময় পরে একটু মেরামত করানো হয়। এক দু-বছর পর পুনরায় রং ইত্যাদি করতে হয়। কেউ মনে করে লক্ষ্মীকে আবাহন করবে কিন্তু তিনি তখন আসবেন যখন শুদ্ধ হবে। ভক্তি মার্গে মহালক্ষ্মীর পূজা করে, তার থেকে টাকা নেওয়ার জন্য। জগদম্ভার কাছে কখনও টাকা প্রার্থনা করে না। টাকার জন্য লক্ষ্মীর কাছে যায়। দীপাবলীতে ব্যবসায়ীরাও পূজার সামনে টাকা রাখে। মনে করে বৃদ্ধি হবে। মনোকামনা সম্পূর্ণ হয়। জগদম্ভার কেবল মেলা বসে। মেলা তো হলোই - এই জগৎ পিতা আর জগদম্ভার সাথে মিলনের মেলা। এটাই হল সত্যিকারের মেলা, যার দ্বারা অনেক লাভ হয়। লৌকিক মেলাতেও অনেকে দিকভ্রান্ত হয়ে যায়। কোথাও নোকা ডুবে যায়। কোথাও বাস অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। অনেক ধাক্কা খেতে হয়। ভক্তির মেলাতে অনেক শখ থাকে কেননা শুনেছে তাই না - আত্মার আর পরমাত্মার মেলা লাগে। এই মেলা সর্বজনবিদিত, যেটা পুনরায় ভক্তি মার্গে মানাতে থাকে। রাম আর রাবণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। তো বাবা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন - মূর্খিত হয়ে যেও না। রাম রাবণ দুজনেই হলো সর্বশক্তিমান। তোমরা এখন যুদ্ধের ময়দানে আছো। কেউ তো বারেবারে মায়ার কাছে পরাজয় হতে থাকে। বাবা বলেন যে তোমরা আমাকে এই ওস্তাদকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে কখনো পরাজিত হবে না। বাবার স্মরণেই বিজয়ী হতে থাকবে। জ্ঞান তো হল সেকেন্ডের বিষয়। বাবা বিস্তারে বোঝাচ্ছেন, এই সৃষ্টি চক্রের কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়। নাটশেলে তোমরা বাচ্চারা বীজ আর ঝাড়কে জেনে থাকো। এর নাম হলো কল্পবৃক্ষ। এর আয়ু লক্ষ বছর তো হতে পারে না। এটা হল ভ্যারাইটি ধর্মের ঝাড়, এক ধর্মের সাথে অন্য ধর্মের কোনও মিল নেই। সম্পূর্ণই ভিন্ন। ইসলামী ইত্যাদি কত কাল এসেছে, সেখানেও ধন অনেক আছে। ধনের পিছনে তো সবাই আছে। ভারতবাসীদের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণই আলাদা। ভিন্ন ভ্যারাইটি ধর্মের ঝাড় আছে। তোমরা বুঝে গেছ যে কিভাবে বৃদ্ধি হতে থাকে, এর তুলনা কলকাতার বেনিয়ান ট্রী-র সাথে করা যায়। এখন প্র্যাকটিক্যাল তোমরা দেখছো যে এর ফাউন্ডেশন সমাপ্ত হয়ে গেছে। বাকি ধর্মগুলি এখন আছে। দেবী-দেবতা ধর্মের কেউ নেই। কলকাতায় তোমরা দেখবে সমস্ত ঝাড় সবুজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ফাউন্ডেশন নেই। এই ধর্মগুলিরও ফাউন্ডেশন নেই, যেটা এখন স্থাপন হচ্ছে।

বাচ্চারা বুঝে গেছে যে এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এখন পুনরায় বাড়ি ফিরে যেতে হবে বাবার কাছে। তোমরা আমার কাছে যাবে। এটাও জানো যে ভারত ছাড়া আর কোনো খন্ড স্বর্গ হতে পারেনা। গাইতেও থাকে প্রাচীন ভারত। কিন্তু গীতাতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। বাবা বলেন যে - শ্রীকৃষ্ণকে তো কেউ পতিত-পাবন বলে না, নিরাকারকে মান্য করে। কৃষ্ণ সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন। সেই নামে, সেই রূপে, সেই দেশে পুনরায় কৃষ্ণ স্বর্গেই আসবেন। সেই বৈশিষ্ট্য পুনরায় খোঁড়াই হতে পারে! প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আলাদা-আলাদা। কর্মও সকলের আলাদা-আলাদা। এই অনাদি ড্রামা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। প্রত্যেক আত্মার পাট প্রাপ্ত হয়েছে। আত্মা হলো অবিনাশী আর এই শরীর হলো বিনাশী। আমি আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর গ্রহণ করি। কিন্তু এই আত্মার জ্ঞানও কারোর জানা নেই। বাবা এসে নতুন কথা শোনাচ্ছেন, আমার হারানিধি বাচ্চারা। বাচ্চারাও বলে বাবা, বাবা ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে তোমার সাথে মিলন করেছে। যোগবলের দ্বারা তোমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হচ্ছ। প্রথম হিংসা হল একে অপরের উপর কাম কাটারী চালানো। এটাও বোঝানো হয়েছে যে বাহুবলের লড়াইয়ের দ্বারা কখনও কোনো বিশ্বের মালিক হওয়া সম্ভব নয়। যোগবলের দ্বারাই তা সম্ভব। কিন্তু শাস্ত্রে পুনরায় দেবতা আর দৈত্যদের যুদ্ধ দেখানো হয়েছে। সেইসব কথাই নেই। এখানে তোমরা বাবার শেখানো যোগবলের দ্বারা জয় প্রাপ্ত করছো। বাবা হলেন বিশ্বের রচয়িতা, তিনি অবশ্যই নতুন বিশ্বই রচনা করবেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ নতুন দুনিয়া স্বর্গের মালিক ছিলেন। আমরাই স্বর্গের মালিক ছিলাম পুনরায় ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত এক পয়সারও মূল্যহীন হয়ে গেছি। এখন তোমাদেরকেই পবিত্র হতে হবে। ভক্ত তো অনেক আছে। কিন্তু সবথেকে বেশি ভক্তি কারা করেছে? যারা এসে ব্রাহ্মণ হয় তারাই শুরু থেকে ভক্তি করে আসছে। তারাই এসে এখানে ব্রাহ্মণ হবে। প্রজাপিতা সূক্ষ্ম বতনে তো নেই। ব্রহ্মা তো এখানে চাই, তাই না, যার মধ্যে প্রবেশ করেন। তোমরা জানো যে বাবা-মাম্মা এখানে আছেন, তারাই আবার সেখানেও আছেন। এই কথা অনেক ভালো করে বুঝতে হবে। বাবা নির্দেশ দিতে থাকেন, এইরকম-এইরকম ভাবে তোমরা সেবা করো। বাচ্চারা নতুন নতুন আবিষ্কার করতে থাকে। কোনো জিনিসের কোনো আবিষ্কার করলে তো বলবে যে কল্প পূর্বেও আবিষ্কার করা হয়েছিল তারপর তাকে আরো নতুন করে রূপ দেওয়া হয়। স্বর্গ আর নরকের গোলা যেটা বানানো হয়েছে, সেটা খুব ভালো বানানো হয়েছে। কৃষ্ণ সকলেরই খুব প্রিয়। কিন্তু তাদের এটা জানা নেই যে ইনিই নারায়ণ হন, এখন এটা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে। তোমাদের এই গোলার চিত্র তো অনেক বড় হওয়া চাই। একদম ছাদের সমান উঁচু এবং বড় হতে হবে, যেখানে নারায়ণের চিত্র থাকবে, কৃষ্ণেরও থাকবে। বড় জিনিস মানুষ খুব ভালোভাবে দেখতে পারে। যেসকল পান্ডবদের কত বড় বড় চিত্র বানায়। পাণ্ডব তো হলে তোমরাই, তাই না। এখানে বড় তো কেউ নেই। যে রকম মানুষ হয় ছয় ফুটের, এই রকমই আছে। এইরকম মনে করো না যে সত্যযুগে আয়ু বড় হয়,

এইজন্য লম্বা শরীর হবে। বেশি লম্বা মানুষ তো শোভা পায়না। তাই বোঝানোর জন্য বড়-বড় চিত্র চাই। সত্যযুগের চিত্রও ফার্স্ট ক্লাস বানাতে হবে। এখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের, নিচে রাধা-কৃষ্ণের চিত্রও দিতে হবে। এনারা হলেন প্রিন্স-প্রিন্সেস। এই চক্রের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। ব্রহ্মা-সরস্বতী পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণ তৈরি হন। আমরা ব্রাহ্মণ তথা দেবতা হই। এটা এখনই জানতে পারো যে আমরাই সেই লক্ষ্মী-নারায়ণ হব, পুনরায় আমরাই সেই রাম-সীতা হব। এইভাবে রাজত্ব করব। বাচ্চারা এইরকম চিত্রের উপর কাউকে বোঝালে তো অনেক মজা আসবে। বলবে যে - এটা তো বড়ই ফার্স্ট ক্লাস জ্ঞান। বরাবর হটযোগীরা তো এই জ্ঞান দিতে পারেনা। সত্যযুগে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল। এখন হলো অপবিত্র। বাবা ছাড়া অসীমের উত্তরাধিকার কেউ দিতে পারবে না। জানো যে বাবা আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানানোর শিক্ষা দিচ্ছেন। সেটা ভালোভাবে ধারণ করতে হবে। পড়াশোনা করে মানুষ অনেক শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। তোমরা এখন অহিল্যা, কুন্ডা ইত্যাদি আছো। বাবা বসে পড়াচ্ছেন, যে পড়ার দ্বারা পুনরায় তোমরা বিশ্বের মালিক হও। জ্ঞানের সাগরও হলেন তিনি। এখন বাবা বলছেন যে নিজেকে অশরীরী মনে করো। অশরীরী এসেছিলে, পুনরায় অশরীরী যেতে হবে।

তোমরা জানো যে আমাদের এই ৮৪ র চক্র এখন সম্পূর্ণ হচ্ছে। এটা তো খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। এত ছোট আত্মাতে কত বড় ভারী পাট ভরা আছে, যেটা কখনো বিনাশ হওয়ার নয়। এর না আদি আছে আর না অন্ত আছে। কতইনা ওয়ান্ডারফুল কথা। আমরা আত্মারা ৮৪-র চক্র লাগিয়েছি, এর কখনো অন্ত হয়না। এখন আমরা পুরুষার্থ করছি। আত্মার মধ্যেই সমস্ত জ্ঞান আছে। স্টারেরই ভ্যালু হয়। স্টার যত তীক্ষ্ণ ততই তার দাম বেশি। এখন এই একটা স্টারে কত জ্ঞান আছে! গাইতেও থাকে ব্রুকুটির মাঝে ঝলমল করে এক অদ্ভুত তারা। এই ওয়ান্ডারকে তোমরাই জানো। বাবা বলেন যে আমিও হলাম স্টার, যার সাক্ষাৎকারও হতে থাকে। কিন্তু শুনেছে যে সেই স্টার হল অনেক তেজোময়, অখন্ড জ্যোতি। সূর্যের মতো। তো বাবা যদি স্টার রূপ দেখায় তো মানবে না। এই রকম অনেকেই ধ্যানে যেত, তো তেজোময় যে বলছে সেটারই সাক্ষাৎকার হত। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে পরমাত্মা হলেন স্টারের মত। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সত্য খন্ডের মালিক হওয়ার জন্য বাবার থেকে সত্যিকারের উপার্জন করতে হবে। বাবা যিনি হলেন ওস্তাদ, তাঁর স্মরণে থেকে মায়াজিৎ হতে হবে।

২) বাবার থেকে অসীমের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য বাবার থেকে যাকিছু শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছে, তার উপরে সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করতে হবে। সেই শিক্ষা গুলিকে ভালোভাবে ধারণ করতে হবে।

বরদানঃ:- সর্বদা উচ্চ স্থিতির শ্রেষ্ঠ আসনে স্থিত থেকে মায়াজিৎ মহান আত্মা ভব যারা মহান আত্মা হয়, তারা সর্বদাই উচ্চ স্থিতিতে স্থিত থাকে। উচ্চ স্থিতিই হল উচ্চ আসন। যখন উচ্চ স্থিতির আসনে স্থিত থাকো তখন মায়া আসতে পারে না। মায়া তোমাদেরকে মহান মনে করে নিজে তোমাদের সামনে মাথা নত করবে, আক্রমণ করবে না, পরাজয় স্বীকার করে নেবে। যখন উচ্চ আসন থেকে নিচে নেমে আসো, তখন মায়া আক্রমণ করে। তোমরা সর্বদা উচ্চ আসনে উপর স্থিত থাকো, তো মায়ার আসার শক্তি নেই। মায়া উঁচুতে চড়তে পারে না।

স্নোগানঃ:- শান্তির দূত হয়ে সবাইকে শান্তি দান করো - এটাই হলো তোমাদের অকুপেশন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিচার সাগর মন্ডন করে ভারতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি আর নতুন দুনিয়ার সম্বন্ধ (অব্দ) প্রমাণিত (সিদ্ধ) করে বললে কল্পের আয়ু সিদ্ধ হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমাদের এখন কোন ধুন লেগে আছে যা মানুষের থেকে ভিন্ন ?

*উত্তরঃ - তোমাদের ধুন হল যে বিশ্বের তরী যা ডুবে আছে তাকে আমরা উদ্ধার করবো। সকলকে প্রকৃত সত্যনারায়ণের কথা বা অমর কথা শোনাবো যাতে সকলের উন্নতি হয়। এত বড়-বড় ঘর বাড়ি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সবকিছু আছে কিন্তু ওরা এটা জানে না যে এগুলি সবকিছুই হল আর্টিফিশিয়াল মিথ্যা উন্নতি। প্রকৃত উন্নতি তো সত্যযুগে ছিল, যেটা বাবা এসে করান।

*গীতঃ- শেষ পর্যন্ত সেই দিন এলো আজ....

ওম শান্তি । দীনের নাথ এসেছেন তো ঠিকই, কিন্তু সঠিক তিথি তারিখ কিছু লেখা নেই। কোনো ডেট, সম্বন্ধ তো হওয়া উচিত তাই না ? যেমন বলা হয় যে, আজ অমুক তারিখ, অমুক মাস, অমুক সম্বন্ধ। দীননাথ কখন এসেছেন ? এটা লেখা নেই। যেমন লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগ ইত্যাদিতে ছিল, তাদেরও তো সম্বন্ধ থাকা উচিত। এদের অমুক সম্বন্ধে রাজস্ব ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও সম্বন্ধ রয়েছে আরও সকলের নিজের নিজের সম্বন্ধ রয়েছে। গুরু নানকেরও লেখা থাকবে যে অমুক তারিখে জন্ম নিয়েছিলেন। সম্বন্ধ ছাড়া জানতে পারা যায় না। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ভারতে রাজস্ব করতেন, তবে তো নিশ্চয়ই সম্বন্ধ হওয়া উচিত। এদের সম্বন্ধ মানে স্বর্গের সম্বন্ধ। লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগে রাজস্ব করেছিলেন, কত থেকে কত সম্বন্ধ পর্যন্ত যদি বলতে হয় তবে তা ৫ হাজার বছরই বলা হবে। গীতা জয়ন্তীর সময়ের তফাৎ তো থাকবেই। শিব জয়ন্তী আর গীতা জয়ন্তীর মধ্যে কোনো ফারাক নেই। কৃষ্ণ জয়ন্তীর ফারাক রয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের সম্বন্ধ তো সেটাই লিখতে হবে। এটাও বিচার সাগর মন্ডন করতে হয় যে পাবলিককে কী করে সেটা বোঝানো যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণের সম্বন্ধ কেন দেখানো হয় না ? বিক্রম সম্বন্ধ দেখানো হয়, কিন্তু বিকর্মাজিত সম্বন্ধ তবে কোথায় গেল ! এখন বাচ্চারা তোমাদের এটা খুব ভালো ভাবে জানা আছে। ভারতের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফিতে নতুন দুনিয়ার সম্বন্ধ-কেও দেখানো উচিত। নতুন দুনিয়াতে রাজস্ব ছিল আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের, তো তাদের সম্বন্ধ-ও তো থাকবে তবে। হিসাব করলে দেখবে তাদের ৫ হাজার হয়েছে। এ'কথা প্রমাণিত করে বললে কল্পের আয়ু প্রমাণিত হয়ে যাবে আর লক্ষ বছরের বলে যেটা লেখা হয়েছে, সেটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে। এই সব কথা বাবা এসে বোঝান। যিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ, সৃষ্টির আদি মধ্য, অন্তকে যিনি জানেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের ডায়নেস্টির ৫ হাজার বছর হয়েছে আর ৩৭৫০ বছর হয়েছে রাম - সীতার। এরপর এদের ডায়নেস্টির চলে। তারপর বিক্রম সম্বন্ধ শুরু হয়। বিক্রম রাজার যে সম্বন্ধ সেটাও রাইট নয়, মাঝখানের কিছু বছর উধাও। হওয়া উচিত ২৫০০ বছর। ইসলাম, বৌদ্ধও কিছু সময় পরে শুরু হয়। তারা তো দু' হাজার বছর থেকে নিজেদের সম্বন্ধ দিয়েছে।

তোমরা জানো যে আমরা সবাই দেবী-দেবতা ছিলাম, আমরা চক্র পরিক্রমা করে এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি। এই হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি ভালো ভাবে বোঝাতে হবে। ব্রাহ্মণ থেকে পুনরায় দেবতা হই। হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি বুঝতে যদি পারো তবে সম্বন্ধ-ও বুঝতে হবে। সিঁড়ির চিত্রে সম্বন্ধ লেখা আছে। ভারতের সম্বন্ধ উধাও হয়ে গেছে। যারা পূজ্য ছিল, তাদের সম্বন্ধ-ই উধাও করে দিয়েছে। পূজারীদের সম্বন্ধ শুরু হয়ে গেছে। দেখো, অশোক স্তম্ভ বলা হয় না ? দ্বাপরে অশোক (শোক রহিত) তো কেউ নেই। অশোক স্তম্ভ তো অর্ধ কল্প সত্যযুগ ত্রেতা পর্যন্ত চলে। এই মহিমা সত্য - ত্রেতার, শোক স্তম্ভের কোনো মহিমা নেই। এখানে তো দুঃখই দুঃখ। অশোকা হোটেল নাম রেখেছে, কিন্তু তা তো নয়। অর্ধ কল্প ক্ষণ ভঙ্গুর সুখকে অশোক বলে দিয়েছে। এখানে অশোক বলে কিছু নেই। মাংস-মদিরা, তামসিক আহার করতে থাকে। কিছুই বুঝতে পারে না যে আমরা দুঃখী কীভাবে হলাম ? তার কারণ কী ?

এখন তোমরা জানো যে এই কথাগুলো শুনবে তারাই যারা কল্পে পূর্বে স্বর্গে সুখী ছিল। যারা ওখানে ছিল না, তারা শুনবেও না। যারা ভক্তি সম্পূর্ণ করেছে তারা কিছু না কিছু এসে শিক্ষা নেবে। জ্ঞান শুনে লোকজন খুশি হবে। চিত্রও ক্রিয়ার আছে। অব্দও লেখা আছে। ব্রহ্মা বিষ্ণুর জন্মও তো এখানেই হওয়া উচিত। বাকি শঙ্কর তো হলেন সূক্ষ্মবতনের আর শিব হলেন মূলবতনে। সূক্ষ্ম, মূলকেও জানে না, সেইজন্য শিব শঙ্করকে মিলিয়ে ফেলেছে। শিব হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, শঙ্কর

হলেন দেবতা। উভয়কে মিলিয়ে দেওয়া যায় না। এখন বাচ্চারা তোমরা কত বুঝদার হয়েছে। নেশা কতো উর্ধ্বমুখী হয়েছে। রাত-দিন এতেই অধীর থাকা উচিত যে মানুষকে কীভাবে বোঝাবো। অবুঝদেরই বোঝানো হয়। তোমরা জানো যে ভারত প্রথমে কি ছিল এখন আবার ডাউনফল কিভাবে হল। দুনিয়া তো মনে করে যে আমরা অনেক উন্নতি করেছি। পূর্বে এত বড় বড় বাড়ি ঘর, বিদ্যুৎ ইত্যাদি কিছুই ছিল না। এখন তো অনেক উন্নতি হচ্ছে কারণ তারা তো জানেই না যে এটা হলো মিথ্যা আর্টিফিশিয়াল। প্রকৃত উন্নতি তো সত্যযুগে ছিল - এটা বোঝাতে হবে। তারা নিজেদের ধুনে আছে, তোমরা আবার নিজেদের ধুনে আছে। তোমাদের খুশী তো হল বিশ্বের তরী যেটি ডুবে ছিল, তা আমরা বাবার জ্ঞান দ্বারা উদ্ধার করছি। বাবা আমাদের সত্যনারায়ণের কথা বা অমর কথা আবারও শোনাচ্ছেন। ভক্তি মার্গে তো অনেক কথা কাহিনী শুনিয়ে থাকে। তোমরা জানো যে এগুলি হলো সব মিথ্যা কথা কাহিনী যাতে কোনো লাভ হয় না। এরা তো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে এসেছে তাও সৃষ্টি তো তমোপ্রধান হতেই থাকছে। সিঁড়ি অবতরণ হয়েছে তাতে লাভ কি হয়েছে? শিখদেরও মেলা বসে। ওখানে ঝিল বা পুকুরে স্নান করে। ওরা গঙ্গা যমুনা ইত্যাদিকে মানে না।

কুস্তুর মেলায় শিখরা যায় না। ওরা নিজেদের পুকুরে বা ঝিলে যায়। ওদের আবার বিশেষ অনুষ্ঠান থাকে। কখনো আবার সেটিকে পরিষ্কার করতেও যায়। সত্যযুগে তো এইসব বিষয় থাকে না। সত্যযুগে তো নদী ইত্যাদি একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওখানে কখনোই গঙ্গা-যমুনাতে নোংরা, আবর্জনা পড়ে না। ওখানের গঙ্গাজল আর এখানের গঙ্গা জলের মধ্যে রাত দিনের পার্থক্য। এখানে তো অনেক আবর্জনা পড়ে। ওখানে তো প্রত্যেকটি বিষয়ই খুব সুন্দর।

বাচ্চারা তোমাদের এখন অনেক খুশি হয় যে আমাদের রাজধানী এইরূপ হবে। আমরা আবারও ৫ হাজার বছর পরে শ্রীমতের আধারে স্বর্গের স্থাপনা করছি। নামই হল স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, যাতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। শান্তিধাম অথবা নিবার্ণধাম হল একই। তোমরা জানো যে আমরা শান্তিধামে কিভাবে থাকি। উপরে আছেন শিববাবা তারপর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর, তারপর দেবতাদের মালা তারপর ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। নিরাকারী ঝাড় থেকে আত্মারা সংখ্যানুসারে আসতে থাকে। যারা সত্যযুগে আসবে না, তারা পঠন-পাঠনের জন্য কখনোই আসবে না। হিন্দুধর্মই যেন আলাদা হয়ে গেছে। কেউ জানেই না যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। সেই ধর্ম কিভাবে আর কখন স্থাপন হয়েছে, কেউই জানে না। তোমাদের এখন এই নলেজ দেওয়া হয়েছে যে অন্যদেরকেও বোঝাও। চিত্র তো হল খুবই সহজ। যেন কোনো কাউকেই বোঝাতে পারবে উনারা এই রাজ্য কখন এবং কিভাবে নিয়েছিলেন? আর কত সময় পর্যন্ত রাজ্য করেছিলেন? রাম-সীতারও থাকা উচিত অমুক অন্দ থেকে অমুক অন্দ পর্যন্ত ওনারা রাজ্য করেছেন। পরবর্তী সময়ে তারপর পতিত রাজাদের শুরু হয়। এই দেবতারাই হলো মুখ্য, যাদের পূজা হয়। বাস্তবে সমগ্র মহিমা এক পূজ্যেরই হওয়া উচিত। ভক্তি মার্গে তো সকলকেই পূজা করতে থাকে। নিজ-নিজ সময়ে প্রত্যেকেরই মহিমা হয়। মন্দিরে গিয়ে পূজা ইত্যাদি করতে থাকে, কিন্তু তাদেরকে একদমই জানে না। এখন তোমরা বোঝাচ্ছে তা শুনে খুশি হয়, তাই তো সেন্টার খোলে। বোঝেও যে এই জ্ঞানের দ্বারা আমরাও দেবতা হবো। বাবা গরিবদের এসে ধনী বানিয়েছেন। বাবা এসে বাচ্চাদেরকে বোঝান, বাচ্চারা আবার অন্যদেরকে বুঝিয়ে তাদের ভাগ্য খুলে দেয়। বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি এখন তোমরা বাবার থেকে শুনছো। সেটি বোঝার ফলে তোমরা সবকিছু জেনে যাও। বিশ্বের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি তো অবশ্যই বিশ্বের রচয়িতা বীজরূপই শোনাবেন। উনিই হলেন নলেজফুল। উনি হলেন নিরাকার শিব। দেহধারীকে ভগবান রচয়িতা বলা যাবে না। নিরাকারই হলেন সকল আত্মাদের পিতা। তিনি বসে আত্মাদেরকে বোঝান। আমি পরমধামে থাকি। এখন আমি এই শরীরে এসেছি। আমিও হলাম আত্মা। আমি বীজরূপ, নলেজফুল হওয়ার জন্য বাচ্চারা তোমাদেরকে বোঝাই। এতে আশীর্বাদ, কৃপা ইত্যাদির কোনো কথা নেই। না অল্পকালের সুখের কথা রয়েছে। অল্পকালের সুখ তো লোকজনেরা দিয়ে থাকে। কারুর যদি কিছু লাভ হয়ে যায় তাহলে ব্যস্ নাম উর্ধ্ব উঠতে থাকবে। তোমাদের প্রাপ্তি তো হল ২১ জন্মের। জন্য। তা তো বাবা ব্যতীত এইরূপ প্রাপ্তি আর কেউই করতে পারেন না। ২১ জন্মের জন্য নিরোগী কায়া কেউই বানাতে পারেন না। ভক্তিমাৰ্গেও মানুষ অল্পবিস্তর সুখ প্রাপ্ত করলে অনেক খুশি হয়ে যায়। এখানে তো ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ প্রাপ্ত করে। তাও অনেকেই আছে যারা পুরুষার্থ করে না। ওদের ভাগ্যে নেই। অনুপ্রেরণা তো সকলকে এক সমানই দেওয়া হয়। ঐ পঠন-পাঠনে তো পৃথক পৃথক শিক্ষকও পাওয়া যায়। ইনি তো একজনই শিক্ষক। যদিও তোমরা বিশেষভাবে বসে বুঝিয়ে থাকো। কিন্তু নলেজ তো হলো একটাই, কেবল প্রত্যেকের বোঝার উপর সেটি নির্ভর করে। এটি হলো একটি কাহিনী, যার দ্বারা সমস্ত রহস্য এসে যায়। বাবা সত্যনারায়ণের কথা শোনাচ্ছেন। তোমরা তিথি তারিখ সব কিছু শোনাতে পারো। কোথাও কোথাও আবার সত্যনারায়ণের কথা শোনায় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি। সমগ্র কথা কাহিনী তাদের একেবারে কন্ঠস্থ। তোমরাও এই প্রকৃত সত্যনারায়ণের কথা কন্ঠস্থ করে নাও। এটি হল খুবই সহজ। বাবা প্রথমে বলেন মন্মনাভব। তারপর বসে হিস্ট্রি বোঝাও। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের অন্দ বলতে পারবে তাই না। এখানে এলে আমরা আপনাদের বোঝাবো

যে বাবা কীভাবে সঙ্গমযুগে আসেন। ব্রহ্মা তনে এসে শোনান। কাকে ? ব্রহ্মা মুখাবংশাবলীদের। যারা আবার দেবতা হন, ৮৪ জন্মের কাহিনী। ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হন। সম্পূর্ণ নলেজ আছে, এটা শুনে আবারও বসে যদি রিপিট করো তাহলে বুদ্ধিতে সব এসে যাবে যে আমরা দেবতা ছিলাম আবারও এইরকম চক্র পরিক্রমা করেছিলাম। এটি হল সত্যনারায়ণের কথা। কত সহজ, কীভাবে রাজ্য নিয়েছিলাম, কীভাবে হারিয়ে ফেলেছি.... কত সময় ধরে রাজ্য চালিয়েছিলাম। লক্ষী-নারায়ণ আর ওনাদের কুল, বংশ ছিল তাই না। সূর্যবংশী বংশজাত, আবার চন্দ্রবংশী বংশজাত তারপর সঙ্গমে বাবা এসে শূদ্রবংশীদের ব্রাহ্মণ বংশী বানান। এই প্রকৃত কথা কাহিনী তোমরাই শুনছো। সত্যযুগে লক্ষী-নারায়ণের হীরা রত্নের মহল ছিল। এখন আর কি রয়েছে। বাবা এই কথা শুনিযেছেন তাই না।

এখন বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো তাহলে খাদ বেরিয়ে যাবে। যত খাদ বেরিয়ে যাবে তত উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। সংখ্যানুসারে বুম্বতে পারে। বাবা জানে যে কে-কে ভালোভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারবে। বোঝাতে কোন কষ্ট নেই। একদমই সহজ। নর থেকে দেবতা হওয়া তো হল অনেক খ্যাতনামা। বারংবার এই সত্যনারায়ণের কথা শোনাতে থাকো। ওটি হলো মিথ্যা, এটি হলো সত্য। সেন্টারেও সত্যনারায়ণের কথা শোনাতে থাকো বা মুরলী শোনাতে থাকো। এটি হলো অনেক সহজ। যে কেউই সেন্টার চালাতে পারে। কিন্তু আবার লক্ষণও ভালো হওয়া দরকার। একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করবে না। পারস্পরিক সম্পর্কে মধুর হয়ে না চললে তাহলে সম্মান নষ্ট করবে। বাবা বলেন যে আমার নিন্দা করলে তাহলে উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। ঐ গুরুরা আবার নিজেদের জন্য বলে দিয়েছে। এখন তো কেউ সঠিক গন্তব্য স্থান বলতে পারে না। সঠিক গন্তব্য স্থান বলেন যিনি, তিনি হলেন এক, ওঁনার নিন্দা করলে তাহলে লোকসানের ভাগী হয়ে যাবে। তারপর পদও ব্রষ্ট হয়ে যাবে। পতিত হয়ে গেলে নিজের সর্বনাশ করবে। এ'রকম অনেকেই আছে যারা পরাজিত হয়ে যায় কিন্তু তাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই আছে যারা সত্যতার সাথে লেখে, কেউ আবার মিথ্যাও বলে। যদি সত্য কথা শোনাতে থাকো তাহলে বুদ্ধি থেকে মিথ্যা বেরিয়ে যাবে। এরকম চলন চলো না যাতে বাবার নিন্দা হয়। যাদের এইরকম অবস্থা, তারা যেখানেই যায় সেখানে এ'রকমই চলন চলে। নিজেও বোঝে যে আমি কখনোই শোধরাবো না তারপর আবার রায় দেয় - ঘর গৃহস্থ থাকো। যখন ধারণা পরিপক্ব হবে তখন সার্ভিস করবে। ঘর গৃহস্থ থাকলে তোমাদের এত পাপ চড়বে না। এখানে আবার এইরকমই পূর্ব (কমন) চাল-চলনে চললে নিন্দা করিয়ে দেয়, এর থেকে তো গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমলপুষ্প সমান থাকাই ভালো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মন থেকে মিথ্যা বেরিয়ে যাবে তারজন্য সর্বদা সত্যনারায়ণের কথা শুনতে হবে এবং শোনাতে হবে। কখনোই এরকম চলন চললে হবে না যাতে বাবার নিন্দা হয়।

২) নিজেদের মধ্যে অনেক মধুর হয়ে থাকতে হবে, কখনোই যেন ঝগড়া বিবাদ না হয়। ভালো লক্ষণ ধারণ করে তারপর সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- ব্রাহ্মণ জীবনে অভিনন্দনের ও শুভেচ্ছার পরিপালনের দ্বারা সর্বদা বুদ্ধিকে প্রাপ্তকারী পদমাপদম ভাগ্যবান ভব
সঙ্গমযুগে বিশেষ খুশীতে পরিপূর্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছার দ্বারাই সকল ব্রাহ্মণ বুদ্ধি প্রাপ্ত করছে। ব্রাহ্মণ জীবনের পরিপালনের আধার হল অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। বাবার স্বরূপে সর্বদা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা, শিক্ষকের স্বরূপে সর্বদা সাবাস-সাবাস(খুব ভালো-খুব ভালো) শব্দের দ্বারা পাস উইথ অনার্স বানাচ্ছেন, সঙ্গুরুর স্বরূপে প্রতিটি শ্রেষ্ঠ কর্মের আশীর্বাদ সহজ আর আনন্দপূর্ণ জীবন অনুভব করান। সেইজন্যই তোমরা হলে পদমাপদম ভাগ্যবান, যার হলে ভাগ্যবিধাতা ভগবানের সন্তান, সম্পূর্ণ ভাগ্যের অধিকারী হয়ে গেছো।

স্নোগানঃ:- প্রকৃত সেবার দ্বারা সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্তকারীই হল ভাগ্যবান।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাম্বারা - তোমাদের ভালোবাসা আত্মাদের সঙ্গে থাকা উচিত, চলতে-ফিরতে অভ্যাস করো, আমি আত্মা, আত্মার সঙ্গে কথা বলছি, আমি কোনো খারাপ কাজ করবো না”

- *প্রশ্ন:- বাবার দ্বারা রচিত এই যজ্ঞ যতক্ষণ চলছে ততক্ষণ ব্রাহ্মণদেরকে বাবার কোন্ আদেশ পালন করতে হবে ?
- *উত্তর:- বাবার আদেশ হল - বাম্বারা যত ক্ষণ এই রুদ্র যজ্ঞ চলছে ততক্ষণ তোমাদেরকে পবিত্র অবশ্যই থাকতে হবে। তোমরা হলে ব্রাহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার কুমারী, কখনও বিকার গ্রস্ত হতে পারবে না। যদি কেউ এই আদেশের অবজ্ঞা করে তবে অনেক কঠিন দণ্ডের ভাগীদার হয়ে যায়। যদি কারো মধ্যে ক্রোধের ভূত আছে তো তারা ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণদের দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে, কখনও বিকারের বশে বশীভূত হবে না।
- *গীত:- ও দূরের পথিক...

ওম্ শান্তি । দূরের পথিকে তোমরা ব্রাহ্মণরা ব্যতীত কোনো মানুষ মাত্রই জানেনা। আহ্বান করে পরমধাম নিবাসী পরম পিতা পরমাত্মা এসো। পিতা বলে সম্বোধন করে কিন্তু বুদ্ধিতে আসে না যে পিতার রূপ কেমন ? আত্মা কি ? যদিও বুঝতে পারে আত্মা ক্রকুটির মাঝখানে নক্ষত্র সম বাস করে। এইটুকুই, আর কিছু জানেনা। আমাদের আত্মায় ৮৪ জন্মের পাঁচ ভরা আছে। এইসব কথার কোনো জ্ঞান নেই। আত্মা এই শরীরে কীভাবে প্রবেশ করে, সে কথাও জানেনা। যখন ভিতরে নড় চড় হয় তখন বোঝা যায় যে আত্মা প্রবেশ করেছে। পরে যখন পরম পিতা পরমাত্মা বলা হয় তখন এও আত্মাই পিতা বলে ডাকে। আত্মা জানে এই শরীর লৌকিক পিতার দ্বারা প্রদত্ত। আমাদের পিতা তো হলেন নিরাকার। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা আমাদের মতন বিন্দু স্বরূপ হবেন। তাঁরই মহিমা গায়ন করে - মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন। কিন্তু আকারে বড় না ছোট, তা সকলের বুদ্ধিতে বসে না। প্রথমে তোমাদের বুদ্ধিতেও ছিল না যে আমাদের আত্মাটি কেমন ? যদিও পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হে পরম পিতা... কিন্তু কিছুই জানতে না। পিতা হলেন নিরাকার তবে তিনি পতিত-পাবন হলেন কীভাবে ? তাহলে কি জাদু করেন ? পতিতদের পবিত্র করতে অবশ্যই এখানে আসতে হয় । যেমন আমাদের আত্মাও শরীরে থাকে ঠিক তেমনই বাবা হলেন নিরাকার তাঁকেও অবশ্যই শরীরে আসতে হয়, তবেই তো শিব রাত্রি বা শিব জয়ন্তী পালন হয়। কিন্তু তিনি এসে কীভাবে পবিত্র করেন, সে কথা কেউ জানে না, তাই বলে দেয় সর্বব্যাপী। প্রদর্শনীতে অথবা ভাষণ ইত্যাদি দিতে যেখানেই যাও সর্ব প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে । তারপরে আত্মার পরিচয়। আত্মা তো ক্রকুটির মাঝখানে বাস করে। তার মধ্যেই সর্ব সংস্কার নিহিত আছে। শরীর তো শেষ হয়ে যায়। যা কিছু করে সবই তো আত্মা করে। শরীরের অর্গ্যান্স গুলি আত্মার আধারেই তো চলে। আত্মা রাত্রিতে (ঘুমের সময়) অশরীরী হয়ে যায়। আত্মা বলে আজ আমি ভালো ভাবে আরাম করেছে। আজ আরাম পাইনি। আমি এই শরীরের দ্বারা এই ব্যবসা ইত্যাদি করি। এই অভ্যাস গুলি বাম্বারা তোমাদের পাকা হওয়া উচিত। আত্মাই সব কিছু করে। আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে তাকে মৃতদেহ বলা হয়। কোনো কাজের থাকে না। আত্মা বেরিয়ে গেলে শরীরে দুর্গন্ধ হয়ে যায়। শরীরকে দাহ করা হয়। তোমাদের ভালোবাসা আত্মার প্রতিই থাকে। তোমাদের এই শুদ্ধ অভিমান থাকা উচিত যে আমি আত্মা। পুরো আত্ম-অভিমানী হতে হবে। সম্পূর্ণ পরিশ্রম এতেই। আমি আত্মার নিজের দেহের অর্গ্যান্স গুলি দিয়ে কোনো খারাপ কাজ করা উচিত নয়। তা নাহলে দন্ড ভোগ করতে হবে। দন্ডভোগ তো তখনই ভোগ করবে যখন আত্মার কাছে শরীর আছে। শরীর ব্যতীত আত্মা দুঃখ ভোগ করে না। তাই প্রথমে আত্ম-অভিমানী পরে পরমাত্ম-অভিমানী হতে হবে। আমি পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । বলেও থাকে পরমাত্মা সকলকে রচনা করেছেন। উনি হলেন রচয়িতা কিন্তু রচনা করেন কীভাবে, তা কেউ জানেনা। এখন তোমরা জানো যে পরম পিতা পরমাত্মা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা কীভাবে করেন, পুরানো দুনিয়ায় থাকেন। দেখো কেমন যুক্তি। তারা তো প্রলয় দেখিয়ে দিয়েছে। বলে অশ্বথ গাছের পাতায় একটি শিশু এসেছে পরে শৈশব তো দেখায় না। একেই বলে অজ্ঞানতা। বলে ভগবান শাস্ত্র বানিয়েছেন। ব্যাসদেব, ভগবান তো হতে পারে না। ভগবান বসে কি শাস্ত্র লিখবেন ? ভগবানের জন্য তো বলা হয় উনি সর্ব শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে দেন। যদিও এই বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে কারও কল্যাণ হতে পারে না। তারা হলেন ব্রহ্ম জ্ঞানী। ভাবে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবে। ব্রহ্ম তো হল মহা তত্ত্ব। আত্মারা সেখানে নিবাস করে। এই কথা না জানার দরুন তারা বুদ্ধিতে যা আসে বলে দেয় আর মানুষ সত্য-সত্য বলতে থাকে। অনেক রকমের হঠ যোগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি করে, তোমরা তো করতে পারবে না। তোমরা দুর্বল কন্যারা, মাতারা , তোমাদের কি কষ্ট দেওয়া হবে। প্রথমে তো মাতারা

রাজবিদ্যাও প্রাপ্ত করতো না। একটু ভাষা শেখার জন্য স্কুলে পাঠানো হতো। যদিও চাকরি ইত্যাদি তো করার নেই। এখন তো মাতাদেরও পড়াশোনা করতে হয়। উপার্জনকারী কেউ না থাকলে যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, ভিক্ষা না করতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী যদিও কন্যাদের গৃহ কর্মে দক্ষ করানো উচিত। এখন তো ব্যারিস্টার, ডাক্তার ইত্যাদি রিলেটেড সব পড়াশোনাই শিখছে। এখানে তো তোমাদেরকে কিছু করতে হয় না, শুধুমাত্র সর্বপ্রথমে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। নিরাকারকে সবাই শিববাবা বলে, কিন্তু ওঁনার রূপ কি, তা কেউ জানেনা। ব্রহ্ম তো হল তত্ত্ব। যেমন এই আকাশ হল বিশাল। অনন্ত। ঠিক সেরকম ব্রহ্ম তত্ত্বও হল অনন্ত। ব্রহ্ম তত্ত্বের অংশ মাত্র স্থানে আমরা আত্মারা বাস করি। বাকি সবটাই তো হল পোলার অর্থাৎ শূন্য। সাগরও অসীম, চলতেই থাকে। শূন্য স্থানেরও অন্ত পাওয়া যায় না। চেষ্টা করে উপরে যাওয়ার কিন্তু যাত্রা পথেই তাদের বাহন (বায়ু যান) নষ্ট হয়ে যায়। সেইরকম মহা তত্ত্বও আকারে বিশাল। সেখানে গিয়ে কিছু খুঁজবার প্রয়োজন নেই। সেখানে আত্মাদের এইসব ভাববারও দরকার নেই। খুঁজে কি লাভ হবে। দেখা স্টারে গিয়ে দুনিয়ার খোঁজ করে, কিন্তু কি লাভ? সেখানে পিতাকে প্রাপ্ত করার কোনো পথ নেই। ভক্তরা ভক্তি করে ভগবানকে পাওয়ার জন্য। তখন তারা ভগবানকে প্রাপ্ত করে। উনি মুক্তি জীবনমুক্তি প্রদান করেন। ভগবানকে খুঁজতে হয়, অনন্ত শূন্যকে নয়। যেখানে প্রাপ্তি কিছুই হয় না। গভর্নমেন্টের অর্থ ব্যয় হয়। এ হল অলমাইটি অথরিটি। পাওব আর কোঁরব দুইজনেরই মুকুট দেখানো হয় না। বাবা এসে তোমাদেরকে সব কথা বোঝান। যখন তোমরা এত নলেজ প্রাপ্ত কর তো তোমাদের খুব খুশীতে থাকা উচিত। আমাদের পড়াচ্ছেন অসীম জগতের পিতা। তোমাদের আত্মা বলে আমরা প্রথমে সেই দেবী দেবতা ছিলাম। অনেক সুখী ছিলাম। পুণ্য আত্মা ছিলাম। এই সময়ে পাপ আত্মায় পরিণত হয়েছি কারণ এ হল রাবণের রাজ্য। এই দুনিয়া রাবণের মতানুসারে চলছে। তোমরা চলো ঈশ্বরীয় মতানুসারে। রাবণও গুপ্ত তো ঈশ্বরও হলেন গুপ্ত। এখন ঈশ্বর তোমাদেরকে শ্রীমৎ প্রদান করছেন। রাবণ কীভাবে মত দেয়? রাবণের কোনো রূপ তো নেই। এই রূপ তো বানানো হয়েছে। সব রূপ গুলিই হল রাবণের। আত্মারা জানে যে আমাদের আত্মার মধ্যে ৫-টি বিকার আছে। আমরা আসুরিক মতানুসারে চলেছি। মেল ফিমেল দুয়ের মধ্যে ৫ বিকার আছে। এই সব কথা মানুষের বুদ্ধিতে তখন বসবে যখন এই কথা জানবে যে আমাদের পড়াচ্ছেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। পরমাত্মা হলেন নিরাকার। যখন উনি সাকারে আসবেন তখন তো আমরা ব্রাহ্মণ হবো। বাবা রাতেই আসেন। শিবরাত্রিই হল ব্রহ্মার রাত্রি। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা হবে। যজ্ঞে অবশ্যই ব্রাহ্মণ চাই। ব্রাহ্মণদের যতক্ষণ যজ্ঞ আয়োজনের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে ততক্ষণ পবিত্র থাকতে হবে। দৈহিক ব্রাহ্মণরাও যখন যজ্ঞ আয়োজন করে বিকারগ্রস্ত হয় না। যদিও তারা বিকারী, কিন্তু যজ্ঞ আয়োজনের মধ্যে বিকারগ্রস্ত হবে না। যেমন তীর্থে গেলেও যাত্রা চলাকালীন বিকারে যায় না। তোমরা ব্রাহ্মণরাও যজ্ঞে থাকো তারপরে যদি কেউ বিকারে যায় তো বৃহৎ পাপ আত্মায় পরিণত হয়। যজ্ঞ চলছে তো শেষ অবধি পবিত্র থাকতে হবে। ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা কখনও বিকারে যায় না। বাবা আদেশ করেছেন তোমরা কখনও বিকারে লিপ্ত হবে না। নাহলে অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে। বিকার গ্রস্ত হলেই সর্বনাশ হবে। তারা ব্রহ্মাকুমার কুমারী নয়, তারা হল শূদ্র শ্লেচ্ছ। বাবা সর্বদা জিজ্ঞাসা করেন তোমরা পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করেছ। যদি বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে ব্রাহ্মণ হয়ে বিকারে যাবে তবে চন্ডালের জন্ম পাবে। এখানে বেশ্যার মতন নোংরা জন্ম আর কিছু হয় না। এ হল বেশ্যালয়। দুজনে একে অপরকে বিষ পান করায়। বাবা বলেন মায়া যত রকমের সঙ্কল্প আনুক কিন্তু নগ্ন হবে না। অনেকে জোর করে নগ্ন করে। কন্যাদের শক্তি কম থাকে - পবিত্রতার সাথে আচার আচরণ ভালো থাকা উচিত। আচরণ খারাপ থাকলে তারাও কোনো কাজের নয়। লৌকিক মাতা পিতার মধ্যে বিকার আছে তাই সন্তানরা মাতা পিতার কাছেই শেখে। তোমাদেরকে পারলৌকিক পিতা এই শিক্ষা প্রদান করেন না। বাবা তো দেহী-অভিমানী বানান। কখনও ক্রোধ করবে না। সেই সময় তোমরা ব্রাহ্মণ নও, তোমরা হয়ে যাও চন্ডাল কারণ ক্রোধের ভূত আছে। ভূত মানুষকে দুঃখ দেয়। বাবা বলেন ব্রাহ্মণ হয়ে কোনো খারাপ কাজ করবে না। বিকারগ্রস্ত হলে যজ্ঞকে অপবিত্র বানাও, এতেই খুব সতর্ক থাকতে হবে। ব্রাহ্মণ হওয়া মাসীর বাড়ি যাওয়া নয়। যজ্ঞ স্থল নোংরা করবে না। ৫ বিকারের মধ্যে কোনো বিকারই যেন না থাকে। এমন নয় ক্রোধ করলাম, দোষ নেই। এই ভূত এলে তোমরা ব্রাহ্মণ নও। কেউ বলবে এ তো খুব উঁচু লক্ষ্য। না চলতে পারে তো অপবিত্র হও। এই জ্ঞানে থাকতে হলে সদা প্রফুল্লিত এবং পবিত্র থাকতে হবে। পতিত-পাবন পিতার সন্তান হয়ে পিতাকে সহযোগিতা করতে হবে। কোনো প্রকারের বিকার থাকা উচিত নয়। কেউ তো এসেই বিকার গুলিকে ত্যাগ করে দেয়। বুঝতে হবে যে আমি রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের ব্রাহ্মণ। আমাদের দ্বারা এমন কোনো কাজ যেন না হয় যাতে অনুশোচনা হয়। হৃদয় রূপী দর্পণে দেখতে হবে যে আমরা যোগ্য হয়েছি? ভারতকে পবিত্র করার কাজে আমরা নিমিত্ত তাই যোগেও অবশ্যই থাকতে হবে। সন্ন্যাসীরা শুধু পবিত্র থাকে, পিতার পরিচয় তো জানেনা। হঠাৎ যোগ ইত্যাদি অনেক করে। প্রাপ্তি কিছুই হয় না। তোমরা জানো বাবা এসেছেন - শান্তিধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা আত্মারা হলাম সেখানকার নিবাসী। আমরা সুখধামে ছিলাম, এখন দুঃখধামে আছি। এখন হল সঙ্গম.... এই স্মরণ স্থায়ী থাকলে সদা হাসি মুখে থাকবে। যেমন দেখো অঙ্গনা বাষ্টি (ব্যঙ্গালোরের) সদা হাসি মুখে থাকে। বাবা বললেই খুশীতে ভরপুর হয়ে যায়।

তার খুশী আছে যে সে বাবার সন্তান। যেই আসুক না কেন তাকে জ্ঞান দান করো। হ্যাঁ, কেউ পরিহাসও করবে কারণ নতুন কথা কেউ জানেনা যে ভগবান পড়ান। কৃষ্ণ তো কখনও এসে পড়ান না। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের ব্রাহ্মণ রূপে এমন কোনো কাজ করবে না - যাতে অনুশোচনা হয়। কোনো ভূতের বশে বশীভূত হবে না।

২) পতিত-পাবন বাবার পুরোপুরি সহযোগী হওয়ার জন্য সদা পবিত্র এবং প্রফুল্লিত অর্থাৎ খুশীতে থাকতে হবে। জ্ঞানের সিমরণ করে সদা হাসি মুখে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- চিত্তের প্রসন্নতার দ্বারা আশীর্বাদের বিমানে উডতে পারা সন্তুষ্টমণি ভব
সন্তুষ্ট মণি তাদেরকে বলা হয় যে নিজের প্রতি, সেবার প্রতি এবং সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে । তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্টতা রূপী ফল প্রাপ্ত করা - এটাই হল তপস্যার সিদ্ধি। সন্তুষ্টমণি সে-ই যার চিত্ত সদা প্রসন্ন থাকবে। প্রসন্নতা অর্থাৎ হৃদয় ও মন বুদ্ধি সর্বদা আরামের অনুভব করবে, সুখ শান্তির স্থিতিতে স্থিত থাকবে। এমন সন্তুষ্টমণিরা নিজেকে সকলের আশীর্বাদের বিমানে উড়ন্ত অনুভব করবে।

স্নোগানঃ:- সত্য হৃদয়ের দ্বারা দাতা, বিধাতা, বরদাতাকে খুশী (রাজি) করতে সক্ষম আত্মারাই আত্মিক আনন্দের অনুভবে থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent

6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"ভাবনা আর কর্মে সমতা আনাই পরমোন্নত-ভালোবাসার দায়িত্ব পূরণ করা"

আজ বাপদাদা নিজের সকল স্বরাজ্য অধিকারী বাচ্চাকে দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। কারণ, তারাই স্বরাজ্য অধিকারী, যারা অনেক জন্ম বিশ্ব-রাজত্বের অধিকারী হয়। তাইতো আজ ডবল বিদেশি বাচ্চাদের কাছে বাপদাদা স্বরাজ্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করছেন। তোমাদের প্রত্যেক রাজ্য অধিকারীর রাজ্য ভালো ভাবে চলছে? তোমাদের রাজ্য চালনার সাথীরা সহযোগী সাথী, সদা সঠিক সময়ে যথার্থ রীতিতে সহযোগ দিচ্ছে, নাকি মাঝে মাঝে কখনো প্রবঞ্চনাও করে? তোমাদের যত সহযোগী কর্মচারী কর্মেন্দ্রিয় আছে, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, সবাই তোমাদের অর্ডারে চলছে? যাকে যে সময় যে অর্ডার করো সেই সময় সেই বিধিতে তোমাদের সহযোগী হয়? প্রতিদিন রাজ্য দরবার লাগাও? তোমাদের রাজত্ব কর্মচারীরা সবাই শতকরা ১০০ ভাগ আন্তোকারী, বিশ্বাসী, এভাররেডি থাকে? কী অবস্থা? ভালো নাকি খুব ভালো, নাকি খুব খুব ভালো? রাজ্য দরবার সদা সফলতাপূর্বক ভালোভাবে হয় নাকি কখনো কখনো কোনো সহযোগী কর্মচারী চঞ্চল হয়, হয় না তো? এই পুরানো দুনিয়ার রাজ্য সভার অবস্থা তো ভালোভাবে জানো – না ল' আছে, না অর্ডার আছে। কিন্তু তোমাদের রাজ্য দরবার ল'ফুলও হয় আর সদা 'হাঁ জী', 'জী হাজির' — এই অর্ডারে চলে। রাজ্য অধিকারী যতটা শক্তিশালী হয় ততই রাজ্য সহযোগী কর্মচারীও সদা আপনা থেকেই ইশারায় চলে। রাজ্য অধিকারী অর্ডার দিলো যে এটা শুনো না, এটা ক'রো না, এটা ব'লো না, তো সেকেন্ডে এই অর্ডারের ইশারা মাত্রই যেন কার্য করে। এ'রকম নয় যে, তুমি অর্ডার করলে — 'দেখো না' আর সে দেখে তারপরে মাফ চাইবে যে আমার ভুল হয়ে গেছে। করে ফেলার পর যদি ভাবে তো তাকে বুঝদার সাথী বলা যাবে? মনকে অর্ডার দিলে ব্যর্থ ভেবো না, সেকেন্ডে ফুল স্টপ, দু' সেকেন্ডেও লাগা উচিত নয়। একে বলা হয়ে থাকে — যুক্তিযুক্ত রাজ্য দরবার। এ'রকম রাজ্য অধিকারী হয়েছ? প্রতিদিন রাজ্য দরবার বসাও নাকি যখন মনে আসে তখন অর্ডার দাও? প্রতিদিন দিনের শেষে আপন সহযোগী কর্মচারীদের চেক করো। যদি কোনও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা বা কর্মচারী দ্বারা বারবার ভুল হতে থাকে তাহলে ভুল কাজ করতে করতে সংস্কার পোক্ত হয়ে যায়। তারপরে চেঞ্জ করতে সময় ও পরিশ্রম দুইই লাগে। সেই সময়ই যদি তুমি চেক করে তাকে চেঞ্জ করার শক্তি দাও তবে সদাসর্বদার জন্য ঠিক হয়ে যাবে। শুধু বারবার চেক করতে থাকলে যে এটা রং, এটা ঠিক নয় আর সেটা চেঞ্জ করার যুক্তি এবং নলেজের শক্তি দিলে না তবে শুধু বারবার চেক করলেও পরিবর্তন হয় না, সেইজন্য প্রথমে কর্মেন্দ্রিয়কে নলেজের শক্তি দ্বারা চেঞ্জ করো। শুধু এটা ভেবো না যে, এটা রং, কারণ তোমরা স্পষ্টভাবে জানো রাইট কি আর কোন বিধি অনুসরণে চলা রাইট। যদি তোমরা সবসময় অন্যদের বলতে থাকবে তো বলায় কোনো পরিবর্তন হবে না, কিন্তু বলার সাথে সাথে যদি বিধি স্পষ্ট করে দাও তখন সফল হয়ে যাবে। যে আত্মা স্বরাজ্য চালনায় সফল থাকে, সেই সফল রাজ্য অধিকারীর লক্ষণ হলো সে আপন পুরুষার্থের দ্বারা সদা সন্তুষ্ট থাকবে এবং সেইসঙ্গে যে আত্মা তার সম্পর্কে আসবে তারাও এমন আত্মার প্রতি সদা সন্তুষ্ট থাকবে। আর সদা সেই আত্মার প্রতি তাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে থাকবে। সবার হৃদয় থেকে সদা বাহ-বাহ'র গীত হৃদয়জ সুরে বাজতে থাকবে, তাদের কান সকলের থেকে বাঃ বাঃ'র কৃতজ্ঞতার সঙ্গীত শ্রবণ করবে। এই গীত অটোমেটিক, এর জন্য টেপ রেকর্ড বাজানোর প্রয়োজন হবে না। সেইজন্য কোনো সাধনের আবশ্যকতা নেই। এ' হলো অসীম গীত। তাহলে, এমন সফল রাজ্য অধিকারী হয়েছ? কারণ এখনের সফল রাজ্য অধিকারী ভবিষ্যতে সফলতার ফল হিসেবে বিশ্বের রাজ্য প্রাপ্ত করবে। যদি সম্পূর্ণ সফলতা না হয়, কখনো একরকম, কখনো আরেকরকম, কখনো বা একশ' ভাগ সফলতা, কখনো শুধু সফলতা। শতকরা একশ' ভাগ সফল না হলে তো সে'রকম রাজ্য অধিকারী আত্মার বিশ্বের রাজ্য-আসন, মুকুট প্রাপ্ত হয় না কিন্তু রয়্যাল ফ্যামিলিতে এসে যায়। এক হলো সিংহাসনাসীন, আরেক হলো সিংহাসনাসীন রয়্যাল ফ্যামিলি। সিংহাসনে আসীন অর্থাৎ বর্তমান সময়ও সদা ডবল সিংহাসনাসীন থাকে। ডবল সিংহাসন কী? এক, অকাল সিংহাসন আরেক হলো বাবার হৃদয় সিংহাসন। সুতরাং যে এখন সবসময় ডবল সিংহাসনাসীন, কখনো-কখনো'র নয়, এমন সদা হৃদয় সিংহাসনাসীন বিশ্বেরও সিংহাসনাসীন হয়। অতএব, চেক করো — সারাদিনে ডবল তখতাসীন থেকেছো! যদি তোমার সিংহাসনে আসীন নও তাহলে তোমার সহযোগী কর্মচারী কর্মেন্দ্রিয়ও তোমার অর্ডারে চলতে পারবে না। রাজার অর্ডার মান্য করা হয়। রাজাই রাজ-সিংহাসনে নেই আর সে অর্ডার করবে, সেটা মান্য করা হয় না। আজকাল তো সিংহাসনের বদলে তাদের চেয়ার হয়ে গেছে, সিংহাসনের সংস্কৃতি সমাপ্ত হয়ে গেছে। যোগ্য নয় তাইতো সিংহাসন অদৃশ্য হয়ে গেছে। যদি তোমার চেয়ারে বসে আছ তাহলে সবাই তোমাকে মানবে। যদি চেয়ারে না থাকো তাহলে সকলে মেনে চলবে না তোমায়। কিন্তু তোমরা তো চেয়ারে বসে থাকা নেতা নও। স্বরাজ্য অধিকারী রাজা তোমরা। সবাই রাজা নাকি কেউ কেউ প্রজাও আছ? রাজযোগী

অর্থাৎ রাজা। দেখ, কত পদম্ পদম্ পদম্ ভাগ্যবান তোমরা ! দুনিয়া, তার মধ্যেও বিশেষভাবে বিদেশ অস্থিরতার মধ্যে আছে। তারা ওয়ার আর হার-এর (পরাজয়ের) মধ্যে রয়েছে। কেউ পরাজিত হচ্ছে, কেউ ওয়ার করছে আর কেউ অবস্থা সম্বন্ধে শুনে অস্থিরতায় আছে। সুতরাং তারা হার আর ওয়ার এর অস্থিরতায় আর তোমরা আছ বাপদাদার ভালোবাসায়। পরমাত্ম-ভালোবাসা দূর দূরান্ত থেকে টেনে এনেছে। যে পরিস্থিতিই হোক কিন্তু পরমাত্ম-ভালোবাসার সামনে পরিস্থিতি তোমাদের থামাতে পারবে না। পরমাত্ম-ভালোবাসা বুদ্ধিমানের বুদ্ধি হতে পরিস্থিতিকে শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে পরিবর্তন করে নেয়। ডবল বিদেশিদের মধ্যেও দেখ যারা পোল্যান্ড থেকে, তারা প্রথমে কত প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তাদের অসম্ভব লাগতো আর এখন কেমন লাগে ? রাশিয়ার থেকে ওরাও অসম্ভব মনে করতো, এমনকি, ২৪ ঘন্টাও লাইনে তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে, পৌঁছে গেছে তো না ! কঠিন সহজ হয়ে গেছে। তাহলে ধন্যবাদ বলবে তো না। সদা এ'রকমই হতে থাকবে। কেউ ভাবে অন্তে বিমান বন্ধ হয়ে যাবে, তখন আমরা কীভাবে যাবো ? পরমাত্ম-ভালোবাসায় সেই শক্তি আছে যা যেকোনো কারও চোখে এমন জাদু করে দেবে যে তারা তোমাদের পাঠাতে বাধ্য হবে। যতই হোক, তোমাদের শুধু ভালোবাসা আছে তা' নয়, তোমরা ভালোবাসার দায়িত্ব পূরণ করো। যারা ভালোবাসার দায়িত্ব পালন করে সেই আত্মাদের কাছে বাবা প্রতিজ্ঞা করেন - অন্তিম সময় পর্যন্ত প্রতিটি সমস্যাকে পার করতে প্রীতির নিয়ম-নীতি নিরন্তর পরিপূর্ণ করবেন। যাদের প্রীতি কখনো কখনো'র তাদের মতো হয়োনা। সদা ভালোবাসার দায়িত্ব পালনকারী হও। প্রীতি অনেকের মধ্যেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু কতিপয় মাত্র জানে প্রীতির দায়িত্ব পালন করতে, এই কারণে তোমরা হও কতিপয় মাত্রের মধ্যে কেউ।

বাপদাদা সদাসর্বদা ডবল বিদেশি বাচ্চাদের দেখে খুশি হন, কারণ তোমরা নির্ভীকতার সাথে বাবার সহায়তা লাভের যোগ্য হয়ে অনেক রকমের মায়ার বন্ডেজ আর অনেক রকমের নিয়ম-নীতি, প্রথার বাউন্ডারি পার করে এখানে পৌঁছে গেছ। এই নির্ভীকতাও কম নয়। সবাই খুব ভালো সাহসিকতা বজায় রেখেছ। নতুন ও পুরানো উভয়ই বসে আছে। অনেক পুরানো থেকেও পুরানো আছে আর এই কল্পের নতুনও আছে। উভয়ের সাহসিকতা ভালো। এই সাহসিকতায় তো সবাই নম্বর ওয়ান হও, তবে নম্বর কোন বিষয়ে? ডবল বিদেশি বিশেষ পুরুষার্থ করে আর আত্মিক বার্তালাপেও বলে - ১০৮-এর মালায় অবশ্যই আসব। কেউ কেউ প্রশ্ন করে তোমরা আসতে পারবে কিনা ! আসবে তো অবশ্যই। ডবল বিদেশিদের জন্যও মালায় সীট রিজার্ভড আছে। কিন্তু কত আর কে তা' বাবা পরে শুনাবেন। তাহলে, নম্বর কেন হয়? প্রত্যেকে তোমরা নিজের অধিকারে বলে - আমার বাবা। তবে তো পুরো অধিকারও আছে, তবুও নম্বর কেন? যে নম্বর ওয়ান হবে আর যে নম্বর আট হবে, দুইয়ের মধ্যে তারতম্য হবে তো না। এতটা তারতম্য কেন হয়? ১৬ হাজারের ব্যাপার তো ছেড়েই দাও, ১০৮-এও দেখ কোথায় এক আর কোথায় ১০৮। তাহলে প্রভেদ কী হলো? নির্ভীকতায় সবাই পাস হও কিন্তু নির্ভীকতার রিটার্নে বাবা আর ব্রাহ্মণ পরিবারের দ্বারা যে সহায়তা প্রাপ্ত হয়, সেই সহায়তা প্রাপ্ত

করে কার্যে ইউজ করতে সমর্থ হওয়া অর্থাৎ সেই সময় যে সহায়তা অর্থাৎ শক্তি প্রয়োজন সেই শক্তি দ্বারা সময়মতো কার্য করে নেওয়া, এই নির্ণয় শক্তি আর কার্যে প্রয়োগের শক্তির মধ্যে তারতম্য হয়ে যায়।

সর্বশক্তিমান বাবা দ্বারা সর্বশক্তির উত্তরাধিকার সকলের প্রাপ্ত হয়। এ'রকম নয় যে কারও আট শক্তি, কারও ৬ শক্তি প্রাপ্ত হয়। সর্বশক্তি প্রাপ্ত হয়। আগেও তোমাদের বলা হয়েছিল তো না যে, বিধি দ্বারা সিদ্ধি হয়। কার্য-শক্তির বিধি — এক হলো বাবার হওয়ার বিধি, দ্বিতীয় হলো বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার বিধি আর তৃতীয় হলো প্রাপ্ত হওয়া উত্তরাধিকার কার্যে প্রয়োগ করার বিধি। কার্যে প্রয়োগ করার বিধিতে তারতম্য হয়ে যায়। পয়েন্টস সবার কাছে আছে। একটা টপিকে ওয়ার্কশপ যদি করো তো কত পয়েন্টস বের করো ! সুতরাং একটা পয়েন্ট বুদ্ধিতে রাখা, এটা একটা বিধি, আরেক হলো পয়েন্ট হয়ে পয়েন্টকে কার্যে প্রয়োগ করা। পয়েন্ট রূপও হওয়া আর পয়েন্টসও থাকা। দুইয়ের ব্যালেন্স যেন থাকে। এটা হলো নম্বর ওয়ান বিধি দ্বারা নম্বর ওয়ান সিদ্ধি প্রাপ্ত করা। কখনো তোমরা পয়েন্টসের বিস্তারে চলে যাও আর কখনো পয়েন্ট রূপে স্থিত হও। পয়েন্ট রূপ আর পয়েন্ট একসাথে হতে হবে। কার্য শক্তিকে বাড়ানো। বুঝেছ। নম্বর ওয়ানে যদি আসতে চাও তো এটা করতে হবে।

আজকাল সায়েন্সের শক্তি, সায়েন্সের উপকরণের (সাধন) দ্বারা কার্য-শক্তিকে কত তীব্রগতি করছে ! জীবিত ব্যক্তি কোনো কাজ যতটা সময়ে যথার্থরূপে করতে পারে, সায়েন্সের সাধন কম্পিউটার সেই একই কাজ আরও অনেক তাড়াতাড়ি করে। এমনকি, জীবিত মানুষকেও কারেক্ট করে। সুতরাং, যদি সায়েন্সের সাধন কার্য-শক্তিকে জোরালো করতে পারে - এমন অনেক ইনভেনশন বেরিয়েছে আর বের হচ্ছেও, তখন ব্রাহ্মণ আত্মারা সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা কোনো কাজ কত তীব্র আর যথার্থরূপে সফল করতে পারে ! সেকেন্ডে নির্ণয় নাও, সেকেন্ডে কার্যকে প্র্যাকটিক্যালি সফল করো। ভাবা আর করা -

এরও ব্যালেন্স দরকার। কোনো কোনো ব্রাহ্মণ আত্মা ভাবে অনেক, কিন্তু করার সময় যতটা ভাবে ততটা করে না, আর অন্যান্যরা আবার করতে শুরু করে দেয় - তারা পরে ভাবে যে ঠিক করেছি নাকি করিনি। কী করা উচিত এখন? সুতরাং ভাবা আর করা দুইই একসাথে হতে হবে। নয়তো কি হয়, ভাবে যে এটা করা উচিত, কিন্তু ভেবে যে করবে সেটা ভাবতে ভাবতে সময় আর পরিস্থিতি বদলে যায়। তখন তোমরা বলো করতে যাচ্ছিলাম, এটা ভেবেছিলাম...। যখন সায়েন্সের সাধন তীব্রগতি হচ্ছে, এক সেকেন্ডে কি না করে নেয় ! বিনাশের সাধন তীব্রগতির দিকে যাচ্ছে, তাহলে, স্থাপনের সাইলেন্সের শক্তিশালী সাধন কি না করতে পারে ! এখন তো প্রকৃতি তোমরা সব মালিককে আহ্বান করছে। তোমরা তাকে অর্ডার যদি না করো তবে প্রকৃতি কত উপদ্রব করছে ! তোমরা মালিকরা যদি তৈরি হয়ে যাও তবে প্রকৃতি তোমাদের স্বাগত জানাবে। এ'রকম তৈরি হয়েছে ? নাকি এখন তৈরি হচ্ছে ? তোমাদের ভক্তরা এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুতির মহিমা করছে। নিজেদের মহিমা জানো তোমরা ? সর্বগুণসম্পন্ন হয়েছে, সম্পূর্ণ নির্বিকারীও হয়েছে, সম্পূর্ণ অহিংসক আর মর্যাদা পুরুষোত্তমও হয়েছে, আর শোল কলা সম্পন্নও হয়েছে - এখন এই সব গুলো চেক করো। সব বিষয়ে যদি ফুল (সম্পূর্ণ) হও তাহলে বুঝবে মালিক তৈরি হয়ে গেছে আর এর মধ্যে যদি পার্সেন্টেজ হয় তাহলে মালিক হওনি। বালক তোমরা কিন্তু এখনও মালিক হওনি। যখন হবে, প্রকৃতি তোমাদের স্বাগত জানাবে। তোমরা বাবার বালক, তা' তো ঠিক আছে, এতে তোমরা সবাই পাস। কিন্তু এই পাঁচ বিষয়ে সম্পন্ন হওয়ার অর্থই মালিক হওয়া। প্রকৃতিকে অর্ডার করবে? আচ্ছা। তপস্যা-বর্ষে তৈরি হয়ে যাবে তো, যাবে না ? তখন অর্ডার করবে তো না ? এই তপস্যা-বর্ষ লাস্ট চান্স, নাকি আবার বলবে আরেকটু চান্স দিতে ! আবার বলবে না তো ! আচ্ছা।

চারিদিকের সর্ব রাজ্য অধিকারী আত্মাদের, সদা ডবল সিংহাসন আসীন বিশেষ আত্মাদের, সদা ভাবা আর করা দুই শক্তিকে যারা সমান বানায় সেই বরদানী আত্মাদের, সদা পরমাত্ম-ভালোবাসার দায়িত্ব যারা পালন করে সেই সত্য হৃদয়বান বাচ্চাদের দিলারাম বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে অব্যক্ত সাক্ষাৎ :— মহারাষ্ট্রে থেকে প্রকৃত রূপে তোমরা মহান হয়ে গেছ - এই খুশি থাকে তো না ? তারা তো সব নামে মাত্র মহান, মহাত্মা, কিন্তু তোমরা প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপে মহাত্মা। এই খুশি আছে তোমাদের, আছে না? সুতরাং মহান আত্মারা সদাসর্বদা উঁচু স্থিতিতে থাকে। তারা তো উঁচু আসনে বসে যায়, শিষ্যদের নীচে বসাবে, নিজে উঁচুতে বসবে, কিন্তু তোমরা কোথায় বসো? উঁচু স্থিতির আসনে। উঁচু স্থিতিই উঁচু আসন। যখন উঁচু স্থিতির আসনে থাকো তখন মায়া আসতে পারে না। তারা তোমাদের মহান মনে করে তোমাদের সামনে ঝুঁকবে। আঘাত করবে না, পরাজয় স্বীকার করবে। যখন উঁচু আসন থেকে নীচে আসো তখন মায়া আঘাত করে। যদি সদা উঁচু আসনে থাকো তো মায়ার আসার শক্তি নেই। সে উঁচুতে চড়তে পারে না। তাহলে তোমাদের কত উঁচু আসন প্রাপ্ত হয়েছে ! ভাগ্যের সামনে ত্যাগ কিছুই না। কী বা ছেড়েছ? অলঙ্কার পরে আছ, কাপড় পরে আছ, ঘরে থাকো। যদি কিছু ছেড়ে থাকো তো আবর্জনা ত্যাগ করেছে। তাইতো সদা শ্রেষ্ঠ আসনে থাকা মহান আত্মা তোমরা। যতটা তোমরা ভাবতেও পারনি তার অতিরিক্ত শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির তোমরা অধিকারী হয়ে গেছ। এই ভাগ্যের খুশি তোমাদের আছে তো না ! দুনিয়ায় খুশি নেই। কালোধান আছে কিন্তু খুশি নেই। খুশির ভান্ডার থেকে তারা সব নিঃস্ব, ভিখারী। তোমরা খুশির ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ। এই খুশি কত সময় পর্যন্ত চলবে? সারা কল্প চলতে থাকবে। তোমাদের জড় চিত্র থেকেও খুশি নেবে। সুতরাং চেক করো এত খুশি তোমাদের সঞ্চয় হয়েছে কিনা ! এ'রকম তো নয় যে শুধু এক দুটো জন্ম চলবে, তারপরে আবার শেষ হয়ে যাবে। এত স্টক সঞ্চয় করো যাতে অনেক জন্ম সাথে থাকে। যার কাছে যত সঞ্চিত থাকে তার মুখে ততই খুশি আর নেশা থাকে। তোমরা বলো, বা না বলো, কিন্তু তোমাদের মুখ বলবে। বলা হয় তো না - ব্রহ্মাকুমারীরা সদা খুশি থাকে, আমরা জানিনা কী কারণ ঘটেছে এদের সাথে। দুঃখও খুশি থাকে। তোমরা বলো, বা না বলো, তোমাদের আকৃতি, তোমাদের কর্ম বলে। ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীদের লক্ষণই হলো খুশি থাকা। দুঃখের দিন সমাপ্ত হয়ে গেছে। এত রত্ন-ভান্ডার তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে, তারপরে দুঃখ কোথা থেকে আসবে? আচ্ছা !

বরদানঃ:- সম্পূর্ণতার স্থিতির দ্বারা প্রকৃতিকে অর্ডার করে বিশ্ব পরিবর্তক ভব যখন তোমরা বিশ্ব পরিবর্তক আত্মারা সংগঠিতভাবে সম্পন্ন, সম্পূর্ণ স্থিতি দ্বারা পরিবর্তনের সঙ্কল্প করবে, তখন এই প্রকৃতি সম্পূর্ণ উত্থান-পাতন এর ডান্স শুরু করবে। বায়ু, মাটি, সমুদ্র, জল... এদের অস্থিরতাই সবকিছু পরিষ্কার করবে। কিন্তু এই প্রকৃতি তোমাদের অর্ডার তখন মানবে যখন তোমাদের নিজেদের সহযোগী কর্মেন্দ্রিয়, মন-বুদ্ধি সংস্কার, তোমাদের অর্ডার মানবে। সেই সঙ্গে এত পাওয়ারফুল তপস্যার উঁচু স্থিতি হতে হবে যাতে সবার একসাথে সঙ্কল্প হবে "পরিবর্তন" আর প্রকৃতি হাজির হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ:- নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের দ্বারা সবার ভাগ্য তৈরি করতে সদা ভগবানের স্মৃতি মনে করাতে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের সকল শুদ্ধ কামনাগুলিকে পূরণ করতে, রাবণ অশুদ্ধ কামনা পূরণ করে আর বাবা শুদ্ধ কামনা পূরণ করেন"

*প্রশ্ন:- যারা বাবার শ্রীমতের অবমাননা (উলঙ্ঘন) করে -- তাদের অন্তিমে কি গতি হবে ?

*উত্তর:- শ্রীমতের উলঙ্ঘনকারীদের মায়ায় ভুত শেষে 'রাম নামই সত্য..... করে ঘরে নিয়ে যাবে। তারপর কঠিন সাজাভোগ করতে হবে। শ্রীমতে যদি না চলে তবে মরবে। ধর্মরাজ পুরোপুরি হিসেব নেয়, সেইজন্য বাবা বাচ্চাদের ভালো মত (শ্রীমৎ) দেন। বাচ্চারা, মায়ার অশুভ মত থেকে সতর্ক থাকো। এমন যেন না হয় যে বাবার হয়ে গিয়ে তারপরেও কোনো বিকর্ম হয়ে যায় আর শতগুণ দণ্ডভোগ করতে হয়। শ্রীমতে না চলা, পড়া ছেড়ে দেওয়াই হলো নিজের প্রতি অমঙ্গল, অকৃপা করা।

*গীত:- ওম নমঃ শিবায়ঃ....

ওম শান্তি । এ হলো পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা যা ভক্তরা কীর্তন করে থাকে। বলেও যে -- হে ভগবান, হে শিববাবা, এ'কথা কে বলেছে ? আত্মা তার নিজের বাবাকে স্মরণ করেছে কারণ আত্মা জানে যে আমাদের লৌকিক বাবাও আছে আর ইনি হলেন পারলৌকিক বাবা, শিববাবা। তিনি আসেনও ভারতে আর একবারই অবতরণ করেন। গায়নও করে -- হে পতিত-পাবন এসো, ব্রষ্টাচারী পতিতদের শ্রেষ্ঠাচারী পবিত্রে পরিনত করার জন্য। কিন্তু সকলেই নিজেকে পতিত ব্রষ্টাচারী মনে করে না। সকলে একইরকমের হয় না। প্রত্যেকের নিজের-নিজের পদ হয়। প্রত্যেকের কর্মের গতি আলাদা, একটিও অপরের সঙ্গে মিলবে না। বাবা বসে বুম্বিয়ে থাকেন - তোমরা বাবাকে না জানার কারণে এত অনাথ পতিত হয়ে গেছো। বলাও হয়ে থাকে যে পতিত-পাবন, সকলের সঙ্গতিদাতা হলো তুমি। তাহলে গীতা বা গঙ্গা পতিত-পাবনী কি'করে হলো! তোমাদের এতখানি অবুঝ কে বানিয়েছে ? এই পাঁচ বিকাররূপী রাবণ। এখন সকলে রাবণ-রাজ্য বা শোক বাটিকায় রয়েছে। যিনি প্রধান তার অনেক চিন্তা থাকে। সকলেই দুঃখী থাকে, সেইজন্য আহ্বান করে -- হে বাবা, তুমি এসো, আমাদের স্বর্গে নিয়ে চলো। সদা নিরোগী, দীর্ঘায়ু, শান্তি-সম্পন্ন বানাও। বাবা হলো সুখ-শান্তির সাগর, তাই না! মানুষের এই মহিমা হতে পারে না। যদিও মানুষ নিজেকে শিবোহম বলে থাকে, কিন্তু সে হলো পতিত। বাবা বোঝান -- তোমরা আমাকে সর্বব্যাপী বলে থাকো, এতে তো কোনো কথাই দাঁড়ায় না (সঠিক মানে হয় না)। এতে ভক্তিও চলতে পারে না, কারণ ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে। ভগবান এক, ভক্ত রয়েছে অনেক। যখন সকলেই আমাকে অর্থাৎ ভগবানকে পাথর-মাটির টুকরোয় ঠেলে ফেলে তখন নিজেরাও প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যায়, তখন আমায় আসতে হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা করাতে। এরা হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মার দণ্ডক নেওয়া(অ্যাডপ্টেড) বাচ্চা, কত অসংখ্য বাচ্চা আছে। এখনও বৃদ্ধি হতেই থাকবে। যে ব্রাহ্মণ হবে সে-ই আবার দেবতা হবে। প্রথমে তোমরা শূদ্র ছিলে। তারপর ব্রহ্মা মুখ-বংশজাত ব্রাহ্মণ হয়েছে পুনরায় দেবতা, ক্ষত্রিয় হবে। এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। তা বাবা-ই বুম্বিয়ে থাকেন। এ হলো মনুষ্য সৃষ্টি, সূক্ষ্মলোকে থাকে ফরিস্তারা। সেখানে কোনো বৃক্ষ নেই। এই মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী বৃক্ষ এখানেই থাকে। সেইজন্য বাবা এসে এই জ্ঞান অমৃতের কলস মাতাদের মাথায় উপর রাখেন। বাস্তবে কোনো অমৃত নয়, এ হলো জ্ঞান। বাবা এসে সহজ রাজযোগের শিক্ষা দেন। বাবা বলেন -- আমি তো নিরাকার, প্রথম স্থানাধিকারী মানুষের (ব্রহ্মার) শরীরে প্রবেশ করি। তিনি স্বয়ং বলেন -- যখন আমি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করবো তখনই তো ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হবে। ব্রহ্মাকে এখানেই চাই। ওই সূক্ষ্মলোক-নিবাসী হলেন অব্যক্ত ব্রহ্মা। আমি এই ব্যক্তির (সাকার) মধ্যে প্রবেশ করি, এঁাকে ফরিস্তা করার জন্য। তোমরাও শেষে ফরিস্তা হয়ে যাও। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের এখানেই পবিত্র হতে হবে। তারপর পবিত্র দুনিয়ায় গিয়ে জন্ম নেবে। তোমরা দুজনে (স্বামী-স্ত্রী) হিংসা করো না। কাম-কাটারী চালানো (কাম-বিকারে যাওয়া) সবচেয়ে বড় হিংসা, যারজন্য মানুষ আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ ভোগ করে। দ্বাপর থেকে কাম-কাটারী চালিয়ে আসছে, তবেই পতন শুরু হয়েছে। মানুষের কাছে ভক্তির নলেজ আছে। বেদ-শাস্ত্র পড়া, ভক্তি করা। গায়নও রয়েছে -- জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য। ভক্তির পরেই বাবা সমগ্র দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য এনে দেন কারণ এই দুনিয়ার বিনাশ হবে সেইজন্য এই দেহ-সহ দেহের সকল সম্বন্ধ ইত্যাদিকে ভুলে যাও। একমাত্র আমার সঙ্গেই বুদ্ধিযোগ সংযোগ করো। এই অভ্যাস হয়ে যাক যাতে অন্তিম সময়ে কেউ স্মরণে না আসে। এই পুরোনো দুনিয়াকে ত্যাগ করানো হয়। অসীমের সন্ধ্যাস অসীম জগতের বাবা-ই করিয়ে থাকেন। পুনর্জন্ম তো সকলকেই নিতে হবে, নাহলে এত বৃদ্ধি হয় কিভাবে! পার্থিব জগতের সন্ধ্যাসীদের মাধ্যমে পবিত্রতার শক্তি ভারতবাসীরা পায়। ভারতের মতন পবিত্র ভূ-খন্ড আর হয় না, এ হলো বাবার জন্ম

স্থান। কিন্তু মানুষ জানে না যে বাবা কিভাবে অবতার-রূপ ধারণ করেন, কি করেন। কিছুই জানে না। ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাতও বলা হয়ে থাকে। দিন অর্থাৎ স্বর্গ, রাত অর্থাৎ নরক। তারা জানে না। বাচ্চারা, ব্রহ্মার রাত হলে তোমাদেরও রাত। বাচ্চারা, আবার ব্রহ্মার দিন হলো তোমাদেরও দিন হয়ে যায়। রাবণ-রাজ্যে সকলেই দুর্গতি লাভ করেছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবার মাধ্যমে সদ্ধতি পাচ্ছে। এইসময় তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান ব্রহ্মা, ওঁনার তোমরা দত্তক-সন্তান, তাহলে শিববাবার পৌত্র হলে। এই পুত্র ব্রহ্মাও শোনে আর তোমরা পৌত্র-পৌত্রীরাও শুনে থাকো। পুনরায় এখন এই জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই রাজযোগ বাবা-ই এসে শিখিয়ে থাকেন। সন্ন্যাসীদের ভূমিকা আলাদা আর তোমাদের অর্থাৎ আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীদের ভূমিকাই আলাদা। ওখানে দেবতাদের আয়ুও দীর্ঘ হয়। অকাল মৃত্যু হয় না। ওখানে দেবতারা আত্ম-অভিমানী হয়। পরমাত্ম-অভিমানী হয় না। তারপর মায়ার প্রবেশতা হওয়ায় দেহ-অভিমানী হয়ে যায়। এইসময় তোমরা হলে আত্ম-অভিমানী আবার পরমাত্ম-অভিমানীও। এইসময় তোমরা জেনেছো যে আমরা হলাম পরমাত্মার সন্তান, পরমাত্মার অক্যুপেশন(পেশা) জেনেছি। এ হলো শুদ্ধ অভিমান। নিজেকে শিবোহম্ বা পরমাত্মা বলা, এ হলো অশুদ্ধ অভিমান। এখন তোমরা পরমাত্মার মাধ্যমে নিজেকেও আর পরমাত্মাকেও জেনে গেছো। তোমরা জানো যে পরমাত্মা প্রতি কল্পে আসেন। ভক্তিমার্গেও অল্পকালের সুখ তিনিই দেন। এছাড়া ও'সব হলো জড় চিত্র। তোমরা যে মনোকামনা নিয়ে পূজা ইত্যাদি করো, আমি তোমাদের সেই সমস্ত শুদ্ধ কামনা পূরণ করে থাকি। অশুদ্ধ কামনা পূরণ করে রাবণ। অনেক রিদ্ধি-সিদ্ধি (মায়াজাল) ইত্যাদি শিখে থাকে। ও'টা হলো রাবণ মত। আমি হলামই সুখদাতা। আমি কাউকে দুঃখ দিই না। ওরা বলে -- দুঃখ-সুখ ঈশ্বরই দিয়ে থাকেন। এও হলো আমার গায়ে কলঙ্ক লাগিয়ে দেওয়া। যদি এমন হয় তবে ডাকোই বা কেন? পরমাত্মা কৃপা করো, ক্ষমা করো। জানে যে, ধর্মরাজের দ্বারা অনেক দন্ডভোগ করাবে। বাবা বোঝান -- বৎস, ভক্তিমার্গের এ'সমস্ত শাস্ত্রাদির মধ্যে কোনো সারকথা নেই। এখন তোমাদের ভক্তি ভালো লাগে না। এ'রকমও বলা না যে, হে ভগবান। আত্মা মনে-মনে স্মরণ করতে থাকে। ব্যস, এ হলো অজপাজপ (নিরন্তর জপ করা)। আত্মাদের সঙ্গে নিরাকার বাবা কথা বলেন। আত্মা শোনে। যদি বলে সর্বব্যাপী তবে তো সবই পরমাত্মা হয়ে গেলো। বাবা বলেন, কত প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেছে। মানুষের অনেক ভয় থাকে যে গুরু আবার অভিশাপ দিয়ে না দেয়। বাবা হলেন সুখদাতা। বাবা বাচ্চাদের উপর অভিশাপ দেওয়া অথবা অকৃপা করেনই না। বাচ্চারা শ্রীমতে চলে না, পড়ে না তখন নিজের উপরেই অকৃপা করে। বাবা বলেন - বৎস, আমাকে অর্থাৎ বাবাকেই স্মরণ করো। সত্যযুগ-ত্রৈতায় ভক্তি করা হয় না। এখন হলো রাত তাই মানুষ ধাক্কা খেতেই থাকে, তবেই তো বলা হয় যে সদ্ধরু ব্যতীত ঘোর অন্ধকার। সদ্ধরু এসেই চক্রের সম্পূর্ণ রহস্য বোঝান যে তোমরা দেবতা ছিলে, তারপর ক্ষত্রিয় হয়েছো, তারপর বৈশ্য, শূদ্র হয়েছো। এভাবেই ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছে। ৮ পুনর্জন্ম সত্যযুগে, ১২ পুনর্জন্ম ত্রৈতায়, তারপর ৬৩ জন্ম দ্বাপর-কলিযুগে। চক্রকে আবর্তিত হতেই হবে। এ'কথা মানুষ জানে না। এই ভারতই বিশ্বের মালিক ছিল তখন আর কোনো ভূখন্ড ছিল না। যখন থেকে অসত্য ভূভাগের সূচনা হয় তখন থেকেই আরো বিভিন্ন ভূখন্ডও তৈরী হতে থাকে। দেখো এখন কত লড়াই-ঝগড়া হয়। এ হলোই অনাথদের (পিতৃহীন) দুনিয়া, বাবাকে জানে না। কাল্পনিকটি করতে থাকে.. হে পরমাত্মা....., বাবা বলেন -- আমি একবারই আসি, পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করার জন্য। বাপূর(গান্ধীজী) উদ্দেশ্যে মনে করা হতো যে তিনি রাম রাজ্য স্থাপন করেন, ওনাকে প্রচুর অর্থ দান করা হতো। কিন্তু তিনি কোনো পয়সা কখনো নিজের কাজে লাগাতেন না। কিন্তু তবুও রাম-রাজ্য তো হয়নি। ইনি হলেন শিববাবা, ইনি তো দাতা, তাই না! কেবল বোঝান যে বিনাশ তো হবেই, এতে তোমরা পয়সা (ধন) সফল করে নাও। এরকম সেন্টার ইত্যাদি খেলো। বোর্ড লাগিয়ে দাও -- অদ্বিতীয় পিতার থেকে এসে সেকেন্ডে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিয়ে নাও। বাবা বলেন - আমার স্মরণের দ্বারাই তোমরা পবিত্র হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে এই চক্র আবর্তিত হতে থাকা উচিত। ব্রাহ্মণই হলো যজ্ঞের রক্ষক। এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, কৃষ্ণের যজ্ঞ নয়। সত্যযুগে যজ্ঞ হয় না, এ হলো জ্ঞান যজ্ঞ। বাকি সব হলো ভক্তির যজ্ঞ। যজ্ঞে অনেক প্রকারের শাস্ত্রও রাখে। পাঁচমিশালী মোরঝা বানিয়ে দেয়, একে জ্ঞান-যজ্ঞ বলা যাবে না। বাবা বলেন আমার অর্থাৎ রুদ্রের জ্ঞান যজ্ঞ রচিত হয়েছে। যারা আমার মতে চলবে তারা বড় পুরস্কার পাবে, বিশ্বের বাদশাহী। বাচ্চারা, তোমাদের মুক্তি, জীবনমুক্তির উপহার দিয়ে থাকি। বাবা বলেন, মানুষের জন্য ৮৪ লক্ষ যোনী রাখা হয়েছে, আর আমায় কণায়-কণায় ফেলে দিয়েছে, তবুও আমি হলাম পরোপকারী সেবাস্বামী। তোমরা রাবণের মতানুসারে আমায় গালি দিয়ে এসেছো। এই ড্রামাও তৈরী হয়েই রয়েছে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের পদে-পদে শ্রীমতানুযায়ী চলতে হবে। বাবা ভালো (সঠিক) মৎ দেবেন, মায়া খারাপ(বেঠিক) মত দেবে, সেইজন্য সতর্ক থাকো। আমার হয়ে তারপর যদি কোনো বিকর্ম করো তবে শতগুণ দন্ডভোগ করতে হবে। আর যোগবলের দ্বারা পুনরায় পবিত্র শরীর লাভ করবে। সন্ন্যাসীরা তো বলে দেয় যে আত্মা অলিপ্ত(যার মধ্যে অপবিত্রতার কোনো দাগ থাকে না), এছাড়া শরীর পতিত হয় তাই গঙ্গা স্নান করে। আরে, আত্মা খাঁটি সোনা না হলে গয়না(শরীর) খাঁটি সোনার হবে

কিভাবে? এইসময় ৫ তত্ত্বও তমোপ্রধান হয়ে গেছে।

তোমাদের এই রুহানী গভর্নমেন্ট সবচেয়ে বড়। কিন্তু দেখো তোমরা সেবা করার জন্য পৃথিবীর ৩ পা-ও (মাটি) পাও না, তারপরেও তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে দিই। এমনভাবে বিশ্বের বাদশাহী দিয়ে থাকি যে ওখানে কেউ বিবাদ করতে পারে না। আকাশ, সাগর ইত্যাদি সবকিছুর মালিক হয়ে যাও, কোনো সীমা থাকে না। এখন সম্পূর্ণ কাঙ্গাল হয়ে গেছো। পুনরায় এখন তোমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছো সেজন্য শ্রীমতানুযায়ী চলতে হবে। শ্রীমতে না চললে এদের মরতে হবে। মায়ার ভূত 'রাম নাম সত্য....করতে-করতে ঘরে নিয়ে যাবে। অতি কঠিন সাজাভোগ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) প্রেম-পূর্বক যজ্ঞের সেবা করে, প্রতিটি মুহূর্তে শ্রীমতানুসারে চলে বাবার থেকে মনের ইচ্ছা অনুযায়ী ফল অর্থাৎ বিশ্বের বাদশাহী নিতে হবে।

২) বিনাশ তো হবেই -- সেইজন্য নিজের সর্বকিছু সফল করে নিতে হবে। পয়সা থাকলে সেন্টার খুলে অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হতে হবে।

বরদানঃ:- মন্সার দ্বারা তীরগতিতে সেবা দানকারী বাবার সমান কৃপালু (মাসীফুল) ভব সঙ্গমযুগে বাপদাদার দ্বারা বরদানের যে ভান্ডার (খাজানা) প্রাপ্ত হয়েছে তা যত বাড়িয়ে নিতে চাও তত অন্যান্যদেরও দিতে থাকো। যেমন বাবা মাসীফুল তেমনই বাবার মতন মাসীফুল হও, কেবল কথায় নয়, উপরন্তু মন্সা-বৃত্তির মাধ্যমে বায়ুমন্ডলের দ্বারাও আত্মাদের নিজের প্রাপ্ত শক্তিগুলি দান করো। যখন স্বল্পসময়ে সমগ্র বিশ্বের সেবা সম্পন্ন করতে হবে তখন তীরগতিতে সেবা করো। নিজেকে যত সেবায় ব্যস্ত করবে তত সহজেই মায়াজীত হয়ে যাবে।

স্নোগানঃ:- নিজের সন্তুষ্টতা এবং খুশিতে পরিপূর্ণ

জীবনের দ্বারা প্রতিটি পদক্ষেপে সেবা দানকারীই হলো প্রকৃত সেবাধারী।

চোঁ চোঁ-র মোরব্বা :- পাঁচমিশালী মোরব্বা বা আচার। যা অতি মুখরোচক কিন্তু এতে কোনো একটি বস্তুরও স্বাদ পৃথকভাবে পাওয়া যায় না। ঠিক তেমনই ভক্তিমার্গের শাস্ত্র অনেক, রীতি-রেওয়াজও বিবিধ এবং তা চিত্তাকর্ষক কিন্তু এতে জ্ঞানের সার কিছুই পাওয়া যায় না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই শুদ্ধ নেশা থাকা উচিত যে, আমরা শ্রীমতে চলে নিজের তন - মন এবং ধনের দ্বারা বিশেষতঃ ভারত আর সমগ্রভাবে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে স্বর্গ বানানোর সেবা করছি"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও সবথেকে অধিক সৌভাগ্যশালী কাদের বলা হবে ?

*উত্তরঃ - যারা জ্ঞানকে খুব ভালোভাবে ধারণ করে অন্যদেরও ধারণ করাতে সাহায্য করে, তারা খুবই সৌভাগ্যশালী । অহো সৌভাগ্য তোমাদের মতো ভারতবাসী বাচ্চাদের, যাদের স্বয়ং ভগবান বসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন । তোমরাই সত্যিকারের মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ হয়েছে । তোমাদের এই ঝাড় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে । তোমাদের প্রতিটি ঘরকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে ।

ওম শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা মনে করো যে, আমরা হলাম সেনা । তোমরা হলে সবথেকে শক্তিশালী, কেননা তোমরা হলে সর্বশক্তিমানের শিব শক্তি সেনা । এতটাই নেশা চড়া উচিত । বাবা এখানে নেশা চড়ান, আর ঘরে গেলে ভুলে যায় । তোমরা শিব শক্তি সেনারা কি করছো ? সম্পূর্ণ দুনিয়া, যা রাবণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাকে মুক্ত করছো । সকলেই এখানে শোকবাটিকাতে রয়েছে । যদিও এরোপ্সেনে ঘোরে, বড় - বড় বাড়ি আছে, কিন্তু এই সবই তো শেষ হয়ে যাবে । একে মৃগতৃষ্ণার সমান রাজ্য বলা হয় । বাইরে থেকে দেখলে খুবই চমক বা আডম্বর, কিন্তু ভিতরে সম্পূর্ণ খালি । দ্রৌপদীর উদাহরণও আছে । বাবা বলেন, আমি যখন এসেছিলাম, তখনও এইসবই ছিলো, যা এখন তোমরা দেখছো । পার্টিশনও এখন হয়েছে, যা তোমরা দেখছো । বাকি লড়াইয়ের ময়দান ইত্যাদির তো কথাই নেই । এ হল রথ, যাতে শিব বাবা বিরাজমান হয়ে বাচ্চাদের জ্ঞান প্রদান করেন । তোমরা এই ভারতের সেবা করছো । যে সব উৎসব আছে, যা ভারতে পালন করা হয় - সেইসব এখনকারই । তিজরীর কথা, গীতার কথা, শিব পুরাণ, রামায়ণ ইত্যাদি সবকিছুই এই সময়ের জন্য বসে বানানো হয়েছে । সত্যযুগ, ত্রেতাতে তো এইসব কথাই নেই । অনেক পরে শাস্ত্র লেখা শুরু হয়েছে । সে সব তো আবারও হবে । বাচ্চারা, তোমরা সবকিছুই বুঝে নিয়েছো । আগে তো সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলে । এই সময় কেউই যথার্থভাবে সৃষ্টিচক্রকে জানে না । বাচ্চারা, এখন তোমাদের শুদ্ধ গর্ব থাকা উচিত । তোমরা তন - মন এবং ধনের দ্বারা এই ভারতের সেবা করছো, বিশেষতঃ ভারতের আর সাধারণ ভাবে সম্পূর্ণ দুনিয়ার । বাবার সাহায্যেই আমরা মুক্তি আর জীবনমুক্তির পথ বলে দিই । তোমরা শ্রীমতে চলে এই সেবা করছো । এই শ্রীমৎ হলো শিব বাবার কিন্তু শিবের নামই লুকিয়ে দিয়েছে । বাকি ব্রহ্মার মত আর শ্রীকৃষ্ণের মত দেখানো হয়েছে । তাও কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গিয়েছে । তোমরা ভারতকে স্বর্গ অর্থাৎ হীরের তুল্য বানাও, কিন্তু তোমরা কতো সাধারণ, কোনো অহমিকা বা ঔদ্ধত্য নেই । তোমাদের এখানে নিজের সবকিছুই স্বাধা করতে হবে, মনে করো শিব বাবার কাছে সম্পূর্ণ বলিদান যেতে হবে । তাহলে শিব বাবা ২১ জন্মের জন্য সব সমর্পণ করেন । বাবা এমন বলেন না যে, তোমরা গৃহস্থ জীবন রক্ষা করো না । তাও তোমাদের রক্ষা করতে হবে, কিন্তু শ্রীমতে চলে । অবিনাশী সার্জনের কাছে কিছুই লুকাবে না । এমন গায়নও আছে যে - গুরু ছাড়া ঘোর অন্ধকার । এই ব্রহ্মা দাদাও বলেন - শিব বাবা ছাড়া আমি আর তোমরা সম্পূর্ণভাবে ঘোর অন্ধকারে ছিলাম । ওরা তো শিব আর শঙ্করকে এক করে দিয়েছে । ব্রহ্মা কে ? তিনি কখন আসেন ? এসে কি করেন ? প্রত্যেকটি কথা তো বোঝা উচিত, তাই না । পশুরা তো আর বুঝবে না । তোমরা বাচ্চারা এখন পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে বুঝতে পেরে গেছো । বিদ্বান, পণ্ডিত ইত্যাদিরা কেউই জানে না যে, সঙ্গুরু ব্যতীত ঘোর অন্ধকার । গুরু তো অনেকই আছে । সকলের সঙ্গুরু একজনই, যাকে বৃক্ষপতি বলা হয় । বাচ্চারা, তাই তোমাদের নেশা চড়া উচিত । এই দুনিয়া, যা তোমরা এই চোখে দেখছো, তা আর থাকবে না । তোমরা যা এখন বুদ্ধির দ্বারা জানছো, তাই থাকবে । তাই এই পুরানো দুনিয়া থেকে মমত্ব দূর করে দেওয়া উচিত । বাচ্চাদেরই রক্ষা করতে হবে । বাবার কতো সন্তান - সন্ততি । কেউ কেউ তো বলে, বাবা আমি আপনার দুই মাসের বাচ্চা । কেউ আবার বলে, আমি এক মাসের বাচ্চা । এই এক মাসের বাচ্চাও চট করে ধারণা করে একদম জোয়ান হয়ে যায়, আবার কেউ তো কুড়ি বছরেরও বামন (বৃদ্ধি হয় না) হয়ে যায় । তোমরা জানো যে, এ হলো নতুন ঝাড়, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হবে । প্রথমে অবশ্যই পাতা বের হবে । তারপর ফুল বের হবে । তোমাদের এখানেই ফুল হতে হবে । ওখানে সবাই ফুলই ফুল । এখানে তো কেউ গোলাপের, কেউ আবার চম্পা ফুল হয় । যেমন যেমন ধারণা তেমন তেমন পদ প্রাপ্ত হয় । ওখানে ফুলের কোনো কথা নেই । ওখানে হলো পদের কথা । তাই তোমাদের এই নেশা থাকা উচিত যে, আমরা এই চোখে পবিত্র শিবালয় বা স্বর্গকে দেখবো । অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা বলে এসেছো যে, অমুকে স্বর্গে গেছে ।

সেই কামনা প্রত্যক্ষভাবে বাবা এখন পূরণ করেন ।

তোমরা যখন এখন বাবার বাচ্চা হয়ে যাও, তখন এই ভারত সমৃদ্ধ হয়ে যায় । ৩৩ কোটি দেবতার গায়ন আছে, তারা এতো সত্যযুগ, ত্রেতাতে থাকে না । এ তো সম্পূর্ণ ভারতের দেবী - দেবতা ধর্মের আদমসুমারী । বাইরের দিকে দেখো, কতো টুকরো টুকরো হয়ে গেছে । চীন, জাপানে হলো বৌদ্ধ, বৌদ্ধ নাম হলেও তাদের মধ্যে অনেক মতভেদ । এখানে ভারতে তো শিব বাবাকে উড়িয়েই দিয়েছে, তাঁকে একদম জানেই না । চিত্রও আছে, মহিমাও করে, নন্দীগণও আছে, কিন্তু সঠিকভাবে জানে না । বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, বাবা বলেছেন, আমরা পরমধাম থেকে এসে এখানে এই শরীর ধারণ করে পাট প্লে করছি । তোমরা এখন চক্রকে জেনে গেছো । সন্স্কৃত জ্ঞান অঞ্জন দান করে অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ করছেন । আগে তো তোমরা কিছুই জানতে না । এখন অসীম জগতের পিতা, ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর, মুখ্য অ্যাক্টরকে তোমরা জেনে গেছো ৮৪ জন্ম কাদের নেওয়া উচিত ! কারা নেবে, তাও তোমরা জানো । তোমাদের এখন তৃতীয় নয়ন উন্মোচন হয়েছে, তাই এতো নেশা থাকা উচিত মানুষ যখন মদ্যপান করে, ফতুর হয়ে গেলেও নেশায় মনে করে যে, সবথেকে বিত্তবান হলাম আমি । বাবা তো বৈষ্ণব ছিলেন, কখনোই তিনি স্পর্শ করেন নি । বাকি, শোনা যায় যে, মদ্যপান করলেই নেশা চড়ে যায় । বলা হয় যে, যাদবরাও মদ্যপান করেছিলো, তারা মুখল দিয়ে একে অপরের কুল নাশ করেছিলো । এখানেও মিলিটারীদের মদ্যপান করানো হয় তাই মরার বা মারার চিন্তা তাদের থাকে না । নেশা এতো চড়ে যায় । বাচ্চারা, তোমাদেরও তাই এই নারায়ণী নেশা চড়া উচিত । আমরা সেই পূর্ব কল্পের শক্তি সেনা । আমরা অনেকবার ভারতকে হীরের তুল্য করেছিলাম, এতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কথাই নেই । সংশয়বুদ্ধি বিনশক্তি, নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়শক্তি । যারা সংশয় বুদ্ধির, তারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না । প্রজাতে নিচু পদ প্রাপ্ত করবে । ওখানে তো তোমাদের মহলে সর্বদা বাজনা বাজতে থাকবে । ওখানে দুঃখের কোনো কথাই নেই । আগে রাজাদের মহলের দরজার নহবতে সানাই বাজতো । এখন তো রাজাদের সেই ঠাটবাট কম হয়ে গেছে । প্রজার রাজ্য হয়ে গেছে ।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, আমরা পবিত্র হয়ে যোগে থেকে চক্রকে স্মরণ করতে করতে ভারতকে আবার স্বর্গ বানিয়ে দেবো, কিন্তু অনেক বাচ্চারাই ভুলে যায় । বাবা রায় দেন যে, সবথেকে ভালো কর্তব্য হলো, গরীবের সেবা করা । আজকাল তো অনেক গরীব আছে । মানুষ অনেক হাসপিটাল তৈরী করে, তাই অসুস্থ ব্যক্তির রোগ নিরাময় হয়ে সুখী হয়, যারা হাসপিটাল তৈরী করবে, তারা পরের জন্মে সুস্থ শরীর প্রাপ্ত করবে, রোগী হবে না । কেউ কেউ আবার খুবই স্বাস্থ্যবান হয়, খুবই কম অসুস্থ হয় । তাহলে অবশ্যই পূর্ব জন্মে কোনো সুস্থতার দান করেছিলো । সে হলো হাসপিটাল তৈরী করা । কারোর আবার শিক্ষাগত যোগ্যতা খুব ভালো হয়, তাহলে অবশ্যই বিদ্যার দান করেছিলো । কোনো কোনো সন্ন্যাসীর ছোটো বয়সেই শাস্ত্র কণ্ঠস্থ হয়ে যায়, তখন বলবে পূর্ব জন্মে আত্মা সংস্কার তৈরী করে এসেছে । তাই এখানেও তিন পা পৃথিবী নিয়ে এই আধ্যাত্মিক হাসপিটাল খোলো আর লিখে দাও যে, তোমরা এসে বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য স্বাস্থ্যের বরদান প্রাপ্ত করো । এ কতো সহজ কথা । তোমরা জিজ্ঞেস করো - বোলা, লক্ষ্মী - নারায়ণকে এই উত্তরাধিকার কে দিয়েছেন, তাহলে অবশ্যই প্রশ্নকর্তা এর উত্তর জানে । বাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা । তিনি কিভাবে রচনা করেছেন, তোমরা যদি বসো, তাহলে আমি বোঝাতে পারি । আমিও তাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি । শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করাছেন, এরপর পালনাও তিনিই করবেন । শঙ্করের দ্বারা বিনাশও হতে হবে । বিনাশ তো অবশ্যই নরকের হবে, তাই না । নতুন দুনিয়া তো এখন তৈরী হচ্ছে । ছোটো ব্যাজের উপর তোমরা বোঝাতে পারো যে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হচ্ছে । এ হলো রাজযোগ । তোমাদের মনুষ্য থেকে দেবতা হতে হবে, যারা আমাদের কুলের হবে তাদের চট করে হৃদয়ে লেগে যাবে । তাদের চেহারাতেই চমক এসে যাবে আর তারা পুরুষার্থের দ্বারাই নিজেদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে আমাদের ব্রাহ্মণ কুলের যারা -- তারা অবশ্যই শূদ্র কুল থেকে পরিবর্তন হয়ে যাবে, এও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । তোমরা ভারতের অনেক সেবা করো, কিন্তু গুপ্তভাবে । পূর্বেও এমন - এমন করেছিলে তোমাদের এখন এই ড্রামাকে খুব ভালোভাবে জানতে হবে । এমন গায়ন আছে যে, তোমার মৃত্যু হলে দুনিয়া তোমার কাছে মৃত । বাকি আত্মা থেকে যায় । আত্মার তো মৃত্যু হয় না । আত্মা শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেলে তার জন্য এই দুনিয়াও থাকে না । আবার যখন শরীরে প্রবেশ করবে, তখন মা - বাবার সম্বন্ধ ইত্যাদি নতুন সবকিছু হবে তোমাদের এখানেই অশরীরী হতে হবে । এখন তো এই দুনিয়া প্র্যাকটিক্যালি শেষ হয়ে যাবে ।

বাবা বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে তোমাদের যে বিকর্মের বোঝা আছে তা নেমে যাবে অর্থাৎ শেষ হয়ে যাবে, আর তোমরা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । বাচ্চাদের আচরণ খুবই সুন্দর হওয়া উচিত । চলা - বলি, খাদ্য, পানীয়.... । তোমাদের খুব অল্প কথা বলা উচিত । রাজারা খুব অল্প আর ধীরে বলেন, তারা মৌন থাকেন । তোমাদের

মধ্যে তো খুবই সভ্যতা থাকা উচিত । দেবতাদের মধ্যে সভ্যতা ছিলো । এখানে তো মানুষ বাঁদরের সমান তাই অসভ্য । কোনো বুদ্ধিই নেই । অসীম জগতের পিতা, যিনি এই সৃষ্টিকে স্বর্গ বানান, তাঁকে পাথর, নুড়ি, কুকুর, বিড়াল সবকিছুর মধ্যেই ফেলে দিয়েছে । মায়া বুদ্ধিতে একদম গোদরেজের তালা লাগিয়ে দিয়েছে । এখন বাবা এসে সেই তালা খোলেন । তোমরা বাচ্চারা এখন কতো বুদ্ধিমান হয়ে গেছো । শিববাবা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর, লক্ষ্মী - নারায়ণ, জগদম্বা এঁদের সকলেরই বায়োগ্রাফি তোমরা জেনে গেছো । তোমরা এখন সদগুরু শিব বাবার থেকে সম্পূর্ণ জ্ঞান পেয়েছো । বাবা তো নলেজফুল, তাই না । প্রত্যেকেই নিজের মনকে জিপ্তেস করো যে, বরাবর আমরা কিছুই জানতাম না । আমাদের চলন বানরের মতো ছিলো । এখন আমরা সবকিছু জেনে গেছি বাবা নতুন রচনা কিভাবে রচনা ককরেন । বাবা উচ্চ থেকে উচ্চ ব্রাহ্মণ কুল বানান, তা তোমরা জানো । মূর্তি যারা পূজ্য, তাঁরা কিছুই বলে না । তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরাই পূজ্য, আবার পূজারী হই ।

তোমরা এখন প্রকৃত ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ । তোমরা জানো যে, সঙ্গম যুগে কিভাবে সত্যযুগের রচনা হয়, এ আর কেউই জানে না । ব্যারিস্টার যদি পড়ান, তাহলে তিনি কি বানাবেন ? ভগবানই এসে সহজ রাজযোগ শেখান । আহা ! কি সৌভাগ্য ভারতবাসী বাচ্চাদের । তোমাদের মধ্যেও তারাই বেশী সৌভাগ্যশালী, যারা খুব ভালোভাবে ধারণা করে অন্যদেরও করাতে থাকে । ভবিষ্যতে অনেক ঘরই স্বর্গ তৈরী হবে এই ঝাড় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় । এতে পরিশ্রম আছে । তোমরা যতো উঁচুতে যাবে, ততই মায়ার তুফান তীব্রগতিতে আসবে । পাহাড়ে যতো উঁচুতে যাবে, ততই তুফান, ঠান্ডা ইত্যাদির সম্মুখীনও হতে হবে । সেবাতে যতো সময় পাওয়া যায় ততই ভালো, তোমরা বিজ্ঞাপন দাও । তোমাদের মনে যে রায় আসবে তাই বলো যে, তোমাদের এমন - এমন করা উচিত । বাবা বলবেন, তোমরা করো । বেচারী মানুষ খুবই দুঃখী । এই সময় সকলেই তমোপ্রধান হয়ে গেছে । কোনো জিনিসেই সভ্যতা নেই । মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া..... বাচ্চারা, তোমরা এখন স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে ।

(গীত --- নতুন দিনের কলি) এই গানে সীতার মহিমা করা হয় যেই দেশে সীতা ছিলো, সেই দেশ পবিত্র ছিলো । সেই দেশে আবার রাবণ কোথা থেকে এলো ? আশ্চর্যের তো এটাই যে, আবার বলে দেয় বানর সেনা নিয়েছিলো । এখন এই বানর সেনা কোথা থেকে এসেছিলো ! এখানে তো মানুষের সেনা আছে । গভর্নমেন্ট বানরের সেনা তো নেয়ই না । তাহলে ওখানে বানর সেনা কিভাবে এলো ? এও বুঝতে পারে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রায় থেকে বিকর্মের বোঝা নামাতে হবে, সুন্দর স্বভাব ধারণ করতে হবে, সভ্যতাপূর্বক ব্যবহার করতে হবে । খুব কম কথা বলতে হবে ।

২) কোনো বিষয়েই সংশয় বুদ্ধি হবে না । ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবায় নিজের সবকিছু সফল করতে হবে । শিব বাবার কাছে সম্পূর্ণ বলিহারি যেতে হবে ।

বরদানঃ:- সর্ব সম্পদকে বিধি সন্মতভাবে জমা করে সম্পূর্ণতার সিদ্ধি প্রাপ্তকারী সিদ্ধি স্বরূপ ভব ৬৩ জন্ম সমস্ত সম্পদ ব্যর্থ করেছো, এখন এই সঙ্গম যুগে সর্ব সম্পদকে বিধিপূর্বক জমা করো, এই জমা করার বিধি হলো -- যে সম্পদ আছে, তা নিজের প্রতি আর অন্যদের প্রতি শুভ বৃত্তির সঙ্গে কাজে লাগাও । কেবল বুদ্ধির লকারে জমা ক'রো না, এই সম্পদকে কাজে লাগাও । তা নিজের প্রতি ব্যবহার করো, না হলে লুজ হয়ে যাবে, তাই যথার্থ বিধির সাথে জমা করো, তাহলে সম্পূর্ণতার সিদ্ধি প্রাপ্ত করে সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে যাবে ।

স্নোগানঃ:- পরমাত্ম প্রেমের অনুভব থাকলে কোনো বাধাই আটকাতে পারবে না ।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;